শল্যপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের নবম অংশ এই শল্যপর্ব্বে মদ্ররাজ শল্য কৌরব-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হয়েন এবং দুর্ম্মর্ষণ-প্রভৃতি দুর্য্যোধনের যে সকল ভ্রাতৃগণ অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভীমসেনের হস্তে নিধন লাভ করেন, গদাযুদ্ধপর্ব্ব এই পর্ব্বেরই অন্তর্গত ইহাতে বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহুল তীর্থের বর্ণন আছে, পরিশেষে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে বিবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন হওয়ায় সমর সমাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

এই পর্ব্ব বহু পূর্ব্বে আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম, পরিশেষে মূল মহাভারতের সংশোধনানুসারে পাঠের পরিবর্ত্ত হইলে অনুবাদেরও স্থান-বিশেষ পরিবর্ত্ত সহ হওয়ায়, সুতরাং ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধিত মূলের সহিত ঐক্য করিয়া বিশেষরূপে সংশোধন করিয়াছি, মুদ্রাঙ্কন-কালে মহাভারত-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ইহা অবলোকন-পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য যথা-সাধ্য যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি কোন দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, সুধীগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন অধিকেনালমিতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪
বর্দ্ধমান রাজবাটী

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

অথ শল্যবধপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সমর মধ্যে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক এইরূপে কর্ণ নিপাতিত হইলে, অল্পাবশিষ্ট কৌরবেরা কি করিল? এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন ও পাণ্ডবগণ দ্বারা নিহত দেখিয়াই বা কি করিলেন, আমি ইহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব হে বিপ্রবর! আপনি এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন, পূর্ব্ব-পুরুষগণের সুমহৎ চরিত্র শ্রবণ করত আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন শোক সাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া সকল বিষয়েই হতাশ হইলেন, এবং "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" বলিয়া পুনঃপুন শোক প্রকাশ করত হতাবশিষ্ট নৃপগণের সহিত নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নৃপতিগণ শাস্ত্রনিশ্চিত বিবিধ হেতুবাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্ আশ্বাস প্রদান করিলেও তিনি সূতপুত্রের বধের বিষয় স্মরণ করত কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে সেই পৃথিবীপাল দৈব ও ভবিতব্যকে বলবৎ বিবেচনা করিয়া সংগ্রামের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়-পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন যথা বিধানে শল্যকে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, কুরু পাণ্ডব উভয় সেনার দেবাসুর রণোপম সুতুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে শল্য অনেকানেক শত্রু-সেনা বিমর্দ্দন করিয়া পরিশেষে হত-সৈন্য হইলে, মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমর-শয্যায় শয়ন করাইলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন বন্ধু-বিহীন হইয়া রণাঙ্গণ হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক বিপক্ষ ভয়ে এক ঘোরতর হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, সেই দিবস অপরাহ্ণে ভীমসেন মহারথগণ দ্বারা হ্রদ পরিবেষ্টন করত তথা হইতে উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধনকে আহ্বান-পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর নিহত হইলে হতাবশিষ্ট রথি-ত্রয় নিতান্ত ক্রোধবশত রাত্রিকালেই পাঞ্চাল-সৈন্য সকলকে সংহার করিল। পর দিন পূর্ব্বাহ্ণে দুঃখ শোক-সমন্বিত সঞ্জয় শিবির হইতে নির্গত হইয়া দীনভাবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুঃখিত-ভাবে পুরে প্রবেশ করিয়া ভুজদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক কম্পমান-কলেবরে রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে নরনাথ! তিনি তখন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া "হা রাজন্!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "আহা! সেই মহানুভাবের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম! অহো! কাল কি প্রবল! কার্য্যের গতি কি বিষমা! যে কালে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত বীর-

গণ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল!” হে রাজন্! পুরবাসি জনগণ অগ্রভাগে সঞ্জয়কে মহাক্লেশ-যুক্ত দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া “হা রাজন্!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। হে নরবর! অনন্তর, সেই রাজপুরের চতুর্দ্দিকে আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ নৃপতির নিধন সংবাদ শ্রবণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পরিশেষে দেখিলাম, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া উন্মত্ত ও বিচেতনের ন্যায় সেই স্থানে ধাবমান হইল।

সঞ্জয় তাদৃশ বিহ্বল হইয়া নৃপ-নিকেতনে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রজ্ঞাচক্ষু নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ্যেশ্বরকে দর্শন করিলেন। হে জনমেজয়! নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর, গান্ধারী, পুত্রবধূগণ এবং অন্যান্য সুহৃৎ ও জ্ঞাতিবর্গ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক কর্ণের নিধন বিষয় চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া সঞ্জয় অপ্রসন্ন-চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাষ্প-সন্দিগ্ধ বচনে বলিলেন, হে ভরতকুল-পুঙ্গব নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করিতেছি; মদ্রাধিপতি শল্য সমরে হত হইয়াছেন এবং সুবল-নন্দন শকুনি, পুরুষপ্রবর দৃঢ়বিক্রম কৈতব্য উলূক, ও সংশপ্তক সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে। শক সেনা সমুদয়, কাম্বোজ সৈন্য সকল এবং পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছ-যবনাদি সমুদয় সৈন্য নিপাতিত হইয়াছে। হে নরাধিপ! প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য রাজা এবং রাজপুত্রগণ সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন যাহা কহিয়াছিল, নরপতি দুর্য্যোধনের প্রতি তাহাই ঘটিয়াছে; উরুদেশ ভগ্ন হওয়াতে কুরুরাজ ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী নিহত হইয়াছে, এবং যুধামন্যু, উত্তমৌজা, প্রভদ্রকগণ ও চেদি পাঞ্চাল সৈন্যদল নিসূদিত হইয়াছে। এ পক্ষে আপনার সমুদয় সন্তানই নিহত হইয়াছে; পাণ্ডব পক্ষে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কর্ণ-নন্দন মহাবল বৃষসেন হত-জীবন হইয়াছে। সকল মনুষ্যই বিনিহত ও গজযূথ নিসূদিত হইয়াছে এবং রথি ও তুরঙ্গগণ সমরাঙ্গণে নিপতিত রহিয়াছে। প্রভো! পাণ্ডবেরা আপনার সৈন্য-শিবিরকে প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই কুরু পাণ্ডবের পরস্পর সংগ্রামে কাল-মোহিত জগন্মণ্ডলে প্রায় স্ত্রীলোক মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, বাসুদেব ও সাত্যকি, এই সপ্ত ব্যক্তি মাত্র তৎপক্ষে জীবিত আছেন, আর আপনার পক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, এই তিন ব্যক্তি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত সৈন্যের মধ্যে এই দশ জন মহারথ মাত্র অবশিষ্ট আছেন, এতদ্ভিন্ন সমুদয় সৈন্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। হে মহারাজ! কাল স্বয়ং দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তি করিয়া এই প্রবল বৈর উৎপাদন-পূর্ব্বক সমুদয় জগৎ বিধ্বংস করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র অচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। নরপতি ভূতল-শায়ী হইলে, মহাযশা বিদুরও তাঁহার দুঃখে আকৃষ্ট হইয়া মহীশয্যায় শয়ন করিলেন, দেবী গান্ধারী ও আর আর কুরু-নারীগণ সহসা এই নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ মাত্র ভূতলে পতিত হইলেন। সভাস্থ ভূপাল সমস্ত নিঃসজ্ঞ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিলেন। ফলত তৎকালে বোধ হইল যেন, সুবিস্তীর্ণ চিত্রপট মধ্যে এই সকল প্রলাপান্বিত জনগণ চিত্রিতভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

অনন্তর, পুত্র-শোকে মূর্চ্ছিত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের বহু কষ্টে অল্পে অল্পে প্রাণ সঞ্চার হইল। তিনি সচেতন হইয়া কম্পমান-কলেবরে ও সুদুঃখিত-হৃদয়ে দশ দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সঞ্জয়কে সম্বোধিয়া বলিলেন, “হে বিদ্বন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি পুত্র-বিহীন হইয়া অনাথ প্রায় হইলাম!

সম্প্রতি একমাত্র তুমিই আমার গতি।” রাজা এই কথা বলিয়াই পুনরায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তথায় তাঁহার যে কতিপয় বান্ধব উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নৃপতিকে তথাবিধ নিপতিত দেখিয়া শীতল সলিল সেচন ও ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বহুকাল বিলম্বে মহীপাল আশ্বস্ত হইয়া পুত্রবিয়োগ জন্য নিতান্ত কাতরতা বশত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, এবং কুম্ভ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য কুরু-নারীগণ তথা সঞ্জয়, নৃপতিকে তাদৃশ শোকাতুর দেখিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বারম্বার মুহ্যমান হইয়া বহু বিলম্বে বিদুরকে বলিলেন যে, এক্ষণে আমার মনে অতিশয় ভ্রম জন্মিতেছে; অতএব যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য অবলাগণ এবং এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবেরা এক্ষণে এস্থান হইতে গমন করুন। বিদুর নৃপতির এই আদেশ পাইয়া মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া অল্পে অল্পে সকলকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! অবলাগণ ও সুহৃদ্গণ রাজাকে শোকাতুর দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, সঞ্জয় নরেন্দ্রকে সচেতন হইয়া পুনঃপুন রোদন ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুমধুর বচনে তাঁহাকে সম্যক্ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রমোহে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুলকামিনীগণ তথা হইতে বিনির্গত হইলে, অম্বিকা-তনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পুনঃপুন কর-দ্বয় কম্পিত করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে সঞ্জয়! আহা! এ কি মহদ্দুঃখ যে, পাণ্ডবগণ সমরে কুশলী ও অক্ষয় আছে, ইহাও আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিলাম! বোধ হয়, আমার হৃদয় বজ্রসারময় নিতান্ত সুদৃঢ়, নতুবা সন্তান সকল নিহত হইয়াছে শুনিয়া কেন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ না হইল? হে সঞ্জয়! অদ্য পুত্রগণের নিধন সমাচার শ্রবণে তাহাদিগের বয়ঃক্রম ও বাল্যলীলার বিষয় স্মরণ হওয়াতে আমার হৃদয় অতিশয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি অন্ধ বলিয়া যদিও তাহাদিগের রূপ সন্দর্শন করি নাই, তথাপি পুত্র-স্নেহ-জনিত পরম প্রীতি নিয়তই তাহাদিগের প্রতি বিধৃত রহিয়াছে। হে নিষ্পাপ! তাহারা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থ এবং ক্রমশঃ মধ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া তখন আমি কত হর্ষ লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের নিধন সমাচার ও বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদির বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণে পুত্র-কৃত মনঃপীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি কোন স্থানেই শান্তি লাভ করিতে পারিব না। “হে পুত্র! হে রাজেন্দ্র! একবার এই অনাথের নিকটে আইস! হে মহাবাহো! এক্ষণে তোমা-বিহীন হইয়া আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? হে বৎস! তুমি সমাগত ভূপালগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সামান্য কুনৃপতির ন্যায় নিহত হইয়া কেন ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? হে বীর! তুমি সুহৃদ্বন্ধুগণের আশ্রয় হইয়া এক্ষণে এই অন্ধ ও বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় যাইতেছ? হে কুরুকুল-পালক! আমার প্রতি তোমার যে ভক্তি, প্রীতি, কৃপা ও মান্যতা ছিল, এখন সে সব কোথায়? তুমি সর্ব্বত্র-বিজয়ী হইয়া এই যুদ্ধে পাপাত্মা পাণ্ডবগণের হস্তে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিলে? আমি যথা কালে জাগরিত হইলে আর কে আমাকে ‘তাত, তাত’ বলিয়া আহ্বান করিবে, এবং ‘মহারাজ! ও লোকনাথ!’ এইরূপ বচনে কে আমাকে বারম্বার আমোদিত করিবে? হে পুত্র! তুমি প্রসন্ন-নয়নে আসিয়া স্নেহ-সহকারে আমার কণ্ঠ ধরিয়া আলিঙ্গন করত ‘আজ্ঞা করুন’ এই সাধু-বাক্য প্রয়োগ কর। হে

পুত্র ! আমি তোমার এই কথা শুনিয়াছিলাম, এই সসাগরা ধরা-মধ্যে পাণ্ডবগণের যেমন প্রভুত্ব, আমাদিগেরও তদ্রূপ ; তুমি কহিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, শল্য, অবন্তিরাজ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, মগধরাজ মহাবল বৃহদ্বল, কাশিরাজ, সুবল-সুত শকুনি এবং বহু সহস্র ম্লেচ্ছ শক যবন-সৈন্য, কাম্বোজেশ্বর, সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, ভারদ্বাজ, গৌতম, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, বীর্য্যবান্ শতায়ু, জলসন্ধ, আর্ষ্যশৃঙ্গিঅলায়ুধ, রাক্ষস মহাবাহু অলম্বুষ, মহারথ সুবাহু, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিগণ আমার নিমিত্ত প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই মহারণে উদ্যত হইয়াছেন, আমি ভ্রাতৃ শত দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া যাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, দ্রৌপদেয়গণ, সাত্যকি, কুন্তিভোজ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করাইব। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনও যদি সমরে ক্রুদ্ধ হয়েন, তবে অভিমুখীন পাণ্ডবগণের নিবারণে সমর্থ হইবেন। পাণ্ডবগণের সহিত বৈর-বন্ধন-পূর্ব্বক এই সমস্ত বীরেরা একত্র মিলিত হইলে যে, কি হয়, তাহা বলিতে পারি না। হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা সকলেই পাণ্ডবদিগের অনুগামিগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। আর মহাবীর কর্ণ একাকী আমার সহিত মিলিত থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন ; পরিশেষে মহাবীর নৃপতিরা সকলেই আমার শাসনে থাকিবে। যিনি পাণ্ডবগণের প্রণেতা, সেই মহাবল বাসুদেব কখন কবচ ধারণ করিবেন না।” হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন আমার নিকটে বহু বার এই সকল কথা প্রকাশ করায় এবং তাহার পরাক্রমানুসারে আমি পাণ্ডব সকলকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যখন আমার সন্তানেরাই সমরে ব্যাপৃত হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? হে সঞ্জয়! শৃগাল-সদৃশ শিখণ্ডীর সম্মুখে মৃগেন্দ্র-সম মহাপ্রতাপশালী লোকনাথ ভীষ্ম যখন নিহত হইলেন এবং সর্ব্ব শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা-পারগ দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য যখন পাণ্ডব-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন এই সমরস্থলে ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লীক নিহত হইলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন গজযুদ্ধ-বিশারদ ভগদত্ত এবং জয়দ্রথও নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন সুদক্ষিণ ও পুরুবংশীয় জলসন্ধ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? সর্ব্ব শস্ত্রধারিপ্রবর মহাবল পাণ্ড্যরাজ যখন সমরে পাণ্ডবগণ দ্বারা নিহত হইলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? মগধরাজ মহাবল বৃহদ্বল এবং ধনুর্দ্ধরগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিক্রান্ত উগ্রায়ুধ অবন্তিরাজ-তনয়-দ্বয়, ত্রিগর্ত্তাধিপতি ও সংশপ্তক সৈন্য সমুদয় যখন নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? নরপতি অলম্বুষ তথা ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র রাক্ষস অলায়ুধও যখন নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন নারায়ণী-সেনা নামে বিখ্যাত বহু সহস্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ গোপাল-সৈন্যগণ এবং বহু সহস্র ম্লেচ্ছ-সৈন্য হত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? সৌবল শকুনি ও মহাবল কৈতব্য যখন স্ববল-সহ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন সর্ব্ব শস্ত্রাস্ত্র-পারগ মহানুভাব মহেন্দ্র-সম-বিক্রমশালি শূর সকল সমরে নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? হে সঞ্জয়! নানা দেশ হইতে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ সকলেই যখন সংগ্রামে নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে

পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? আমার মহাবল পুত্র পৌত্র বয়স্য ও ভ্রাতৃ সকল যখন রণস্থলে প্রাণ পরিহার করিল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? মনুষ্যগণ অদৃষ্টকে সঙ্গে করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি সৌভাগ্য-সংযুক্ত সেই মনুষ্যই কল্যাণ লাভ করে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি স্বীয় ভাগ্যহীন ও পুত্রাদি-বিহীন হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কি প্রকারে শত্রুগণের বশীভূত হইব? আমি বিবেচনা করি, সম্প্রতি বনবাস ভিন্ন অন্য কিছুই আমার পক্ষে হিতকর নহে, এক্ষণে আমি জ্ঞাতি বন্ধু-বিহান হইয়াছি, অতএব বনেই গমন করিব; ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, আমি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বন গমন ব্যতীত আমার আর অন্য কিছুতেই শ্রেয় নাই। হে সঞ্জয়! মহাবল দুর্য্যোধন দুঃশাসন বিশস্ত বিকর্ণ ও শল্য-প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যে ভীমসেন একাকী সমরে আমার শত পুত্রকে সংহার করিয়াছে, তাহার চীৎকার আর কিপ্রকারে শ্রবণ করিব? সে যে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া বারম্বার আস্ফালন করিতেছে, আমি দুঃখ শোক-সন্তপ্তচিত্তে তাহার সেই নিষ্ঠুর বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অম্বিকাতনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র হত-বান্ধব হইয়া এইরূপ শোক-সন্তপ্ত ও পুত্র-শোকে বারম্বার মুহ্যমান হওত বহু ক্ষণ বিলাপ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং পরাভব বিষয় চিন্তা করিয়া মহাশোকাবিষ্ট ও সন্তপ্ত হইয়া পুনরায় সঞ্জয়কে যথাতথরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণকে হত এবং সূতপুত্রকে পাতিত শুনিয়া মদীয় পুত্রেরা কাহাকে সৈন্যপরিচালক সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিল? আমার সন্তানেরা যাহাকে যাহাকে সৈন্য-পরিচালক করিতেছে, পাণ্ডবগণ অচিরকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। কিরীটী তোমাদিগের সকলের সাক্ষাতেই সমরের অগ্রভাগে ভীষ্মদেবকে নিহত করিল। এইরূপে নৃপতি সকলের ও তোমাদিগের সম্মুখেই মহানুভব দ্রোণাচার্য্যকে এবং প্রতাপবান্ কর্ণকেও বিনাশ করিল। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বেই আমাকে কহিয়াছিলেন যে "দুর্য্যোধনের অপরাধে এই প্রজা সকল বিনষ্ট হইবে।" মূঢ়লোকের মধ্যে কেহই ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক্ অবলোকন করিয়া দেখে না, আমার পক্ষে এই কথা যথার্থই ঘটিল। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সত্য কথা সকল প্রত্যক্ষ হইল! হে সঞ্জয়! আমি দৈব-বশত ভ্রান্ত-চিত্তে পূর্ব্বে যাহা বিবেচনা করি নাই, সেই কুনীতির যে ফল হইয়াছে, তাহা তুমি পুনরায় বল। কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ ব্যক্তি সৈন্যগণের সম্মুখে ছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল? কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধাভিলাষি বীরবর মদ্ররাজের দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়াছিল, এবং কে কে বা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বামভাগ রক্ষা করণে যত্নপর হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! তাদৃশ সমবেত বীরগণের সমক্ষে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে মহাবল মদ্ররাজ ও আমার পুত্রকে নিহত করিল? যেরূপে কৌরবদিগের এই সুমহান্ লোকক্ষয় হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন যে প্রকারে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তথা সবল পাঞ্চাল-দল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র যে রূপে নিহত হইল, এবং পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব, সাত্যকি ও অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য কিরূপে মুক্ত হইলেন, এই যুদ্ধ যে রূপে যাদৃশভাবে নিষ্পন্ন হইল, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে সঞ্জয়! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে উপযুক্ত হইতেছ।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ

পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যে রূপে এই ভূরি ভূরি জনক্ষয় হইল, তদ্বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহানুভব পাণ্ডুনন্দন-কর্ত্তৃক সূতনন্দন নিহত হইলে, সংগৃহীত সৈন্য সকল বার-ম্বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, এবং সমর-স্থলী গজ ও মনুষ্য-দেহরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলে, অর্জ্জুন যে ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন, তাহাতে আপনকার পুত্রগণের অন্তঃকরণে সুমহৎ ভয় প্রবিষ্ট হইল। কর্ণ নিহত হইলে আপনার যোদ্ধাগণের মধ্যে পরাক্রম প্রকাশে ও সৈন্য-বিন্যাসে কাহারও বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইল না। অগাধ সাগর-গর্ত্তে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্‌গণ যেমন অপারে পার হইতে অভিলাষ করে, কিরীটি-কর্ত্তৃক দ্বীপতুল্য সূতপুত্র নিহত হইলে, শস্ত্রবিক্ষত সৈন্য সকল নিতান্ত বিত্রস্ত হইয়া তদ্রূপ হইল; তাঁহারা, সিংহার্দ্দিত মৃগ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ ও শীর্ণদংষ্ট্র সর্পের ন্যায়, অনাথ হইয়া নাথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরি-শেষে সায়াহ্ন সময়ে সকলে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিল। সূতপুত্র হত হইলে আপনার পুত্রগণের প্রধান প্রধান বীর সমু-দয় হত হওয়াতে তাঁহারা বিধ্বস্ত ও শাণিত শরে ছিন্নগাত্র হইয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। হে মহা-রাজ! তাঁহারা সকলে ভয়দ্রুত, কবচ-হীন ও বিচে-তন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। 'ঐ অর্জ্জুন আমার অনুসরণ করিতেছে, ঐ ভীম-সেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে' ইহা জ্ঞান করিয়া কেহ পতিত, কেহ কেহ বা ম্লান হইতে লাগিলেন। মহারথগণ ভয়-বশত কেহ জবগামি অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতি সকলকে পরিত্যাগ করিল! পলায়মান কুঞ্জর-যূথ-দ্বারা স্যন্দন সকল ভগ্ন হইল, মহারথ-নিকর-দ্বারা সাদি সমুদয় ও অশ্ব-নিবহ-দ্বারা পদাতি-নিচয় নিরতিশয় হত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! হিংস্রজন্তু ও তস্করাদি-সংকীর্ণ কানন-মধ্যে সার্থহীন জনেরা যেরূপ হয়, সূতপুত্র নিহত হইলে আপনার সৈন্যেরা তদ্রূপই হইল। মাতঙ্গ-দল আরোহি-শূন্য ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে সকলেই ভয়া-তুর হইয়া সমুদয় স্থলকেই পার্থময় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর, দুর্য্যোধন সৈন্য সকলকে ভীমসেন-ভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া হাহাকার করত স্বীয় সা-রথিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সারথে! আমি ধনু-র্দ্ধারণ করিয়া অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিলে, অর্জ্জুন কোন ক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সকলকে চালনা কর। মহাসাগর যেমন বেলা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তেমনি আমি সমরস্থলে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কুন্তী-কুমার ধনঞ্জয় কখনই আমাকে অতিক্রম করিতে উৎসাহবান্ হইবে না। অদ্য আমি গোবিন্দের সহিত অর্জ্জুনকে, অভিমানী বৃকোদরকে ও অন্যান্য অবশিষ্ট শত্রু সকলকে নিধন করিয়া কর্ণের নিকটে অঋণী হইব। সারথি কুরুরাজের শূরবর-সদৃশ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হেমপরিচ্ছদধারি অশ্ব-গণকে অল্পে অল্পে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে অশ্ব গজ ও রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র মাত্র পদাতি সৈন্য ছিল, তাহারাও অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এদিকে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া চতুরঙ্গ বল-দ্বারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে অপরাপর লো-কেরা পার্থ ও পার্ষতের নাম ঘোষণা করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত থাকিলে, ভীম-সেন ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বৃকোদর স্বয়ং রথস্থ থাকিয়া ভূমিষ্ঠ সৈন্য সকলের সহিত সমর করা গর্হিত বিবেচনায় অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগি-

লেন। পরিশেষে তিনি সুবর্ণ-পরিচ্ছদধারিণী শৈক্যদেশীয় লৌহময়ী কালান্তক-যমোপমা মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় আপনকার সৈন্য সমুদয়কে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। পদাতিগণ অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া প্রাণের ও বান্ধবের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পতঙ্গ-দল যেমন জ্বলন-মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সকলে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। যুদ্ধমত্ত ক্রোধান্ধ সৈন্যেরা, কৃতান্ত দর্শনে জীবগণের ন্যায়, ভীমের সন্নিহিত হইবামাত্র বিনাশের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভীমসেন খড়্গ ও গদা ধারণ-পূর্ব্বক সমর-মধ্যে শ্যেনপক্ষিবৎ বিচরণ করত আপনকার পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যকে পোথিত করিলেন। মহাবল সত্যপরাক্রম বৃকোদর সেই সৈন্য পুরুষ সকলকে সংহার-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরস্কৃত করিয়া পুনরায় তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় রথ-সৈন্যগণের অনুগামী হইলেন। মহারথ সাত্যকি এবং মহাবল নকুল ও সহদেব শকুনিকে সংহার করিতে কামনা করিয়া হৃষ্টমনে বেগভরে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা শাণিত শর-নিকর প্রহার-দ্বারা শকুনির অনেকানেক অশ্ববার সৈন্য নিহত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।

মহারাজ! অনন্তর, ধনঞ্জয় ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু বিক্ষেপ-পূর্ব্বক রথানীক মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথ ও যোদ্ধৃবর ধনঞ্জয় আসিতেছেন দেখিয়া আপনকার সৈন্যেরা ভয়-বশত ধাবমান হইল। পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য অশ্ব রথ-বিহীন ও শরে শরে আচ্ছন্ন হইয়াও পার্থের প্রতি অগ্রসর হইল। পাঞ্চালদিগের মহারথ মহাধনুর্দ্ধর শত্রুদমন পাঞ্চালরাজপুত্র মহাযশস্বী শ্রীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া অচিরাৎ সেই সৈন্য পুরুষ সমুদয়কে নিহত করিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সেই পারাবত সমানবর্ণ হয় ও রক্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত ধ্বজ-বিশিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন করিয়া আপনার সেনারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যশস্বী মাদ্রীনন্দন-দ্বয় সাত্যকির সহিত শীঘ্রাস্ত্র গান্ধাররাজের অনুসরণ করিয়া বহু ক্ষণ বিলোকিত হয়েন নাই। হে মহারাজ! পরিশেষে চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার সুমহৎ সৈন্য সংহার করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে আপনার সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, বৃষ জয় করিয়া বৃষ যেমন ধাবমান হয়, তেমনি ধাবিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন বলবান্ সব্যসাচী তখনও আপনার পুত্রের অবশিষ্ট সেনা সকলকে অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর, তিনি তাহাদিগকে সহসা শর-সমূহ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে ভূতল হইতে এরূপ ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে লাগিল যে, কিছুমাত্রই দৃষ্টিগোচর হইল না। শরজালে এবং অন্ধকার-পটলে ভূতল আচ্ছন্ন হইলে আপনার সেনারা ভয়-বশত দশ দিকে ধাবমান হইল। কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্ব সৈন্য ও পর সৈন্য সকলকে সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। পুরাকালে বলিরাজা যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা দুর্য্যোধনকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ক্রোধ-বশত বারম্বার ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্তভাবে সেই শত্রুগণের প্রতি শর সন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে আমরা সকলে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ বিলোকন করিলাম; যেহেতু তখন পাণ্ডবেরা সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর, দুর্য্যোধন অনতিদূর-স্থিত নিজ সৈন্য সকলকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত এবং পলায়নে প্রস্তুত দেখিয়া তাহাদিগকে স্থির করিলেন, এবং নিজ

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে যেন আনন্দিত করিবার জন্য এই কথা কহিলেন যে, "যে স্থানে গমন করিলে পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে হনন করিতে অক্ষম হইবে, এরূপ স্থান পৃথিবী বা পর্ব্বত-মধ্যে কোন স্থানেই দেখিতে পাই না; অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিলে কি হইবে? সকলে স্থির হও; এক্ষণে পাণ্ডবগণের বল অতি অল্প আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত বিক্ষত হইয়াছে, সম্প্রতি আমরা সকলে যদি এস্থানে স্থির হইয়া থাকি, তবে নিশ্চয় বিজয় লাভ করিব। তোমরা যদি যুদ্ধ হইতে পলায়ন-রূপ পাপাচার করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান কর, তথাপি পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে; সুতরাং তাহা হইতে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করা আমাদিগের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে যদি সংগ্রামে মৃত্যু হয় সেই সুখ, মৃত ব্যক্তি দুঃখ কিরূপ তাহা জানিতে পারে না প্রত্যুত পরিণামে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে।

হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সকলেই শ্রবণ কর, তোমরা ক্রুদ্ধ বিপক্ষ ভীমসেনের বশ হও, পূর্ব্ব পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের উচিত নহে। ক্ষত্রিয়ের পলায়ন হইতে পাপকর কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেয়স্কর স্বর্গের পথ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। হে কৌরবগণ! যোদ্ধারা বহু কালে উপার্জ্জিত লোক সকলকে সদ্যই সম্ভোগ করে।"

মহারাজ! ক্ষত্রিয় মহারথেরা দুর্য্যোধনের এই সকল বাক্য মান্য করিয়া পরাজয় অগ্রাহ্য করত বিক্রম প্রকাশে মনঃ সমাধান-পূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর, আপনার ও পাণ্ডবদিগের যোধগণের পুনর্ব্বার দেবাসুর-রণোপম সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্য-সহ স্বয়ং যুধিষ্ঠির-পুরোগামি পাণ্ডব-সৈন্যগণের অনুধাবন করিলেন।

কৌরব-সৈন্যাপযানে তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রণস্থলে মহানুভাব মহারথগণের রথ ও রথনীড় সকল পতিত, কুঞ্জর ও পত্তিগণ নিহত এবং নিঃসজ্ঞভাবে অবস্থিত শত সহস্র নৃপতিগণের সমরস্থল রুদ্র-শ্মশান-সন্নিভ অতি ঘোরতর দর্শনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শোকোপহত-চিত্তে বিমুখ হইলে, সৈন্যগণ অর্জ্জুনের বীর্য্য বিক্রম বিলোকনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলে, মথ্যমান সেনা সকলের চীৎকার শ্রবণে অন্যান্য সৈন্যেরা নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত চিন্তিত হইলে, সমরাঙ্গনে নরেন্দ্রগণের চিহ্ন সমুদয় বিকৃত সন্দর্শনে কৃপাবিষ্ট হইয়া বয়ঃশীল-সমন্বিত তেজস্বী বক্তৃবর কৃপাচার্য্য, জনাধিপ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক শোক-বশত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে অনঘ মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিব, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া যদি তোমার রুচিকর হয়, তবে তাহা রক্ষা কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণ যাহা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেই যুদ্ধধর্ম্ম হইতে শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধব এই সমুয়ই ক্ষত্রিয়গণের যোধ্য; যুদ্ধস্থলে বধই পরম ধর্ম্ম এবং পলায়নে বিপুল অধর্ম্ম হয়, এক্ষণে এই সকল জীবিতার্থি জনেরা জীবিকা-নির্ব্বাহে ঘোরতর সন্দেহে পতিত হইয়াছে; এ বিষয়ে তোমাকে কিছু হিতবাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, তোমার সহোদর সকল ও তোমার পুত্র লক্ষ্মণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, অবশেষে এখন আর কাহাকে উপাসনা করিব, যাহাদিগের প্রতি ভার সমর্পণ করিয়া আমরা রাজ্যশাসনে মনঃ সমাধান করিয়াছিলাম, সেই বীরগণ মায়াময় শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্গণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে অনেকানেক নৃপতিকে নিপাতিত করিয়া ও গুণবান্ মহারথগণ-বিহীন হইয়া অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। যে সমু-

দয় বীরেরা জীবিত আছেন, অর্জ্জুন সে সকলেরই অজেয়; কৃষ্ণ সহায় হইয়া যে মহাবাহুকে সতত রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে দেবতারাও যে জয় করিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না। এই মহতী চমূ ইন্দ্রচাপ ও বজ্র-সদৃশ সুদৃঢ় এবং ইন্দ্রকেতু-সম সমুন্নত কপিকেতন আশ্রয় করিয়া সঞ্চলন করিতেছে। ভীমের সিংহনাদে, পাঞ্চজন্যের নিস্বনে এবং গাণ্ডীবের নির্ঘোষে আমাদিগের চিত্ত চমকিত হইতেছে। জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ গাণ্ডীব শরাসন নয়নপ্রভা মোষণ করত যেন সঞ্চরণশীল মহাবিদ্যুতের ন্যায় বিলোকিত হইতেছে। এই সুবর্ণ-বিচিত্রিত কম্পমান মহৎ ধনু আকাশস্থ মেঘ-মণ্ডলী-মধ্যে তড়িতের ন্যায় তাবৎ দিকেই প্রকাশ পাইতেছে। শশি ও কাশপুষ্প-সদৃশ শ্বেতবর্ণ সুবর্ণ-বিচিত্রিতাঙ্গ বাজি সকল রথে যোজিত হইয়া যেন ঊর্দ্ধমুখে আকাশ পান করিতে করিতে প্রবল পবন-দ্বারা সঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া সমরস্থলে ধনঞ্জয়কে বহন করিতেছে। শিশিরকালে সমুত্থিত দাবাগ্নি যেমন বিজন গহন দহন করে, তেমনি অস্ত্রবিদ্বর অর্জ্জুন ত্বদীয় তাবৎ সৈন্যকে দগ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, মহেন্দ্র-সদৃশ প্রভাশালী ধনঞ্জয়, চতুর্দংষ্ট্র মাতঙ্গের ন্যায়, সেনা সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কুঞ্জর যেমন নলিনী বন দলন করে, দেখিলাম, অর্জ্জুন তেমনি ত্বদীয় সেনা সমুদয়কে বিক্ষুব্ধ এবং পার্থিবগণকে ত্রাসযুক্ত করিতেছেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে বিত্রস্ত করে, তেমনি দেখিলাম, পাণ্ডুনন্দন পুনর্ব্বার গাণ্ডীব নির্ঘোষ-দ্বারা তোমার যোদ্ধা সকলকে ভয়যুক্ত করিতেছেন। সর্ব্ব-লোক-মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর এবং সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের প্রধানতম কবচধারি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় লোক-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। হে ভরত-কুল-প্রদীপ! যুদ্ধভূমি-মধ্যে পরস্পর বধকারি নরগণের অতিঘোরতর সংগ্রাম অদ্য সপ্তদশ দিবস হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শরৎকালীন বারিদরাজি যেমন বায়ুবেগে বিধূত হয়, তেমনি এই যুদ্ধে ত্বদীয় সৈন্য সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! মহাসাগরে বিপর্য্যস্ত বাতভ্রান্তা নৌকার ন্যায় তোমার সেনাকে সব্যসাচী কম্পিত করিতেছেন। এখন তোমার কর্ণ কোথায় রহিয়াছেন, অনুচর-সহ দ্রোণাচার্য্যই বা কোথায় আছেন, আমিই বা কোথায় রহিয়াছি, তুমি স্বয়ংই বা কোথায় রহিয়াছ, কৃতবর্ম্মাই বা কোথায় আছেন, এবং ভ্রাতৃগণ-সহ তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনই বা কোথায় রহিয়াছেন? জয়দ্রথকে অর্জ্জুনের বাণপথবর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যুদ্ধোদ্যত ত্বদীয় ভ্রাতা, সম্বন্ধি ও মাতুল-প্রভৃতি সহায় সকলকে পরাজয়-পূর্ব্বক এমন কি, সর্ব্বলোকের মস্তক আক্রমণ করিয়া অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রাজা-জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন। এখন আমরা আর কাহার উপাসনা করিব? এক্ষণে কে এমন পুরুষ আছে যে, পাণ্ডুনন্দনকে জয় করিবে? মহানুভাব ধনঞ্জয়ের নানাবিধ দিব্য অস্ত্র এবং গাণ্ডীব-নির্ঘোষ আমাদিগের বীর্য্য হরণ করিতেছে। নষ্টচন্দ্রা রজনীর ন্যায় এই হতনায়কা সেনা করিভগ্ন-বৃক্ষ পূর্ণ শুষ্ক নদীর ন্যায় আকুলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদিগের সৈন্য সকল নায়ক-বিহীন হওয়াতে এক্ষণে মহাবাহু শ্বেতবাহন তৃণকাষ্ঠ-মধ্যে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বিচরণ করিবেন। মহাবল ভীমসেন ও সাত্যকির যে বল আছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও সাগর সমুদয় শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। হে নরবর! ভীমসেন সভা-মধ্যে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহার সমুদয় সফল করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাও পুনরায় সিদ্ধ করিবেন। মহাবীর কর্ণ সম্মুখস্থ হইলেও গাণ্ডীবধারী দৃঢ়রূপে নিজ বল সকল গোপন-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমরা সেই সাধুগণের প্রতি অকারণ যে সমস্ত অসাধু ব্যবহার করিয়াছ, এক্ষণে সেই সকলের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আপনার জন্য তাবৎ লোককে যত্ন-পূর্ব্বক আহরণ করিয়া

আনিয়াছিলে, কিন্তু তাহারাও সংশয়াপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমিও স্বয়ং সংশয়িত হইলে। অতএব হে তাত দুর্য্যোধন! সম্প্রতি তুমি আত্মরক্ষার্থে সযত্ন হও, যেহেতু আত্মাই সমুদয়ের ভাজন; ভাজন বিভিন্ন হইলে তদ্গত পদার্থও দশ দিকে গমন করে। বৃহস্পতি এই নীতি প্রচার করিয়াছেন যে 'আপন অপেক্ষা প্রবল বা আত্ম-সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত ইচ্ছা-পূর্ব্বক সন্ধি কর্ত্তব্য এবং বর্দ্ধমান লোকেরই বিগ্রহ বিধেয়।' দেখ, আমরা এখন পাণ্ডুপুত্রগণ হইতে বল বীর্য্য শক্তি-প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ে হীন, সুতরাং আমার মতে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি আপন শ্রেয় জানে না এবং কল্যাণকে অবজ্ঞা করে, সে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং কখন কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রণত হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহাও শ্রেয়; মূঢ়তা-বশত পরাভব স্বীকার করা শ্রেয় নহে। কৃপালু রাজা যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং কৃষ্ণের বচনানুসারে অবশ্য তোমাকে রাজ্য করিতে নিয়োগ করিবেন, যেহেতু হৃষীকেশ, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে যাহা আজ্ঞা করেন, তাঁহারা তাহাই প্রতিপালন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আমি অনুমান করি, কৃষ্ণ কখন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা অন্যথা করিবেন না, এবং যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্য অতিক্রম করিতে পারিবেন না। অতএব আমি কহিতেছি, এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহে ক্ষান্ত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। মহারাজ! আমি কার্পণ্য বা নিজ প্রাণ রক্ষা জন্য তোমাকে এ সকল কথা কহিতেছি না, যে সমুদয় পথ্য-বাক্য বলিতেছি, তুমি পরলোক-গত হইয়া অবশ্যই তাহা স্মরণ করিবে।"

বৃদ্ধবর কৃপাচার্য্য এই সকল কথা কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত যেমন শোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি মোহ তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

কৃপাচার্য্য-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যশস্বী কৃপাচার্য্য, রাজা দুর্য্যোধনকে এইরূপ বাক্য সকল কহিলে, তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণ কাল মৌনভাবে রহিলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তার পর শারদ্বতকে এই কথা কহিলেন যে, "সুহৃদের যাহা বক্তব্য, তৎ সমুদয়ই আপনি আমাকে শ্রবণ করাইলেন, এবং আপনিও প্রাণপণে মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা সকল লোকেই জানিয়াছে। আপনি সুহৃদের ন্যায় আমাকে যে সমুদয় কথা বলিলেন, সে সকল কথা শ্রবণ করিয়াও মুমূর্ষু ব্যক্তির ভেষজের ন্যায় আমার তাহাতে প্রীতি হইতেছে না। হে বিপ্রবর! আপনি যুক্তি কারণ-সংযুক্ত যে সমস্ত হিত-বাক্য কহিলেন, আমার তাহাতে কোন মতেই রুচি হয় না; আমরা যে নৃপতিকে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয়-পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, সম্প্রতি সে আমাদিগের প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে এবং আমার বাক্যে পুনরায় তাহার কিরূপে শ্রদ্ধা জন্মিবে? আরও দেখুন, পাণ্ডব-হিতৈষি হৃষীকেশ কৃষ্ণ যখন দৌত্য-কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন আমরা যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, তাহাও অতি অবিচারের কর্ম্ম হইয়াছে, এক্ষণে তিনিই বা কিরূপে আমার বাক্যে আস্থা করিবেন? দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনয়ন করিলে, তিনি সকলের সমক্ষে যে বহুতর বিলাপ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা ক্ষমা করিবেন না; যেহেতু তাহাতে তাঁহার যত দুঃখ হইয়াছিল, রাজ্যহরণেও তত ক্লেশ হয় নাই। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে এক-প্রাণ, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিলাম। কেশব নিজ ভাগিনেয়ের বিনাশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবধি অতি-দুঃখে রাত্রি যাপন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত অপরাধি আছি, এক্ষণে তিনি কি জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অভিমন্যুর বিনাশ-হেতু অর্জ্জুনের কিছুমাত্র সুখ নাই;

সম্প্রতি প্রার্থনা করিলেও সে আমাদিগের হিত-সাধনে যত্ন করিবে কেন? হে দ্বিজবর! মধ্যম পাণ্ডব মহাবল উগ্রতর ভীমসেন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে বরঞ্চ হত হইবে, তথাচ নত হইবে না। সেই উভয় বীরই আমাদিগের প্রবল বিপক্ষ, তাহারা বদ্ধ-কবচ হইয়া নিয়তই খড়্গ-হস্ত রহিয়াছে। যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীও আমার সহিত শক্রতা করিয়াছে, অতএব তাহারা কি প্রকারে আমার হিত করিতে যত্ন করিবে? সভা মধ্যে সমুদয় লোকের সাক্ষাতে দুঃশাসন যে একবস্ত্রা রজস্বলা কৃষ্ণাকে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবেরা সেই দীনা ও বিবসনাকে অদ্যাপি স্মরণ করিতেছে; অতএব সেই শক্রতাপনদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দ্রৌপদী তদবধি মলিনা ও দুঃখিতা হইয়া ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধি ও আমাদিগের বিনাশের জন্য উগ্রতর তপস্যা করিতেছেন এবং যাবৎ কাল বৈর-নির্যাতন না হয়, তাবৎ নিয়তই স্থণ্ডিল-মধ্যে শয়ন করিতেছেন। বাসুদেবের ভগিনী সুভদ্রা অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাসীর ন্যায় পাঞ্চালীর শুশ্রূষা করিতেছেন। এই সমস্ত বৈরভাব যাহা সমৃদ্ধ হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার নির্ব্বাণ হয় না। অভিমন্যুর বিনাশ-হেতু অর্জ্জুন আমার সহিত আর কেন সন্ধিবন্ধন করিবে? আমিই বা এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া এক্ষণে পাণ্ডবগণের প্রসাদ-লব্ধ অকণ্টক রাজ্য কি প্রকারে ভোগ করিব। প্রথমত আমি ভাস্করের ন্যায় সমুদয় ভূপালগণের উপর্য্যুপরি আধিপত্য করিয়া পশ্চাৎ কি প্রকারে দাসবৎ যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইব? আমি স্বয়ং অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া এবং বিপুল বিত্ত দান করিয়া এক্ষণে দীনগণের সহিত দীনভাবে কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? আপনি আমাকে যে স্নিগ্ধ ও হিত-বাক্য কহিলেন, আমি তাহাতে কোন দোষারোপ করি না; কিন্তু এই পরিণাম কালে সন্ধিবন্ধন করিতে কোন মতে সম্মত হইতে সমর্থ নহি। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, যুদ্ধ করাই সুবিহিত, সম্প্রতি আর এ সময়কে বিফল করা উচিত নহে, ইহা আমাদিগের সংগ্রামেরই প্রকৃত সময়। হে দ্বিজবর! আমি বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দান করিয়াছি এবং নিয়ত বেদশ্রবণে আমার কামনা সকল সিদ্ধ হইয়াছে, আমি শক্র-সমুদয়ের মস্তকোপরি আরোহণ করিয়াছি, ভৃত্যগণকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, দীনহীন জনকে বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি; অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি পাণ্ডবগণকে ঈদৃশ বাক্য জানাইতে কোন মতেই উৎসাহ করিতে পারি না। আমি নিজ রাজ্য পালন করিয়াছি, পর রাজ্য সকল জয় করিয়াছি, বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়াছি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়াছি এবং পিতৃগণ ও ক্ষত্রধর্ম্মের নিকটে অঋণী হইয়াছি। এই সংসারে সুখের লেশমাত্র নাই, এক্ষণে রাজ্যই বা কোথায় এবং যশই বা কোথায়? যাহা হউক, ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করাই উচিত, তাহাও যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না। ক্ষত্রিয়ের গৃহ-মধ্যে নিধন অতিনিন্দনীয়; গৃহাভ্যন্তরে শয্যায় শয়িত ক্ষত্রিয়ের মরণে মহান্ অধর্ম্ম হয়। যে মনুষ্য সুমহৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া অরণ্যে বা সংগ্রামে তনু ত্যাগ করে, সে অসীম মহিমা প্রাপ্ত হয়। যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ ও আর্ত্ত হইয়া দীনভাবে বিলাপ করত রোরুদ্যমান জ্ঞাতি বন্ধুগণের মধ্যে মৃত হয়, সে পুরুষের মধ্যে গণনীয় নহে। ইদানীং আমি বিবিধ ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ-দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত সাধুগণের গন্তব্য ইন্দ্রলোকে গমন করিব। হে বিপ্রবর! সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সাধুচরিত্র শূর সত্যসন্ধ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন যজ্ঞযাজি সকল ও যাহাদিগের শরীর শস্ত্রযজ্ঞে নিজ ও পর রক্ত-রূপ অবভৃত-জলে পবিত্র হইয়া থাকে, অবশ্যই তাহাদিগের স্বর্গবাস হয়। যুদ্ধস্থলে অপ্স-

রোগণ তাহাদিগকে আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করে। যাহারা সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা সুর-সভা-মধ্যে পূজিত এবং অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া সতত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে বাস করত পিতৃগণ-কর্ত্তৃক অবলোকিত হয়। সমরে অপরাঙ্মুখ শূর-গণ ও অমরগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমরাও সেই পথে অধিরোহণ করিব। বীরবর নরাধিপেরা আমার নিমিত্তে এই যুদ্ধে বৃদ্ধ পিতামহ, ধীমান্ আচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন-কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হইয়া হত হইয়াছেন এবং শর-বিক্ষত ও রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যথাবিধানে যজ্ঞকারি উত্তমাস্ত্রবিদ্ শূরবরেরা ন্যায়ানুসারে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যাঁহারা এই যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বেগ-গমন-দ্বারাই এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা দুর্গম হইলেও সুখকর হইতেছে; যে সমস্ত বীরেরা আমার জন্য হত হইয়াছে, তাহাদিগের কার্য্য সমুদয় স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ কামনায় আমার আর রাজ্য করিতে মনঃসমাধান হয় না। ভ্রাতা, বয়স্য, পিতামহ-প্রভৃতিকে পাতিত করিয়া আমি যদি নিজ জীবন রক্ষা করি, তবে সমুদয় লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। আমি সুহৃৎ, স্বজন ও বন্ধু বান্ধব-বিহীন হইলাম, সম্প্রতি পাণ্ডবগণের নিকটে প্রণত হইয়া রাজ্য লইয়া কি করিব? আমি জগতের এতাদৃশ পরাভব করিয়া পরিশেষে সুযুদ্ধ-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিব, তাহার কোন অন্যথা নাই।"

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার বাক্য মান্য করত অগণ্য সাধুবাদ-দ্বারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সকলেই পরাজয় বিষয়ে দৃক্পাত না করিয়া বিক্রম প্রকাশে মনঃসমাধান করত বিলক্ষণ নিশ্চয়-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। অনন্তর যুদ্ধাভিলাষি কৌরবগণ বাহন সকলকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া ঊন দ্বিযোজন পরিমিত স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিল। তথায় হিমালয়ের নিরাবরণ ও বৃক্ষাদি শূন্য পুণ্য-পরিসরে অরুণা সরস্বতীর নিকটে গিয়া তাঁহার সলিলে স্নান করিল ও সেই জল পান করিল। তদনন্তর তাহারা দুর্য্যোধনের সন্নিধি হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিল। হে মহারাজ! পরিশেষে সেই কাল-প্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ তথায় পরস্পর অবস্থাপিত হইয়া নিবৃত্ত থাকিল।

দুর্য্যোধন-বাক্যে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, যুদ্ধাভিনন্দি বীরগণ হিমালয়ের পরিসর-প্রদেশে অবস্থিত থাকিলে সমস্ত যোদ্ধারাই তথায় সমাগত হইলেন। শল্য, চিত্রসেন, মহারথ শকুনি, অশ্বত্থামা, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি নৃপতিগণ তথায় আসিয়া যামিনী যাপন করিলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিহত হইলে আপনার তনয়েরা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া হিমবান্ পর্ব্বত ব্যতীত আর কোন স্থানেই সুখ লাভ করেন নাই। তথায় সেই সমস্ত যোদ্ধারা সমরের জন্য যত্ন করিয়া শল্যের সমীপে রাজাকে যথা-বিধানে পূজা-পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! সম্প্রতি যে ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিলে আমরা সকলে বিপক্ষ-দলকে পরাজিত করিব, এরূপ কোন উপযুক্ত লোককে সেনাপতি করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করা আপনার উচিত হইতেছে।" অনন্তর, যে রথিবর সর্ব্ব-যুদ্ধ-বিধানজ্ঞ, যিনি সমরে অন্তকপ্রতিম এবং যাঁহার অঙ্গ-সকল সুন্দর, মস্তক উষ্ণীষ-দ্বারা আচ্ছন্ন, গ্রীবা রেখাত্রয়-সমন্বিত, যিনি প্রিয়ভাষী, যাঁহার নয়ন প্রস্ফুটিত পদ্মপত্র-সদৃশ, মুখমণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য, যাঁহার গুরুত্ব সুমেরু-তুল্য, স্কন্ধ নেত্র গতি ও স্বর বিষয়ে যিনি মহেশ্বরের বৃষ-সদৃশ, বেগ ও বলপ্রকাশে গরুড়

ও পবন সম, তেজে আদিত্য-তুল্য, বুদ্ধিতে শুক্র-সন্নিভ এবং কান্তি রূপ ও মুখ-সৌন্দর্য্য বিষয়ে যিনি সুধাংশুর সমান; যাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ, বাহু-যুগল শ্রম-সহ, পীন ও আয়ত; অঙ্গসৌষ্টব কাঞ্চন-পদ্ম-সদৃশ; সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট; ঊরু কটি জঙ্ঘা-প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুবৃত্ত; পদযুগল মনোহর; এবং অঙ্গুলি ও নখ সুন্দর; বিধাতা গুণগ্রামের প্রত্যেক স্মরণ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক যাঁহাকে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন-রূপে সৃজন করিয়াছেন; যিনি বেদ-বিদ্যাসাগর, বিপক্ষ-জেতা ও শত্রুগণের অজেয়; যিনি দশাঙ্গ ও চতুষ্পাদ অস্ত্রবিদ্যা যথার্থরূপে জানিয়াও পঞ্চম বেদ ইতিহাস-সহ সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ সম্যক্ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহাতপা অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য প্রযত্ন সহকারে উগ্রতর তপস্যা-দ্বারা ভগবান্ ত্রিলোচনকে আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ভে যাঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অপ্রতিম-কর্ম্মা, অসদৃশ-রূপ-সম্পন্ন, সর্ব্ববিদ্যাপারগ, গুণার্ণব, শত্রুদমন অশ্বত্থামার নিকটে সমাগত হইয়া আপনার পুত্র রথস্থ রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিলেন যে, আপনি আমাদিগের সকলের পরম গতি ও গুরুপুত্র, অত-এব আমরা সকলে যে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিয়া সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে জয় করিব, এতাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আপনার নিয়োগানুসারে আমাদিগের সেনা-পতি হইবেন?

অশ্বত্থামা কহিলেন, মদ্রাধিপতি শল্য বল বীর্য্য কুল শীল যশঃ শ্রী ও তেজঃ-প্রভৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন; অতএব ইনিই আমাদিগের সেনাপতি হউন। দ্বি-তীয় মহাসেনের ন্যায়, মহাসেনা-সমন্বিত এই মহা-বাহু নিজ ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছেন। অতএব হে নৃপবর! দেবতারা যেমন অপরাজিত কার্ত্তি-কেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, তেমনি আমরা এই নৃপতিকে সেনাপতি করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

দ্রোণ-পুত্র এইরূপ কহিলে সমস্ত নরাধিপগণ শল্যকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিলেন এবং অভিনিবেশ সহকারে যুদ্ধার্থে মনঃসমাধান করি-লেন। অনন্তর, দুর্য্যোধন ভূতলে থাকিয়া সমরে পরশুরাম ও ভীষ্ম সদৃশ রথস্থিত শল্যকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! পণ্ডিতেরা যে সময় শত্রু মিত্র পরীক্ষা করেন, এক্ষণে মিত্রগণের সেই সময় উপস্থিত, আপনি বাহিনীমুখে অবস্থিত থা-কিয়া আমাদিগের প্রণেতা হউন। আপনি সমরা-ঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে মন্দবুদ্ধি পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সকল নিজ নিজ অমাত্যগণের সহিত নিরুদ্যম হইবে।

শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ! আপনি আমাকে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহাই করিব, আমি আপ-নার প্রিয়-হেতু রাজ্য ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছি। দুর্য্যোধন বলিলেন, হে যোদ্ধৃবর মাতুল! আপনি অতুল বল-সম্পন্ন, আমি আপনাকে সেনা-পতিত্বে বরণ করিতেছি, স্কন্দ যেমন যুদ্ধস্থলে দেব-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বীর! হে রাজেন্দ্র! দেবগণের সেনাপতিত্বে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আপনি আমাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হউন এবং মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার শত্রু সকলকে সমরে সংহার করুন।

দুর্য্যোধন বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ মদ্রাধি-পতি নরপতি দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে মহাবাহো বাক্য-বিৎপ্রবর মহারাজ! শ্রবণ করুন, আপনি যে এই রথোপবিষ্ট কৃষ্ণার্জ্জুনকে রথিপ্রবর জ্ঞান করিতে-ছেন, ইহারা উভয়ে বাহুবীর্য্যে কোন মতেই আ-মার তুল্য নহে। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সংগ্রামোদ্যত

সুরাসুর মানব-সহ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; পাণ্ডবগণের ত কথাই নাই। আমি অদ্য আপনার সৈন্যপরিচালক হইয়া সংগ্রামে সমাগত সোমক ও পাণ্ডব সকলকে জয় করিব, সন্দেহ নাই। আমি এরূপ এক ব্যূহ বিন্যাস করিব যে, বিপক্ষগণ কোন প্রকারেই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। হে কুরুনাথ! আমি আপনাকে এই সকল কথা যথার্থ কহিতেছি, আপনি ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না।

হে ভরত-সত্তম মহারাজ! মদ্রাধিপতি এইরূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন আহ্লাদিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান-দ্বারা সেনা সকলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। শল্যের অভিষেক হইলে সেই সময় সকলের আনন্দ-সূচক এক সুমহান্ সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! তখন আপনার সৈন্যগণের মধ্যে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। মদ্র দেশীয় মহারথগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং সকলেই সমরশোভাকর শল্য মহীপালকে স্তব করিতে লাগিল। "হে মহারাজ! আপনি চিরজীবী ও জয়যুক্ত হউন, সমাগত শত্রু সমুদয়কে সংহার করুন। আপনার বাহুবল লাভ করিয়া মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বিপক্ষ-বিহীন হইয়া নিখিল পৃথিবী শাসন করুন। আপনি সমরাঙ্গনে দেব দানব-সহ মানবগণকে জয় করিতে সমর্থ। মর্ত্ত্যধর্ম্মধারী সোমক ও সৃঞ্জয়গণ আপনার পক্ষে কিছুই নহে।" বীরবর মদ্রাধিপতি তৎকালে অকৃত-পুণ্যজনের দুষ্প্রাপ্য, এবম্বিধ স্তুতিবাদ শ্রবণে অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। শল্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অদ্য রণস্থলী-মধ্যে আমি পাণ্ডবগণ-সহ পাঞ্চাল সকলকে বিনাশ করিব, অথবা স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক হত হইয়া স্বর্গগামী হইব। অদ্য সকল লোকে আমাকে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে সন্দর্শন করুক। অদ্য পাণ্ডু-নন্দনগণ, বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই আমার বিক্রম ও মদীয় শরাসনের মহৎ বল বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করুক। অদ্য সিদ্ধ চারণগণের সহিত পাণ্ডবেরা রণস্থলে আমার বাহুবল, অস্ত্রবীর্য্য; অস্ত্র-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং যেরূপ অস্ত্র-সম্পত্তি, তাহা বিলোকন করুক। অদ্য পাণ্ডবীয় মহারথেরা আমার বিক্রম বিলোকন করত প্রতীকার-পর হইয়া বিবিধ উপায় চেষ্টা করুক। অদ্য আমি পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমুদয়কে চতুর্দ্দিকে ধাবিত করিব। হে কুরুরাজ! অদ্য আমি আপনার প্রিয়ার্থে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকেও অতিক্রম করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মানদ! শল্য অভিষিক্ত হইলে, আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই আর কর্ণের মৃত্যুকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিল না। তৎকালে সৈনিক সকল হর্ষযুক্ত ও প্রসন্ন-চিত্ত হইল, এবং পাণ্ডবগণকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া জ্ঞান করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সৈন্য সমুদয় অতিশয় হর্ষ লাভ করিয়া সুখে ও সুস্থচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিল।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপনকার সৈন্যগণের তাদৃশ আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে বাসুদেবকে বলিলেন, হে মাধব! দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্যের মধ্যে পূজিত মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিলেন, ইহা জানিয়া যাহা যথার্থ ও ক্ষমতা-সাধ্য হয় তাহাই কর। তুমি আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রণেতা; অতএব অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিধান কর। মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ শ্রবণ মাত্র বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা মদ্রাধিপতি মহাতেজস্বী ও মহাবীর্য্যশালী, বিশেষত কৃতী বিচিত্র-যোধী এবং লাঘব-যুক্ত ইহা আমি বিশেষ জানি; ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ যুদ্ধে যাদৃশ, মদ্ররাজও তাদৃশ বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান্ বলিয়া আমার অভিমত। হে জনাধিপ! তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া

যুদ্ধ করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত তুল্যরূপে যুদ্ধ করে, আমি চিন্তা করিয়া এরূপ লোক দেখিতে পাই না। ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী ইহাঁদিগের অপেক্ষা তিনি অধিক বলবান্। মহারাজ! ক্রুদ্ধ কাল যেমন প্রজাগণের মধ্যে নির্ভয়-ভাবে বিচরণ করে, তেমনি সিংহ ও দ্বিরদ-সম বিক্রান্ত মদ্ররাজ নির্ভয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে নরবর! অদ্যকার যুদ্ধে শার্দ্দূল-সম বিক্রম আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাঁহার প্রতি-যোদ্ধা হইতে দেখি না। হে কুরুনন্দন! দেবলোক-সহ এই নিখিল ভূমণ্ডল-মধ্যে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এতাদৃশ পুরুষ নাই যে, ক্রুদ্ধ মদ্ররাজকে সংগ্রামে সংহার করে। অতএব মঘবান্ যেমন শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি যে শল্য প্রতি দিন যুদ্ধ করত আপনার সৈন্য সকলকে ক্ষুব্ধ করিয়াছেন, আপনি অদ্য তাঁহাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করুন। দুর্য্যোধন এই বীরকে অজেয় জানিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; অদ্য যুদ্ধে আপনা-কর্ত্তৃক সেই মদ্ররাজ নিহত হইলে আপনারই নিশ্চয় বিজয়। শল্য হত হইলে দুর্য্যোধনের সুমহৎ সৈন্য সকলেই নিহত প্রায় হইবে। হে মহারাজ! সম্প্রতি আপনি আমার এই সমুদয় কথা শুনিয়া সংগ্রামে মহারথ মদ্ররাজের অভিমুখীন হউন এবং বাসব যেমন নমুচিকে সংহার করিয়াছিলেন, তেমনি ইহাঁকে সংহার করুন। "ইনি আমার মাতুল" এরূপ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন না, এক্ষণে কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে পুর-স্কৃত করিয়া মদ্রাধিপকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ-স্বরূপ সাগর পার হইয়া এক্ষণে স্বগণ-সহ শল্য-রূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার তপ-স্যার এবং ক্ষত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যত বল আছে, এই সময়ে তৎসমুদয় প্রদর্শন করুন এবং মহারথ শল্যকে সংহার করুন।

পরবীরহন্তা কেশব এতাবৎ বাক্য কহিয়া সায়ং সময়ে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। কৃষ্ণ শিবিরে গমন করিলে ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চালগণ এবং সোমক ভূপাল সকলকে বিদায় করিয়া বিশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সেই রজনীতে সুখে নিদ্রা গেলেন। সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল সকল সূত-পুত্রের নিধনে হৃষ্টান্তঃকরণে সে রাত্রি যাপন করি-লেন। হে মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ পাণ্ডব-সৈন্যগণ সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া গত-জ্বর ও বিপদ্-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রজ-নীতে অতি প্রমুদিত হইল।

শল্য-সৈনাপত্যাভিষেকে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনকার তাবৎ মহারথকে কবচ পরিধান করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ নৃপ-তির অনুমতি ক্রমে বদ্ধ-কবচ হইল। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইয়া রথ-সমুদায় যোজিত করিল। কেহ বা মাতঙ্গ-দলকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পত্তিগণ কবচ ধারণ করিল, এবং অন্য অন্য সহস্র সহস্র লোক স্যন্দন সকল আস্তরণ-যুক্ত করিতে প্রস্তুত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, উৎসাহ-সম্পন্ন যোদ্ধা ও সৈন্যগণকে যুদ্ধ করাইবার জন্য নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে যুদ্ধো-দ্যত সমুদয় সৈন্য সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া সকলেই বদ্ধ-কবচ হইয়াছে দেখিল। মহারথগণ মদ্ররাজ শল্য-কে সেনাপতি করিয়া নিজ নিজ বল বিভাগ করিয়া লইয়া সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য অবশিষ্ট নৃপগণ এবং আর আর সৈন্য সমুদয় আপনার পুত্রের সহিত একত্র সমাগত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একাকী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না, যদি কেহ একাকী গিয়া তাহাদিগের

সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করে, কিম্বা যুদ্ধকারি সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে পঞ্চ মহাপাতক ও উপপাতকের ফলভোগ করিবে, আমাদিগের মধ্যে সকলেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত যুদ্ধ করিবে।” মহারথগণ তৎকালে এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরস্কৃত করিয়া অবিলম্বে বিপক্ষদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডব সকলেও ঐরূপ সৈন্য-বিন্যাস করিয়া সংগ্রাম করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখীন হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই উভয় সৈন্য একত্র মিলিত হইলে রথ কুঞ্জর তুরঙ্গ-প্রভৃতি চতুরঙ্গ বলের কোলাহলে বোধ হইল যেন মহাসমুদ্র আন্দোলিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধন বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি, পুনরায় শল্যের ও আমার পুত্রের বিনাশ-বৃত্তান্ত বল। শল্য ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইলেন এবং বলবান্ ভীমসেন কিপ্রকারেই বা আমার দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য-দেহ ও তুরঙ্গ মাতঙ্গগণের সংক্ষয়-ঘটিত সংগ্রাম বিবরণ কহিতেছি, আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। হে কুরুনাথ! তৎকালে আপনার পুত্রগণের আশা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, ‘মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ হত এবং সূতপুত্র পাতিত হইলেও শল্য পাণ্ডবগণকে নিহত করিবেন’ এই আশাকে হৃদয়ে স্থান দান করত আশ্বস্ত হইয়া মহারথ মদ্ররাজকে সমরে সমাশ্রয়-পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তখন আপনাকে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে যখন পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সকলেরই অন্তঃকরণ অত্যন্ত ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী মহারথ মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র-নামক বৃদ্ধিমান্ ব্যূহ বিন্যাস করিয়া সিন্ধু-দেশোদ্ভব অশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া বেগ ও বল-বিশিষ্ট বিচিত্র কার্ম্মুক কম্পন করত সমরে পাণ্ডবগণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হে মহারাজ! স্বর্গ-গঙ্গা-সদৃশ তদীয় রথস্থ ধ্বজ, রথকে সুশোভিত করিয়াছিল। আপনার পুত্রগণের ভয়চ্ছেত্তা অমিত্রকর্ষণ বীরবর শল্য সেই রথে সংবৃত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। প্রয়াণ-কালে মদ্ররাজ বদ্ধ-কবচ হইয়া মদ্রদেশীয় বীরগণ ও দুর্জ্জয় কর্ণ-পুত্রগণের সহিত ব্যূহের অগ্রভাগে রহিলেন। দুর্য্যোধন কৌরব-শ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মধ্যভাগে থাকিলেন। কৃতবর্ম্মা ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বামভাগে রহিলেন। কৃপাচার্য্য শক ও যবন-সৈন্যগণের সহিত দক্ষিণ-পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা কাম্বোজ-সৈন্যে সংবৃত হইয়া পৃষ্ঠদেশে রহিলেন এবং অশ্বারোহি-সৈন্যগণের সহিত শকুনি ও অন্যান্য সমুদয় সেনার সহিত মহারথ উলূক রণ-যাত্রা করিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে মহাধনুর্দ্ধর অনিন্দিত পাণ্ডবগণ ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনকার সৈন্য সকলের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, মহারথ সাত্যকি অবিলম্বে সমরে শল্যের বাহিনীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শল্যকে সংহার করিবার কামনায় তাঁহারই সম্মুখে ধাবিত হইলেন। শত্রু-সমূহ সংহারকারী ধনঞ্জয়, মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা এবং সংশপ্তক সৈন্য সকলের প্রতি বেগভরে ধাবমান হইলেন। সমরে বিপক্ষগণের সংহারেচ্ছু মহারথ সোমকগণ এবং মহাবল ভীমসেন কৃপাচার্য্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নকুল ও সহদেব সসৈন্যে যাত্রা করিয়া সমরে সৈন্য-সহ মহারথ শকুনি ও উলূকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ আপনার অযুত সৈন্য বিবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে

পাণ্ডবদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অবস্থান করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত, কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্য সকলের অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং পাণ্ডবেরা অতিশয় সংরব্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত হইলে, মদীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় হতাবশিষ্ট সৈন্য কত ছিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! যৎকালে আমরা ও বিপক্ষেরা সমরস্থলে যুদ্ধার্থে অবস্থিত ছিলাম, তখন সময়ে উভয় পক্ষে যত সৈন্য ছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদানীং আপনাদিগের একাদশ সহস্র রথ, সপ্ত শতাধিক দশ সহস্র মাতঙ্গ, দুই লক্ষ তুরঙ্গম এবং তিন কোটী পদাতিক সৈন্য ছিল। পাণ্ডবদিগের ষট্ সহস্র রথ, ষট্ সহস্র কুঞ্জর, দশ সহস্র অশ্ব এবং এক কোটী পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল এবং ইহারাই যুদ্ধার্থে সমাগত হইল। হে রাজেন্দ্র! আমরা যেরূপে সৈন্য বিভাগ করত মদ্ররাজের মতে থাকিয়া জয়াভিলাষী ও ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলাম, সেইরূপ শূরবর নরশ্রেষ্ঠ জয়চিহ্ন প্রকাশক পাণ্ডবগণ ও যশস্বি পাঞ্চাল সকল সংগ্রামে সমাগত হইল। তাহারা সকলেই পরস্পরের বধাভিলাষে পূর্ব্বাহ্ণ কালেই সমরস্থলে আগমন করিল। অনন্তর, পরস্পর প্রহারকারি ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হইল।

শল্য ব্যূহ-নির্ম্মাণে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! তদনন্তর, সৃঞ্জয়-সৈন্যের সহিত কৌরবদিগের দেবাসুরোপম ঘোরতর ভয়বর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি অশ্বারোহি ও পরাক্রান্ত সৈনিক সকল পরস্পর সম্মীলিত হইল। বর্ষাকালে নভোমণ্ডলে জলদ সকলের গর্জ্জনের ন্যায়, ভীমরূপধারি ধাবমান করি-যূথের গর্জ্জিত ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বলবন্ত রথিগণ মদ-মত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারা বিরথ ও আহত হইয়া রণভূমিতে ইতস্তত ধাবিত হইল। হে ভারত! সুশিক্ষিত রথিগণ পাদ-রক্ষক ও হয়ারোহিগণকে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিল। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সাদি সকল সমরে মহারথ সমুদয়কে পরিবেষ্টন করিয়া বিচরণ করত প্রাস, শক্তি ও খড়্গাঘাত-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। কতিপয় ধানুষ্কি পুরুষ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া অনেকে এক জনকে আক্রমণ-পূর্ব্বক যম-মন্দিরে প্রেরণ করিল। কোন কোন গজারোহী ও রথোপরিস্থিত মহারথেরা ধাবমান মহামাত্র সহ গজারোহি মহারথকে একদা আক্রমণ করিয়া শমন-নিকেতনের অতিথি করিল। কোন কোন রথী ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর শর বর্ষণ করিতে থাকিলে গজারোহি-সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া দিল। গজী গজীর প্রতি এবং রথী রথীর প্রতি ধাবিত হইয়া শক্তি, তোমর ও নারাচ নিক্ষেপ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। রথ বারণ বাজি সকল পদাতিগণকে বিমর্দ্দন করত রণস্থলে সকলকেই বিষম ব্যাকুল করিতেছে দৃষ্ট হইল। চামরোপশোভিত হয় সকল চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন হিমালয়ের পরিসর-প্রদেশে হংসগণ ভূমি ভক্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! সেই সমুদয় তুরঙ্গমের খুরাঘাতে বিচিত্রিতা মেদিনী, নখ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষতা কামিনীর ন্যায়, শোভা পাইয়াছিল। হে ভারত! তৎকালে তুরঙ্গগণের খুর-শব্দে, রথচক্রের নিস্বনে, পত্তিবৃন্দের কোলাহলে, কুঞ্জর-যূথের বৃংহিত ধ্বনিতে, নানাবিধ বাদ্য-নির্ঘোষে এবং শঙ্খ সমুদয়ের নিনাদে, ভূমিতল যেন নির্ঘাত-দ্বারা শব্দায়মানার ন্যায় নিনাদিত হইল। শব্দায়মান শরাসন, দীপ্যমান অস্ত্র শস্ত্র এবং কবচ সমুদয়ের প্রভাপটল দ্বারা সমরস্থল এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তদানীং কেহ কিছুই দেখিতে পায় নাই। করিকরোপম বিচ্ছিন্ন বহু বাহু

বিবিধ চেষ্টা, চঞ্চলতা ও দারুণ বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। তালবৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাল ফল সকল পতিত হইতে থাকিলে যেরূপ শব্দ হয়, বিচ্ছিন্ন মস্তক সকল বসুধাতলে পতিত হইতে থাকিলে তদ্রূপ ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। হে ভারত! শরৎ কালীন সুবর্ণবর্ণ-নলিন-নিবহের ন্যায়, রুধিরার্দ্র পতিত মস্তক-সমূহ দ্বারা বসুন্ধরা শোভা পাইতে লাগিল। সেই সুবিক্ষত গত-সত্ত্ব উদ্বৃত্ত-নয়ন উত্তমাঙ্গ সমুদয় দ্বারা মহীতল যেন পুণ্ডরীক-নিকরে সুশোভিত হইল। মহামূল্য কেয়ূরযুক্ত চন্দনচর্চ্চিত পতিত ভুজ সমুদয়-দ্বারা ভূমণ্ডল যেন শক্রধ্বজ-সমূহে শোভা ধারণ করিল। নরেন্দ্রগণের হস্তি-হস্তোপম বিচ্ছিন্ন উরু-নিকর-দ্বারা সেই রণস্থল সমাবৃত হইল। তৎকালে সমরস্থল কবন্ধ শত-দ্বারা সংকীর্ণ এবং ছত্র ও চামর-নিকরে পরিপূর্ণ হওয়াতে সেই সমস্ত সৈন্য, পুষ্পিত কাননের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে যোদ্ধারা রক্তাক্ত-কলেবরে নির্ভয়ে বিচরণ করত সুপুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। মাতঙ্গ-দল শর ও তোমরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া রণস্থলে যে, যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সে, সেই স্থানেই বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায়, পতিত দৃষ্ট হইল। গজ-সৈন্য সকল মহাত্মগণ দ্বারা বধ্যমান হইয়া, বায়ু-বিচলিত বারিদের ন্যায়, সকল দিকেই বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পরিশেষে, সেই মেঘ-সদৃশ মাতঙ্গ-দল, যুগক্ষয়-কালীন বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বত-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল এবং গিরিপরিমাণ হয় সকল সাদি-সমুদয়ের সহিত মহী-পৃষ্ঠে পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। রণ-ভূমি-মধ্যে পরলোকবাহিনী শোণিত-সলিল-সম্পন্না এক মহানদী জন্মিল। তাহাতে রথ সমুদয় আবর্ত্ত, ধ্বজ সকল বৃক্ষ ও অস্থি-নিকর শর্কর হইল। ভুজনিচয় কুম্ভীর, ধনুঃ সমুদায় স্রোত, হস্তি সকল শৈল, হয়গণ প্রস্তর, মেদ ও মজ্জা-নিচয় কর্দ্দম, ছত্র-সকল হংস, এবং গদা সমুদায় উড়ুপ হইল। কবচ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথচক্র ত্রিবেণুদণ্ড-প্রভৃতি বিবিধ বস্তু-সকল ঊর্মিরূপে পরিগণিত হইল। এই কুরুসৃঞ্জয়-সৈন্য-শোণিত সমুদ্ভূতা স্রোতস্বতী শূর সকলের হর্ষজননী এবং ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল। সেই নদী পিতৃলোকের উদ্দেশে অতি ভৈরব ভাবে বহন করিতে থাকিলে পরিঘ-বাহু বীরগণ বাহনরূপ নৌকা-দ্বারা অনায়াসে তাহা পার হইতে লাগিলেন।

হে শত্রুতাপন মহারাজ! এইরূপে সেই দেবাসুরোপম চতুরঙ্গবল-ক্ষয়কর ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে থাকিলে, সৈন্যগণ স্বীয় বান্ধব সকলকে চীৎকার রবে আহ্বান করিতে লাগিল। সুহৃদ-সমুদয় তাহাদিগের সেই বিকট চীৎকারে ভয়ার্ত্ত হইল। হে নরনাথ! সেইরূপ ভয়ঙ্কর মর্য্যাদা-শূন্য সমর বর্ত্তমান থাকিলে, অর্জ্জুন ও ভীমসেন বিপক্ষগণকে মোহিত করিলেন। আপনকার মহতী সেনা বিনাশমুখে পতিত হইয়া মদবশা-যোষিতের ন্যায় যে, যে স্থানে ছিল সে, সেই স্থানেই মোহিত হইয়া রহিল। অনন্তর, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সৈন্য সমুদয়কে মোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই মহানাদ শ্রবণমাত্র ধর্ম্মরাজকে পুরোভাগে করিয়া মদ্ররাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! শূরগণ ভাগক্রমে যখন শল্যের সহিত সঙ্গত হইয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিল, তখন আমরা অনেক আশ্চর্য্য কৌশল নিরীক্ষণ করিলাম। যুদ্ধমত্ত শিক্ষিতাস্ত্র বেগবান্ নকুল ও সহদেব সত্বর হইয়া আপনকার সৈন্য-সকলকে জয় করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, আপনার বল সকল জয়-চিহ্ন প্রকাশক পাণ্ডবগণের শর-প্রহারে বহুধা বিভিন্ন হইয়া নিবৃত্ত হইল। তাহারা দৃঢ়ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক আহত ও বধ্যমান হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই দশদিকের আশ্রয় লইল। হে ভারত! এই সময়ে আপনার যোদ্ধাদিগের মধ্যে সুমহান্ "হাহাকার"

ধ্বনি সমুত্থিত হইল, এবং ধাবমান মহাত্মগণের মধ্যে "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা মাত্র হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা সমরে পরস্পর জয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, সেই সমস্ত সৈনিকেরা পাণ্ডবগণ-দ্বারা ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধস্থলে আপনার যোদ্ধা সকল আপন আপন প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধি ও বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণকে সত্বর করত আত্মত্রাণার্থ উৎসাহ করিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে নবম অধ্যায়। ৯।

সঞ্জয় কহিলেন, প্রতাপশালী মদ্ররাজ সেই সকল সৈন্যকে সমরে ভঙ্গদিতে দেখিয়া সারথিকে বলিলেন, "সারথে! শীঘ্র এই মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে চালনা কর। ঐ পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ধ্রিয়মাণ পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র উহাঁর মস্তকোপরি বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি অবিলম্বে আমাকে ঐস্থানে লইয়া যাও, সারথে! আমার যে কত বল তাহা নিরীক্ষণ কর। অদ্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধস্থলে কোনপ্রকারেই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।" সারথি মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সত্যসন্ধ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেস্থানে ছিলেন, সেই দিকে যাইতে লাগিল। বেলা যেমন উচ্ছ্বলিত সাগরকে ধারণ করে, সেইরূপ শল্য একাকী পাণ্ডবদিগের আগমনশীল সুমহৎ বল সকলকে সহসা ধারণ করিলেন। হে আর্য্য! সাগর-বেগ যেমন পর্ব্বতে প্রস্থিত হইবামাত্র স্থির হইয়া যায়, তেমনি পাণ্ডব সেনা-সকল শল্যের সন্নিহিত হইবামাত্র নিশ্চল হইয়া রহিল। রণ-ভূমিতে মদ্ররাজকে যুদ্ধার্থে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কৌরবগণ প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! ব্যূহ-মধ্যে ভাগক্রমে বিন্যসিত সৈন্য সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শোণিত সলিল-সম্পন্ন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধমত্ত নকুল চিত্রসেনের প্রতি আক্রমণ করিলেন, সেই বিচিত্র-ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় সমরে পরস্পর সঙ্গত হইয়া দক্ষিণোত্তরবর্ষি বারিদ-যুগলের ন্যায় উভয়ে উভয়ের প্রতি অবিশ্রান্ত শর-সলিল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা সকলে কি পাণ্ডু-নন্দনের কি চিত্রসেনের উভয়েরই অবকাশ মাত্র দেখিতে পাইলাম না। অস্ত্রবিদ্যা-পারগ ও রথচালনাদির অনুষ্ঠান-বিশারদ সেই বলিষ্ঠ বীর-দ্বয় পরস্পর বধে সযত্ন হইয়া অন্যোন্যের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর রহিলেন। হে মহারাজ! চিত্রসেন পীতবর্ণ নিশিত ভল্ল-দ্বারা নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডুকুমারের ধনুক ছিন্ন হইলে, অসম্ভ্রান্ত চিত্রসেন তাঁহার ললাট-মধ্যে বাণত্রয় নিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার দ্বারা তাঁহার হয়গণকে মৃত্যুর নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং ধ্বজ ও সারথিকে তিন তিন সায়কে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! শত্রুভুজ-নির্ম্মুক্ত ললাটস্থ শরত্রয়-দ্বারা নকুল ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, বীরবর নকুল ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক কেশরীর শৈলাগ্র হইতে অবতরণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তিনি পদব্রজে ধাবমান হইলে, চিত্রসেন তাঁহার উপরি ভূরি ভূরি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিক্রান্ত বীর নকুল চর্ম্ম-দ্বারা তৎসমুদয় গ্রাস করিলেন এবং সেই বিচিত্র-যোধী শ্রমজয়ী মহাবাহু সমুদয়-সৈন্যের সাক্ষাতে চিত্রসেনের রথের নিকট গিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডুনন্দন, চিত্রসেনের কুণ্ডল ও মুকুটোপশোভিত সুন্দর নাসিকা-সমন্বিত আয়ত-নয়ন-সম্পন্ন মস্তকটীকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তখন দিবাকরসম-প্রভাশালী চিত্রসেন রথোপরি পতিত হইলেন। মহারথেরা চিত্রসেনকে হত দর্শনে নকুলের প্রতি ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করত সিংহনাদ

করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, কর্ণনন্দন রথিবর সুষেণ ও সত্যসেন ভ্রাতাকে নিহত দর্শনে শাণিত শরবর্ষণ করত মহাবনে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন মাতঙ্গকে হনন করিতে ইচ্ছু হইয়া ধাবমান হয় সেই রূপ সত্বর হইয়া পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি ধাবিত হইল। সুষেণ ও সত্যসেন মহারথ নকুলের প্রতি বারিধরের বারিধারা-বর্ষণের ন্যায় অনেকানেক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন সর্ব্ব শরীরে শর-বিদ্ধ হইলেও আনন্দিতের ন্যায় অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে রথারোহণ করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সমর-মধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

হে নরনাথ! সেই দুই ভ্রাতা সুদৃঢ় সায়ক প্রহার-দ্বারা তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর, রণ-চতুর নকুল অবলীলাক্রমে শর-চতুষ্টয় সন্ধান করিয়া সত্যসেনের হয় সকলকে নিহত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে পাণ্ডু-নন্দন এক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত নারাচ সন্ধান-পূর্ব্বক সত্যসেনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সত্যসেন ও সুষেণ অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অপর ধনু গ্রহণ করিয়া নকুলের প্রতি ধাবমান হইল। প্রতাপবান্ নির্ভয় মাদ্রী-তনয় রণাগ্রে তাহাদিগের উভয়কেই দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহারথ সুষেণ ক্রোধ-পরবশ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে পাণ্ডু-পুত্রের মহৎ শরাসন ছেদন করিল। তখন, নকুল ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া অপর চাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক পঞ্চ শর প্রেরণ-দ্বারা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক বাণে তাহার রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, নকুল বল-পূর্ব্বক সত্যসেনের ধনু ও হস্তত্রাণ ছেদন করিলে যুদ্ধস্থলে সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিল। পরিশেষে, সত্যসেন শত্রু-হনন-ক্ষম ভার-সাধন অন্য শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-নন্দনকে সর্ব্বতোভাবে শরনিকর-দ্বারা আচ্ছন্ন করিল। পরবীরহন্তা নকুল সেই সমস্ত বাণ নিবারণ করিয়া সত্যসেন ও সুষেণকে এককালে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহারা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ বিশিখ ব্যূহ দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে প্রতিবিদ্ধ ও তাঁহার সারথিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রতাপবান্ লঘুহস্ত সত্যসেন নকুলের রথের ঈশা এবং ধনুক ছেদন করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই অতিরথ, রথ-মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহাবিষধরী নাগ-কন্যার ন্যায় লেলিহানা স্বর্ণদণ্ডা অকুণ্ঠা তৈলধৌতা সুনির্ম্মলা রথশক্তি গ্রহণ করত সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, সেই রথশক্তি সত্যসেনের হৃদয়-স্থল শতধা ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন সত্যসেন গতসত্ত্ব হইয়া অল্প চেতন থাকিতে রথ হইতে পতিত হইল। অনন্তর, সুষেণ ভ্রাতাকে নিহত দর্শনে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া সমর-মধ্যে সহসা নকুলকে বিরথ করিল এবং অবিলম্বে পাদচারি পাণ্ডু-নন্দনের প্রতি ভূরি ভূরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদীনন্দন মহারথ সুতসোম নকুলকে বিরথ দেখিয়া পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সমরে তদভিমুখে ধাবিত হইল; ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল তখন তাহার রথে আরোহণ করিয়া শৈলোপরিস্থিত কেশরীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, তিনি অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহারথ পরস্পর মিলিত হইয়া শরবর্ষণ করত উভয়েই উভয়ের বধার্থ প্রযত্নপর হইলেন। পরিশেষে সুষেণ সাতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি শরত্রয় এবং সুতসোমের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিল। হে মহারাজ! অতঃপর পরবীরহন্তা বেগবান্ নকুল ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সুষেণের দশদিক্ শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং তীক্ষ্ণাগ্র সুশাণিত বেগযুক্ত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক কর্ণ-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে নৃপসত্তম! নকুল সেই নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র সায়ক প্রহার-দ্বারা সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে সুষেণের মস্তক

শরীর হইতে হরণ করিলে, তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। নদীর বেগবশত ভগ্ন তীর-জাত সুমহান্ বৃক্ষের ন্যায় সুষেণ, মহাত্মা নকুল-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে আপনকার সেনারা কর্ণ-পুত্রের বধ ও পাণ্ডুনন্দনের বিক্রম বিলোকনে ভয়-বশত পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! শূরবর শত্রুদমনকারী প্রতাপবান্ সেনাপতি শল্য সমরস্থলে সেই সমস্ত সৈন্যকে সংরক্ষণ করিলেন। তিনি সৈন্য সকলকে ব্যবস্থাপিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ ও সুদারুণ ধনুঃ শব্দ করত অভীতভাবে অবস্থিত রহিলেন। তদানীং আপনকার সৈন্য সকল দৃঢ়ধন্বা সেনাপতি-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত থাকিয়া বিগত-ব্যথ হইয়া বিপক্ষ-দলের চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইল এবং মহাবল যোদ্ধারা মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধার্থে কামনা করত অবস্থিত রহিলেন।

এদিকে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব-প্রভৃতি বীরগণ সমর ভূমি-মধ্যে শত্রুদমন লজ্জাশালী যুধিষ্ঠিরকে পুরস্কৃত ও পরিবেষ্টন করিয়া বারম্বার সিংহনাদ, উগ্রতর বাণ-শব্দ ও বিবিধ বাহ্বাস্ফোট ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেইরূপ আপনার সুসংরব্ধ সমস্ত সৈন্য তৎক্ষণাৎ মদ্রাধিপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর, আপনকার ও পর পক্ষের সৈন্যগণের প্রাণ-পণ ভীরুভয়বর্দ্ধন তুমুল রণ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! পুরাকালে যেমন দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদানীং তেমনি যমরাজের রাজ্য পুষ্টির জন্য সাহসিক সৈনিক সকলের সংগ্রাম হইতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন কপিধ্বজ সংশপ্তক সৈন্যগণকে সংহার করিয়া কৌরবী-সেনার দিকে ধাবমান হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষগণ শাণিত সায়ক বর্ষণ করিতে করিতে সেই কৌরবী-সেনার নিকট আসিতে লাগিলেন। সৈন্য সকল যখন পাণ্ডবগণ-দ্বারা আকীর্ণ হইল, তৎকালে তাহাদিগের এমনি সংমোহ জন্মিল যে, কেহই দিক্ বিদিক্ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবদিগের শাণিত শরাঘাতে কত শত বীর হত ও বিধ্বস্ত হইল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মহারথ পাণ্ডু-পুত্রেরা যেমন কৌরব-সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন, তেমনি আপনকার পুত্রেরাও শর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডবী সেনার শত সহস্র ব্যক্তিকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর, সেই উভয় সৈন্য নিতান্ত সন্তপ্ত ও পরস্পর বধ্যমান হইয়া বর্ষাকালীন সরিতের ন্যায়, আকুল হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে এইরূপে মহারণ নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে আপনকার সৈন্যগণের অন্তঃকরণে এবং পাণ্ডব সেনার মনেও মহাভয় সঞ্চার হইল।

সঙ্কুল যুদ্ধে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল পরস্পর বধ্যমান হইয়া ম্লান হইলে, যোদ্ধারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, মাতঙ্গদল নিনাদ করিতে থাকিলে, পদাতিগণ চীৎকার ধ্বনি আরম্ভ করিলে, হয় সমুদয় বিদ্রুত হইলে, দারুণ জনক্ষয় হইতে থাকিলে, সমস্ত দেহীর সংহার প্রবৃত্ত হইলে, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের সমবায় জন্মিলে, রথ ও মাতঙ্গগণ পরস্পর সংসক্ত হইলে, যুদ্ধ-বীরগণের হর্ষ ও ভীরুদিগের ভয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, সৈন্যগণ পরস্পর বধাভিলাষে সমর-সাগরে অবগাহন করিলে এবং যমরাজের রাজ্য-বর্দ্ধনার্থ প্রাণ-বিয়োগকর দুরোদর ঘোরতর সমর এইরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, পাণ্ডবেরা যেমন আপনকার সেনা সমুদয়কে শাণিত শরে ধ্বংস করিতে লাগিলেন, তেমনি আপনার পক্ষের যোদ্ধারাও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য সকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন।

এইরূপে সেই ভীরুভয়াবহ যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিলে, দিবাকরের উদয়-সমন্বিত পূর্ব্বাহ্ণ কালে বিপক্ষেরা বিলক্ষণরূপে লক্ষ্য স্থির করিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক

রক্ষিত হইয়া এবং মৃত্যুভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার সৈন্যের সহিত সমর করিতে লাগিল। বলিষ্ঠ ও গর্ব্বিত পাণ্ডবেরা লব্ধলক্ষ্য হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, কৌরবী-সেনা অগ্নিভয়ে ব্যাকুলা মৃগীর ন্যায়, অবসন্না হইল। শল্য সেই সমস্ত সৈন্যকে পঙ্কে পতিত দুর্ব্বল গোর ন্যায় অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কামনায় পাণ্ডব-সৈন্যের প্রতি প্রয়াণ করিলেন এবং মনোহর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে আততায়ি পাণ্ডবগণের দিকে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! জয়চিহ্ন-প্রকাশক পাণ্ডবেরাও সমরস্থলে মদ্ররাজকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শর-নিকর-দ্বারা তাঁহার সর্ব্ব শরীর বিদ্ধ করিল। অনন্তর, মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজের সাক্ষাতেই সুতীক্ষ্ণ শর শত-দ্বারা পাণ্ডবী-সেনাকে প্রপীড়িত করিলেন। হে মহারাজ! এই সময়ে অনেকানেক দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, সপর্ব্বতা পৃথিবী শব্দ করত বিচলিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও শূলসহ প্রদীপ্ত উল্কা সকল চতুর্দ্দিকে বিদীর্ণ হইয়া এবং সূর্য্যমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! মৃগ, মহিষ ও পক্ষি সকল আপনকার সৈন্যগণকে বহুবার দক্ষিণভাগস্থ করিল। শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ, ভূপাল সকলের পুরোভাগে এবং পাণ্ডুপুত্রদিগের পশ্চাৎ উদিত হইল। শস্ত্র সমুদয়ের অগ্রভাগে একপ খরতর কিরণ হইল যে, তাহাতে নেত্র নিক্ষেপ করাই দুঃসাধ্য। রথকেতুর উপরিভাগে বারম্বার কাক ও পেচক-প্রভৃতি পক্ষি সকল আসিয়া বসিতে লাগিল, পরিশেষে একত্র মিলিত সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, সমস্ত কৌরব-সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া পাণ্ডবী-সেনার অভিমুখে ধাবমান হইল। বর্ষণকারী সহস্র-নয়নের ন্যায়, অদীনাত্মা শল্য কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল মদ্ররাজ, ভীমসেনের উপরি শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিলেন এবং নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি, এই সকলের প্রত্যেককে দশ দশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। প্রাবৃট্ কালে মঘবান্ যেমন বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন, তৎকালে শল্য তেমনি বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, শল্য-সায়ক-দ্বারা সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমক সৈন্য সমরাঙ্গনে পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। ভ্রমর-নিকর, শলভ-সমূহ এবং মেঘ-নিঃসৃত বজ্র সকলের ন্যায়, শল্যের শর সমুদয় পতিত হইতে লাগিল। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি পত্তি-প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্য শল্যের শরে আর্ত্তহইয়া নিনাদ করত বিভ্রান্ত ও নিপতিত হইল। মেঘের ন্যায়, নিনাদকারী মহাবল মদ্ররাজ নিনাদ করত যেন ক্রোধ এবং পৌরুষে আবিষ্ট হইয়া সময়ে সমুৎপন্ন অন্তকের ন্যায়, সমরমধ্যে শত্রু সকলকে শরে শরে আচ্ছাদিত করিলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল শল্য-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবিত হইল। লঘুহস্ত শল্য তখন তাহাদিগকে শাণিত শরে সমরে সংমর্দ্দন করিয়া ঘোরতর শর বর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শল্যকে পত্তি ও অশ্ব সৈন্যগণের সহিত নিজ নিকটে আসিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত-চিত্তে, মত্ত মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ-দ্বারা ক্ষান্ত করে, তেমনি সুতীক্ষ্ণ বিশিখ-ব্যূহদ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। শল্য সেই মহানুভবের উপরি আশীবিষ-সদৃশ এক সুদৃঢ় শর সন্ধান করিলেন, বাণ বেগভরে তাঁহার শরীর ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

অনন্তর, বৃকোদর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শল্যকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন এবং নকুল দশ বাণে ও সহদেব পাঁচ শিলীমুখ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে শত্রুহন্তা শূরবর দ্রৌপদীর পুত্রেরা মহাবেগে মদ্ররাজের উপরি যখন বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইল যেন বারিদ সকল মহাবেগে মহীধরের

উপরি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বাণে বাণে ব্যথিত করিতে থাকিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিকেই ধাবমান হইলেন এবং মহাবীর্য্য উলুক, শকুনি, বিস্ময়-সমন্বিত মহাবল অশ্বত্থামা এবং আপনার পুত্রেরা সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমরে শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা শরত্রয়-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর বাণ বর্ষণ-দ্বারা সেই ক্রোধাক্রান্ত বীরকে নিবারিত করিলেন। কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং যোদ্ধৃবর উগ্রতেজা বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন কেশব ও অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত আপনার পুত্রদিগের ঘোরতর বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, ভোজরাজ ভীমসেনের চিত্রমৃগবর্ণ বাজি সকলকে বিনষ্ট করিলেন, সুতরাং পাণ্ডুনন্দন তখন হতাশ্ব হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া উদ্যতদণ্ড অন্তকের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে মদ্রাধিপতি, সহদেবের সমক্ষেই তাঁহার তুরঙ্গগণকে নিধন করিলেন। সহদেব অসিদ্বারা শল্যের সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অন্য দিকে কৃপাচার্য্য যত্নবান্ হইয়া যত্নবত্তর ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত অসম্ভ্রান্তভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়াও অবলীলাক্রমে দ্রৌপদীর পুত্রদিগের এক এককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনরায় ভীমসেনের অশ্ব-সকলকে বিনষ্ট করিলে মহাবল পাণ্ডুনন্দন হতাশ্ব হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ক্রোধাক্রান্তভাবে কালদণ্ডের ন্যায় গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার রথের সহিত হয়গণকে পোথিত করিলেন, সুতরাং কৃতবর্ম্মা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক তদ্দণ্ডেই সেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে শল্যও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডব সৈন্য-সকলকে সংহার করত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জর্জ্জরিত করিলেন। তখন বীর্য্যবান্ ভীমসেন সমরে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া দন্ত-দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন করত শল্যের বিনাশের অভিসন্ধিতে গদা ধারণ করিলেন, যমদণ্ড ও কাল রাত্রির ন্যায় উদ্যত যে গদা গজ বাজি মনুষ্যগণের প্রাণান্ত করিয়া থাকে এবং যাহা হেমপট্টে পরিকৃত থাকায় প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল, যে গদা বিশিষ্ট লৌহ-নির্ম্মিত বলিয়া বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়া, যাহা সর্পিণীর ন্যায় প্রাণঘাতিনী, কামনীয়া কামিনী যেমন অগুরুচন্দনে চর্চ্চিতা হয়, তেমনি যে গদা বসা মেদ ও রুধিরধারা দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গী, যাহা যমের জিহ্বা, বাসবের অশনি ও নির্ম্মুক্ত আশীবিষের সদৃশী, যাহা পটুতর ঘণ্টারব বিরাজিতা ও গজ-মদ-বিলিপ্তা ছিল, যে গদা রিপুসৈন্যের ত্রাসনী, স্ব সৈন্যের হর্ষজননী এবং গিরিশৃঙ্গ-বিদারিণী বলিয়া মনুষ্য-লোক-মধ্যে বিখ্যাত আছে, বীর বৃকোদর যে বৃহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক কৈলাস-ভবনে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত মহেশ্বরের সখা অলকাধিপতি কুবেরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাবল ভীমসেন পূর্ব্বে গন্ধমাদন শৈলে দ্রৌপদীর প্রিয়াভিলাষে মন্দারের জন্য যেমন অনেকের নিবারণ না শুনিয়াও অনেকানেক গর্ব্বিত মায়াবি গুহ্যক সকলকে সংহার করিয়াছিলেন, মহাবাহু বৃকোদর সেইরূপ মণি রত্ন হীরকাদি-বিভূষিত, অষ্টকোণ-বিশিষ্ট ও বজ্র-তুল্য গুরুতর গদা উদ্যত করিয়া রণাঙ্গনে শল্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। গদা-যুদ্ধ-কুশল ভীমসেন অনতিবিলম্বেই সেই দারুণ নাদিনী গদার আঘাতে মদ্রেশ্বরের মহাজবশালি অশ্ব চতুষ্টয়কে পোথিত করিলেন। অনন্তর, মদ্রেশ্বর একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ভীমসেনের পীন

বক্ষঃস্থলে এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। তোমর তাঁহার মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারাই মদ্ররাজের সারথির হৃদয় ভেদ করিয়া ফেলিলেন; সারথি তদ্দণ্ডেই রুধির বমন করত বিত্রস্ত-চিত্তে রথ হইতে পতিত হইল। মদ্র-রাজ তখন দুঃখিতভাবে সারথি-হীন স্যন্দন হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভীমসেনের কৃত প্রতিকার দর্শনে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর, সেই ধীর-স্বভাব শল্য গদা ধারণ-পূর্ব্বক প্রতি শত্রুকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা সংগ্রামে অক্লিষ্ট-কর্ম্মা ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সন্দর্শনে প্রসন্ন মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য সারথিকে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক লৌহময়ী গদা ধারণ-পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়-মান রহিলেন। ভীমসেনও এক মহতী গদা ধারণ করিয়া পাশ-হস্ত কৃতান্ত, বজ্রধারী বাসব, শূলপাণি শঙ্কর, সশৃঙ্গ কৈলাস গিরি এবং কালাগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত সেই শল্যের প্রতি অতিবেগে ধাবমান হই-লেন। অনন্তর, সহস্র সহস্র শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য-নিনাদ এবং শূর সকলের হর্ষবর্দ্ধন সিংহনাদ সকল হইতে লাগিল। আপনকার ও বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণ সেই মহামাতঙ্গ সমান বীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করত অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিল। যেমন যদু-নন্দন রাম ও মদ্রাধিপতি শল্য ব্যতীত সমরে অন্য কেহ ভীমসেনের বেগ ধারণ করিতে উৎসাহবান্ হয় না, তেমনি বৃকোদর ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই মহানু-ভাব মদ্রেশ্বরের গদার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মদ্ররাজ ও বৃকোদর বৃষভ সম নিনাদ করত গদাদ্বয় ঈষৎ কম্পিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিলে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর-দ্বয়ের মণ্ডলাবর্ত্তন ও গদা-বিহরণ বিষয়ে নির্ব্বিশেষে যুদ্ধ হইতে লাগিল। শল্যের গদা অগ্নিজ্বালা-সদৃশ সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় শুভ্র পট্ট-দ্বারা আবদ্ধ থাকায় ভয়বর্দ্ধনী হইল, আর মণ্ডলমার্গে বিচরণকারি মহাত্মা ভীমসেনের গদা বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইল। মদ্ররাজ নিজ গদা-দ্বারা ভীমসেনের গদাতে আঘাত করিলে, দহ্যমান রথ হইতে যেমন অগ্নিকণা সকল নির্গত হয়, তেমনি তাহা হইতেও রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ বিনিঃসৃত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভীমসেন নিজ গদা-দ্বারা শল্যের গদায় আঘাত করিলে তাহা হইতে অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা ও মহাবৃষভ-যুগল যেমন শৃঙ্গ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করে, তেমনি তাঁহারা অঙ্কুশের ন্যায় গদার অগ্রভাগ-দ্বারা পর-স্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল-মধ্যে গদাঘাতে তাঁহাদিগের সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইলে, তাঁহারা পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দর্শনীয় হই-লেন। মদ্ররাজ, গদা-দ্বারা ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামভাগে আঘাত করিলে সেই মহাবাহু বিচলিত হইলেন না। হে মহারাজ! এইরূপ ভীমসেনও বারম্বার গদা-দ্বারা মদ্ররাজকে তাড়না করিলে দন্তি-দ্বারা আহত শৈলের ন্যায় শল্যও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের বজ্র-শব্দ-সদৃশ গদাঘাত-শব্দ দশ দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাবীর-দ্বয় ক্ষণ কাল নিবৃত্ত থাকিয়া গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক পুনরায় অন্তরবর্ত্তি পথে অব-স্থিত হওত রণমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং অষ্টপাদ বিচরণান্তর লৌহ-দণ্ড উদ্যতকারি অমানুষ-কর্ম্মা সেই বীর-দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। এইরূপে সেই যুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরকে আত্ম আয়ত্ত করিবার আয়াসে রণমণ্ডলে বিচরণ করত তৎকালে নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উভয়েই গদা উদ্যত করিয়া পরস্পরকে আঘাত

করিলে, ভূমিকম্প কালে অচল ও ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায়, দুই বীরই পরস্পর বেগবত্তর গদাঘাতে নিতান্ত বিক্ষত হইয়া এক কালে ধরাতলে পতিত হইলেন; এবং উভয়েই নিতান্ত আহত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয় সেনার বীরগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তদনন্তর, কৃপাচার্য্য মদ্রেশ্বরকে নিজ রথে আরোহিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন।

এদিকে ভীমসেন অল্পকাল মত্তের ন্যায় বিহ্বল থাকিয়া নিমেষ-মধ্যে পুনরায় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে শল্যকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর, আপনার যোদ্ধারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক বিবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত পাণ্ডব সৈন্য সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন-প্রভৃতি বীরগণ শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক ভুজদ্বয় উত্তোলন করিয়া ঘোরতর বীরনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরা তদ্দর্শনে সিংহনাদ করত তাঁহাদিগের অভিমুখে যাত্রা করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা আসিতে আসিতেই দুর্য্যোধন অবিলম্বে এক প্রাস অস্ত্র নিক্ষেপ-দ্বারা চেকিতানের হৃদয়-প্রদেশ সুদৃঢ়-রূপে বিদ্ধ করিলেন। তিনি আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইবামাত্র বিপুল মোহাবিষ্ট ও রুধির-সমূহে ক্লিন্ন হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষের মহারথেরা চেকিতানকে হত দেখিয়া আপনকার সৈন্যগণের উপরি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলেরই দর্শন-পথে পতিত থাকিয়া জয়চিহ্ন প্রকাশ করত আপনকার সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল সৌবল মদ্ররাজকে পুরস্কৃত করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। যে মহাবলপরাক্রান্ত বীরবর, দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিয়াছিলেন, নরপতি দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার পুত্রের আদেশানুসারে তিন সহস্র রথী অশ্বত্থামাকে পুরস্কৃত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সমর করিতে লাগিল। হে মহারাজ! হংস-সকল যেমন কোন মহৎ সরোবরে প্রবেশ করে, তেমনি আপনার সৈন্যেরা বিজয়-বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডব সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, পরস্পর বধাভিলাষি বীরগণের অন্যোন্য বধ-সমন্বিত পরস্পর প্রীতি-বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই বীরবর-ক্ষয়কর সমর বিদ্যমান থাকিলে ঘোরতর পার্থিব ধূলিরাশি বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া উড্ডীন হইল। তৎকালে আমাদিগের ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে যাহারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন ও নাম শ্রবণ-বশত পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিলাম। ক্রমে ক্রমে রুধির-ধারা বর্ষণ-দ্বারা সেই সকল ধূলি বিধুত হইল এবং সেই অন্ধকার বিনষ্ট হইলে দিক্ সমুদয় নির্ম্মল হইয়া গেল। এইরূপে ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইতে থাকিলে আপনার বা বিপক্ষ পক্ষের কোন সৈন্যই পরাঙ্মুখ হইল না। পরাক্রান্ত যোদ্ধ পুরুষেরা ধর্ম্মযুদ্ধ-দ্বারা স্বর্গ কামনা করত ব্রহ্মলোক গমনে তৎপর হইয়া যুদ্ধে জয় প্রার্থনায় প্রভুর অন্ন পরি-শোধার্থ মিত্র-কার্য্যে নিশ্চিত ও স্বর্গ-সংসক্ত-চিত্ত হইয়া তৎকালে যুদ্ধ করিল। মহারথগণ পরস্পর নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জন-দ্বারা প্রহরণ করত ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। “মার, ধর, বেঁধ, প্রহার কর, ছেদন কর” উভয় সেনার মধ্যে কেবল এই সকল কথাই শ্রুত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে কামনা করিয়া শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারথ পাণ্ডুনন্দনও তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা মদ্ররাজ পাণ্ডু-পুত্রকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া বাণে বাণে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং অনেকানেক কঙ্ক-

পত্রযুক্ত বাণ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে সমুদয় সৈন্যের সমক্ষে পুনরায় এক সুদৃঢ় সায়ক-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া নিশিত বিশিখ-ব্যূহ-দ্বারা মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে নব শর, চন্দ্রসেনকে সপ্ততি সায়ক ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি বাণ প্রহার-দ্বারা নিহত করিলেন। হে মহারাজ! মহানুভাব পাণ্ডব-কর্ত্তৃক শল্যের চক্ররক্ষক নিহত হইলে তিনি পঞ্চবিংশতি চেদি-সৈন্যকে সংহার করিলেন। মদ্ররাজ, সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে, ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে এবং নকুল ও সহদেবকে শাণিত শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মদ্রাধিপতি এইরূপে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে নৃপসত্তম যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি আশীবিষ-সদৃশ সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক ভল্লাঘাতে তাঁহার ধ্বজের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্যের কেতু ছিন্ন হইয়া যখন রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হয়, তখন দেখিলাম যেন আহত পর্ব্বত-শৃঙ্গ পতিত হইতেছে। মদ্ররাজ, রথকেতন নিপতিত ও পাণ্ডু-নন্দনকে ব্যবস্থিত দর্শনে ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অপরিমিত বলসম্পন্ন শল্য, সায়ক বর্ষণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি, সাত্যকি ভীমসেন নকুল ও সহদেব এই সকলের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দেখিলাম, পাণ্ডু-পুত্রের বক্ষঃস্থলে মেঘজালের ন্যায় বিতত বাণময় জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। মহারথ শল্য সুদৃঢ় বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার দিক্ বিদিক্ সমুদয় আচ্ছাদিত করিতেছেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের প্রহারে জম্ভাসুরের ন্যায়, হৃত-বিক্রম হইলেন।

শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্ররাজ ধর্ম্মরাজকে পীড়িত করিলে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব, সমরে অনেকানেক রথ-দ্বারা শল্যকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক পীড়িত করিতে লাগিলেন। বহু মহারথ-কর্ত্তৃক সেই এক ব্যক্তি পীড়িত হইতেছেন দেখিয়া সুমহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল এবং সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন, মুনিগণ তথায় সমাগত হইয়া "ইহা আশ্চর্য্য" বলিতে লাগিলেন। ভীমসেন সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ বিষয়ে শল্য-স্বরূপ শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ধর্ম্মরাজের রক্ষণার্থ শল্যকে শত সংখ্য সায়ক-দ্বারা আকীর্ণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং নকুল তাঁহাকে পঞ্চ শরে ও সহদেব সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অবিলম্বে তাঁহাকে সপ্ত বিশিখ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই শূরবর মদ্রেশ্বর সেই সমস্ত মহারথ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ঘোরতর ভারসাধন এক কার্ম্মুক বিকর্ষণ-পূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে, ভীমসেনকে ত্রিসপ্ততি বাণে এবং নকুলকে সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সহদেবের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে ত্রিসপ্ততি বিশিখ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, সহদেব তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক মাতুলকে জ্বলন্ত অনল ও আশীবিষ-সদৃশ পঞ্চ শর-দ্বারা তাড়িত করিলেন এবং নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সারথিকে সুদৃঢ় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি বাণত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন সপ্ততি সায়ক, সাত্যকি নব বাণ ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শর সন্ধান-পূর্ব্বক শল্যের শরীরে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! শল্য সেই সকল মহারথের শরে শরে নিরতিশয় বিদ্ধ হইলে, পর্ব্বত হইতে গৈরিকবারির ন্যায়, তাঁহার সর্ব্ব শরীর হইতে রুধিরধারা ক্ষরণ হইতে লাগিল। মহারাজ! ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মদ্রেশ্বর তৎকালে তাদৃশ পীড়িত হইয়াও সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরের

প্রত্যেককে বেগভরে পঞ্চ পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহারথ মদ্রাধিপতি অপর এক ভল্ল-দ্বারা ধর্ম্মপুত্রের সজ্য শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ ধর্ম্মরাজও তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব সারথি রথ ও ধ্বজের সহিত শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। মদ্রেশ্বর তখন যুধিষ্ঠির-বাণে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে শাণিত দশ সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র বাণ-পীড়িত হইলে সাত্যকি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শল্যকে শর-সমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন। শল্য, ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন-প্রভৃতি বীরগণকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি তাঁহার প্রতি কোপনভাবে এক স্বর্ণদণ্ড-যুক্ত মহাবল তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন জ্বলন্ত পন্নগের ন্যায় এক নারাচ, নকুল শক্তি, সহদেব গদা ও যুধিষ্ঠির শতঘ্নী লইয়া শল্যের জিঘাংসু হইয়া তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদিগের পঞ্চ জনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আসিতে আসিতেই লঘুহস্ত প্রতাপবান্ মদ্ররাজ তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন; তিনি ভল্ল-দ্বারা সাত্যকির তোমর ছেদন করিয়া ভীমের প্রেরিত কণক-ভূষণ শরকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; নকুলের প্রেরিত হেমদণ্ড ও ভয়াবহ শক্তি এবং সহদেবের গদাকে শর-সমূহে নিবারণ করিলেন। সেই প্রতাপবান্ পুরুষ, নরপতি যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত শতঘ্নীকে শরদ্বয়-দ্বারা ছেদন করিয়া পাণ্ডু-পুত্রগণের সাক্ষাতেই ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সাত্যকি সমরে শত্রুর সেই বিজয় সহ্য করিলেন না।

অনন্তর, সাত্যকি ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া অন্য ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক শল্যকে বাণদ্বয়-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অতঃপর মদ্রেশ্বর অঙ্কুশ-দ্বারা মহামাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই সকল শত্রু-নিসূদন মহারথেরা মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সমরস্থলে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন রাজা দুর্য্যোধন শল্যের বিক্রম সন্দর্শনে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সমুদয়কে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর, মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন মনোমধ্যে প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াই যেন শল্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তৎকালে মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ মদ্ররাজ পাণ্ডব-পক্ষের এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ-চতুষ্টয়-দ্বারা পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পৃথ্বীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র অস্ত্র প্রহার-দ্বারা অবিলম্বে মহাসমরে মদ্রেশ্বরের চক্ররক্ষকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। শল্যের শূরবর মহারথ চক্ররক্ষক নিহত হইলে তিনি পাণ্ডবদিগের সমুদয় সৈন্যের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন নিজ সৈন্যগণকে শরাচ্ছন্ন সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন "মাধবের সেই মহৎ বাক্য কিরূপে সত্য হইবে, ক্রুদ্ধ মদ্রাধিপতি যদি আমার সৈন্যসকল ক্ষয় না করেন, তবেই ত তাহা যথার্থ হয়।" হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তাতে চিত্ত-নিবেশ করিয়াছেন, ইত্যবসরে তুরঙ্গ মাতঙ্গ-প্রভৃতি চতুরঙ্গবলের সহিত পাণ্ডবগণ কৌরবদল দলন করত শল্যের সন্নিহিত হইল। অনন্তর, প্রবল পবন যেমন মেঘ-মণ্ডলীকে তিরোহিত করে, তেমনি মদ্রেশ্বর তাহাদিগের নানাবিধ শস্ত্র-সমূহে সমুত্থিত শরবৃষ্টিকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, শল্য-নিক্ষিপ্ত সায়ক-সমুদয় আকাশমণ্ডলে উদ্গত হইয়া শলভ-সমূহের সমান আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তৎ প্রেরিত শর সকল বিহগকুলের ন্যায় রণভূমির অগ্রভাগে গিয়া পড়িতেছে। হে মহারাজ! বোধ হইল, শল্যনিক্ষিপ্ত

সুবর্ণ-ভূষিত শরসমুদয়-দ্বারা যেন গগণমণ্ডল নিরবকাশ হইয়াগিয়াছে। সেই মহাসমরস্থল শরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, পাণ্ডবদিগের কি আমাদিগের কোন ব্যক্তিই দৃষ্টিগোচর হইল না। বলিষ্ঠ মদ্ররাজের নিরন্তর শরবর্ষণে পাণ্ডবীয় সৈন্যসাগরকে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শল্য তখনও অসীম প্রযত্ন-সহকারে পাণ্ডব-সৈন্য সকলকে শরে শরে পীড়িত ও ধর্ম্মরাজকে আচ্ছাদিত করিয়া বারম্বার সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের মহারথেরা শল্য-কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইয়া তদানীং সেই মহারথের প্রত্যুদ্গমনে অসমর্থ হইলেন, কেবল ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন-প্রভৃতি কতিপয় বীর সমর-শোভাকর শূরবর শল্যকে পরিত্যাগ করিলেন না।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা ও তদীয় অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণের বাণ বর্ষণে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণ-নন্দনকে তিন শিলীমুখে ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধর সকলকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবাহু পুনর্ব্বার বাণবৃষ্টি করাতে আপনকার সৈন্যগণের সর্ব্ব-শরীর শর-কণ্টকে আকীর্ণ হইল। তাহারা শাণিত-শর-প্রহারে বধ্যমান হইয়াও সমরে পার্থকে পরিত্যাগ করিল না। দ্রোণ-পুত্র-প্রভৃতি বীরগণ মহারথ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন ও তাঁহার উপরি বাণ-বর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিভূষিত সায়ক সকল অচিরকাল-মধ্যে অর্জ্জুনের রথের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিল। যুদ্ধমত্ত সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের শরীর শরনিকরে ব্যথিত দেখিয়া পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। হে মহারাজ! তৎকালে রথচক্র, কুবর, ঈশা, যুগ, যোক্তৃ ও অনুকর্ষ-প্রভৃতি সমুদয়ই শরময় হইয়াগেল। মহারাজ! সেই সময় আপনার যোদ্ধারা অর্জ্জুনের যেপ্রকার অবস্থা করিয়াছিল, সেরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে আর কখন আমাদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। তাঁহার রথ বিচিত্র-সায়ক-নিকরে আচ্ছাদিত হইয়া ভূতলস্থিত উল্কা-শতসন্দীপ্ত বিমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, বারিধর যেমন বারিধারা বর্ষণ-দ্বারা অচল সকলকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি ধনঞ্জয় সুদৃঢ়-শরনিচয়-দ্বারা ভবদীয় সেনা-সমুদয়কে আকীর্ণ করিলেন। তাহারা অর্জ্জুনের নামাঙ্কিত বাণ-ব্যূহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া তথাবিধ ভাব দর্শন করত সকলই অর্জ্জুনময় জ্ঞান করিল। অনন্তর, ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়রূপ ধারণ করিয়া অদ্ভুত শরজাল ও ধনুঃশব্দ-জনিত সমীরণ-সহযোগে আপনার সৈন্য-স্বরূপ কাষ্ঠ-সকল অবিলম্বে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! ক্রমে ক্রমে ধরাতলে অর্জ্জুনের রথের পথ-মধ্যে পতনশীল চক্র, যুগ, তূণীর, ধ্বজ, পতাকা রথ, ঈশা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ, কুণ্ডল ও উষ্ণীশ-ধারি মস্তক, সহস্র সহস্র ভুজ, জঙ্ঘা, রাশি রাশি ছত্র, ব্যজন ও মুকুট পতিত হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। হে মহারাজ! ক্রুদ্ধ পার্থের রথের পথে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দ্দমময় হওয়াতে রুদ্রের শ্মশানের ন্যায় অগম্য হইয়া উঠিল। রণভূমি তখন ভীরুগণের ত্রাসজননী, এবং শূরসকলের হর্ষবর্দ্ধিনী হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয়, সমর-মধ্যে দুই সহস্র আবরণ সম্বলিত রথ সংহার করিয়া বিধূম অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিলেন। হে মহারাজ! যেমন ভগবান্ শিখাবান্ চরাচর জগৎ দগ্ধ করিয়া বিধূম হইয়া পরিদৃশ্য হয়েন, মহারথ পার্থও তাদৃশ হইলেন। অনন্তর, অশ্বত্থামা সমরে পাণ্ডুনন্দনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পতাকা-সমন্বিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পার্থকে ক্ষান্ত করিলেন। ক্রমে সেই রথিপ্রবর শ্বেতাশ্ব বীরদ্বয় পরস্পরের বধে বাসনা করিয়া অচিরকাল-মধ্যেই একত্রিত হইলেন। মহারাজ! বর্ষাকালে মেঘাবলীর অবিশ্রান্ত বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাদিগের নিরন্তর সুদারুণ বাণ বর্ষণ হইতে

লাগিল। বৃষভ-দ্বয় শৃঙ্গ-দ্বারা যেমন পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করে, তেমনি সেই দুই মহাবীর অন্যোন্যের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত সুদৃঢ় শর-নিকর-দ্বারা উভয়ে উভয়কে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দ্বন্দযুদ্ধ সমভাবে চলিতে লাগিল এবং পুনরায় তথায় অস্ত্র শস্ত্রের সংমর্দ্দ অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর, অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে শাণিত দ্বাদশ শরে এবং বাসুদেবকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ সব্যসাচী অবলীলাক্রমে গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তকালের জন্য গুরুপুত্রের সম্মান করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অশ্ব, রথ ও সারথি-বিহীন করিয়া ফেলিলেন; পরে অতি মৃদুভাবে তাঁহার শরীরে শরত্রয় বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তৎকালে হয়-বিরহিত রথোপরি আরূঢ় থাকিয়াও গর্ব্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক পরিঘোপম এক মুষল লইয়া পাণ্ডুপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শত্রু-নিবারণ পাণ্ডুনন্দন সহসা সেই হেমপট্ট-বিভূষিত মুষল আসিতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধবিশারদ অশ্বত্থামা নিজ নিক্ষিপ্ত মুষল বিচ্ছিন্ন বিলোকনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শৈলশিখর-সদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ-পূর্ব্বক পার্থের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, অর্জ্জুন সেই ক্রুদ্ধ অন্তক-তুল্য পরিঘ দর্শন করিয়া অবিলম্বে পঞ্চ শর-দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিলেন; পরিঘ তখন পার্থ-বাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পার্থিবগণের মন বিদারণ করত ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর, অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবল দ্রোণতনয়, বলশালী ধনঞ্জয়ের সুদৃঢ় শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়াও নিজ পৌরুষ প্রকাশ করত ভীত হইলেন না। মহারাজ! অনন্তর, মহারথ ভারদ্বাজ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে সুরথকে শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। পাঞ্চালদিগের মহারথ সুরথ, মেঘ সম শব্দায়মান স্যন্দন-দ্বারা সমরে দ্রোণ-সুতের অভিমুখেই ধাবমান হইলেন এবং সর্ব্ব ভারসহ সুদৃঢ় শরাসন বিকর্ষণ-পূর্ব্বক অগ্নি ও আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ সুরথ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধ করিয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিশিখাযুক্ত ভ্রূকুটী বিস্তার-পূর্ব্বক সৃক্বণী-দ্বয় লেহন করিতে করিতে রোষবশ হইয়া ধনুর্গুণ মার্জ্জন করিয়া যমদণ্ড-সম এক তীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের পরিত্যক্ত বজ্র যেমন ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই নারাচাস্ত্র তৎক্ষণাৎ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া অতি বেগে প্রবেশ করিল। পর্ব্বতের শৃঙ্গ বজ্র-দ্বারা বিদারিত হইয়া যেরূপ পতিত হয়, সেইরূপ সুরথ নারাচ-দ্বারা নিতান্ত আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই বীরবর নিহত হইলে প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত ও সংশপ্তক সৈন্যগণে পরিবৃত থাকিয়া সমরে অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাকর দিবসের মধ্যভাগে আরোহণ করিলে, একাকী অর্জ্জুনের বহুবীরের সহিত যমরাজ্য-বর্দ্ধন সুমহৎ সংগ্রাম হইল। আমরা তৎকালে তাঁহাদিগের পরাক্রম এবং একাকী অর্জ্জুন অনেকের সহিত এককালে যে সমর করিলেন, তাহা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। পুরাকালে মহতী দৈত্যসেনার সহিত দেবরাজের সুমহান্ বিমর্দ্দের ন্যায় ধনঞ্জয়ের বিপক্ষগণের সহিত অতীব বিমর্দ্দন হইল।

শল্যবধপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শরশক্তি-সমাকুল সুমহৎ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষাকালে বারিদরাজির বারিধারার ন্যায়, তাঁহাদিগের সহস্র সহস্র শরধারা

বিনির্গত হইতে লাগিল। রাজা প্রথমত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আশুগামি পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত শায়ক-দ্বারা সেই উগ্রশর-ধারিকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়বিক্রম বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনকে সমরে সপ্ততি শর-দ্বারা নিতান্ত পীড়িত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সহোদরেরা রাজাকে পীড়িত দেখিয়া মহতী সেনার সহিত পার্ষতকে পরিবেষ্টন করিল। বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমস্ত অতিরথ-দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করত সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অন্যদিকে শিখণ্ডী, প্রভদ্রক-সৈন্য-সম্বলিত ধনুর্দ্ধর মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত রহিলেন। মহারাজ! সেস্থানেও যাহারা প্রাণপণ-স্বরূপ দ্যূত-ক্রীড়ায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত ছিল, তাহাদিগের সুমহান্ সংগ্রাম অতি ঘোরতর হইল। হে রাজেন্দ্র! শল্য সর্ব্বদিকে শরবর্ষণ করত সাত্যকি ও বৃকোদরের সহিত সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যকে পীড়িত করিলেন এবং যম-তুল্য পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত ধৈর্য্য ও বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহারণে কোন মহারথই শল্যের শায়কাঘাতে পতিত পাণ্ডব-পক্ষগণের পরিত্রাণকারী কে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, ধর্ম্মরাজ নিতান্ত পীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন শূরবর নকুল অতিবেগে মাতুলের প্রতি ধাবমান হইলেন; পরবীরহন্তা নকুল সমরে অবলীলাক্রমে শল্যকে শরে শরে আচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব লৌহময় কর্ম্মার-মার্জ্জিত স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত এবং ধনুর্যন্ত্র নির্ম্মুক্ত দশ বাণ-দ্বারা তাঁহার হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজ, মহাত্মা ভাগিনেয়-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহাকেও নতপর্ব্ব পঞ্চ শরাঘাতে পীড়িত করিলেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও মাদ্রী-তনয় সহদেব মদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলে রথনির্ঘোষ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল পরিপূর্ণ ও মেদিনীতল কম্পিত করত অবিলম্বে আসিতেছেন দেখিয়া, শত্রুহন্তা সেনাপতি সমরে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, মদ্রেশ্বর যুধিষ্ঠিরকে শরত্রয়ে, ভীমসেনকে সপ্ত-সায়কে, সাত্যকিকে শত শিলীমুখে ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তৎকালে ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা নকুলের শর সহ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নকুলের ধনু শল্য-শায়কে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশীর্ণ হইল। পরিশেষে মহারথ মাদ্রী-কুমার অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক মদ্ররাজের রথ অচিরাৎ শরসমূহে পরিপূর্ণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও সহদেব, দশ দশ বাণ-দ্বারা মদ্ররাজের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন ধাবমান হইয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা এবং সাত্যকি কঙ্কপত্র-যুক্ত নব বাণ-দ্বারা মদ্রেশ্বরকে আহত করিলেন। অনন্তর, শল্য ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সাত্যকিকে প্রথমত নব শর-দ্বারা এবং পুনরায় সুদৃঢ় সপ্ততি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে তাঁহার শরসহ শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন, এবং তদীয় হয়-চতুষ্টয়কে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। মহারথ মদ্ররাজ, সাত্যকিকে বিরথ করিয়া শত শর-দ্বারা আহত করিলেন এবং যুধিষ্ঠির, ভীমসেন তথা ক্রোধাক্রান্ত নকুল ও সহদেবকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমরা তৎকালে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দর্শন করিলাম, যেহেতু সমরে পাণ্ডবেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও একাকী মদ্ররাজের অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, সত্যবিক্রম বলবান্ সাত্যকি অন্য রথে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণকে পীড়িত এবং শল্যের বশে পতিত দেখিয়া অতিবেগে মদ্রাধিপের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য প্রমত্ত দ্বিরদের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি সভা শোভাকর শল্য, রথ-দ্বারা সমাগত সাত্যকির রথের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। এই

সময়ে শূরবর সাত্যকি ও মদ্রাধিপতি একত্র মিলিত হইলে, পুরাকালীন সম্বরাসুর ও অমর-রাজের সমাগমের ন্যায় তাঁহাদিগের সন্নিপাত অতি আশ্চর্য্য-দর্শন হইল। সাত্যকি সমর-মধ্যে শল্যকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা মাত্র কহিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ সেই মহানুভাব-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া চিত্রপুঙ্খ শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবেরা বধাকাঙ্ক্ষায় সাত্যকি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত-মাতুলের প্রতি রথ-দ্বারা দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সিংহসম গর্জ্জনকারি যুধ্যমান শূর সকলের পরস্পর সংমর্দ্দ শোণিত সলিল-সম্পন্ন ও তুমুল হইয়া উঠিল। আমিষাভিলাষি শব্দায়মান সিংহ সকলের ন্যায় সমরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তদানীং তাঁহাদিগের বাণ-সহস্র দ্বারা বসুধাতল আকীর্ণ হইল, অন্তরীক্ষ-মণ্ডল সহসা শরময় হইয়া উঠিল, শরান্ধকারে সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং মহানুভবগণের ধনুর্ম্মুক্ত বাণব্যূহ-দ্বারা মেঘচ্ছায়ার ন্যায় ছায়া জন্মিল। হে মহারাজ! রণস্থলে নির্ম্মুক্ত-ভুজগসম নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বল শায়ক-রাশি-দ্বারা তৎকালে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত হইল। শূরবর শত্রু-নিসূদন শল্য তৎকালে একাকী বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অতি অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। মদ্ররাজের ভুজনির্গত কঙ্কপত্র-ভূষিত পতন-শীল ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা মেদিনী-মণ্ডল আকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! পুরাকালে অসুর সংক্ষয়কালীন সুররাজের স্যন্দনের ন্যায় তখন শল্যের রথ সমর-মধ্যে বিচরণ করিতেছে দেখিলাম।

সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, আপনার সৈন্য সকল মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগভরে পুনরায় পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পীড়িত ও রণমত্ত ভবদীয় সৈন্য সকল ধাবমান হইয়া বহুত্ব প্রযুক্ত ক্ষণকালের মধ্যে পাণ্ডবগণকে আলোড়িত করিল। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতেই ভীমসেন পাণ্ডব-সেনা-সকলকে নিবারণ করিলেও তাহারা কৌরবগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সমরস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। অনন্তর, অর্জ্জুন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সানুচর কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে শর-সমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব সসৈন্য শকুনিকে নিবারণ করিলেন। নকুল এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মদ্ররাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। দ্রৌপদীর তনয়েরা অন্যান্য অনেকানেক নরেন্দ্রকে নিবারিত করিলেন। পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডী, অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিল। ভীমসেন গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন এবং নরপতি যুধিষ্ঠির সৈন্যসহ শল্যের সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ আপনার ও বিপক্ষ পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর মিলিত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহারণে শল্যের কর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য দেখিলাম; যেহেতু তিনি একাকী সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণস্থলে যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে শল্য চন্দ্রের সমীপে শনিগ্রহের ন্যায়, দৃষ্ট হইলেন। তিনি আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ-দ্বারা রাজাকে পীড়িত করিয়া ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে করিতে পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার কৃতাস্ত্রতা ও রণ-কৌশল সকল নিরীক্ষণ করিয়া ভবদীয় এবং পরকীয় সৈন্য সকল ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ শল্যের শরাঘাতে পীড়িত ও নিতান্ত বিক্ষত হইয়া যুধিষ্ঠির আক্রোশ প্রকাশ করিলেও রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক নিজসৈন্য সকলকে বধ্যমান সন্দর্শনে অতিশয় অমর্ষ-বশ হইলেন। অনন্তর, সেই মহারথ "জয়ই হউক অথবা

বধই হউক ” বুদ্ধিতে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক শল্যকে সাতিশয় পীড়িত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণকে এবং মাধবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যে সকল পৃথিবীপতিগণ পরাক্রান্ত থাকিয়া কৌরবদিগের জন্য সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছেন, তোমরা পৌরুষ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ভাগানুসারে তাহাদিগের সংহার-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছ। এক্ষণে কেবল আমার অংশে একমাত্র মদ্র-মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, অতএব অদ্য আমি যুদ্ধ-দ্বারা সেই মদ্রেশ্বরকে জয় করিতে বাসনা করিয়াছি। এবিষয়ে আমার যাহা অভিপ্রায় আছে, তৎসমুদয় তোমাদিগের নিকটে কহিতেছি। শূরবর মাদ্রীকুমার নকুল ও সহদেব যাঁহাদিগকে দেবরাজ সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যাঁহারা বীর-সম্মত, সাধু, মানার্হ ও সত্যসঙ্গর তাঁহারা দুই সহোদর আমার চক্র-রক্ষক হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পুরস্কার-পূর্ব্বক আমার জন্য মাতুলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করুন। অদ্য আমাকেই শল্য নিধন করেন কিম্বা আমিই তাঁহার হন্তা হই, এই অন্যতরের একটা ঘটনা হইবেই হইবে। হে বীরপুরুষগণ! সম্প্রতি তোমাদিগের সকলের মঙ্গল হউক। আমি যে সকল যথার্থ কথা কহিলাম তোমরা সকলেই তাহা শ্রবণ করিলে, অদ্য আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয় হউক, বা পরাজয় হউক, এক্ষণে রথ-যোজকগণ অবিলম্বে আমার সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল যথা-শাস্ত্র রথ-মধ্যে সুসজ্জিত করুক। মহাবল সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করুন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তর চক্র রক্ষণে নিযুক্ত থাকুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠ রক্ষক হউন; নকুল, সহদেব ও শস্ত্রিবর ভীমসেন আমার অগ্রসর হউন; ইহা হইলেই আমি এই মহা সমরে শল্য অপেক্ষা সকল-বিষয়েই প্রধান হইব।” নরপতির হিতৈষিগণ এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার আদেশানুরূপ আচরণ করিল। অনন্তর, তৎকালে রণস্থলে পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যদেশীয় সৈন্য সকলের পুনরায় সাতিশয় আনন্দ হইল। ধর্ম্মরাজ তখন সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ্রেশ্বরের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর, পাঞ্চালগণ শত শত বার শঙ্খ ভেরী-প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি এবং সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই তরস্বি-সকল সংরব্ধ হইয়া মদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবপক্ষগণ আনন্দ-ধ্বনি গজঘণ্টার নিনাদ, শঙ্খ-সমুদয়ের নির্ঘোষ ও ঘোরতর তূর্য্যশব্দ-দ্বারা মেদিনী-মণ্ডলকে নিনাদিত করিল। উদয় ও অস্তশৈলের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন ও বীর্য্যবান্ মদ্ররাজ মহামেঘ-সদৃশ সেই সমস্ত সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। সমরশ্লাঘী শল্য যেমন, ইন্দ্রের বারি-বর্ষণের ন্যায়, শত্রুদমন ধর্ম্মরাজের প্রতি অবিশ্রান্ত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, সেইরূপ কুরুরাজও মনোহর শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের উপদিষ্ট বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করত অবিলম্বে সুন্দর ও বিচিত্রভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে কেহই তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে পারিল না। আমিষাভিলাষী পরাক্রান্ত শার্দ্দূল-দ্বয়ের ন্যায় সমরে তাঁহারা উভয়ে বিবিধ বাণ-দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। ভীমসেন, আপনকার পুত্র যুদ্ধমত্ত দুর্য্যোধনের সহিত সঙ্গত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব শকুনি-প্রভৃতি বীরগণকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই স্বপক্ষের ও বিপক্ষ-পক্ষের জয়াভিলাষি বীরগণের পুনরায় সেই তুমুল সংগ্রাম হইল। অতঃপর দুর্য্যোধন সুদৃঢ় শর-দ্বারা ভীমসেনের হেম-বিভূষিত ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। সেই মনোহর ধ্বজ কিঙ্কিনী-জালের সহিত ভূমিতলে পতিত হইল। দুর্য্যোধন পুনরায় শাণিত ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা ভীমসেনের গজরাজ-করোপম শরাসন ছেদন করিলেন। তখন ভীমসেন ছিন্নধন্বা হইয়া ক্রোধভরে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক

রথশক্তি-দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলে তিনি রথোপরি পতিত হইলেন। দুর্য্যোধন মূর্চ্ছাপন্ন হইলে বৃকোদর ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সারথি হত হইলে হয়-সকল শূন্য রথ লইয়া দিকে দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর, সমর-মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল, মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে সৈন্য সকল বিচলিত হইলে রাজার অনুচরগণ ত্রাসান্বিত হইল। গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরপতি যুধিষ্ঠির অমর্ষ-পরবশ হইয়া স্বয়ং শ্বেতবর্ণ মনোজব অশ্বগণকে সঞ্চালন করত মদ্ররাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আমরা যুধিষ্ঠিরের অতি অদ্ভুত কার্য্য বিলোকন করিলাম, যিনি পূর্ব্বে সতত ধীর ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন, তিনিই তৎকালে দারুণ হইয়া উঠিলেন। কুন্তী-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির তৎকালে ক্রোধে কম্পমান হইয়া নয়ন-দ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক শত সহস্র যোদ্ধাকে শাণিত-শর-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যে যে সেনার প্রতি আক্রমণ করিলেন, বজ্র-দ্বারা পর্ব্বত-ভেদের ন্যায়, শর-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যকেই নিপাতিত করিলেন। অনেকানেক রথিকে অশ্ব, সূত, ধ্বজ ও রথের সহিত পাতিত করিলেন। মেঘাবলী-মধ্যে পবনের ন্যায় তিনি একাকী সৈন্যমণ্ডলী-মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া পশুসকলকে যেমন সংহার করেন, সেইরূপ তিনি অশ্বারোহি সহ তুরঙ্গগণকে এবং সহস্র সহস্র পদাতিগণকে সংগ্রামে পোথিত করিলেন। এইরূপে শরবর্ষণ-দ্বারা সমরস্থল শূন্য করিয়া পরিশেষে তিনি শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং "শল্য! স্থির-হও" এই কথা মাত্র কহিতে লাগিলেন। সমরস্থলে সেই ভীমকর্ম্মার তাদৃশ আচরণ দর্শনে আপনার সৈন্যগণ বিত্রস্ত হইল। এক মাত্র মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর, তাঁহারা উভয়েই সংরব্ধ হইয়া শঙ্খধ্বনি-পূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান করত ভৎর্সনা করিতে করিতে সমাগত হইলেন। শল্য তখন শরবর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজও বাণবৃষ্টি-দ্বারা মদ্ররাজকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! তৎকালে সমর-মধ্যে শূরবর শল্য ও যুধিষ্ঠিরের গাত্রে কঙ্কপত্রবাণ-দ্বারা রুধিরবিন্দু উদ্ভিন্ন হওয়াতে উভয়েই বন-মধ্যে দীপ্যমান পুষ্পিত কিংশুক ও শাল্মলিতরুর ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন এবং সেই দুই যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাত্মা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে উভয়ের জয়-পরাজয়-বিষয়ে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। অদ্য যুধিষ্ঠির, শল্যকে সংহার করিয়া ভূমণ্ডল ভোগ করিবেন, অথবা শল্য পাণ্ডু-নন্দনকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, তৎকালে তাহাদিগের অন্তঃকরণে এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় হইল না। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সকলই তাঁহার অনুকূল হইল।

অনন্তর, শল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি শত শর মোচন করিলেন এবং শাণিতাগ্র সায়ক-দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুধিষ্ঠির অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তিন শত শর-দ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া দিলেন। পরিশেষে নতপর্ব্ব বাণব্যূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে এবং অতিশয় শাণিতাগ্র দুই দুই শর-দ্বারা সারথি ও পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। হে শত্রুদমন! অনন্তর, পীতবর্ণ শাণিত দীপ্যমান ভল্লাস্ত্র-দ্বারা সম্মুখবর্ত্তি শল্যের ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন, অতঃপর দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইল। ইত্যবসরে অশ্বত্থামা শল্যের তাদৃশ দশা দর্শনে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং

তাঁহাকে নিজ রথে লইয়া সত্বর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের মুহূর্ত্তকাল গমনের পর যুধিষ্ঠির সিংহনাদ করিতে থাকিলে মদ্রপতি যথাবিধানে সুসজ্জিত যন্ত্রোপকরণ-সমন্বিত মহা-মেঘ-সদৃশ নিনাদকারী শত্রুগণের লোমহর্ষণ অন্য এক স্যন্দনে আরোহণ করিলেন।

শল্যবধপর্ব্বে শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, মদ্রেশ্বর অন্য এক সুদৃঢ় বেগবত্তর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করিলেন। পরে সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অসীম-বুদ্ধি শল্য, বৃষ্টিযুক্ত পর্জ্জন্যের ন্যায়, ক্ষত্রিয়গণের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সাত্যকিকে দশ বাণে, ভীমসেনকে শরত্রয়ে ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। যেমন উল্কা-দ্বারা মাতঙ্গগণকে পীড়িত করে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য অশ্ব, রথ ও কুঞ্জর-সমবেত মহা ধনুর্দ্ধরগণকে বিশিখ-বর্ষণ-দ্বারা পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। রথিবর শল্য, গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথসহ রথি সকলকে নিহত করিলেন। তিনি যোদ্ধাদিগের সায়ুধ বাহু সমুদয় তথা রথধ্বজ সকল বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং তদ্দ্বারা রণ-ভূমিকে কুশাস্তীর্ণ বেদীর ন্যায় করিয়া তুলিলেন।

শল্য কৃতান্তের ন্যায় সেইরূপে শত্রুসৈন্য সমুদয় সংহার করিতে থাকিলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্যেরা অতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন, সাত্যকি, পুরুষ-প্রবীর নকুল ও সহদেব শল্যকে মহাবল রাজার সহিত সমাগত সন্দর্শনে পরস্পর আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! অনন্তর, সেই সকল বীরেরা সমরে নরবীর যোদ্ধৃপ্রবর মদ্রেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া উগ্রবেগ শরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আঘাত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন সাত্যকি নকুল ও সহদেব-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত থাকিয়া শল্যের বক্ষঃস্থলে উগ্রবেগ বাণ-সমূহ-দ্বারা আঘাত করি-লেন।

অনন্তর, আপনার রথিগণ সমরে মদ্রেশ্বরকে শরার্ত্ত দেখিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হে মহারাজ! অনন্তর, রণক্ষেত্রে মদ্রেশ্বর অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরকে সপ্ত শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং মহাত্মা পৃথানন্দনও সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে শল্যকে নব বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহারথ মদ্রাধিপতি ও যুধিষ্ঠির উভয়েই সংগ্রামে আকর্ণপূর্ণ শাণিত শরনিকর-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিলেন। সমরে বৈরিবৃন্দের অজেয় সেই দুই মহাবলপরা-ক্রান্ত মহারথ নৃপবর, পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করত অবিরত নিক্ষিপ্ত শরধারা-দ্বারা উভয়কেই বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডব-প্রবীর ও মদ্রেশ্বর পর-স্পরের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণ করিলে মহে-ন্দ্রের বজ্রশব্দ-সদৃশ তাঁহাদিগের ধনু ও জ্যাতলের নিনাদ সুমহান্ হইল। মহাবন-মধ্যে আমিষাভি-লাষি শার্দ্দূলশিশু-দ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে সম-রাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রণদর্পে দর্পিত হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন।

অনন্তর, অতি বেগশালী মহাত্মা মদ্রাধিপতি সূর্য্য ও অগ্নি-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন বাণ-দ্বারা সহসা ভীমবল বীর যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই সুপ্রযুক্ত শায়কে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শল্যকে এক সুদৃঢ় শর-দ্বারা আহত করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হই-লেন। অনন্তর, ইন্দ্রসম-প্রভাব-সম্পন্ন নৃপবর মদ্রে-শ্বর মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া অচিরাৎ শর শত-দ্বারা পাণ্ডু-

পুত্রকে আঘাত করিলেন। পরিশেষে মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে নব বাণ সন্ধান-দ্বারা শল্যের হৃদয় ও স্বর্ণময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া সত্বর হইয়া ছয় বাণ-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। মদ্রাধিপতি তাহাতে প্রসন্ন হইয়া শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক বাণ বর্ষণ করত দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা মহারাজ পাণ্ডুসুতের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, দেবরাজ যেমন নমুচিকে বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা অন্য এক নূতন ধনু গ্রহণ করিয়া শল্যকে শাণিতাগ্র শরনিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহাত্মা মদ্ররাজ নব বাণ-দ্বারা নৃপতি যুধিষ্ঠিরের ও ভীমসেনের স্বর্ণ-নির্ম্মিত বিচিত্র বর্ম্মদ্বয় ছেদন করিয়া বাহুযুগল বিদীর্ণ করিলেন। পরিশেষে অগ্নি ও অর্ক-সদৃশ জাজ্বল্যমান অপর এক ক্ষুরবাণ-দ্বারা ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃপাচার্য্য ছয় সায়ক-দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাত্মা মদ্রাধিপতি শর চতুষ্টয়-দ্বারা ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বাহনগণকে নিহত করিলেন, এবং অশ্ব সকলকে নিধন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। রাজার তাদৃশ অবস্থা হইলে মহাত্মা ভীমসেন বেগবান্ বাণ-দ্বারা অচিরাৎ মদ্ররাজের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, কুপিত ভীমসেন অপর শর-দ্বারা শল্যের সারথির কবচাবৃত শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিহত করিলেন। সর্ব্বধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ভীমসেন ও সহদেব সমরাঙ্গনে একাকী বিচরণকারি শল্যকে শত শর-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। শল্য সেই সমস্ত শরাঘাতে মোহিত হইলে ভীমসেন তাঁহার বর্ম্ম ছেদন করিলেন।

মদ্ররাজ তখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক কবচহীন হইয়া সহস্র তারাযুক্ত চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া কুন্তী-কুমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন, সেই ভীমবল, নকুলের রথের ঈশা ছেদন করিয়া ধর্ম্মরাজের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-তনয়গণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা আসিয়া তথায় সমাগত হইলেন। অনন্তর, মহাত্মা বৃকোদর দশ শর-দ্বারা তাঁহার সেই অসদৃশ চর্ম্ম ছেদন করিলেন এবং আপনার সৈন্য-মধ্যে হৃষ্ট হইয়া নিনাদ করত ভল্ল-দ্বারা শল্যের মুষ্টি-মধ্যে খড়্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান প্রধান রথিগণ ভীমসেনের সেই কার্য্য সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শশি-সন্নিভ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আপনার সুরক্ষিত সৈন্য সকল সেই ভীষণ শব্দে অপ্রসন্ন, স্বেদাভিভূত ও রক্তাক্ত-কলেবরে বিসংজ্ঞের ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া রহিল।

অনন্তর, মদ্ররাজ ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবগণের প্রধান প্রধান যোদ্ধা-কর্ত্তৃক বিক্ষত হইয়া মৃগানুসরণে ত্বরমাণ সিংহের সমান সহসা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইলেন। তদানীং ধর্ম্মরাজের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মদ্রাধিপতিকে দেখিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জলিত অনলের ন্যায় হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুকে সৈন্য-দ্বারা আক্রমণ করিলেন। "শল্য তোমার বধ্য" গোবিন্দের এই বাক্য চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ হয়হীন ও সারথি-বিহীন রথে অবস্থিত থাকিয়াও শক্তি গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা করত শল্যের বিনাশার্থ মনঃসমাধান করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহাত্মা শল্যের তাদৃশ কার্য্য দর্শন এবং তাঁহাকে আপনার অবশিষ্ট ভাগ স্মরণ করিয়া তাঁহার বধে যত্নবান হইয়া কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ-চিত্তে মণি ও হেমদণ্ডময়ী স্বর্ণোজ্জ্বলা এক শক্তি গ্রহণ করিলেন, এবং প্রদীপ্ত নেত্র-দ্বয় সহসা বিবৃত করিয়া মদ্রেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহা-

রাজ! সেই নিষ্পাপ পবিত্র-স্বভাব ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ তৎক্ষণাৎ যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

অনন্তর, সেই মহাত্মা পাণ্ডব-প্রবীর মণি ও প্রবাল-দ্বারা উজ্জ্বলিত রুচির ও উগ্রদণ্ডযুক্ত এক প্রদীপ্ত শক্তি লইয়া মদ্রাধিপতির প্রতি অতি বেগে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, সমবেত কৌরবগণ প্রলয়কালে আকাশমণ্ডল হইতে পতিত মহতী উল্কার ন্যায় সহসা সেই বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রদীপ্ত শক্তিকে মহাবেগে পতিত হইতে দেখিল। সমর-মধ্যে প্রযত্নপর ধর্ম্মরাজ সেই পাশহস্তা কালরাত্রী উগ্ররূপা যমধাত্রী ও ব্রহ্ম-শাপ-প্রতিমা অমোঘা শক্তিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রেরা প্রযত্ন-পূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, আসন, পান ও ভোজন-দ্বারা অথর্ব্ব ও অঙ্গিরার উগ্র কার্য্যের ন্যায় প্রজ্বলিত প্রলয়ানল-প্রতিমা যে শক্তিকে পূজা করিতেন; বিশ্বকর্ম্মা শত্রুগণের দেহ ও প্রাণ বিনাশার্থ মহাদেবের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে শক্তি ভূমি, অন্তরীক্ষ, জলাশয় ও জীবগণের সহসা প্রাণ হরণে পটীয়সী; যাহার স্বর্ণময় দণ্ড, ঘণ্টা পতাকা হীরক ও বৈদুর্য্যাদি বিবিধ মণি-দ্বারা বিচিত্রিত; বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং প্রযত্ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম-দ্বারা ব্রহ্মদ্বেষিদিগের বিনাশার্থ যে অমোঘা শক্তি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন; তদানীং যুধিষ্ঠির বল ও যত্ন-দ্বারা তাহার অধিকতর বেগ সম্পাদন-পূর্ব্বক ঘোরতর মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্মমার্গানুসারে মদ্রেশ্বরের বধার্থ সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এবং রুদ্র যেমন অন্ধক-দানবের প্রতি অন্তকর বাণ বিমোচন করিয়া গর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ তৎকালে সুদৃঢ়বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক যেন ক্রোধে নৃত্য করত "রে পাপ! হত হইলি" এই বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির নিজশক্তি অনুসারে সেই অনিবার্য্য বীর্য্যশালিনী শক্তি প্রেরণ করিলে, হুতাশন যেমন সম্যক্ হুত আজ্যধারা ধারণে শিখা বিস্তার করেন, তেমনি শল্য সেই শক্তি গ্রহণে অভিলাষী হইয়া নিনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই অপ্রসক্তা শক্তি শল্যের শুভ্র বর্ণ বিশাল বক্ষঃস্থল ও মর্ম্মস্থান সমুদয় বিদীর্ণ করিয়া নরপতি যুধিষ্ঠিরের সুবিস্তীর্ণ যশোরাশি বহন করত জলের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাসিকা নেত্রযুগল ও কর্ণদ্বয় হইতে অনর্গল বিনির্গত রুধির-দ্বারা সর্ব্বশরীর সংসিক্ত হইলে তিনি স্কন্দ-কর্ত্তৃক আহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায়, সমাহত হইলেন। পরিশেষে পাণ্ডু-নন্দন-কর্ত্তৃক তাঁহার মর্ম্মস্থান সমুদয় বিভিন্ন হইলে ঐরাবত-সদৃশ সেই মহাত্মা বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া রথ হইতে বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন।

মদ্রেশ্বর বাহু-দ্বয় প্রসারণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অভিমুখে ভূতলে উন্নত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভিন্ন এবং রুধিরে সমাচ্ছন্ন হইল। সেই নরপতি ধরাশায়ী হইলে, বোধ হইল যেন, তিনি বহুকাল পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক প্রিয়কান্তা বসুমতীর হৃদয়ে পতিত হইলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-পুত্র-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়া যজ্ঞস্থলে সম্যক্ হুত ও সাধুরূপে ইষ্ট অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত রহিলেন। মদ্ররাজ শক্তির আঘাতে বিভিন্ন হৃদয় এবং অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজ পতাকাদি বিহীন হইয়া তাদৃশভাবে প্রশান্ত হইলেও শ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

অনন্তর, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু-সদৃশ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক গরুড়ের পন্নগ-বিনাশের ন্যায় সমরে শত্রু-গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা বিপক্ষ-ব্যূহের দেহ-নিচয় ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনার সৈনিকগণ পার্থের শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া নয়ন নিমীলন-পূর্ব্বক পরস্পর সম্মর্দ্দে পীড়িত ও অতিশয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তৎকালে তাহাদিগের সকলেরই সর্ব্ব শরীর হইতে রুধির-ধারা নিস্যন্দিত হইতে-

ছিল, সকলেই বিশস্ত্র ও আয়ুধ বিহীন হওয়ায় নির্জ্জীবের ন্যায় হইল।

অনন্তর, মদ্ররাজ নিপতিত হইলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন যুবা তদীয় অনুজ ভ্রাতা রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যুদ্ধমত্ত হইয়া সহোদর বধের প্রতিশোধ নিমিত্ত কামনা করত সত্বরভাবে যুধিষ্ঠিরকে বহুতর নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে এক দীপ্যমান সুদৃঢ় শাণিত ভল্ল-দ্বারা সেই সম্মুখবর্ত্তি শল্যানুজের মস্তক ছেদন করিলেন। স্বর্গবাসি লোক পুণ্যক্ষয় হইলে যেমন তথা হইতে পতিত হয়, তেমনি তাঁহার সকুণ্ডল মস্তক রথ হইতে পতিত দৃষ্ট হইল। তখন তাঁহার রুধিরাক্ত ও শিরোহীন শরীর রথ হইতে পতিত দেখিয়া সৈন্যগণ সমরে ভঙ্গ দিল। বিচিত্র কবচধারী শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ হাহাকার করত দৌড়িতে লাগিল। তাঁহার নিধন দর্শনে আপনকার সৈন্যেরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল, এবং ধূলিপুঞ্জে বিধ্বস্ত হইয়া পাণ্ডব-ভয়ে নিতান্ত ত্রাসান্বিত হইল।

হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপে ত্রস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে সাত্যকি তাহাদিগের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন। কৃতবর্ম্মা সেই অপ্রসহ্য দুরাসদ মহাধনুর্দ্ধরকে আসিতে দেখিয়া সত্বর হইয়া নির্ভয়ের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর, সেই দুই দিবাকর তুল্য প্রভাশালি সিংহসম মদমত্ত বৃষ্ণিবংশোদ্ভব অজেয় মহানুভব কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি, একত্র মিলিত হইয়া সূর্য্যকিরণ সম শাণিত সায়ক-নিচয়-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সেই বৃষ্ণিবীর-দ্বয়ের চাপ-বিনির্ম্মুক্ত শর সকল আকাশ-মণ্ডলে শীঘ্রগামি পতঙ্গ-কুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর কৃতবর্ম্মা, সাত্যকিকে দশ শরে এবং তাঁহার হয়গণকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া অপর এক সুদৃঢ় শর-দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। সাত্যকি সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগভরে অন্য এক দৃঢ়তর কার্ম্মুক ধারণ করিলেন, এবং সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরবর উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারণ করিয়া কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল দশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুদৃঢ় ভল্ল-দ্বারা তাঁহার রথযুগ ও ঈশা ছেদন করিয়া অশ্বগণকে এবং পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে নিহত করিলেন।

অনন্তর, বীর্য্যবান্ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে বিরথ দেখিয়া নিজরথে আরোহিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! মদ্ররাজ নিহত এবং কৃতবর্ম্মা বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। তৎকালে সৈন্য সকল ধূলিরাশি-দ্বারা সমাকুল হইলে আর কিছুই বোধগম্য হইল না। তদানীং সৈনিকগণের অধিকাংশই হত হইয়াছিল, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও পরাঙ্মুখ হইল। ভূমণ্ডল হইতে সমুত্থিত ধূলিপুঞ্জ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে বিবিধ শোণিত স্রাব-দ্বারা প্রশান্ত হইয়া গেল।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন আপন সৈন্য সকলকে ভগ্ন দেখিয়া বেগভরে সমাগত পাণ্ডবগণকে একাকী আক্রমণ করিলেন, তিনি পাণ্ডবগণকে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দুর্দ্ধর্ষ আনর্ত্ত-দেশাধিপতিকে সরথ দেখিয়া শাণিত শরনিকর-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম-তুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। এদিকে কৃতবর্ম্মাও অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক নিবৃত্ত রহিলেন। পরিশেষে মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির ত্বরমাণ হইয়া শরচতুষ্টয়-দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিহত করিলেন, এবং কৃপাচার্য্যকে সুশাণিত ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও বিরথ দর্শনে তৎক্ষণাৎ আপন রথে আরোহিত করিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখ হইতে লইয়া গেলেন। অনন্তর, কৃপা-

চার্য্য যুধিষ্ঠিরকে অষ্টবাণে প্রতিবিদ্ধ ও তাঁহার তুরঙ্গগণকে শাণিত অষ্ট সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনকার ও আপনার পুত্রের কুমন্ত্রণাতে এইরূপে যুদ্ধের শেষ অবস্থা ঘটিল। মহাধনুর্দ্ধর শল্য, ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক সমর-মধ্যে নিহত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে হত দেখিয়া পরম প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সকলে মিলিয়া শঙ্খধ্বনি করিল। পুরাকালে বৃত্রাসুর বধ হইলে সুরগণ যেমন মহেন্দ্রকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তেমনি তখন সমর-মধ্যে সকলে যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং নানাবিধ বাদ্যধ্বনি-দ্বারা বসুধা-মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল।

শল্যবধে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী বীর সেই মহৎ বল হইতে নির্গত হইল। দুর্য্যোধন তখন শৈলসন্নিভ এক দ্বিরদোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক ধ্রিয়মাণ ছত্র-দ্বারা সুশোভিত ও চামর-দ্বারা বীজ্যমান হইয়া মদ্রগণকে বারম্বার বারণ করিলেও তাহারা তাঁহার নিবারণ না শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের জিঘাংসার্থে পাণ্ডব বলের-মধ্যে প্রবেশ করিল। শূর সকল সেই সুযুদ্ধে মনঃ সমাধান করিয়া ঘোরতর ধনুঃশব্দ করত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

শল্য নিহত এবং মদ্ররাজের প্রিয়কারি মদ্রদেশীয় মহারথগণ-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির পীড়িত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহারথ অর্জ্জুন রথনির্ঘোষ-দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারণ করিতে করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নরবর সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ সকলেই তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, মকর সকল যেমন জলনিধিকে আন্দোলিত করে, তেমনি তাহারা কৌরব-বলকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। প্রবল পবন যেমন তরু সকলকে কম্পিত করে, পাণ্ডবগণ আপনকার সৈনিক-দলের তাদৃশ দশা করিল, প্রচণ্ড পবনবেগে মহানদী গঙ্গা যেমন আন্দোলিতা হয়, কুরুবাহিনী তখন তদ্রূপই ক্ষুব্ধ হইল।

হে মহারাজ! মহাত্মা মদ্র মহারথেরা তথাপি মহতী পাণ্ডবী-সেনার-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, "কোথায় সে রাজা যুধিষ্ঠির, কোথায় তাহার বীর সহোদরগণ, কোথায় বা মহাবীর পাঞ্চাল সকল, কোথায় মহারথ শিখণ্ডী, কোথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, কোথায় বা সাত্যকি, কোথায় মহারথ দ্রৌপদী-কুমার সকল, কাহাকেও যে এস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, বীরবর মহারথ দ্রৌপদী-কুমারগণ সেই সমস্ত যুদ্ধকারী মদ্ররাজের অনুচরবর্গকে অভিহত করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ কেহ কেহ রথ-দ্বারা কেহ কেহ বা বিচ্ছিন্ন মহাধ্বজ-দ্বারা বিমথিত হইল, কেহ কেহ বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক সমরে নিহত দৃষ্ট হইল। হে ভারত! যোদ্ধারা সমরাঙ্গনে সহস্র সহস্র পাণ্ডবীয় বীর-সৈন্যকে বিলোকন করিয়া আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রণ-যাত্রা করিল। দুর্য্যোধন সেই সমস্ত বীরকে সান্ত্বনা করত নিষেধ করিলেন, কিন্তু তৎকালে কোন মহারথই তাঁহার শাসন গ্রাহ্য করিলেন না।

হে নৃপবর! অনন্তর, গান্ধাররাজের পুত্র বক্তৃবর শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ! আপনি সমরে বর্ত্তমান রহে আমাদিগের প্রত্যক্ষেই পাণ্ডবেরা মদ্রসৈন্য সকলকে সংহার করিতেছে, ইহা উচিত হইতেছে না। হে নৃপবর! পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সকলে মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিব, সম্প্রতি বিপক্ষেরা আমাদিগের সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিতেছেন? দুর্য্যোধন বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বে ইহাদিগকে বারম্বার বারণ করিলেও ইহারা আমার বাক্য রক্ষা করিল না, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া

পাণ্ডবী সেনার প্রতি ধাবিত হইল।' শকুনি কহিলেন, 'সংগ্রামস্থলে যুদ্ধবীরগণ ক্রোধ বশত যদি প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে, তথাপি তাহাদিগের প্রতি প্রভুর ক্রোধ করা উচিত নহে, ইহা উপেক্ষা করিবার সময় নয়, চলুন আমরা সকলে অশ্ব, রথ, কুঞ্জর-সহ মদ্ররাজের মহাধনুর্দ্ধর অনুচরগণের পরিত্রাণার্থ যাত্রা করি।' 'আমরা পরম প্রযত্ন-সহকারে পরস্পর রক্ষা করিব।' সকলে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সৈনিকগণ যে স্থানে ছিল, তথায় গমন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শকুনির কথানুসারে সুমহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ-দ্বারা যেন মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করত রণস্থলে প্রয়াণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণের-মধ্যে কেবল মার, ধর, বিদ্ধ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, এই সকল কথা মাত্র তুমুলরূপে আন্দোলিত হইতে থাকিল।

এদিকে পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচর সকলকে রণস্থলে মিলিত দেখিয়া মধ্যমাকার ব্যূহ-বিশেষ বিন্যাস করিয়া অভিমুখীন হইল। হে মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সেই সমস্ত শল্যের অনুচর বীরেরা ঝটিতি নিহত হইয়াছে দেখাগেল। আমরা গমন করিতে করিতেই বিপক্ষেরা মিলিত হইয়া বলবান্ মদ্রসৈন্য-সকলকে নিহত করত প্রফুল্ল-চিত্তে হাস্য করিতে লাগিল। অনন্তর, সর্ব্বদিকেই উত্থিত কবন্ধ সকল পরিদৃশ্য হইল, রণস্থলী-মধ্যে আদিত্য-মণ্ডল হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। সমরভূমি ভগ্নরথযুগ, অক্ষ ও নিহত মহারথ তথা নিপতিত হয়নিচয়-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সেই রণভূমি-মধ্যে যুগকাষ্ঠমাত্র-ধারি বায়ুবেগ-গামি বাহগণ-সমন্বিত যোদ্ধারা দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন তুরঙ্গ সকল রণস্থলে ভগ্নচক্র রথ লইয়া বহন করিল, কোন কোন বাজিগণ রথের অর্দ্ধভাগ লইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। হে নৃপবর! দেখিলাম, অশ্বগণ যোক্ত্রবহনে ক্লিষ্ট এবং রথিগণ পতিত হইতেছে, বোধ হইল যেন, সিদ্ধগণ পুণ্যক্ষয় বশত গগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন্। মদ্ররাজের শূরবর অনুচর বর্গ নিহত হইলে, জয়াভিলাষি যুদ্ধকারি মহারথ পাণ্ডবগণ অশ্ব সকলকে আপতিত দেখিয়া অতি বেগে আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিল এবং শঙ্খ-ধ্বনির সহিত মিশ্রিত ঘোরতর শরশব্দ করত আমাদিগকে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা শরাসন কম্পন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল শুনিয়া এবং শূরবর মদ্ররাজকে নিহত ও তাঁহার সুমহৎ বল সকলকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। হে মহারাজ! তাহারা বিজয়-প্রকাশি দৃঢ়ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান, ভীত ও ত্রস্ত হইয়া দশ দিকের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দুর্যোধন সৈন্যাপযানে অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ রণস্থলে পতিত হইলে, আপনকার পুত্রগণ ও সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিমুখ হইল, অগাধ-সাগরগর্ত্তে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্‌গণ যেমন সেই অপার পারাবার পার হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, মহাত্মা ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক মদ্ররাজ নিহত হইলে আপনার শরবিক্ষত সৈন্যেরাও সেইরূপ ত্রাসযুক্ত হইল। তৎকালে তাহারা সিংহাহত মৃগ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ এবং শীর্ণদন্ত গজের ন্যায় অনাথ হইয়া প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে অজাতশত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। রাজন্! শল্য নিহত হইলে আপনার যোদ্ধাদিগের মধ্যে কোনব্যক্তিরই সৈন্যসন্ধান ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে বুদ্ধি স্থির ছিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে আপনার সৈন্যগণের যে দুঃখ ও ভয় হইয়াছিল, মহারথ শল্য নিহত হইলে, আমাদিগের সেই ভয় ও সেই শোক পুন-

রায় উপস্থিত হইল। তখন আমরা জয়-বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইলাম।

যোদ্ধারা শক্রদিগের শাণিত শরে হত, বিহত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ভয়-বশত পলায়ন করিল। মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে, আরোহণ করিয়া ধাবমান হইলেন্। পদাতিকেরা ভয়-প্রযুক্ত অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল। শৈল-সদৃশ দুই সহস্র সমর-মাতঙ্গ অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠাঘাতে চালিত হইয়া অতি বেগে ধাবিত হইল। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! আপনকার সৈন্য সকল শরাহত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সমরভূমি হইতে দশ দিকে দৌড়িতে লাগিল। বিজয়াভিলাষি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই পরাজিত প্রভগ্ন ও উৎসাহ-বিহীন সৈন্য সকলকে ধাবিত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইল। শূরগণের সিংহনাদ, ঘোরতর বাণ শব্দ এবং সুগভীর শঙ্খধ্বনি, সুদারুণ হইয়া উঠিল। পাঞ্চালেরা কৌরব সৈন্য সকলকে ভীত, ত্রস্ত ও পলায়মান দেখিয়া পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, "যে, অদ্য সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রু-বিজয় করিলেন, অদ্য দুর্য্যোধন প্রদীপ্ত রাজশ্রী হইতে ভ্রষ্ট হইল। অদ্য জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রকে হত শুনিয়া ভূমিতলে পতিত ও বিহ্বল হইয়া পাপের ফল ভোগ করুক। অদ্য সেই পাপকারী দুর্ম্মেধা, যুধিষ্ঠিরকে সমুদয় ধনুর্দ্ধরের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করুক এবং আপনাকে নিন্দা করুক; অদ্য হিতবাদি বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া স্মরণ করুক; অদ্য হইতে সেই রাজা পাণ্ডবগণের দাস হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বে যে দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করুক। অদ্য সেই মহীপাল, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবগত হউক এবং সংগ্রামে অর্জ্জুনের ধনুর্ঘোষ, অস্ত্রবল ও বাহুবল বিলোকন করুক। অদ্য সমরাঙ্গনে মহাবল ভীমসেন, দেবরাজের বলাসুর বিনাশের ন্যায়, দুর্য্যোধনকে সংহার করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাত্মার বিপুল বল বুঝিতে পারিবেন। মহাবল ভীমসেন দুঃশাসনের বধ-বিষয়ে তৎকালে যে অলৌকিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা ব্যতীত জগতীতলে অন্য কোন পুরুষ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারে না। দেবগণের দুরাসদ মদ্ররাজকে হত শুনিয়া দুর্য্যোধন অদ্য জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের পরাক্রম অবগত হউক। অদ্যকার যুদ্ধে শূরবর শকুনি ও সমস্ত গান্ধারগণ নিহত হইলে, নকুল ও সহদেবের বিক্রম জানিতে পারিবে। ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং মহাধনুর্দ্ধর রাজা যুধিষ্ঠির যাহাদিগের যোদ্ধা তাহাদিগের জয় কেন না হইবে? জগতীনাথ জনার্দ্দন কৃষ্ণ যাহাদিগের নাথ, ধর্ম্ম যাহাদিগের আশ্রয়, তাহাদিগের জয় কেন না হইবে? ধর্ম্ম ও যশোনিধি হৃষীকেশ সতত যাহার সহায়, সেই যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য শত সহস্র নৃপতিগণকে জয় করিতে পারে?" সৃঞ্জয়গণ এইরূপ কথোপকথন করত মহাহর্ষে পরিপূর্ণ হইল এবং আপনকার বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন, রথি-সৈন্যের এবং নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, শকুনির অভিমুখীন হইলেন।

দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যগণকে ভীমসেন ভয়ে পলায়মান দর্শনে বিস্মিতের ন্যায় হইয়া সারথিকে কহিলেন, "ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আমাকে অতিক্রম করিতে উদ্যত রহিয়াছে, অতএব তুমি সমুদয় সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বগণকে প্রেরণ কর। আমি সকলের পশ্চাতে থাকিলে মহা-সমুদ্র যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ধনঞ্জয় কোন প্রকারেই আমাকে অতিক্রম করিতে উৎসাহবান্ হইবে না। সারথে! ঐ দেখ সৈন্যগণ পাণ্ডব-ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহাদিগের গমনে চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতেছে। ঘোরতর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ সকল শ্রবণ কর, এবং অল্পে

অল্পে সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিতে চল। আমি সমরস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে আমার সৈন্যেরা পুনরায় বল-পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইবে।”

সারথি, আপনকার পুত্রের শূরবর-সদৃশ সেই বাক্য শুনিয়া হেমাবরণ অশ্বগণকে শনৈঃ শনৈ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তৎকালে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথহীন একবিংশতি সহস্র পদাতিকমাত্র যুদ্ধার্থে অবস্থিত ছিল। নানাদেশ সমুৎপন্ন ও নানা নগর বাসি যোদ্ধারা সুমহৎ যশঃ প্রার্থনায় প্রতীক্ষা করিল। তাহারা হৃষ্টমনে পরস্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইলে ঘোর ভয়ঙ্কর সুমহান সংমর্দ্দ উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, চতুরঙ্গ বল-দ্বারা নানাদেশীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। অন্যান্য পদাতিকেরা কেবল ভীমসেনের অভিমুখীন হইয়া রহিল; বীরলোকে গমনাভিলাষি যুদ্ধদুর্ম্মদ সংরব্ধ কৌরব-সৈন্যেরা সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোট করত সংহৃষ্ট হইয়া ভীমসেনের সন্নিধানে ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা আর অন্য কোন কথা আলাপ করিল না। সেই সমস্ত পদাতিগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আঘাত করিতে লাগিল, তিনি সমরে পদাতিগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান ও পরিবৃত থাকিয়া রোষপরবশ হইয়াও মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। হে মহারাজ! কৌরব-যোদ্ধারা পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যকে নিবারিত করিয়া মহারথ ভীমসেনের নিগ্রহার্থ সচেষ্ট হইল; সেই সমাগত রথিসৈন্যগণ ভীমসেনকে ক্রোধাক্রান্ত করিল; তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পদাতি হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বর্ণাবৃত মহা গদা ধারণ করিয়া দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় আপনকার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন সেই অশ্ব, রথ ও গজবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতিককে গদা-দ্বারা পোথিত করিলেন। সত্যপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে সৈন্য সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরস্কৃত করত বহুক্ষণ অদৃশ্য রহিলেন। নিহত পদাতিগণ রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল, নানা দেশ হইতে সমাগত নানাজাতীয় সৈন্যগণ বিবিধ পুষ্পমাল্য ও কুণ্ডল ধারণ করিয়া সমরে বাত-ভগ্ন পুষ্পিত কর্ণিকার তরুর ন্যায় পতিত রহিল। পদাতি দলের প্রবল সৈন্য সকল নিকৃত্ত ও ধ্বজ পতাকা সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঘোরতর ভয়ানক ও রৌদ্ররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির-পুরোগামি সসৈন্য মহারথগণ আপনকার সৈন্য-সকলকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধনের অনুধাবন করিলেম, কিন্তু বেলা যেমন সাগর-সমীপে যায় না, সেইরূপ তাহারা সকলে আপনার পুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে আমরা আপনকার পুত্রের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দেখিলাম, যে হেতু পাণ্ডবেরা সকলে মিলিত হইয়াও এক মাত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

দুর্য্যোধন অদূরবর্ত্তি স্বীয় সৈন্য সকলকে নিতান্ত বিক্ষত ও পলায়নে প্রস্তুত দেখিয়া কহিলেন, “আমি পৃথিবী বা পর্ব্বত-মধ্যে এরূপ স্থান দেখিতেছি না, যেস্থানে যাইলে পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে নিধন করিতে না পারে, সুতরাং এক্ষণে পলায়নে প্রয়োজন কি? ইহাদিগের সৈন্য অতি অল্প আছে এবং অর্জ্জুন ও কেশব নিতান্ত বিক্ষত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমরা যদি এস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি তবে আমারদিগের নিশ্চয় বিজয় হয়। তোমরা যদি সমরে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান কর, তবে পাপাচার পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং আমাদিগের সমরে অবস্থান করাই শ্রেয়। যে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ এস্থানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন। যদি কৃতান্ত, শূর ও ভীরু উভয়কে সতত সংহার করিতেছেন, তবে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কোন্ মূঢ়

পুরুষ যুদ্ধ করিতে বিরত হইবে? এক্ষণে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থিতি করা আমাদিগের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যাহারা বিগ্রহ করিয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে সামরিক মৃত্যুই সুখকর। সংগ্রামে বিজয়ী হইলে সুখ লাভ, হত হইলে পরলোকে মহাফল প্রাপ্ত হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম হইতে স্বর্গের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তোমরা যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অচিরকালমধ্যে সেই সকল লোকে গমন কর।"

নৃপগণ, দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা মান্য করিয়া পুনরায় আততায়ি পাণ্ডবগণের অনুবর্ত্তন করিলেন, তাঁহারা আগমন করিতে থাকিলে প্রহারকারী ক্রোধ-পরবশ বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবেরা অবিলম্বে ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিল। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয়, সমর-মধ্যে রথোপরি অধ্যাসীন থাকিয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীবধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, মহাবল বীর সাত্যকি এবং নকুল ও সহদেব, যেদিকে আপনকার সৈন্যগণ অবস্থান করিতে ছিল, সেই দিকে অতি বেগে শকুনির প্রতি আক্রমণ করিলেন।

শল্যযুদ্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়॥ ১৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল নিবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্বরাজ শৈলসম ঐরাবতসদৃশ শত্রুমর্দ্দন উদ্ধত এক মত্তমাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া ক্রোধ-পরবশ হইয়া পাণ্ডবদিগের সুমহৎ সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! যে হস্তী অতি সৎকুলোদ্ভব হওয়াতে দুর্য্যোধনের নিকটে নিয়ত পূজিতভাবে থাকিত, শাস্ত্র-বেত্তারা যাহাকে সমরের উপযুক্ত জানিয়া সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, রাজা সেই দ্বিরদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রীষ্মাবসানে উদয়াচলস্থ সবিতার অনুকারী হইলেন। তিনি সেই গজবর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রগণের অভিমুখীন হইলেন এবং মহেন্দ্রের বজ্র-সদৃশ ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি মহারণ-মধ্যে অবিশ্রান্ত-রূপে বাণ বর্ষণ ও শত্রু সকলকে শমন-সন্নিধানে প্রেরণ করিতে থাকিলে পুরাকালে দৈত্যগণ যেমন বজ্রধরের অবকাশ অবলোকনে অক্ষম ছিল, তেমনি কি স্বপক্ষীয় কি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তৎকালে তাঁহার অবকাশ অবলোকন করিতে পারে নাই। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজের ঐরাবত, দৈত্যসেনা বিমর্দ্দন করিলে দানবেরা তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ সেই গজরাজ বিপক্ষ চমূ বিলোড়ন করিতে থাকিলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়-সৈন্যেরা সমর-মধ্যে একমাত্র সেই মহেন্দ্রগজ-সদৃশ মাতঙ্গকে চতুর্দ্দিকে সহস্রবার বিচরণ করিতে দেখিল। এইরূপে সেই গজরাজ-কর্ত্তৃক বিপক্ষবল সকল বিদারিত ও পরিবেষ্টিত-প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভিত হইল। তাহারা তৎকালে পরস্পর বিমর্দ্দিত হইয়া অতিশয় ভয়-বশতঃ সমরে অবস্থান করিতে পারিল না।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই নরাধিপ-কর্ত্তৃক প্রভগ্না মহতী পাণ্ডবীসেনা সেই গজেন্দ্রের বেগ নিবারণে অক্ষম হইয়া সহসা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। তখন আপনকার প্রধান প্রধান যোদ্ধারা বেগবতী পাণ্ডবী-সেনাকে ধাবিত দেখিয়া সেই নরেশ্বরকে প্রশংসা করত শশি-সন্নিভ শঙ্খ সকল নিনাদিত করিল।

অনন্তর, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৌরবদিগের হর্ষহেতু সমুৎপন্ন শঙ্খধ্বনি সমন্বিত নিনাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-বশত ক্ষমা করিতে পারিলেন না, পরে সেই মহাত্মা জয়ের জন্য সত্বর হইয়া দেবরাজের সহিত সংগ্রাম-সময়ে জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, সেইরূপ সেই দ্বিরদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হে মহারাজ! নৃপশ্রেষ্ঠ শাল্ব সহসা সেই পাঞ্চালরাজকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার বধার্থে নিজ গজকেই অবিলম্বে প্রেরণ করি-

লেন। পাঞ্চাল-নন্দন সহসা সেই মত্ত মাতঙ্গকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া জ্বলন্ত অগ্নি-সদৃশ উগ্র বেগ-সম্পন্ন নারাচমুখ্য শাণিত শরত্রয়-দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে সেই মহাত্মা অপর শাণিত পঞ্চ শর সন্ধান-পূর্ব্বক বিপুল দন্তা-বলের কুম্ভ-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, সে তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অতিশয় ধাবিত হইল। গজরাজ ছিন্ন শরীরে সহসা সমর-মধ্যে দৌড়িতে থাকিলে, শাল্ব তাহাকে অঙ্কুশাঘাতে বশীভূত করিয়া পাঞ্চাল-রাজের রথ প্রদর্শন করত অবিলম্বে প্রেরণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা সেই মত্ত মাতঙ্গকে আসিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক ভয়-বিহ্বল হইয়া অবিলম্বে নিজ রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, সেই দ্বিরদবর সেই হেম-বিভূষিত রথখানিকে অশ্ব ও সারথির সহিত সহসা বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক শুণ্ড-দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া ধরাতলে বিপোথিত করিল। তৎকালে সেই নাগরাজ-কর্ত্তৃক সহসা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরতিশয় ব্যথিত দেখিয়া ভীম-সেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি বেগভরে তাঁহার অনুধা-বন করিলেন। রথিগণ শর-সমূহ-দ্বারা সেই অভি-মুখে আপতিত বারণের বেগ নিবারণ করিয়া, তা-হাকে সংগ্রহ করিলেন, সেই গজ তখন তাঁহাদিগের-দ্বারা বার্য্যমাণ হইয়া সমর-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর, শাল্বরাজ চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকিরণের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রথিগণ সেই আশুগ-নিবহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া সকলেই তখন তথা হইতে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! শাল্বভূপ-তির এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ সমরস্থলে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। নরশ্রেষ্ঠগণ সেই গজরাজকে চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, শত্রুঘাতী বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শৈলশৃঙ্গ-তুল্য গদা ধারণ-পূর্ব্বক অতি বেগে সেই বারণের অনুসরণ করিলেন। ধরাধর-সম বিপুল দন্তাবল ধারাধরের ন্যায় মদবারি বর্ষণ করিতে থাকিলে বলবান্ পাঞ্চালরাজ-কুমার গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে অতিশয় আঘাত করিলেন, ধরাধর-সদৃশ সেই হস্তী ভিন্নকুম্ভ হইয়া নিনাদ করত মুখ হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরণ করিতে করিতে ভূমিকম্প-কালে বিচলিত অচলের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল।

গজেন্দ্র নিপাতিত হইলে যখন দুর্য্যোধনের সৈ-ন্যেরা হাহাকার করিয়া উঠিল, সেই সময়েই বীরবর সাত্যকি শাণিত ভল্ল-দ্বারা শাল্ব-ভূপতির শিরশ্ছেদন করিলেন। শাল্বরাজ সমরে সাত্যকি-কর্ত্তৃক ছিন্ন-মস্তক হইয়া দেবরাজ-প্রেরিত বজ্র-দ্বারা বিদীর্ণ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় গজরাজের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন।

শাল্ববধে বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমিতি শোভন শূর-বর শাল্ব সমরে নিহত হইলে বায়ুবেগে মহান্ বৃক্ষ যেমন ভগ্ন হয়, তেমনি আপনার সৈন্য সকল ভগ্ন হইল। মহাবলশালী শূরবর মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সকল সৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। সেই সমস্ত বীরেরা কৃতবর্ম্মাকে সমরে শরাকীর্ণ হইয়াও শৈলের ন্যায় অচল থাকিতে দে-খিয়া নিবৃত্ত হইল। অনন্তর, পাণ্ডবদিগের সহিত নিবৃত্ত কৌরবগণের মরণকাল-পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে শত্রুগণের সহিত কৃত-বর্ম্মার মহাযুদ্ধ অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইল, যেহেতু তিনি দুরাসদ পাণ্ডব-সৈন্যকে একাকীই নিবারণ করিলেন। দুষ্কর-কার্য্য কৃত হইলে সেই অন্যোন্যসুহৃৎ প্রহৃষ্ট সৈন্যগণের গগণস্পর্শী সুম-হান্ সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই দারুণ শব্দে পাঞ্চালেরা অতিশয় ত্রাসান্বিত হইল, শিনিবংশোদ্ভব মহাবাহু সাত্যকিই কেবল

কৌরব-সেনার অনুগমন করিলেন, তিনি মহাবল রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে আক্রমণ-পূর্ব্বক নিশিত সপ্ত শর-দ্বারা যম সদনে প্রেরণ করিলেন। শিনি-প্রবীর সাত্যকি শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করত আসিতে থাকিলে, ধীমান্ কৃতবর্ম্মা অতিবেগে সেই মহাবাহুর অভিমুখে পতিত হইলেন। সেই রথিবর ধনুর্দ্ধরেরা সিংহের ন্যায় নিনাদ করত উত্তমাস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। হে নৃপবর! তাঁহাদিগের ঘোরতর সমাগম-সময়ে পাণ্ডব পাঞ্চাল ও অন্যান্য যোদ্ধারা দর্শকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথদ্বয় নারাচ এবং বৎসদন্ত বাণ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি উভয়ে বিবিধ পথে বিচরণ করত বারম্বার বাণবৃষ্টি-দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিলেন। সেই বৃষ্ণিবীর-দ্বয়ের চাপ-বেগবলে উৎপতিত বাণ সকলকে আকাশ-মণ্ডলে শীঘ্রগামী পতঙ্গমালার ন্যায় দর্শন করিলাম। অনন্তর, কৃতবর্ম্মা, সত্যকর্ম্মা সাত্যকির সন্নিহিত হইয়া শাণিত শর-চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দীর্ঘবাহু সাত্যকি অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উৎকৃষ্ট অষ্টশর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, কৃতবর্ম্মা সম্পূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত শাণিত শরত্রয়-দ্বারা সাত্যকিকে আহত করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই উৎকৃষ্ট ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক সশর-শরাসন গ্রহণ করিলেন। সমস্ত ধনুর্দ্ধর-বরিষ্ঠ মহাবীর্য্য ও ধীশক্তি-সম্পন্ন অতিরথ মহাবল সাত্যকি সেই উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক জ্যা যোজনা করিয়া কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক শরাসন ছেদন জন্য অমর্ষ-পরবশ ও কুপিত হইয়া অচিরাৎ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর, সাত্যকি নিশিত দশ শর দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্ব ও সারথিকে নিহত ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বর্ণপরিষ্কৃত স্বীয় স্যন্দন হয়হীন ও সারথি-বিহীন সন্দর্শনে মহা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল উদ্যত করত সাত্যকিকে সংহার করিবার জন্য ভুজবেগ-দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি শাণিত শরনিকর-দ্বারা সেই শূল বিভিন্ন করিয়া কৃতবর্ম্মাকে যেন মোহিত করত চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে অপর এক ভল্ল-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন, এইরূপ সুযুদ্ধে কৃতাস্ত্র সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও হত-সারথি করিলে সুতরাং তাঁহারে তখন ধরণীতলে দাঁড়াইতে হইল।

দ্বৈরথ-যুদ্ধে সাত্যকি-কর্ত্তৃক সেই বীর বিরথ হইলে সৈন্য-সকলের অন্তঃকরণে সুমহান্ ভয় উপস্থিত হইল, এবং কৃতবর্ম্মা হতসূত, হতাশ্ব ও বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের মনে অতিশয় বিষাদ জন্মিল। বৈরিদমন কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও হত সারথি দেখিয়া কৃপাচার্য্য সাত্যকিরে সংহার করিতে ইচ্ছু হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু কৃপাচার্য্য সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে নিজ রথে আরোহিত করিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে বহির্ভাগে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! কৃতবর্ম্মা সাত্যকি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। তাহার পর সৈন্য সকল ধুলিরাশি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই অবগতি হইল না। নরপতি দুর্য্যোধন ব্যতীত আপনকার পক্ষের সকলেই বিদ্রুত হইল। দুর্য্যোধন স্বীয় সন্নিধানে সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অবিলম্বে অতি বেগে তাহাদিগের নিকটে গেলেন এবং বিদ্রুত হইতে নিবারণ করিলেন, শত্রুগণের অপরাজেয় দুর্য্যোধন নিরতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল, কেকয় ও সোমক-সৈন্যগণকে অসম্ভ্রান্তভাবে ভূরি ভূরি শাণিত শায়ক-দ্বারা তাড়িত করিলেন। তৎকালে আপনার মহাবল পুত্র যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত

মহান্ প্রকাশবান্ অগ্নির ন্যায় সমরে অতি যত্নে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শত্রু গণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান করিয়া কেহই তাঁহার সন্নিহিত হইল না। অনন্তর, কৃতবর্ম্মা অন্য রথে অধ্যাসীন হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রথিবর দুর্য্যোধন রথোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া সমরস্থলে ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় প্রতাপশালী ও অসম সাহস-সম্পন্ন হইলেন। তাঁহার শর সহস্র-দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বারিধারা-দ্বারা শৈল সকল যেমন অভিষিক্ত হয়, সেইরূপ তিনি শর-সমূহ-দ্বারা শত্রু-গণকে সংসিক্ত করিলেন। সেই মহারণ মধ্যে পাণ্ডব-দিগের এমন কোন পুরুষ, হয়, হস্তী ও রথ ছিল না যে, দুর্য্যোধনের বাণে বিক্ষত হয় নাই। হে নর-নাথ! আমরা তখন সমরভূমিতে যে যে যোদ্ধার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিলাম, সেই সেই যোদ্ধারই শরীর আপনার পুত্রের বাণে আকীর্ণ দেখিলাম। যেমন সেনা-সমুদ্ভূত রজোরাশি-দ্বারা সৈন্য সকল সংছন্ন হয়, তেমনি সেই মহানুভবের শরনিকর-দ্বারা বিপক্ষকুল আচ্ছাদিত দৃষ্ট হইল।

হে পৃথিবীপতে! লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন তৎ-কালে পৃথিবীকে এরূপে বাণজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন যে, তাহা যেন বাণময় দেখিলাম। তদানীং ভব-দীয় ও পরকীয় যোদ্ধ-সহস্রের মধ্যে একমাত্র সেই দুর্য্যোধনই পুরুষ ছিলেন, ইহাই আমার বোধ হইল। হে মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্রের এই আশ্চর্য্য বিক্রম দেখিলাম যে, পাণ্ডবগণ সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহার অভিমুখে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না।

মহারাজ! অনন্তর, তিনি সমর মধ্যে প্রথমত যুধিষ্ঠিরকে শত সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন, পরে ভীমসেনকে সপ্ততি বাণে, সহদেবকে সপ্ত সায়কে, নকুলকে চতুঃষষ্টি বিশিখে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ত শিলী-মুখে, দ্রৌপদেয়গণকে সপ্ত মার্গণে এবং সাত্যকিকে ইষু ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে ভল্লাঘাতে সহ-দেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপর কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং মহা-ধনুর্দ্ধর বীরবর নকুলও নরাধিপকে ঘোররূপ নব বাণে বিদ্ধ করিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, সাত্যকি সুদৃঢ় শত শরে, দ্রৌপদীনন্দনেরা ত্রিসপ্ততি সায়কে, ধর্ম্মরাজ পঞ্চ বিশিখে এবং ভীমসেন অশীতি শিলীমুখে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। তিনি সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে এই সমস্ত মহানুভবের নিক্ষিপ্ত শরজাল-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আ-কীর্ণ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তৎ-কালে সমাগত মানবগণ সেই মহাত্মার লোকাতীত বাহুবীর্য্য, শিক্ষাকৌশল ও অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য দর্শন করিল। হে রাজেন্দ্র! বদ্ধ-কবচ কৌরবগণ অল্প দূর গমন করিয়া রাজাকে না দেখিয়া প্রত্যাগত হইল। প্রাবৃট্‌কালে আন্দোলিত সাগরের যেমন শব্দ হয়, তেমনি সেই আপতিত সৈন্যগণের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল নিস্বন সমুত্থিত হইল। সেই ধনু-র্দ্ধরেরা কুরুরাজের সন্নিহিত হইয়া আততায়ি পাণ্ডব-গণের প্রতিকূলে গমন করিল। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! অন-ন্তর, চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত বাণব্যূহ-দ্বারা বীরগণ রণ-স্থলী মধ্যে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না। হে ভারত! সেই জ্যাক্ষেপে কঠিন কর্ম্ম দুঃসহ ক্রূর-কর্ম্মকারী বীরদ্বয় সমস্ত জগৎ ত্রাসিত করত কৃত-প্রতিকারে প্রযত্নপর হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

বীরবর বলবান্ সুবলপুত্র শকুনি সমরে যুধি-ষ্ঠিরকে শরে শরে পীড়িত করিলেন এবং তাঁহার

অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া সমস্ত সৈন্যকে কম্পিত করত নিনাদ করিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে প্রতাপ-বান্ সহদেব সমরে অপরাজিত রাজাকে রথোপরি আরোহিত করিয়া দূরে লইয়া গেলেন। অনন্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শকুনি-কে প্রথমত নব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পঞ্চ বাণে প্রবিদ্ধ করিলেন এবং সেই সর্ব্ব ধন্বিপ্রবর, ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! দর্শক-গণের প্রীতিজনক ও সিদ্ধ চারণ-সেবিত সেই যুদ্ধ অতি বিচিত্র ও ঘোরতর হইল। এদিকে অপ্রমেয় বলশালী উলূক, যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। বীরবর নকুলও অবিশ্রান্ত বাণবৃষ্টি-দ্বারা সমরে শকুনি-তনয়কে সমাচ্ছাদিত করিলেন। এই সমরে সেই দুই সৎকুলোদ্ভব বীর মহারথ পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অন্য দিকে কৃতবর্ম্মা শত্রুতাপন সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করত, বলির সহিত সমরকারি শক্রের ন্যায়, সুশোভিত রহিলেন। অপর ভাগে, দুর্য্যোধন ধৃষ্ট-দ্যুম্নের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সেই ছিন্নধন্বাকে শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমর-মধ্যে সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে এক পরম অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সময়ে তাঁহাদিগের তাদৃশ ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। শূরবর কৃপাচার্য্য ক্রোধাক্রান্ত হইয়া মহাবল পাঞ্চালীপুত্র সকলকে বহুতর সুদৃঢ় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত আ-ত্মার সংগ্রামের ন্যায়, তাহাদিগের সহিত কৃপাচা-র্য্যের ঘোরতর অসম্বরণীয় মর্য্যাদা-শূন্য যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রিয়গণ যেমন মূঢ় ব্যক্তিকে পীড়িত করে, তেমনি তাহারা সকলে কৃপাচার্য্যকে সাতিশয় পীড়া প্রদান করিল। তিনি সমরে তাহাদিগকে সংযত করত প্রতি-যুদ্ধ করিলেন। হে ভারত! ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত ক্ষণে ক্ষণে দেহীর সংগ্রামের ন্যায় এইরূপে তাহা-দিগের সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের আশ্চর্য্য সমর হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, পদাতিকেরা পদাতিকের সহিত, দন্তিদল গজারোহি সকলের সঙ্গে, অশ্বা-রোহি সকল অশ্বারোহি সমুদয়ের সমভিব্যাহারে এবং রথিরা রথিদিগের সহিত সমাসক্ত হইলে পুন-রায় ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহা বিচিত্র, ইহা ঘোরতর, এই যুদ্ধ অতি রৌদ্র এইরূপ কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধাদিগের বহুতর ভয়ঙ্কর সমর হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অরিন্দম বীরেরা সমরে পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরকে বাণবিদ্ধ ও সায়-কাঘাতে সংহার করিতে লাগিল।

হে নরনাথ! তাহাদিগের শস্ত্রসমুদ্ধৃত ও ধাবমান অশ্বারোহিগণ-দ্বারা সঞ্জাত ধূলিপুঞ্জ বাতবেগে উদ্ধূত রজঃপুঞ্জের ন্যায় তীব্রতর দৃষ্ট হইল। রথনেমি ও দন্তাবল সকলের দীর্ঘনিশ্বাসে যে রজোরাশি সমুত্থিত হইল, তাহা সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায় দিবাকরের পথ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল। ভগবান ভাস্কর সেই ঘনতর ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইলে ভূমণ্ডল ও সেই সকল শূরবর মহারথেরাও আচ্ছাদিত রহিলেন।

হে ভরতসত্তম! মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে ভূমিতল বীর-শোণিতে সংসিক্ত হইলে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক্ একে-বারে রজোবিহীন হইল। তখন সেই তীব্রতর ঘোর-দর্শন রজোরাশি শান্ত হইয়া গেল। হে মহা-রাজ! অনন্তর, আমি সেই মধ্যাহ্ন সময়ে পুনরায় বীর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে আরব্ধ সুদারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিলাম। হে রাজেন্দ্র! তখন বর্ম্ম সকলের উজ্জ্বল প্রভা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, এবং পর্ব্বত মধ্যে দহ্যমান মহাবেণুবনের ন্যায়, পতমান সায়ক সকলের তুমুল শব্দ সমর মধ্যে নিরন্তর সমুত্থিত হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়॥ ২২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোর ক্ষণে ভয়াবহ যুদ্ধ বর্ত্তমান কালে পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের বল সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়াদিল। আপনার পুত্রেরা অতি যত্নে সেই মহারথ সকলকে নিবারিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রের জয়াভিলাষি যোদ্ধারা সহসা পলায়নে নিবৃত্ত হইল। তাহারা নিবৃত্ত হইলেই ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের দেবাসুর রণোপম সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তখন স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে কেহই বিমুখ হইল না। তাহারা সকলে অনুমান ও সংজ্ঞা-দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করাতে উভয়-পক্ষেরই বহুল সৈন্যক্ষয় হইল।

অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া সরাজক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংগ্রামে জয় করিতে অভিলাষ করত শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরত্রয়-দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং নারাচ চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে পাঠাইয়াদিলেন। এই সময় অশ্বত্থামা যশস্বি কৃতবর্ম্মাকে নিজরথে আরোহিত করিয়া লইলেন। পরে কৃতবর্ম্মা রকে অষ্ট বাণ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, সমরস্থলের যে প্রদেশে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিতেছিলেন, নরপতি দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ তথায় সপ্ত শত রথ প্রেরণ করিলেন, রথ সকল রথিযুক্ত হইয়া মন ও মারুতবেগে কুন্তীনন্দনের রথের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! তাহারা চতুর্দ্দিকে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মেঘ সকল যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে তেমনি শরনিকর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে অদৃশ্য করিল। শিখণ্ডি-প্রভৃতি রথিগণ কৌরববল-কর্তৃক ধর্ম্মরাজের তাদৃশ দশা দর্শনে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কিঙ্কিণীজাল সংবৃত বেগ-সম্পন্ন ভুরঙ্গযুক্ত রথনিবহ-দ্বারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করত আগমন করিলেন।

অনন্তর, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যমরাজ্য-বর্দ্ধন শোণিতজল-যুক্ত ভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা আততায়ি কৌরবদিগের সপ্ত শত রথ হত করিয়া পুনরায় সম্মুখ আবরণ করিয়া রহিল। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের সুমহৎ সংগ্রাম হইল, এরূপ যুদ্ধ কখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই মর্য্যাদাশূন্য মহাযুদ্ধ বর্ত্তমান সময়ে ভবদীয় ও ইতর সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, যোদ্ধারা নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে, শঙ্খশব্দ, সিংহনাদ ও ধন্বিদিগের গর্জ্জনে যুদ্ধ অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিলে, জয়াভিলাষি যোদ্ধারা মর্ম্মচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াও ধাবমান হইলে, পৃথিবী মধ্যে বিষম শোকসম্ভব সংহার দশা ঘটিলে এবং অনেকানেক উত্তমা স্ত্রীর বৈধব্য দশা উপস্থিত হইলে, মর্য্যাদাশূন্য সুদারুণ সংগ্রাম বর্ত্তমানকালে সৈন্যগণের বিনাশার্থ সুদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। মহীতল অচল ও বন সকলের সহিত শব্দ করত বিচলিত হইল। দণ্ডযুক্ত অঙ্গার সহ উল্কা-সকল রবিমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। প্রচণ্ড পবন শর্কর বর্ষণ করত সর্ব্বদিকে বহিতে আরম্ভ করিল। নাগ সকল অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, সকলেরই অতিশয় কম্প হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত সুদারুণ উৎপাতরাশিকে অনাদর করিয়া স্বর্গ গমনে অভিলাষ করত যুদ্ধার্থ মন্ত্রণাপূর্ব্বক পবিত্র ও রমণীয় কুরুক্ষেত্রে পুনরায় স্থির ও অব্যথভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর, গান্ধাররাজের পুত্র শকুনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "হে যোধগণ! তোমরা সকলে অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ কর, আমি তাবতের পশ্চাতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে নিধন করিতেছি।" হে মহারাজ! তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া আমাদিগের মদ্রদেশীয় ও অন্যান্য বেগবান্ যোদ্ধারা হৃষ্টচিত্তে "কিলকিলা" শব্দ করিয়া উঠিল।

লব্ধলক্ষ্য ও দুরাসদ পাণ্ডবগণ শরাসন কম্পন করত বাণ বর্ষণ-দ্বারা পুনরায় আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! পরিশেষে বিপক্ষ-কর্তৃক মদ্ররাজের বল সকলকে নিহত দেখিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা পুনর্ব্বার পরাঙ্মুখ হইল। তদনন্তর, বলবান্ গান্ধাররাজ বলিলেন, "রে অধর্ম্মজ্ঞ সৈন্যদল! স্থির হও, যুদ্ধ কর, তোমাদিগের পলায়নে প্রয়োজন কি?"

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে গান্ধাররাজের বিমল প্রাসযোধি দশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য উপস্থিত ছিল। লোকক্ষয় বর্ত্তমান কালে সেই সমস্ত বল-দ্বারা বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শকুনি পশ্চাদ্ভাগ হইতে শাণিত শরনিকর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডব সৈন্য সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সেই সমস্ত সুমহৎ সৈন্য, বায়ু-দ্বারা ক্ষিপ্যমাণ মেঘের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর, যুধিষ্ঠির সন্নিহিত স্বীয় সৈন্য সকলকে সহসা সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়াও ব্যগ্র না হইয়া মহারণে সহদেবকে বিপক্ষদলের অভিমুখে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং কহিলেন, হে পাণ্ডব! দেখ, এই দুর্ম্মতি শকুনি বদ্ধকবচ হইয়া আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পীড়ন-পূর্ব্বক সেনা সকলকে সংহার করিতেছে; অতএব তুমি পাঞ্চালীর পুত্রগণের সহিত শীঘ্র গিয়া সৌবলকে সংহার কর। হে অনঘ! আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত একত্র থাকিয়া রথিগণকে দগ্ধ করিব। তোমার সহিত কুঞ্জর-যূথ বাজি সকল এবং তিন সহস্র পদাতিক গমন করুক, তুমি তাহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শকুনিকে সংহার কর।

ধনুষ্পাণি সৈন্যপরিবৃত সপ্ত শত গজারোহী, পঞ্চ শত অশ্বারোহী, তিন সহস্র পদাতিক, বীর্য্যবান্ সহদেব এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ সমরে যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনির সম্মুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, প্রতাপবান্ শকুনি জয়াভিলাষী হইয়া পাণ্ডবগণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক পশ্চাৎ হইতে সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বলশালি পাণ্ডবগণের সুসংরব্ধ অশ্বারোহিগণ রথি সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া শকুনির সৈন্য-দলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সমস্ত শূরবর সাদি সৈন্যেরা গজসৈন্য মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সৌবলের মহৎ বল সকলকে শর বর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিল। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই সেই গদা প্রাস উদ্যতকারি মহাপুরুষ-সেবিত সুমহৎ সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। জ্যাশব্দ উপরত হইল, রথিগণ দর্শক হইয়া রহিল। তৎকালে স্বীয় বা পরকীয় যোদ্ধাদিগের মধ্যে কিছুই বিশেষ বিলোকিত হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ শূরগণের বাহুবিসৃষ্ট শক্তি সম্পাতকে জ্যোতিঃ সম্পাতের ন্যায় দর্শন করিল। হে মহারাজ! নির্ম্মল খড়্গ সকলের নিরন্তর সম্পাতে আকাশমণ্ডল আবৃত ও অতি শোভিত হইল। হে ভরতসত্তম! প্রাস সমুদয় অবিশ্রান্ত নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, বোধ হইল যেন গগণমণ্ডলে শলভ সকল উড্ডীন হইতে লাগিল। শত সহস্র তুরঙ্গ শরবিদ্ধ নিয়ন্তৃগণের সহিত রুধিরাক্ত শরীরে ধরাতলে পতিত হইল। দেখিলাম, সম্যক্ বিক্ষত সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত ও পরিক্লিষ্ট হইয়া মুখ-দ্বারা অনর্গল রুধির বমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অনন্তর, সৈন্যগণ ধূলিরাশি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত হইল। হে মহারাজ! পরিশেষে রণস্থল তিমিরাবৃত হইলে সেই সমস্ত শত্রুদমন মনুষ্য ও অশ্বগণকে সেই স্থান হইতে বিচলিত দেখিলাম। অন্যান্য সৈন্যগণ রুধির বমন করত ধরাতলে পতিত রহিল। কেশাকেশি সমরে সংসক্ত নরগণ অন্য কোন চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না; মল্লতুল্য মহাবল সৈন্য সকল পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করত নিহত করিতে লাগিল। এই সমরে অনেকে গতাসু হইয়াও অশ্ব-দ্বারা আকৃষ্ট হইল। অন্যান্য অনেকানেক বিজয়ৈষী শূরাভিমানী পুরুষেরা তৎকালে রণভূমিতলে পতিত দৃষ্ট হইল। তখন শত সহস্র রক্তাক্ত ছিন্ন ভুজ ও অপকৃষ্ট

কেশরাশি-দ্বারা মহীতলকে আকীর্ণ দেখিলাম। হত অশ্ব ও হস্ত্যারোহি-সমূহে বসুধাতল আবৃত হইলে রণস্থলে কোন ব্যক্তিই অশ্ব-দ্বারা দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। হে মহারাজ! পরস্পর বধাভিলাষী রক্তাক্ত-বর্ম্মধারী উদ্যতায়ুধ গৃহীত শস্ত্র বিবিধ ঘোরতর অস্ত্রসম্পন্ন সন্নিহিত সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সমরে বহুল সৈনিক হত হইলে সুবলনন্দন শকুনি মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষট্ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত রণস্থল হইতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ রুধিরাক্ত পাণ্ডব সৈন্যের বাহন সকল শ্রান্ত হইলে তাহারাও ছয় সহস্র হয়ারোহি সৈন্যের সহিত সমর হইতে অপগত হইল। সংগ্রামে সন্নিবিষ্ট হতভূয়িষ্ঠ পাণ্ডব পক্ষের রক্তাক্ত অশ্বারোহিগণ কহিল, "এস্থলে রথিগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না, মহাগজেরা কিরূপে পারিবে? অতএব রথিগণ রথিদিগের নিকটে ও কুঞ্জর সকল কুঞ্জরের সন্নিধানে গমন করুক; সৌবল রাজা শকুনি প্রতিগমন-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনি পুনরায় আর সম্মুখ যুদ্ধ করিতে আসিবেন না।" সৈন্যগণের এই সমস্ত কথার পর পাঞ্চালীর পুত্রগণ ও সেই সকল মত্ত গজারোহি সৈন্যেরা, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যথায় অবস্থিত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিল। তৎকালে সমর মধ্যে ধূলিময় মেঘ সমুত্থিত হইলে একাকী সহদেবও যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর, তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে শকুনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈনিক সকলকে পুনরায় সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীং পরস্পর বধাভিলাষী ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের প্রাণ পণ সংগ্রাম তুমুল হইয়া উঠিল। সেই বীর-সমাগমে শত সহস্র যোদ্ধারা পরস্পরকে চতুর্দ্দিকে পতিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই লোক-সংক্ষয় কালে পতনশীল তাল ফলের ন্যায় অসি-নিচয়-দ্বারা ছিদ্যমান মস্তক-সকলের মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! কবচ-হীন ভিন্ন শরীর-সমুদয়, বিচ্ছিন্ন ঊরু এবং সায়ুধ বাহু-নিচয় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিলে লোমহর্ষণ চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা পিতা পুত্র ভ্রাতাদিগকে শাণিত শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা সংহার করত আমিষ-লোভি খগগণের ন্যায় আগত হইল। তৎকালে সকলেই পরস্পরের প্রতি সংরব্ধ হইয়া "আমি প্রথমে বিনাশ করিব, আমি অগ্রে সংহার করিব" এইরূপ বিবাদ করিতে করিতেও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিল। কত কত হয়ারোহিরা পরস্পর সজ্ঘর্ষণে আসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গতাসু হওয়ায় তদ্দ্বারা হত শত সহস্র ব্যক্তি পতিত রহিল। হে মহারাজ! আপনকার কুমন্ত্রণাতে শীঘ্রগামি প্রতিপিষ্ট শব্দায়মান অশ্ব সকলের পর-মর্ম্মভেদী চীৎকারকারি কবচধারি মনুষ্যগণের এবং খড়্গ শক্তি ও পাশ প্রভৃতি শস্ত্র সমুদয়ের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনকার সুসংরব্ধ যোদ্ধারা শ্রান্ত-বাহন শ্রমাভিভূত পিপাসিত এবং শাণিত শস্ত্রে বিক্ষত হইয়াও অভিমুখে বর্ত্তমান রহিল। কত কত সৈন্য রুধির গন্ধে বিচেতন ও মত্ত হইয়া স্বীয় ও পরকীয় সৈন্যের মধ্যে যাহাকে সম্মুখে দেখিল, তাহাকেই সংহার করিল। হে মহারাজ! অনেকানেক জয়াভিলাষি ক্ষত্রিয়েরা শরবৃষ্টি-দ্বারা আহত ও গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সেই গৃধ্র শৃগাল বৃক প্রভৃতির তুমুল আনন্দকর দিবসে আপনকার পুত্রের সমক্ষেই ঘোরতর বলক্ষয় হইয়া গেল। হে নরেশ্বর! ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী রক্তবারি-বিচিত্রা রণভূমি অশ্ব ও নর-শরীর-নিকর-দ্বারা সংছন্ন হইল। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ অসি, পট্টিশ ও শূল সমূহ-দ্বারা পুনঃপুন আহত হইয়া অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোদ্ধারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করত ব্রণমুখ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে নিপতিত

হইল। এক হস্তে একটা মস্তকের কেশ আকর্ষণ ও অন্য হস্তে রক্তাক্ত শাণিত খড়্গ উদ্যত করিয়া সমুত্থিত কবন্ধ দৃষ্ট হইল। হে মহারাজ! ক্রমে ক্রমে অনেকানেক কবন্ধ সমুত্থিত হইলে যোদ্ধারা শোণিত-গন্ধে বিমোহিত হইয়া গেল। অনন্তর, শব্দ মন্দীভূত হইলে শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহীর সহিত পাণ্ডবীয় সুমহৎ সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন।

তদনন্তর, বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবগণ সত্বর হইয়া শকুনির সম্মুখে ধাবমান হইল; যুদ্ধপার-সন্তরণেচ্ছু অশ্বি, গজি ও পদাতিকগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করত সৌবলকে পরিবেষ্টন ও নিরুদ্ধ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইল দেখিয়া চতুরঙ্গ বল পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। কোন কোন শূরবর পদাতিকগণ অস্ত্রহীন হইয়া পাদপ্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করায় তাহারা পতিত হইল। পুণ্যক্ষয় কালে বিমানভ্রষ্ট সিদ্ধগণের ন্যায়, রথিসকল রথ হইতে ও হস্তি-সাদিগণ দ্বিরদ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহারণে যোধগণ পরস্পর আক্রমণ-পূর্ব্বক সকলেই পিতা, ভ্রাতা, বয়স্য ও পুত্রগণকেও সংহার করিল। হে ভরতসত্তম! সেই পাশ, অসি ও বাণসংকীর্ণ সুদারুণ স্থলে এইরূপে মর্য্যাদা-শূন্য মহাযুদ্ধ হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥ ২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই তুমুল শব্দ ক্রমশ মন্দীভূত হইলে এবং পাণ্ডবেরা বল সকলকে ক্ষয় করিলে মহাবল সৌবল অবশিষ্ট সপ্ত শত অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া রণস্থলে গমন করিলেন। তিনি অবিলম্বে বাহিনী মধ্যে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে অরিন্দম সকল! তোমরা এক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া পুনঃপুন যুদ্ধ কর। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারথ রাজা দুর্য্যোধন কোথায় আছেন?' ক্ষত্রিয়েরা শকুনির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ঐ মহারথ কুরুরাজ রণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, যে স্থানে পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সুমহৎ ছত্র রহিয়াছে; যে স্থানে বদ্ধকবচ রথিগণ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে; যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এই তুমুল শব্দ হইতেছে; হে রাজন্! তথায় শীঘ্র গমন করুন, তাহা হইলেই কুরুপতিকে দেখিতে পাইবেন।

হে মহারাজ! শকুনি সেই সমস্ত বীরগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া যে স্থানে আপনার পুত্র সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, শকুনি দুর্য্যোধনকে রথি সৈন্যের সহিত অবস্থিত দেখিয়া প্রসন্নবদনে আপনার রথি সকলকে আনন্দিত করত তৎকালে আপনাকে যেন কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়াই নরপতিকে এই কথা কহিলেন, মহারাজ! আমি অশ্বারোহি সকলকে জয় করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি রথিগণকে সংহার করুন। এক্ষণে সমরে জীবন পরিত্যাগ না করিলে যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারা যাইবে না; পাণ্ডব-কর্ত্তৃক পরিপালিত রথিগণ নিহত হইলে এই সকল গজিসৈন্য পদাতিক ও ইতর সেনা সমুদায়কে সংহার করিব।

শকুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনকার জয়াভিলাষি যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া পাণ্ডবী-সেনার প্রতি ধাবমান হইল, সকলেই তূণী ধারণ ও শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কম্পমান করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে নরেশ্বর! অনন্তর, নিক্ষিপ্ত শরনিকরের সুদারুণ শব্দ ও জ্যাতলের ঘোর নির্ঘোষ পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা শরাসন উদ্যত করিয়া অতিবেগে সন্নিহিত হইল দেখিয়া কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় দেবকী-পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সম্প্রতি অসম্ভ্রান্তভাবে অশ্বগণকে চালনা করিয়া এই সৈন্য-সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ কর; অদ্য

আমি শাণিত শরনিকর-দ্বারা শত্রু-সাগরের পারে গমন করিব। হে মাধব! অদ্য অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের পরস্পরের এই যুদ্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই যুদ্ধে মহানুভব কৌরবদিগের অনন্ত সৈন্য ক্ষয় হইল; অতএব দৈবের গতি কি বিচিত্র, তাহা অবলোকন কর। হে কেশব! দুর্য্যোধনের যে সৈন্য, সমুদ্রের ন্যায় অসীম ছিল, তাহা এক্ষণে আমাদিগের নিকটে আসিয়া গোষ্পদ-তুল্য হইয়াছে। ভীষ্মদেব হত হইলেও যদি দুর্য্যোধন সন্ধি-বন্ধন করিত, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গল ছিল; কিন্তু, অতিমূর্খ দুর্য্যোধন মূঢ়তা-বশত তাহা করিল না। হে মাধব! ভীষ্ম তাহাকে যে সমস্ত হিতকর ও পথ্য-বাক্য কহিয়াছিলেন, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাও প্রতিপালন করিল না। মহাবীর ভীষ্ম সেই তুমুল সংগ্রামে ধরণীতলে শয়ন করিলে পুনরায় কি কারণে যুদ্ধ বর্ত্তমান রহিল, তাহা বুঝিতে পারি না। ভীষ্মদেব পতিত হইলেও যাহারা পুনরায় সংগ্রাম করিতে লাগিল, সেই অতি মূর্খ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে মূঢ় ভিন্ন আর কি জ্ঞান করিব? অনন্তর, বেদজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। সৈন্যগণের অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে নরবর সূতনন্দন পুত্রের সহিত পাতিত হইলেও সমর শান্তি হইল না। শূরবর শ্রুতায়ু, পুরুবংশীয় জলসন্ধ এবং নৃপতি শ্রুতায়ুধ হত হইলেও সমর শান্তি হইল না। হে জনার্দ্দন! ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব ও অবন্তি-দেশীয় কত শত বীর নিহত হইল, তথাপি যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না। রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং মহারথ জয়দ্রথ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। শূরবর ভগদত্ত, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ ও মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইল, তথাপি যুদ্ধের শান্তি ঘটিল না। হে কৃষ্ণ! শূর ও বলিষ্ঠ মাতুল-বংশীয় নৃপতিগণকে নিহত দেখিয়াও সমর শান্তি হইল না। সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক অক্ষৌহিণী হত দেখিয়াও মোহ বা লোভ বশত যুদ্ধ শান্তি হইল না। সৎকুলে বিশেষত কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত কোন্ রাজা নিরর্থক এই মহৎ বৈর উত্থাপন করিয়া থাকে? বল বীর্য্য ও গুণ তাবৎ বিষয়ে যাহাদিগকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান আছে, পণ্ডিতাভিমানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপন হিতাহিত জানিয়া কি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়? হে কৃষ্ণ! তুমি হিতবাক্য কহিলে যখন তাহা প্রতিপালন করিতে তাহার মন হয় নাই, তখন সে আমাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন বিষয়ে অন্যের কথা কেন শুনিবে? যে ব্যক্তি শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার প্রশমার্থে এক্ষণে আর কি ঔষধ আছে? হে জনার্দ্দন! যে দুর্ব্বুদ্ধি, মূঢ়তা-বশত বৃদ্ধ পিতাকে এবং হিতৈষিণী ও হিতবাদিনী জননীকে অমান্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে অন্যের কথায় রুচি করিবে কেন? হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধন যেমন বিস্পষ্ট রূপে বংশ ধ্বংস কারণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তেমনি উহার চেষ্টা ও নীতি দৃষ্ট হইতেছে। হে অচ্যুত! আমার এইরূপ বোধ হয় যে, নিশ্চয়ই সে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। হে মানদ! পূর্ব্বে মহানুভব বিদুর আমাকে অনেকবার কহিয়াছিলেন যে, "দুর্য্যোধন জীবিত থাকিয়া কখনই তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ দিবে না; ধৃতরাষ্ট্রও যত দিন প্রাণ ধারণ করিবেন, তত দিন এই পাপাত্মা তোমাদিগের প্রতি পাপাচার করিতে ক্ষান্ত হইবে না; যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই তাহাকে জয় করিতে পারা যাইবে না।" হে মাধব! সত্য-দর্শন বিদুর সর্ব্বদাই আমাকে এই সকল কথা কহিতেন; সেই মহাত্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সম্প্রতি এই দুরাত্মার চেষ্টা সকল প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছি। যে দুর্ব্বুদ্ধি, পরশুরাম হইতে যথার্থ পথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা অবজ্ঞা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশমুখে উপস্থিত। দুর্য্যোধন জাত

মাত্রে অনেকানেক সিদ্ধগণ কহিয়াছিলেন, "এই দুরাত্মাকে লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হইবে।" হে জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের সেই নিশ্চিত বাক্য এক্ষণে সিদ্ধ হইল; দুর্য্যোধনের নিমিত্ত কত শত রাজা একেবারে ক্ষয় লাভ করিলেন। হে মাধব! অদ্য আমি সংগ্রামে সমুদায় যোদ্ধাদিগকে সংহার করিব, অদ্য ক্ষত্রিয়গণ হত এবং শিবির শূন্যীকৃত হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগের হস্তে আপন বধার্থে সমরাভিলাষী হইবে, তাহা হইলে বৈরভাবও শেষ হইয়া যাইবে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস মাধব! বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কার্য্য-দ্বারা আমি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে চিন্তা করত অনুমান-দ্বারা ইহাই অবলোকন করিতেছি। হে বীর! আমি যাবৎ কাল শাণিত শর-দ্বারা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে ও তাহার সৈন্য সকলকে সংহার করি, তাবৎ তুমি ভারতী সেনার মধ্যে অশ্ব চালনা কর। হে মাধব! অদ্য দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই আমি এই দুর্ব্বল সৈন্য বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজের মঙ্গল বিধান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সব্যসাচী কৃষ্ণকে এই সমস্ত কথা কহিলে তিনি রশ্মি ধারণ-পূর্ব্বক সমরে বিপক্ষবলের-মধ্যে নির্ভয় হইয়া প্রবেশ করিলেন। মহা যশস্বী মাধব শরাসনবন-সম্পন্ন, শক্তি কণ্টক সংবৃত, গদা পরিঘ সংচ্ছন্ন মার্গ, রথ হস্তিরূপ মহাবৃক্ষ সঙ্কুল এবং হয়পত্তিময় লতাবৃত রণস্থলে উৎপতাক রথ-দ্বারা প্রবেশ করত সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! সেই পাণ্ডুর বর্ণ তুরঙ্গগণ অর্জ্জুনকে বহন করত কৃষ্ণের কৌশলে চালিত হওয়ায় সর্ব্বদিকেই পরিদৃশ্য হইল।

অনন্তর, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তেমনি শত্রুতাপন সব্যসাচী সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ সন্ধান করত রথ-দ্বারা রণস্থলী-মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত সুদৃঢ় সায়ক সকলের সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। বজ্রসমস্পর্শ গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বিশিখ-রাশি শরাচ্ছন্ন সৈন্যগণের তনুত্র-মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া তাহা ভেদ করত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! বাণ সকল তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে সম্পূর্ণ আহত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গপুঞ্জের ন্যায় রণাঙ্গনে পতিত হইল। তৎকালে গাণ্ডীব-প্রেরিত শর-সমূহ-দ্বারা সমুদয়ই আচ্ছন্ন হইল, সুতরাং সমর-মধ্যে দিক্ বা বিদিক্ বিদিত হইল না। অন্য কি? পার্থের নামাঙ্কিত স্বর্ণপুঙ্খ তৈলধৌত কর্ম্মার মার্জ্জিত সায়ক সকল-দ্বারা সমুদয় জগতই পরিপূর্ণ হইয়াগেল। দহন-দ্বারা দহ্যমান দ্বিরদদলের ন্যায়, অর্জ্জুনের শাণিত শর-দ্বারা কৌরবগণ দহ্যমান হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইল। জ্বলন্ত অনল যেমন তৃণকাষ্ঠাদি দহন করে, সেইরূপ প্রদীপ্ত প্রভাকর সম শরচাপ-ধারী ধনঞ্জয় রণ-মধ্যে যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; বন-মধ্যে বনচরগণ-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট শব্দায়মান সমৃদ্ধ অগ্নি যেমন ভূরি ভূরি শুষ্কলতা বিতান ও তরু সকলকে দহন করে, তেমনি সেই প্রতাপশালী শরকিরণ-সম্পন্ন বহুবিধ প্রখর তেজস্বী বলবান্ ধনঞ্জয়, নারাচ-নিকর-দ্বারা আপনকার পুত্রের সৈনাগণকে ক্ষমা না করিয়া বল-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পার্থনিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ প্রাণহর শর সকল বর্ম্ম সকলে আবদ্ধ হইল না, তিনি মনুষ্য, অশ্ব ও মহামাতঙ্গের মধ্যে কাহারও উপরি দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। বজ্রধর যেমন দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তেমনি ধনঞ্জয় একাকী বিবিধরূপ ও আকার-সম্পন্ন বাণ নিক্ষেপ করত মহারথগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনকার পুত্রের সেনা সকলকে সংহার করিলেন।

অর্জ্জুনপরাক্রমে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনিবর্ত্তি শূর সকল সাতিশয় প্রযত্নে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিলে ধনঞ্জয় একমাত্র গাণ্ডীব-দ্বারা তাহাদিগের সকল সংকল্প বিফল করিলেন। তিনি বজ্রসম অবিসহ্য

তীক্ষ্ণতর শরনিকর নিক্ষেপ করত বারিধারা-বর্ষি বারিধরের ন্যায় দৃশ্য হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সকল সৈন্যেরা কিরীটি-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই সংগ্রামভূমি হইতে পলায়নে প্রস্তুত হইল। কেহ হয়হীন, কেহ কেহ বা সারথি বিহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। কাহারও ঈশা, অক্ষ, যুগ ও চক্রাদি রথাঙ্গ সমুদয় ভগ্ন হইয়া গেল। কোন ব্যক্তির বাণ সকল নিঃশেষ হইল। কেহ কেহ শরে শরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। কোন কোন বীরেরা অক্ষত থাকিয়াও ভয়-প্রযুক্ত এককালে দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বহুল. বাহন নষ্ট হইল, দেখিয়া পুত্রগণকে লইয়া পলায়ন করিল। কেহ বা পিতৃগণকে কেহবা অপরাপর সহায় সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। হে নরনাথ! কেহ কেহ ভাই বন্ধু সম্বন্ধি-প্রভৃতি আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল।

হে মহারাজ। এই যুদ্ধে অনেকানেক মহারথ মুহ্যমান ও বাণ-বিদ্ধ হইল। কত শত মনুষ্যকে পার্থ-শরে আহত হইয়া চীৎকার করিতে দেখা গেল। অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে রথোপরি আরোহিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক শ্রান্তিবিহীন ও বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। কোন কোন যুদ্ধদুর্ম্মদ সমরাভিলাষী ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শাসন প্রতিপালন করত পুনরায় গমন করিল। হে ভরতসত্তম! কেহ কেহ পানীয় পানে পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ বাহনকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কবচ ধারণ করিয়া রণযাত্রা করিল। কেহ কেহ বা পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে আশ্বাসিত করিয়া শিবিরে রক্ষা-পূর্ব্বক স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইল। হে মহারাজ! কোন কোন ব্যক্তি প্রধানানুসারে রথ সজ্জা করিয়া পাণ্ডবী সেনার মধ্যে আসিয়া সংগ্রাম করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। সেই সমস্ত বীরেরা কিঙ্কিণীজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ত্রৈলোক্য-বিজয়ে নিযুক্ত দিতি-নন্দন দানবগণের ন্যায় সুশোভিত হইল। কতিপয় বীর স্বর্ণবিভূষিত রথ-দ্বারা সহসা পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে আগমন-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিল। পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ শিখণ্ডী এবং নকুল-নন্দন শতানীক রথি-সৈন্য সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পাঞ্চালরাজ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত এবং মহতী সেনা-পরিবৃত হইয়া আপনকার সংরব্ধ সৈন্য সকলকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। হে নরাধিপ! দুর্য্যোধন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তৎ প্রতি অনেকানেক বাণ সন্ধান করিলেন। অনন্তর, আপনার পুত্র ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুযুগল ও বক্ষস্থলে বহু নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় বিদ্ধ হইয়াও শরাঘাত-দ্বারা দুর্য্যোধনের অশ্ব-চতুষ্টয়কে মৃত্যু সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন এবং ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধন রথহীন হইয়া হয়পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক অনতি দূরে গিয়া অবস্থিত রহিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেই মহাবল পুত্র স্বীয় বল সকলকে হতবিক্রম দেখিয়া যে স্থানে শকুনি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

অনন্তর, রথি সমুদয় ভগ্ন হইলে তিন সহস্র গজারোহি সৈন্য রথারোহি পঞ্চ পাণ্ডবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। হে নরশ্রেষ্ঠ ভারত! ঘনমণ্ডলী-দ্বারা ব্যাপ্ত গ্রহগণের ন্যায় সেই পঞ্চ পাণ্ডব মাতঙ্গ-যূথে আবৃত হইয়া সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ-সারথি মহাবাহু অর্জ্জুন লব্ধলক্ষ্য হইয়া রথারোহণ করত বিনির্গত হইলেন। ধনঞ্জয় সেই পর্ব্বতোপম কুঞ্জর-যূথ-দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া তীক্ষ্ণতর নির্ম্মল নারাচ-নিবহ-দ্বারা গজি সৈন্য সকলকে পোথিত করি-

লেন। তৎকালে দেখিলাম, মহামাতঙ্গ সকলও সব্যসাচী-কর্ত্তৃক এক বাণ-দ্বারা নিহত, পাতিত, পাত্যমান ও নির্ভিন্ন হইল। অনন্তর, মত্ত গজোপম বলবান্ ভীমসেন সেই সমস্ত গজগণকে সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায়, কর-দ্বারা মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবদিগের সেই মহারথকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ভবদীয় সৈন্যগণ বিত্রস্ত হইল এবং ভয় বশত শকৃৎ মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বৃকোদর গদা-হস্ত হইলে সকল সৈন্যই চিন্তাকুল হইল। ভীমসেনের গদাঘাতে ভিন্নকুম্ভ পর্ব্বতোপম ধূলিধুসর কুঞ্জরগণকে ধাবমান দেখিলাম। সেই সকল কুঞ্জরেরা ধাবিত হইয়া বৃকোদরের গদা-দ্বারা আহত হওয়ায় আর্ত্তস্বর করত ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত সকলের ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত ভিন্নকুম্ভ হস্তীকে ইতস্তত ধাবমান ও পতমান দর্শনে আপনকার সৈনিকেরা সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল।

যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সাতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা গজযোদ্ধা সকলকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, আপনার পুত্র নরপতি দুর্য্যোধনকে সমরে পরাজিত করায় তিনি হয়পৃষ্ঠ আশ্রয়-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে প্রস্থিত হইলে, পাঞ্চালরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণকে কুঞ্জরযূথে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত হস্তি-সৈন্য সকলের সংহার কামনায় যাত্রা করিলেন।

এদিকে শত্রুতাপন দুর্য্যোধনকে রথিসৈন্য মধ্যে না দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং সাত্বত কৃতবর্ম্মা ক্ষত্রিয়দিগকে "রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গেলেন?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারথেরা এই বর্ত্তমান জনক্ষয় সময়ে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া আপনকার পুত্রকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করত বিবর্ণ-বদন হইয়া বারম্বার আপনকার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল যে, "তাঁহার সারথি নিহত হইলে তিনি শকুনির নিকটে গমন করিয়াছেন।" অন্যান্য নিতান্ত বিক্ষত সৈন্যেরা কহিল, "দুর্য্যোধনকে প্রয়োজন কি? তিনি যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে দেখ; এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর, রাজা তোমাদিগের কি করিবেন?" সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা হত-বান্ধব, ক্ষত-শরীর ও শর-সমূহে পীড়িত থাকায় স্পষ্টরূপে কিছুই কহিলেন না; কেবল ইহাই বলিলেন যে, "আমরা যে সকল সৈন্য-দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তৎসমুদয়কেই সংহার করিব, সমস্ত পাণ্ডবেরা গজযূথ বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিতেছে।" শূরবর সুদৃঢ়ধনুর্দ্ধর মহাবল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া পাঞ্চালরাজের সেই দুঃসহ সৈন্য ভেদ-পূর্ব্বক রথিসৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া শকুনির নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর, তাঁহারা প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া আপনকার সৈনিকগণকে সংহার করত আগমন করিল। সেই বীরবর পরাক্রান্ত প্রহৃষ্ট মহারথ সকলকে আসিতে দেখিয়া আপনকার সৈন্যের মধ্যে অনেকেই বিবর্ণ-বদন ও নিরাশ হইল। হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে ক্ষীণ-বল ও বিপক্ষ-কর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া কৃপাচার্য্য যে স্থানে ছিলেন, তথায় তাহাদিগকে স্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং পঞ্চম হইয়া দুই অঙ্গ বল-দ্বারা প্রাণ পণে পাঞ্চাল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা পাঁচ জন মাত্র কিরীটির শরে পীড়িত হইলাম। পরে সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আমাদিগের সুমহান্ সংগ্রাম হইল। পরিশেষে আমরা সকলে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলাম।

অনন্তর, মহারথ সাত্যকিকে চতুঃ শত রথের সহিত আগত দেখিলাম। সেই বীর সমরে আমাকে

আক্রমণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহন সকল শ্রান্ত হইলে যদিও আমি বহু কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু, তাহার পরক্ষণেই দুষ্কৃতি লোক যেমন নরকে পতিত হয়, তেমনি আমি সাত্যকির সৈন্য মধ্যে পতিত হইলাম; সেই স্থানে মুহূর্ত্ত কাল অতিঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মহাবাহু সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ সকল বিনষ্ট করায় আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে তিনি আমার প্রাণ গ্রহণের ন্যায় আমাকে লইয়া গেলেন।

অনন্তর, মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা এবং অর্জ্জুন নারাচ-নিবহ-দ্বারা সেই সমস্ত গজ-সৈন্য বধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রতিপিষ্ট পর্ব্বতোপম মহামাতঙ্গগণ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের গতি বহু ক্ষণ নিরুদ্ধ রহিল না। মহাবল ভীমসেন তৎক্ষণাৎ গজ সকলকে দূরে নিক্ষেপ করত পাণ্ডবগণের রথের পথ প্রস্তুত করিলেন।

অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য রথিসৈন্য মধ্যে আপনকার পুত্র শত্রুদমন মহারথ দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান জনক্ষয় সময়ে রাজার অদর্শনে তাঁহারা সকলে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সৌবলের সন্নিধানে গমন করিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেই সময়ে গজ-সৈন্য সকলকে সংহার করিলে, এবং তৎকর্ত্তৃক সৈনিকগণ বধ্যমান হইলে, প্রাণহারি দণ্ডপাণি ক্রুদ্ধ কৃতান্তসম শত্রুতাপন ভীমসেনকে তাদৃশভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনের অদর্শনে আপনকার হতাবশিষ্ট সন্তান সকল মিলিত হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, শত্রুহন্তা দুর্ব্বিসহ, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ এবং মহাবাহু শ্রুতবর্ব্বা-প্রভৃতি আপনকার যুদ্ধ-বিশারদ পুত্রগণ মিলিত হইয়া, ভীমসেনের অভিমুখে ধাবন-পূর্ব্বক তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে রোধ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, বৃকোদর পুনরায় নিজ রথে অবস্থিত থাকিয়া আপনকার পুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকলে শাণিত বাণব্যূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! আপনার পুত্রেরা ভীমের বাণে আকীর্ণ হইয়া জলাশয় হইতে মাতঙ্গকে আকর্ষণ করার ন্যায় ভীমসেনকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর, বৃকোদর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অবিলম্বে ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তদনন্তর, সর্ব্বাবরণ-ভেদী অপর এক ভল্ল দ্বারা আপনকার পুত্র মহারথ শ্রুতান্তকে নিহত করিলেন। তাহার পর সেই বৈরিদমন অবলীলাক্রমে কৌরব জয়ৎসেনকে নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রথের উপরিভাগ হইতে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! তিনি রথ হইতে ভূমিতলে যেমন পতিত হইলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর, আপনকার পুত্র শ্রুতবর্ব্বা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত সুদৃঢ় শর শত-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং বৃকোদর সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনের প্রতি বিষাগ্নি-সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন; নিক্ষেপ মাত্র সেই মহারথেরা হত হইয়া, বসন্তকালে শ্বেত-পুষ্প-সমন্বিত ছিন্ন কিংশুক তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

তদনন্তর, শত্রুতাপন ভীমসেন অপর এক সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা দুর্ব্বিমোচনকে আহত করিয়া মৃত্যুর নিকটে প্রেরণ করিলেন। শৈলশৃঙ্গজ বৃক্ষ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পড়ে, তেমনি সেই রথিবর হত হইয়া নিজ রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বৃকোদর আপনকার পুত্র দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে সমরে সৈন্যগণের অগ্রভাগে দুই দুই

বাণে বধ করিলেন। সেই রথিসত্তম বীর-দ্বয় শর দ্বারা বিদ্ধগাত্র হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর, বৃকোদর আপনকার অপর পুত্র দুর্ব্বিষহকে সমরাভিমুখে আগত দেখিয়া ভল্লাঘাতে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তিনি হত হইয়া সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে বাহন হইতে পতিত হইলেন। পরিশেষে শ্রুতর্ব্বা, একাকী ভীমসেন-কর্ত্তৃক বহু সহোদরকে নিহত দেখিয়া সমরে অমর্ষপরবশ হইয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন এবং সুবর্ণবিভূষিত সুমহৎ শরাসন বিক্ষেপ করত বিষাগ্নি-সদৃশ বহুতর শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি তখন পাণ্ডুনন্দনের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সেই ছিন্নধন্বাকে বিংশতি বাণে আচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর, মহারথ ভীমসেন অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আপনকার পুত্রকে শরে শরে আকীর্ণ করিলেন এবং 'থাক্ থাক্' এই কথামাত্র কহিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পুরাকালে জম্ভাসুর ও সুররাজের সমরের ন্যায় তাঁহাদিগের অতিবিচিত্র ও ভয়াবহ মহৎ যুদ্ধ হইল। তৎকালে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড-সদৃশ শাণিত সায়করাশি-দ্বারা ভূমণ্ডল গগণমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সকল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর, শ্রুতর্ব্বা নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন আপনকার ধনুর্দ্ধর পুত্র-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার পুত্রের সারথিকে এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। অপ্রমেয় প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন, শ্রুতর্ব্বাকে বিরথ দেখিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত লোমবাহি বাণব্যূহ-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতর্ব্বা বিরথ হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ অসি ও চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ধারণ করিবামাত্র পাণ্ডুপুত্র ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ক্ষুরপ্র-দ্বারা ছিন্নমস্তক মহাত্মা শ্রুতর্ব্বার সেই শরীর ভূতল অনুনাদিত করত রথ হইতে পতিত হইল। সেই বীর নিপতিত হইলে আপনকার ভয়-মোহিত সৈনিকেরা যুদ্ধ কামনা করত সমরে ভীমসেনের অভিমুখে ধাবিত হইল। কবচধারী প্রতাপবান্ ভীমসেন হতাবশিষ্ট সৈন্য-সাগরের মধ্য হইতে অবিলম্বে আগত সেই সমস্ত সৈন্যকে প্রতিগ্রহ করিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল।

অনন্তর, ভীমসেন আপনকার সৈন্য-সমূহে সংবৃত হইয়া ইন্দ্র যেমন দানবগণকে পীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শাণিত সায়ক-নিচয়-দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে কবচধারি পঞ্চ শত মহারথকে নিহত করিয়া সপ্ত শত গজারোহি সৈন্য সংহার করিলেন; পরিশেষে উৎকৃষ্ট বাণ-ব্যূহ-দ্বারা দশ সহস্র পদাতিক ও অষ্ট শত অশ্বারোহিকে নিহত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! কুন্তী-নন্দন ভীমসেন সংগ্রামে আপনকার সন্তান সকলকে সংহার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও নিজ জন্ম সফল জ্ঞান করিলেন। তদানীং আপনকার সৈন্যেরা তাঁহাকে তাদৃশভাবে যুদ্ধ করত আপনকার বল সকলকে নিধন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতেও উৎসাহবান্ হইল না। অনন্তর, মহাবল বৃকোদর সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্রাবিত এবং সেই সকল সৈন্যকে নিহত করিয়া মহামাতঙ্গ সকলকে ত্রাসান্বিত করত বাহুদ্বয় দ্বারা ভয়ানক শব্দ করিলেন। হে নরাধিপ! এই যুদ্ধে আপনকার সেনার অনেকাংশই হত হইল, কিঞ্চিন্মাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা অতিকৃপণ ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ষড়্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমরে হতাবশিষ্ট আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও সুদর্শন বাজিসৈন্য মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। দেবকী-নন্দন, দুর্য্যোধনকে অশ্ব-সৈন্য মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া কুন্তী-কুমার ধনঞ্জয়কে কহিলেন, শত্রুগণের মধ্যে প্রতিপালিত জ্ঞাতিগণ অনেকেই হত হইয়াছে। সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত আছেন। নকুল ও সহদেব অনুচর সহ দুরাচার কৌরবদিগের সহিত বহু ক্ষণ সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ইহাঁরা তিন জনেই দুর্য্যোধনের নিকটে অবস্থিত নহেন। ঐ আমাদিগের পাঞ্চালরাজ, দুর্য্যোধনের বল সকলকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত পরম শোভায় সুশোভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে পার্থ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন বাজিসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহার মস্তকোপরি ছত্র বিধৃত থাকায় মুহুর্মুহু বিলোকিত হইতেছে। এক্ষণে সে সমুদয় সৈন্যদ্বারা ব্যূহ বিন্যাস করিয়া রণ মধ্যে অবস্থিত আছে, তুমি শাণিত শর-দ্বারা উহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। গজসৈন্য সমুদয়কে হত ও শত্রুদমনকারী—তোমাকে উপস্থিত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত ইহারা বিদ্রুত না হয়, তাবৎ কালের মধ্যে তুমি সুযোধনকে সংহার কর। পাঞ্চালরাজের শীঘ্র আগমন জন্য কেহ তাঁহার নিকট গমন করুক। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বল সকল পরিশ্রান্ত হইয়াছে; অতএব উহাকে এ সময় পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দুর্য্যোধন সংগ্রামে তোমার সৈন্য সকলকে নিহত করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত জ্ঞানে মহৎ রূপ ধারণ করিয়াছে। সে এখন পাণ্ডবগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্য সকলকে নিহত ও পীড়িত দেখিয়া আত্ম বধের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সংগ্রামে আসিবে।

ধনঞ্জয়, কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে মানদ কৃষ্ণ! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সকল সন্তানকেই সংহার করিয়াছেন, সম্প্রতি যে দুই জন অবস্থিত আছে, তাহারাও অদ্য সমরে সমর্থ হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, সূর্য্যনন্দন কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য ও জয়দ্রথ হত হইয়াছেন। হে জনার্দ্দন! সম্প্রতি সুবল-সুত শকুনির পঞ্চ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত হস্তী ও তিন সহস্র পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট আছে। হে মাধব! দুর্য্যোধনের সৈন্যের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জনমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন; কিন্তু মাধব! এই ভূমণ্ডলে কালকবল হইতে নিশ্চয়ই কাহারও মুক্তি নাই। দেখ, সৈন্য-সমুদয় নিহত হইলেও দুর্য্যোধন অবস্থিত রহিয়াছে, যাহা হউক, অদ্য মহারাজ ধর্ম্মরাজ বিপক্ষবিহীন হইবেন। আমি চিন্তা করিতেছি যে, এই যুদ্ধে আমার হস্তে বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তিই বিমুক্ত হইবে না। হে কৃষ্ণ! অদ্য যে সকল রণমত্ত বীরেরা সমরভূমি পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা যদি অমানুষ কার্য্যও করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। অদ্য আমি যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর-দ্বারা গান্ধারী-কুমারকে নিপাতিত করত মহারাজের দীর্ঘকাল জাগরণ জন্য দুঃখ দূর করিব। দুরাচার শকুনি সভা মধ্যে অবমাননাপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া কালে আমাদিগের যে সমস্ত রত্ন হরণ করিয়াছিল, অদ্য আমি তাহা প্রত্যাহরণ করিব। অদ্য কুরুপুরবাসিনী কামিনীরা নিজ নিজ পতি পুত্রগণকে সমরে পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত জানিতে পারিবে। হে কৃষ্ণ! অদ্যই সমুদয় কর্ম্ম সমাপ্ত হইবে। অদ্য দুর্য্যোধন সমুজ্জ্বল রাজ্য শ্রী ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হে মাধব! অদ্য অতিমূঢ় দুর্য্যোধন যদি আমার ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন না করে, তবে তুমি তাহাকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান কর। হে বৈরিদমন! আমার অশ্ব সকল জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছে, অতএব আমি যে পর্য্যন্ত দুষ্ট দুর্য্যোধনকে নিহত না করি, তাবৎ তুমি রথ চালনা কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব যশস্বি পাণ্ডুনন্দনের এই কথা শুনিয়া তুরঙ্গগণকে দুর্য্যোধনের সৈন্যের প্রতি সঞ্চালিত করিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শনে ভীমসেন, অর্জ্জুন ও সহদেব এই তিন মহারথই সুসজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের জিঘাংসার্থ সিংহনাদ করত প্রয়াণ করিলেন।

সুবল-নন্দন শকুনি, একত্র মিলিত আততায়ি পাণ্ডবগণকে কার্ম্মুক উদ্যত করত অতিবেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনকার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখে ধাবিত হইলেন। সুশর্ম্মা ও শকুনি কিরীটীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং হয়ারোহী স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত সমর করিতে প্রস্তুত হইলেন। হে নরনাথ! কিয়ৎ কাল বিলম্বে আপনকার পুত্র দৃঢ়তর যত্ন পূর্ব্বক প্রাস অস্ত্র দ্বারা সহদেবের মস্তকে অতিশয় প্রহার করিলেন। সহদেব আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে বিষধরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রথ মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সহদেব সংজ্ঞা লাভ-পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া খরতর শরনিকর-দ্বারা দুর্য্যোধনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ও যুদ্ধে বিপুল বিক্রম প্রকাশ করত হয়ারোহি শূর সকলের মস্তক ছেদন করিলেন। অর্জ্জুন তৎকালে শরনিকর-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিয়া ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় রথিদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর, ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথেরা একত্র মিলিত হইয়া অর্জ্জুনকে ও বাসুদেবকে শর বর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিল। মহাযশা পাণ্ডুনন্দন প্রথমত ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা সত্যকর্ম্মাকে আক্ষিপ্ত করিয়া তদীয় রথের ঈশা ছেদন করিলেন। তদনন্তর, শাণিত ক্ষুরপ্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে তাঁহার তপ্তস্বর্ণ-ভূষণ-সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! বনমধ্যে অত্যন্ত বুভুক্ষু সিংহ যেমন মৃগ ধারণ করে, তেমনি ধনঞ্জয় সৈন্যগণের সমক্ষে সত্যেষুকে গ্রহণ করিলেন। ধনঞ্জয় তাহাকে নিহত করিয়া সুশর্ম্মাকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করত সেই সমস্ত সুবর্ণ-বিভূষিত রথিকে নিহত করিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন সত্বর হইয়া দীর্ঘকাল সুসম্ভৃত তীক্ষ্ণতর ক্রোধবিষ বিমোচন করত প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মার প্রতি যাত্রা করিলেন। পার্থ প্রথমত শর শত-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া পরিশেষে সেই ধনুর্দ্ধরের হয়গণকে নিহত করিলেন। অনন্তর, তিনি যমদণ্ড সম এক বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সুশর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সমরে ক্রোধদীপ্ত ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই শর সুশর্ম্মার সন্নিহিত হইয়া হৃদয় ভেদ করিল। হে মহারাজ! সুশর্ম্মা তখন গতপ্রাণ হইয়া পাণ্ডবগণকে আনন্দিত এবং কৌরবদিগকে ব্যথিত করত ধরাতলে পতিত হইলেন। ধনঞ্জয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া তাঁহার পঞ্চ চত্বারিংশৎ মহারথ পুত্রগণকে শর-সমূহ-দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত করিলেন। অনন্তর, সেই মহারথ শাণিত বাণব্যূহ-দ্বারা সুশর্ম্মার সমস্ত অনুচরবর্গকে সংহার করিয়া হতাবশিষ্ট ভারতী সেনার অভিমুখীন হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে ভীমসেন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবলীলাক্রমে আপনকার পুত্র সেই সুদর্শনকে সায়ক-সমূহ-দ্বারা অদৃশ্য করিলেন। অনন্তর, সেই ক্রুদ্ধ ভীমসেন সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে সুদর্শনের শরীর হইতে মস্তক হরণ করিলেন; তিনি হত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই বীর নিহত হইলে তাঁহার অনুচরেরা শাণিত সায়ক-সমূহ নিক্ষেপ করত সমরে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, বৃকোদর বজ্রসমস্পর্শ শাণিত বাণব্যূহ-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং ক্ষণ কাল মধ্যে তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই সমস্ত সৈন্যেরা উচ্ছিদ্যমান হইলে মহাবল সৈন্যা-

ধ্যক্ষগণ ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন ঘোরতর শর বর্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে যেমন আকীর্ণ করিলেন, তদ্রূপ আপনকার যোদ্ধারাও পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে মহতী বাণ-বৃষ্টি-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! বিপক্ষের সহিত সংগ্রামেচ্ছু পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডবদিগের সহিত সমরাভিলাষি কৌরব-পক্ষের সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হে মহা-রাজ! সেই সময়ে উভয় সেনার মধ্যে যোদ্ধারা বান্ধবগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে পরস্পর আহত হইয়া পতিত হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ॥ ২৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই গজ বাজি-নর-ক্ষয়কর সমর আরম্ভ হইলে সুবল-সুত শকুনি সহদেবের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। প্রতাপ-বান্ সহদেব তাঁহাকে অবিলম্বে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শীঘ্রগামি পতঙ্গপুঞ্জ সমান বাণ সকল নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে উলূক সমরে ভীমসেনকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন, শকুনিও ভীমসেনকে শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া নবতি বাণে সহদেবকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই শূরেরা সমরে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া কঙ্ক ও ময়ূর-পিচ্ছ-মণ্ডিত আকর্ণপূর্ণ সন্ধান শাণিত সায়ক-নিচয় দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বারিদ-রাজীর বারিধারার ন্যায় তাহাদিগের হস্তস্থিত চাপ নিক্ষিপ্ত বাণবৃষ্টি দিঙ্মণ্ডল সকলকে আচ্ছাদিত করিল।

অনন্তর, মহাবল ভীমসেন ও বীর্য্যবান্ সহদেব ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রণস্থলে বিপক্ষ-দল দলন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তাঁহা-দিগের নিক্ষিপ্ত শর-শত-দ্বারা আপনকার সেই সমস্ত সৈন্য আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং তৎ প্রদেশে আকাশমণ্ডলও যেন অন্ধকারে আবৃত হইল। শরা-চ্ছন্ন হইয়া ধাবমান তুরঙ্গগণ বহুতর হত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করত যুদ্ধস্থলের পথ পরিষ্কৃত করিল। নিহত সাদি সহ হয়নিচয়, ছিন্ন চর্ম্ম, বিচ্ছিন্ন শক্তি, প্রাস, খড়্গ ও পরশু-সমূহ-দ্বারা ধরাতল কুসুমাকীর্ণ তরুর ন্যায় আচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! যোদ্ধারা সেই সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর সন্নিহিত হওত প্রহার করত বিচরণ করিতে লাগিল। উত্তার-লোচন ও রোষ-বশত সন্দষ্ট ওষ্ঠপুট সংযুক্ত পদ্মকিঞ্জল্ক-সন্নিভ সকুণ্ডল মুখমণ্ডল-দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! সাঙ্গদ, সতনুত্র, অসি প্রাস ও পরশুযুক্ত নাগরাজ-করোপম ছিন্ন ভুজ সকল এবং সমুত্থিত নৃত্যকারি কবন্ধ-নিবহ-দ্বারা ক্রব্যাদগণ-সঙ্কীর্ণা রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই মহাযুদ্ধে কৌরবদিগের অল্পমাত্র সৈন্য অব-শিষ্ট থাকিলে পাণ্ডবগণ আহ্লাদিতচিত্তে তাহা-দিগকে যম-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ইত্যবসরে মহাবীর প্রতাপশালী শকুনি, প্রাস অস্ত্র-দ্বারা সহদেবের মস্তকে অতিশয় প্রহার করিলেন; মাদ্রীনন্দন তাহাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন শত্রুদমন ভীমসেন সহদেবকে তথাবিধ দর্শনে নির-তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্যকে আবরণ-পূর্ব্বক শত সহস্র নারাচ-দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করত ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। শকুনির সহ-চরেরা সেই শব্দে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া হয় হস্তীর সহিত সহসা দৌড়িতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে অধার্ম্মিকগণ! সকলে নিবৃত্ত হও; পলায়ন করিয়া কি ফলোদয় হইবে? সম্প্রতি সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে বীর সংগ্রামে বিমুখ না হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করত চরমে পরম লোকে গমন করিয়া থাকে।" হে মহারাজ! সৌবলের সহচরগণ নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পণ

করিয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহারা যখন অতিবেগে ধাবমান হয়, তখন সাগরান্দোলনের ন্যায় যে এক সুদারুণ শব্দ করিল, তদ্দ্বারা সমুদয় দিক্ অনুনাদিত হইল।

এদিকে বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচর-সকলকে অগ্রভাগে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। হে নরাধিপ! দুর্দ্ধর্ষ সহদেব সকলকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া শকুনিকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে বাণত্রয়ে প্রবিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে সৌবলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ধনু ধারণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি শরে ও ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, উলুক সমরে পিতাকে রক্ষা করিতে কামনা করিয়া ভীমসেনকে সপ্ত শরে ও সহদেবকে সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিল। ভীমসেন ইহাতে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া উলুককে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শকুনিকে চতুঃষষ্টি সায়কে এবং পার্শ্বস্থ সকলের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্যুন্মুক্ত বারিদ সকল যেমন বারিধারা-দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি তৎকালে তাহারা ভীমসেনের তৈলধৌত নারাচধারা-দ্বারা হন্যমান হইয়া সমরে নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করত শরবৃষ্টি-দ্বারা সহদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! অনন্তর, উলুক অতিবেগে সমীপে আগত হইলে সেই শূরবর প্রতাপবান্ সহদেব ভল্ল-দ্বারা তাঁহার মস্তক হরণ করিলেন। উলুক সহদেব-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে সমরে পাণ্ডবগণকে আনন্দিত করত রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনি সমরস্থলে স্বীয় সন্তানকে নিহত দর্শনে সাশ্রুকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের বাক্য স্মরণ করত বাষ্পপূর্ণ-নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তার পর সহদেবকে সায়ক-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ সহদেব সেই নিক্ষিপ্ত সায়ক সকলকে শর-সমূহ-দ্বারা নিরসন করিয়া শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! ধনু ছিন্ন হইলে সুবল-সুত শকুনি এক বিপুল খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন সহসা সেই অসিকে আপতিত দর্শনে অবলীলাক্রমে তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌবল অসিকে তথাবিধ ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক মহতী গদা ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রের উদ্দেশে প্রেরণ করিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। অনন্তর, তিনি অতিকোপনভাবে উদ্যত কাল-রাত্রীর ন্যায় ভয়ঙ্করী এক শক্তি লইয়া পাণ্ডুনন্দনের প্রতি প্রেরণ করিলেন; সহদেব সহসা সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া অবলীলাক্রমে কণক-ভূষিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহাকে তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রদীপ্ত বজ্র যেমন শীর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিত হয়, তেমনি সেই সুবর্ণ-ভূষিতা শক্তি ত্রিভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। শক্তিকে বিনিহত ও শকুনিকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আপনকার যোদ্ধারা ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। এই সময়ে জয়-লক্ষণাক্রান্ত পাণ্ডবেরা সুমহান্ জয়ধ্বনি করিল এবং কৌরবেরা প্রায় অনেকেই বিমুখ হইয়া পড়িল। প্রতাপ-সম্পন্ন মাদ্রীনন্দন সমরে তাহাদিগকে বিমনা দেখিয়া বহু সহস্র শর-দ্বারা সকলকেই আবৃত করিলেন।

অনন্তর, শকুনি গান্ধার-দেশীয় পরিপুষ্ট তুরঙ্গ-গণ-দ্বারা গুপ্ত থাকিয়া রণস্থল মধ্যে যাইতেছিলেন, পাণ্ডুনন্দন সহদেব তাহা জানিতে পারিয়া সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং তিনি নিজ অংশ মধ্যে অবস্থিত আছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কণক-বিভূষিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পরিশেষে সেই বীরবর ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক তাহা বিক্ষেপ

করত অঙ্কুশ-দ্বারা যেমন মহামাতঙ্গকে আঘাত করে, সেইরূপ গৃধ্রপত্র-যুক্ত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা সৌবলকে অতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন এবং সেই মেধাবী, শকুনির অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইবার জন্য নিগ্রহ করিয়া কহিলেন. রে মূঢ়! সম্প্রতি, তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর, পুরুষত্ব প্রকাশ কর। রে দুর্ম্মতে! পাশক্রীড়া-দ্বারা সভা-মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ কর। যে দুরাত্মারা পূর্ব্বে আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে, কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তাহার মাতুল তুমি মাত্র অবশিষ্ট আছ; প্রমথনকারি পুরুষ লগুড়-দ্বারা বৃক্ষ হইতে যেমন ফল পাতন করে, তেমনি আমি অদ্য ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তোমার মস্তক উন্মথিত করিয়া নিহত করিব।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল সহদেব, সৌবলকে এই সকল কথা কহিয়া ঘোরতর ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া বেগভরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং সেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবর সহদেব অভিমুখীন হইয়া সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধে যেন হাস্য করত শকুনিকে দশ শরে ও তাঁহার অশ্বগণকে শায়ক-চতুষ্টয়-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সহদেবের শর-সমূহ-দ্বারা শকুনির ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছিন্ন এবং মর্ম্মস্থান-সকল অতিশয় বিদ্ধ হইল। অনন্তর, প্রতাপবান্ সহদেব পুনরায় সৌবলের প্রতি দুর্নিবার শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সুবল-সুত শকুনি বিমর্দ্দে ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ-ভূষিত প্রাস দ্বারা মাদ্রীনন্দন সহদেবকে বিনাশ করিবার কামনায় অবিলম্বে অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডুনন্দন সমর-মধ্যে সমুদ্যত তাঁহার সেই প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয়কে তিন ভল্ল-দ্বারা এক কালীন ছেদন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই যুদ্ধ-বিশারদ বীরবর সর্ব্বাবরণ-ভেদি লৌহময় সুদৃঢ় সুবর্ণপুঙ্খ অপর এক সুসংহিত ভল্ল-দ্বারা সৌবলের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিলেন। তখন সুবল নন্দন পাণ্ডুপুত্রের দিবাকর-করপ্রভ সুবর্ণ-ভূষিত সুসংহিত শরাঘাতে হৃতমস্তক হইয়া রণভূমি-মধ্যে পতিত হইলেন। যে মস্তক কৌরবদিগের সমস্ত কুনীতির মূল কারণ, সহদেব কুপিত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ বেগশালি শিলাশাণিত শরসমূহ-দ্বারা তাহা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। হে মহারাজ! শকুনিকে ছিন্নমস্তক হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আপনকার যোদ্ধারা ভয়বশত হতোৎসাহ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক দশ দিকে গমন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ সৈন্য ভগ্নরথ, ভয়ার্ত্ত এবং গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণে অচেতন প্রায় হইয়া শুষ্ক মুখে পলায়ন করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, কেশবের সহিত পাণ্ডবেরা সানন্দ-চিত্তে শকুনিকে স্যন্দন হইতে পাতিত করিয়া সৈনিক সকলকে আনন্দিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীরবর! অদ্য তুমি ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে পাপাচার দুরাত্মা শকুনিকে পুত্রের সহিত সংহার করিলে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ও শল্যবধপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ২৮॥

অথ হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সৌবলের অনুচর সৈন্যগণ সমরে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিল, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ-সর্পসম তেজস্বী ভীমসেন এবং অর্জ্জুন সহদেবের বিজয়লাভে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। তাহারা অসি, শক্তি ও প্রাস-প্রভৃতি ধারণ করিয়া সহদেবকে হনন করিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, ধনঞ্জয় গাণ্ডীবের প্রভাবে তাহা নিষ্ফল করিলেন। তিনি ধাবমান যোদ্ধাদিগের আয়ুধ-সমন্বিত বাহু, মস্তক ও হয়নিচয়কে ভল্ল-দ্বারা ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। ত্বরাযুক্ত লোকবিখ্যাত বীরগণের সেই সমস্ত হয়নিচয় সব্যসাচী-কর্ত্তৃক হত ও গতপ্রাণ হইয়া বসুধাতল আশ্রয় করিল।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন আপন সৈন্য সকলের অবসান দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট রথ কুঞ্জর তুরঙ্গ পদাতি-প্রভৃতি চতুরঙ্গবল-সকলকে নানাস্থান হইতে নিকটে আনিয়া এই কথা বলিলেন, “হে বীরগণ! তোমরা সকলে সমরে সুহৃৎসহ সবল পাণ্ডব-সকল ও পাঞ্চালদলকে নিহত করিয়া শীঘ্র নিবৃত্ত হও।” রণমত্ত সৈন্যেরা তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নৃপতির শাসনানুসারে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদিগের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডবেরা সেই হতশেষ সৈন্য সকলকে সন্নিহিত হইতে দেখিয়া আশীবিষাকার শরসমূহ-দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারাজ! সেই মহাত্মারা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সমরে সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করিলেন, তখন আর তাহাদিগের ত্রাণকর্ত্তা কেহই ছিল না। সৈন্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি বহুক্ষণ সমরস্থলে স্থির থাকিতে পারিত, সে ব্যক্তিও তখন বদ্ধ-কবচ হইয়া ভয়বশত অবস্থিত থাকিতে পারিল না। তৎকালে সৈন্যরেণু-দ্বারা আবৃত ধাবমান তুরঙ্গগণ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল বিজ্ঞাত হইল না।

অনন্তর, পাণ্ডবীসেনার মধ্য হইতে অনেকানেক লোক নির্গত হইয়া সমরে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আপনকার সৈন্যসমুদয়কে সংহার করিল। হে ভরতসত্তম! অতঃপর আপনকার সৈন্য সমুদয় প্রায় নিঃশেষ হইল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমরে দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিল। সেই সমস্ত সহস্র সহস্র মহানুভাব নৃপতির মধ্যে নিতান্ত বিক্ষত একমাত্র দুর্য্যোধন দৃষ্টিগোচর রহিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সমস্ত যোদ্ধৃবিবর্জ্জিত বলবাহন-বিহীন দুর্য্যোধন দিক্ সকল ও মেদিনীমণ্ডল শূন্য দেখিয়া এবং পাণ্ডবগণকে কৃতকার্য্য, আনন্দিত ও সিংহনাদ করিতে অবলোকন করিয়া সেই মহাত্মাদিগের বাণশব্দ শ্রবণে বিমোহিত হওত রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে মানস করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মদীয় সৈন্য-সমুদয় নিহত ও শিবির সকল নিঃশেষ হইলে পাণ্ডবদিগের বলের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য কত ছিল? আর আমার পুত্র মূঢ়মতি মহীপতি একমাত্র দুর্য্যোধন তখন আপন বলক্ষয় দেখিয়া কি করিল? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সকলই জান, অতএব এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডবদিগের সুমহৎ বলের মধ্যে দুই সহস্র রথ, সপ্ত শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে লইয়া তখনও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন।

হে ভরতসত্তম! অনন্তর, রথিবর নরপতি দুর্য্যোধন একাকী রণস্থলে আপন সহায়ের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, সেই নরপতি একাকী বিপক্ষগণকে শব্দায়মান ও স্বপক্ষের বলক্ষয় দর্শনে নিজ মৃত তুরঙ্গটিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, যিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন, সেই তেজস্বী একমাত্র গদা লইয়া পদাতির ন্যায় হ্রদের নিকটে প্রস্থান করিলেন। নরপতি পদব্রজে অধিক দূর যাইতে না পারিয়া ধর্ম্মশীল ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ করিলেন। “আমাদিগের ও ক্ষত্রিয় সকলের সংগ্রামে যে, এই সুমহৎ সংহারদশা উপস্থিত হইবে, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলেন।” হে নরনাথ! নৃপতি দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তা করত বলক্ষয় দর্শনে দুঃখ-সন্তপ্ত অন্তঃকরণে হ্রদ-মধ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন।

রাজন্! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোবর্ত্তি পাণ্ডবগণ ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার অল্পাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। সৈন্যেরা শক্তি, খড়্গ, প্রাস-

প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিলে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-দ্বারা তাহাদিগের সঙ্কল্প সকল বিফল করিয়াদিলেন।

অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধব সহ তাহাদিগকে শাণিত শায়কসমূহ-দ্বারা নিহত করিয়া শ্বেততুরঙ্গ-যুক্ত রথে অবস্থান করত মনোহর শোভায় সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! অশ্ব, রথ, কুঞ্জর সহ সুবলসুত নিহত হইলে আপনকার বল সকল ছিন্নভিন্ন মহাবনের সমান পরিদৃশ্যমান হইল। দুর্য্যোধনের বহু শত সহস্র সৈন্যের মধ্যে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও নরাধিপ সুযোধন ব্যতীত অন্য একটী মহারথও জীবিত বিলোকিত হইলেন না।

অনন্তর, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে দেখিয়া হাস্য করত সাত্যকিকে কহিলেন, যে "ইহাকে ধরিয়া রাখায় ফল কি? এবং এ ব্যক্তিকে জীবিত রাখারও কোন ফল নাই।" মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শাণিত খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক আমাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া সাত্যকিকে বলিলেন, "সঞ্জয় জীবিত থাকিতে থাকিতে উহাকে পরিত্যাগ কর, কোনক্রমেই উহাকে বধ করিও না।" সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাসদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডেই আমাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! তুমি কুশলে থাক এবং যথা ইচ্ছা গমন কর।" আমি তখন তাঁহা-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রহীন কবচ বিহীন এবং রুধিরাক্ত-কলেবরে সায়াহ্নকালে নগরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। আসিতে আসিতে দেখিলাম, ক্রোশমাত্র আসিয়া দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে হস্তে গদা ধারণ করত একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! তৎকালে তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ থাকায় তিনি আমাকে সহসা দেখিতেই পাইলেন না। পরে পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে, তিনি আমাকে দীনভাবে অবস্থিত দেখিলেন এবং আমিও তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও একাকী থাকিতে দর্শন করিয়া অতি দুঃখিত ও কাতরচিত্তে মুহূর্ত্তকাল কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অনন্তর, সাত্যকি আমাকে যে প্রকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও জীবমান থাকিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে তাঁহা হইতে যেরূপে মুক্তি পাইলাম, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকটে বিস্তারিত করিয়া কহিলাম। দুর্য্যোধন এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়া রহিলেন, পরে কিয়ৎকাল বিলম্বে চেতনা পাইয়া আমাকে ভ্রাতৃগণের ও সৈন্য-সমুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষে যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে কহিলাম, তদানীং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ নিহত ও সৈন্য-সমুদয় বিনিপাতিত হইয়াছিল, কেবল কৌরবসেনার মধ্যে তিন জন রথিমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, দ্বৈপায়ন প্রস্থানকালে আমাকে এই কথা কহিয়া গিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! দুর্য্যোধন এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার প্রতি পুনঃপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করত করতল-দ্বারা আমার শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! এই সংগ্রামে তোমা-ভিন্ন অন্য কেহ জীবিত নাই, আমি এক্ষণে অন্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, পাণ্ডবগণ সহায়-সম্পন্ন রহিয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে গিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপতির নিকটে নিবেদন করিবে যে, মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, হে সূত! তাদৃশ সুহৃৎ-সমুদয়ে বিহীন, পুত্রগণ ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবর্জ্জিত এবং বিপক্ষ-কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মাদৃশ কোন জন জীবন ধারণ করিতে পারে? যাহা হউক, আমি সেই মহারণ হইতে মুক্ত হইয়া নিতান্ত বিক্ষত কলেবরে জীবিত থাকিতে থাকিতে হ্রদমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিলাম, এই সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি রাজার নিকটে কহিবে।"

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমাকে এইরূপ কহিয়া সেই মহাহ্রদে প্রবেশ-পূর্ব্বক মায়াবলে জল-স্তম্ভ করিয়া রহিলেন। তিনি হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর দেখিলাম, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপা-চার্য্য এই তিন জন রথি শরবিক্ষত-শরীরে পরিশ্রান্ত বাহন লইয়া একত্র হইয়া সেই প্রদেশে আসিতে-ছেন, দূর হইতে তাঁহারা আমাকে দেখিবামাত্র সত্বর হইয়া অতি বেগে অশ্ব চালনা করিলেন এবং ক্ষণ-মধ্যে নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "সঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছ" হে মহারাজ! তাঁহারা আমাকে এই কথা বলিয়াই আপনকার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলি-লেন, "সঞ্জয়! আমাদিগের সেই রাজা দুর্য্যো-ধন কি জীবিত আছেন?" আমি তাঁহাদিগকে নৃপ-তির তদানীন্তন কুশল সমাচার কহিলাম, দুর্য্যোধন আমাকে যে সমুদয় কথা কহিয়াছিলেন এবং সেই নরাধিপ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে বলিলাম। হে মহারাজ! অশ্বত্থামা আমার সেই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর সেই বিপুল হ্রদ বিলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, কহিলেন "অহো ধিক্! আমরা যে জী-বিত আছি, নরাধিপ দুর্য্যোধন তাহা জানেন না, আমরা তাঁহার সহিত বিপক্ষদিগকে যুদ্ধ করাইতেই প্রস্তুত রহিয়াছি।" সেই রথিশ্রেষ্ঠ মহারথেরা তথায় বহুক্ষণ এইরূপ বিলাপ করিয়া পাণ্ডবদিগকে রণ-স্থলে অবস্থিত দর্শনে ধাবমান হইলেন। পরিশেষে সেই হতাবশিষ্ট রথিত্রয় একত্র হইয়া আমাকে কৃপাচার্য্যের পরিষ্কৃত রথে আরোহিত করাইয়া সেনানিবেশ মধ্যে আগমন করিলেন।

তৎকালে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলে আরোহণ করিলে সৈন্যগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং আ-পনকার পুত্রদিগের নিধন সংবাদ শ্রবণে সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অনন্তর, যে সমস্ত বৃদ্ধেরা অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিত, তাহারা সকলে তখন রাজযো-ষিদ্গণকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিল। অব-লারা সেই সমস্ত সৈন্যসংক্ষয় সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, চতুর্দ্দিকে এক সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! সেই বরাঙ্গনাগণ কুররীকুলের ন্যায় বারম্বার ক্রন্দন করত করুণ শব্দে মহীতল নিনাদিত করিতে করিতে মস্তকে করাঘাত ও নখাঘাত করিল এবং উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কেশপাশ সমুদয় বি-চ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! তাহারা হাহাকার শব্দ করত বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর, দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা অতিশয় কাতর ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া রাজদারাগণকে লইয়া নগরাভি-মুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! দ্বারাধ্যক্ষগণ হস্তে বেত্র ধারণ-পূর্ব্বক মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট শুভ্র শয্যা-সকল সংগ্রহ করিয়া হস্তিনাপুরের অভি-মুখে গমন করিল। অধিকৃতগণ অশ্বতরী-যুক্ত রথে নিজ নিজ রাজপত্নী-সকলকে আরোহিত করিয়া অবিলম্বে নগর-মধ্যে প্রস্থান করিল। হে নরেশ্বর! অন্তঃপুরে যে সকল কামিনীকে পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও দেখিতে পান নাই, পুরপ্রস্থানকালে সকলেই তাঁহা-দিগকে অনায়াসে দর্শন করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্ত সুকুমারী নারীরা স্বজনবন্ধু-বিহীন হইয়া অচিরাৎ নগর-মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে গোপাল ও মেষপাল হইতে ধাবিত মনুষ্যেরাও ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়া নগরাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহারা সক-লেই পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত নগরাভি-মুখে ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে সমুদয় লোকেরই সুদারুণ ভয় উপস্থিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই নিতান্ত দারুণ বিদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে শোকবশত নিতান্ত মুগ্ধচিত্ত যুযুৎসু, উপস্থিত সময়ের বিষয় চিন্তা করিলেন, 'হা! যে

দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ভর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি বিপুল বিক্রান্ত পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই নিসূদিত হইল, ভীষ্ম, দ্রোণ-প্রভৃতি কৌরব মহারথ-সমুদয় নিহত হইলেন, ভাগ্যবশত একমাত্র আমিই কেবল যদৃচ্ছাক্রমে বিমুক্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। শিবির সমুদয় ভগ্ন হইতেছে, সৈন্য সকল প্রভাহীন ও নাথ-বিহীন হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা দৃষ্ট হয় নাই তাহারা সকলে দুঃখার্ত্ত ও ভয়ে ব্যাকুলনেত্র হইয়া বিত্রস্ত হরিণের ন্যায় দশ দিক্ বিলোকন করত ধাবিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের সচিবগণের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা রাজপত্নীদিগকে লইয়া নগর-মধ্যে গমন করিতেছে, সম্প্রতি যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের অনুজ্ঞা লইয়া তাহাদিগের সহিত আমার পুর-মধ্যে প্রবেশ করা বিহিত হইতেছে।" মহাবাহু যুযুৎসু এই বিষয়ের জন্য উভয়ের নিকটে নিবেদন করিলেন। নিয়ত দয়ালু মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির বৈশ্যাপুত্রের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর, তিনি নিজরথে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অশ্বগণকে চালনা করিলেন এবং অবিলম্বে রাজপত্নীদিগের বাহকগণকেও নগরাভিমুখে চালিত করিতে লাগিলেন। দিবাকর অস্তমিত হইলে তিনি রাজদারাগণের সহিত সাশ্রুলোচনে ও বাষ্পাকুল-কণ্ঠে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সাশ্রুনয়নে ও শোকোপহত-চিত্তে রাজার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতেছেন। যুযুৎসু বিদুরের অগ্রভাগে প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে সত্যধৃতি বিদুর তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই সুদারুণ কুরুক্ষয়কালে ভাগ্যবশত জীবিত রহিয়াছ, এক্ষণে রাজার প্রবেশ ব্যতিরেকে তুমি এস্থানে কি জন্য আসিলে? এই সমস্ত কারণ বিস্তার করিয়া আমার নিকটে নিবেদন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, "হে তাত! শকুনি নিজ পুত্র ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হত এবং রাজা দুর্য্যোধনের অবশিষ্ট পরিবার সকল নিহত হইলে তিনি ভয়-প্রযুক্ত স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। নরপতি স্কন্ধাবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সমস্ত লোক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর, দারাধ্যক্ষেরা নৃপতির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের পরিবার-বর্গকে যান-মধ্যে আরোহিত করিয়া ভয়-বশত প্রস্থান করিল। তদনন্তর, আমি কেশব ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া ধাবিত লোক-সকলকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।"

হে মহারাজ! অপ্রমেয় ধীশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর, বৈশ্যাপুত্রের উক্ত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা সময়োচিত বিবেচনা করিয়া সেই বক্তৃবরকে প্রশংসা করিলেন। যুযুৎসু কুরুকুলক্ষয়-বিষয়ক সমস্ত কথা কহিলে "অদ্য তুমি এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইবে," সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর যুযুৎসুকে তৎকালোচিত এই কথামাত্র বলিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া রাজনিকেতনে প্রবেশ করিলেন। যুযুৎসুও তখন নিজগৃহে সেই রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ২৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডু-পুত্রেরা সমরাঙ্গনে আমার সমুদয় সৈন্য সংহার করিলে অবশিষ্ট কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা কি করিলেন? এবং আমার পুত্র মূঢ়মতি রাজা দুর্য্যোধনই বা তখন কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহানুভব ক্ষত্রিয়-দিগের যোষিদ্গণ গমন করিলে এবং শিবির সকল শূন্য হইলে, অবশিষ্ট তিন জন রথী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা সায়াহ্নকালে বিজয়িপাণ্ডবদিগের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং শিবির সকল শূন্য

দেখিয়া তথায় অবস্থিতি করিবার অনভিলাষে হ্রদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমরে ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের বধের আকাঙ্ক্ষায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই জয়াভিলাষি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ সকল স্থানেই যত্ন-সহকারে দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিলেন, তথাপি কোন স্থানেই নরপতিকে দেখিতে পাইলেন না। দুর্য্যোধন গদা ধারণ-পূর্ব্বক অতি-বেগে প্রস্থান করিয়া হ্রদ-মধ্যে নিজ মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে থাকিলে যখন তাঁহাদিগের বাহনসমুদয় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল, তখন তাঁহারা সৈনিকগণের সহিত স্বীয় শিবিরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দনেরা শিবিরে প্রবিষ্ট হইলে, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অল্পে অল্পে সেই হ্রদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, নরপতি দুর্য্যোধন গোপনভাবে যাহার মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই বিপুল হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া জলমধ্যে প্রসুপ্ত দুর্দ্ধর্ষ নৃপতিকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আমাদিগকে লইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহাকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবীরাজ্য ভোগ করুন, অথবা সমরে হত হইয়া স্বর্গ লাভ করুন। হে মহারাজ! আপনিও তাহাদিগের সমুদয় সৈন্য ক্ষয় করিয়াছেন এবং তাহাদিগের যে সমস্ত সৈনিক অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অনেককেই প্রতিবিদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি আমারদিগের দ্বারা আপনি রক্ষিত থাকিলে পাণ্ডবেরা কোনক্রমেই আপনার বিপুল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে বীরগণ! ঈদৃশ কুরুপাণ্ডব-সংমর্দ্দন-জনিত সংহার সময়ে ভাগ্য-বশত আমি আপনাদিগকে বিমুক্ত ও জীবিত দেখিলাম। আমরা সকলে বিশ্রান্ত ও গতক্লম হইয়া বিপক্ষগণকে জয় করিব। সম্প্রতি আপনারা সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমিও নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, আর বিপক্ষের বল সকল এখনও যুদ্ধমত্ত রহিয়াছে, অতএব আমি এসময় সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করি না। হে বীরগণ! আপনাদিগের মনের ঈদৃশী মহতী শক্তি ও আমাদিগের প্রতি যে পরমা ভক্তি আছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু ইহা পরাক্রম প্রকাশের সময় নয়। অদ্য এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া আগামি দিবসে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে সমরস্থলে শত্রু-দলের সহিত সংগ্রাম করিব, তাহাতে আমার সংশয় নাই।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে অশ্বত্থামা সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "রাজন্! গাত্রোত্থান করুন, আপনার মঙ্গল হউক, আমরা সকলে সমরে শত্রুদিগকে জয় করিব; আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য, ও জপ এই সমুদয়ের সহিত শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য বিপক্ষ সোমক সকলকে নিহত করিব। আপনি যাজ্ঞিকগণের সজ্জনোচিত প্রীতিতে মনোনিবেশ করিবেন না, এই রজনী প্রভাত হইলে আমি সমরে শত্রুদিগকে সংহার করিব না। হে নরনাথ! আমি সমুদয় পাঞ্চাল-দলকে নিহত না করিয়া কবচ বিমোচন করিব না, আপনার নিকটে যথার্থ কহিলাম, অতএব আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন।"

হে মহারাজ! তাঁহারা সকলে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে কতিপয় ব্যাধ মাংসভার বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া পানীয় পানাভিলাষে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; ঐ সকল ব্যাধেরা পরম ভক্তিসহকারে নিয়ত ভীমসেনের মাংসভার বহন করিত। তাহারা সেই স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত গোপনীয় কথা ও দুর্য্যোধনের বাক্য

সকল শ্রবণ করিল। তদানীং কুরুরাজ যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সকল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষি মহাধনুর্দ্ধরেরা অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা যুদ্ধে অনিচ্ছু হইয়া জল-মধ্যে রহিয়াছেন এবং কৌরবদিগের মহারথেরা তথায় দণ্ডায়মান আছেন ইহা দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, ব্যাধেরা তাহা জানিতে পারিল।

হে রাজেন্দ্র! ইহার পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা যখন আপনকার পুত্রকে অন্বেষণ করেন, তৎকালে ঐ সকল ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাহাদিগকে দুর্য্যোধনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের মনে পাণ্ডুনন্দনের সেই বাক্য উদিত হওয়াতে ব্যাধেরা পরস্পর অতি মৃদুস্বরে কহিল, " রাজা দুর্য্যোধন গোপনভাবে হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত আছেন, আমরা পাণ্ডবদিগের নিকটে গিয়া এই কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারা আমাদিগকে প্রচুর ধন দিবেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির যেস্থানে আছেন চল, আমরা সকলে সেই স্থানে ধনুর্দ্ধারী ধীমান্ ভীমসেনের নিকটে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের জল-মধ্যে শয়ন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, এই কথা ভীমের নিকটে কহিলে তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অনেক ধন দান করিবেন, আমাদিগের এই সমস্ত অসার ও শুষ্ক মাংসে প্রয়োজন কি ?" ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ-পূর্ব্বক ধনলোভে আহ্লাদিত হইয়া মাংসভার পরিত্যাগ করত পাণ্ডবদিগের শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এদিকে বিজয়ি-পাণ্ডবেরা সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে অনুপস্থিত দর্শনে সেই পাপাত্মার প্রবঞ্চনার পারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে তাঁহার অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া " দুর্য্যোধন অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন " ধর্ম্মরাজের নিকটে সকলেই এই কথা নিবেদন করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা চারগণের এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে বিভো! পাণ্ডবেরা এইরূপ দীনভাবে অবস্থিত থাকিলে কিয়ৎকাল বিলম্বে ব্যাধগণ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সত্বর শিবিরের নিকটে আসিল এবং ভীমসেনের সমক্ষে দ্বাররবানেরা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেও তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে ব্যাধেরা মহাবল ভীমসেনের নিকটস্থ হইয়া যাহা ঘটিয়াছিল ও যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তৎসমুদয় নিবেদন করিল। হে মহারাজ! শত্রুতাপন বৃকোদর তাহাদিগকে বহু ধন দান করিয়া ধর্ম্মরাজকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। বলিলেন, " মহারাজ! আপনি যাহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, সেই দুর্য্যোধন আমার ব্যাধগণ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়াছে, সে এক্ষণে জলস্তম্ভন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ান রহিয়াছে, " হে মহারাজ! অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন. ভীমসেনের এই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সহোদরগণের সহিত অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন হ্রদের নীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তিনি জনার্দ্দনকে অগ্রসর করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, প্রমুদিত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ঘোরতর কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোট করত দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে গমন করিলেন।

" যে পাপাত্মা দুর্য্যোধন রণ-মধ্যে বারম্বার দৃষ্ট হইত, এক্ষণে সে লুক্কায়িত থাকিয়াও পরিজ্ঞাত হইল," সোমক-সৈন্যেরা আনন্দিত-চিত্তে চতুর্দ্দিকে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তাহাদিগের শীঘ্রগামী বেগবান্ রথ সকলের গগনস্পর্শী তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে

সকলে শ্রান্তবাহন হইয়াও দুর্য্যোধনের দর্শনার্থ যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র ও অবশিষ্ট পাঞ্চাল-সৈন্যগণ এবং অশ্বি, গজি ও শত সহস্র পদাতিকেরাও যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্গামী হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনকার পুত্র অতি অদ্ভুত বিধি অনুসারে দৈবযোগে মায়া-দ্বারা জলস্তম্ভন করিয়া যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ সেই সুনির্ম্মল ও শীতল-সলিল-সম্পন্ন দ্বিতীয় সাগর সম সুবিখ্যাত দ্বৈপায়ন-হ্রদের সন্নিহিত হইলেন। হে নরনাথ! জনাধিপ দুর্য্যোধন গদা হস্তে তোয়রাশি-মধ্যে মনুষ্যমাত্রেরই অদৃশ্য হইয়া শয়ান রহিলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে বাস করত জলদশব্দ-সদৃশ এক তুমুল ধ্বনি শ্রবণ করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির নিজ সহোদরগণের সহিত আপনকার পুত্রের বধের নিমিত্ত ঘোরতর শঙ্খশব্দ ও রথনেমি নিনাদ-দ্বারা প্রভূত ধূলি সমাচ্ছন্ন গগণতল ও ভূমণ্ডল কম্পিত করত সেই হ্রদের নিকটে আগমন করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যৌধিষ্ঠির-সৈন্যের শব্দ শুনিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! জয়চিহ্নধারী পাণ্ডবেরা প্রসন্ন হইয়া এই স্থানেই আসিতেছে, অতএব আপনি আমাদিগকে অনুজ্ঞা করুন, আমরা স্থানান্তরে গমন করি। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণে গমনে অনুমতি করিয়া মায়াবলে সেই হ্রদকে স্তম্ভিত করিলেন। কৃপ-প্রভৃতি নিতান্ত শোকপরায়ণ মহারথেরা নৃপতির অনুমতি পাইয়া তথা হইতে দূরে গমন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দূরপথ গমনে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক বট-বৃক্ষমূলে উপবেশন করত নৃপতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "মহাবল দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ করিয়া রহিয়াছেন, পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিবার মানসে সেই স্থানে আসিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, রাজারই বা কি দশা ঘটিবে, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিবে!" হে মহারাজ! কৃপ-প্রভৃতি মহারথগণ এইরূপ চিন্তা করত অশ্ব সকলকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশে ত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই তিন মহারথ প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধন যে হ্রদে বাস করিতেছিলেন, পাণ্ডবেরা তথায় আগমন করিলেন। দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক স্তম্ভিত দ্বৈপায়নহ্রদের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক সেই জলাশয়কে দেখিয়া যুধিষ্ঠির, বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন, "দেখ, দুর্য্যোধন জলমধ্যে কেমন মায়া বিস্তার করিয়া আছে, অনায়াসে জলস্তম্ভ করিয়া শয়ান রহিয়াছে, অতএব উহার মনুষ্য হইতে ভয় নাই, এক্ষণে দৈবীমায়া অবলম্বন করিয়া বারিগর্ব্ভে বসতি করিতেছে। স্বভাবত কাপট্য-পটু দুর্য্যোধন জীবমান থাকিতে আমার নিকটে পরিত্রাণ পাইবে না। হে মাধব! বজ্রধারী দেবরাজ স্বয়ং সমরে আসিয়া যদি উহার সহায়তা করেন, তথাপি তাবৎ লোকে উহাকে হত হইতে দেখিবে।" বাসুদেব কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মায়াবি দুর্য্যোধনের এই মায়াকে মায়া-দ্বারা বিনাশ করুন, মায়াবীকে মায়া-দ্বারাই বধ করিতে হয়, ইহা যথার্থ কথা। আপনি বহুবিধ প্রতীকার উপায়-দ্বারা জলমধ্যে মায়া প্রয়োগ-পূর্ব্বক মায়াবি সুযোধনকে সংহার করুন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া ও ইন্দ্রজাল-প্রভৃতি উপায়-দ্বারা ইন্দ্র, দৈত্য ও দানবগণকে নিধন করিয়াছেন; মহাত্মা বামনদেবও ঐরূপ উপায়-দ্বারা বলিরাজকে বদ্ধ করিতে পারগ হইয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নামক মহাসুর-দ্বয় কেবল ক্রিয়ার উপায়-দ্বারা নিহত হইয়াছিল। এইরূপ

বৃত্রাসুরও যে, ক্রিয়া-দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুলস্ত্য-বংশীয় রাবণনামা রাক্ষস সপরিবারে রামের ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছিল, অতএব মহারাজ! আপনিও তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ করুন। পুরাকালে ক্রিয়াকৌশল-দ্বারা মহাবল বিপ্রচিত্ত ও তারক নামক মহাসুর নিহত হইয়াছিল, এইরূপে ইল্লল, বাতাপি, ত্রিশিরা, সুন্দ, উপসুন্দ-প্রভৃতি দৈত্যেরা কেবল ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছে। ক্রিয়োপায়বলে দেবরাজ স্বর্গলোকে আধিপত্য করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্রিয়াই বলবতী তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই বলবৎ নহে। দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও অনেকানেক মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালেরাও ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছে, সুতরাং আপনি সেইরূপ আচরণ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সংশিতব্রত কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির, বাসুদেব-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হাস্য করত জলমধ্যবর্ত্তি আপনকার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “হে সুযোধন! তুমি জলাশয়ে বাস করিবার জন্য কেন এরূপ উদ্যোগ করিয়াছ? তুমি সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল ও নিজবংশ ধ্বংস করিয়া পরিশেষে আপন জীবন-রক্ষার মানসে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে? হে নরেশ্বর! সত্বর হইয়া গাত্রোত্থান কর এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। হে নরবর! তোমার সেই দর্প সেই দুর্জ্জয় অভিমান এখন কোথায় গেল, তুমি ভীত হইয়া জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থিত রহিলে? সভামধ্যে সকল লোকে তোমাকে শূর বলিয়া থাকে, সম্প্রতি সলিলে শয়ন করাতে বুঝিলাম তোমার সেই শৌর্য্য ব্যর্থ হইল। রাজন্! গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধ কর, তুমি সদ্বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, বিশেষত কুরুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, অতএব এক্ষণে একবার তোমার কুলমর্য্যাদা স্মরণ করা উচিত। কৌরব-বংশে আপনার জন্ম বলিয়া প্রশংসা করত যুদ্ধ হইতে ভীত হইয়া জল-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক কেন অবস্থান করিতেছ। হে রাজন্! বিনাযুদ্ধে অবস্থান করা সনাতন ধর্ম্ম নহে। সাধুগণের অনাচরিত সমরে পলায়ন নরকের কারণ, তুমি সংগ্রামের পারে উত্তীর্ণ না হইয়া কিজন্য জীবনধারণে কামনা করিয়াছ। এই সমস্ত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, বয়স্য ও বন্ধুবান্ধবদিগকে ঘাতিত করিয়া ও পতিত দেখিয়া তুমি কিরূপে এক্ষণে হ্রদমধ্যে স্থির হইয়া রহিয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি তাবৎলোকের নিকটে যে আপনাকে শূর বলিয়া গর্ব্ব করিতে, সে তোমার মিথ্যা গর্ব্ব, তুমি কখনই শূর নও, শূরব্যক্তিরা প্রাণ থাকিতে কদাপি শত্রুকে দেখিয়া পলায়ন করে না। হে শূর! তুমি যেরূপ ধৈর্য্য-দ্বারা সমর পরিত্যাগ করিলে তাহা বল, এবং গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আত্মভয় পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। হে সুযোধন! সহোদর ও সৈন্যসমুদয়কে ঘাতিত করিয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মকামনায় এক্ষণে ত্বাদৃশ ব্যক্তির নিজ জীবন রক্ষণে প্রয়াস করা উচিত নহে। তুমি যে পূর্ব্বে কর্ণ ও সুবলসুত শকুনিকে আশ্রয় করিয়া মোহবশত আপনাকে অজর অমর জ্ঞান করত জানিতে পার নাই, সেই সুমহৎ পাপভোগ করিয়া সম্প্রতি যুদ্ধ কর। ত্বাদৃশ ব্যক্তি, মোহবশত কেন পলায়ন করিতে অভিলাষী হয়। হে সুযোধন! তোমার সেই পৌরুষ, সেই অভিমান, সেই বিক্রম, সেই সুমহৎ বজ্রের ন্যায় গর্জ্জিত এবং সেই কৃতাস্ত্রতা কোথায় গেল? তুমি জলাশয়ে শয়ন করিলে? হে ভারত! এখন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর, তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে থাক, অথবা আমাদিগ-কর্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন কর। বিধাতা তোমার নিমিত্ত এই পরম ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব মহারাজ! তুমি তাহা যথার্থরূপে প্রতিপালন কর, রাজা হও।”

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন আপনকার পুত্রকে এবম্বিধ বাক্য বলিলে, তিনি সলিল-

মধ্যে থাকিয়াই এইরূপ উত্তর করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন, "মহারাজ! প্রাণিমাত্রেরই অন্তঃকরণে যে ভয় প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে, আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি নাই। আমি রথহীন এবং তূণ বিহীন হইলাম, আমার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি নিহত হইল, সুতরাং আমি সমর-মধ্যে একাকী ও নিঃসহায় হইয়া আশ্বাস কামনা করিলাম, হে মহারাজ! আমি প্রাণের জন্য কি ভয়বশত অথবা বিষাদ-হেতু এই জলে প্রবিষ্ট হই নাই, কেবল শ্রম বশত এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে কুন্তী-কুমার! সম্প্রতি তুমি আশ্বাসিত হও এবং তোমার অনুগত জনেরাও আশ্বাস লাভ করুক্, আমি উত্থিত হইয়া তোমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুযোধন! আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি এবং বহুক্ষণ তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি, অতএব এক্ষণে তুমি উত্থান কর এবং এই স্থানেই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি সমরে আমাদিগকে নিহত করিয়া সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর, অথবা সমরে আমাদিগ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে জনেশ্বর! আমি যে সমস্ত কৌরবদিগের নিমিত্তে রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিব, আমার সেই সকল সহোদরেরা নিহত হইয়াছে। পৃথিবী রত্নহীনা ও হতক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণা হইয়াছে, অতএব আমি আর বিধবা যোষিতের ন্যায় ঈদৃশী মহীকে ভোগ করিতে উৎসাহ করি না। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! অদ্যাপি আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া তোমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু, এক্ষণে যে আর যুদ্ধে কোন প্রয়োজন আছে ইহা আমার বোধ হয় না। দ্রোণ ও কর্ণ নিহত এবং পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যাগত হওয়ায় এই শূন্যপ্রায় পৃথিবী সম্প্রতি তোমারই হউক। তাদৃশ সুহৃৎ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত করিয়া সহায়হীন হইয়া কোন্ রাজা রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা করে? তোমরা রাজ্য হরণ করিলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকে? আমি অজিন বসন পরিধান করিয়া বন গমন করিব, আমার আত্মীয় স্বজনগণ হত হওয়াতে রাজ্যভোগে কিছুমাত্র রতি নাই। এই পৃথিবীতে অনেকানেক বন্ধুবান্ধব ও তুরঙ্গ মাতঙ্গ সকল হত হইল, এক্ষণে এই পৃথিবী তোমার, তুমি বিজ্বর হইয়া ইহাকে ভোগ কর। অদ্য আমি মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বনেই গমন করিব, সহায়হীন হওয়ায় আমার জীবনে আর স্পৃহা নাই। হে রাজেন্দ্র! যাও, এক্ষণে তুমি এই যোধহীন রত্নবিহীন খনিবপ্র-সমন্বিত নিরীশ্বরা বসুন্ধরা যথাসুখে ভোগ কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির এই সমস্ত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যস্থ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "হে সুযোধন! তুমি আর্ত্তব্যক্তির প্রলাপোক্তির ন্যায় জলস্থ হইয়া কথা কহিও না, পক্ষীর ধ্বনির মত এই সকল কথা আমার মনে সংলগ্ন হইতেছে না। যদিও তুমি দান করিতে সমর্থ হও, তথাপি আমি তোমার দত্ত অবনী শাসন করিতে কামনা করি না। তোমার দত্ত এই মহীকে আমি অধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ করিব না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্মরূপে উক্ত হয় নাই। আমি তোমার দত্ত সমস্ত অবনীমণ্ডল লাভ করিতে অভিলাষী নহি, আমি তোমাকে যুদ্ধে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া এই বসুধারাজ্য ভোগ করিব। আর তুমি স্বয়ং অনীশ্বর হইয়া কি প্রকারেই বা পৃথিবী দানে ইচ্ছা করিতেছ? যখন আমরা কুলের বিনাশ-শান্তি জন্য ধর্ম্মত এই পৃথিবী প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কেন ইহা দান কর নাই। প্রথমত মহাবল বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণে তাহা দান করিতে অভিলাষী হইয়াছ এ তোমার কিরূপ চিত্তবিভ্রম। হে কৌরবনন্দন! অদ্য মহী দান করিতে তোমার প্রভুত্ব নাই, যেহেতু অভিযুক্ত

হইয়া কোন্ রাজা মেদিনী দান করিতে কামনা করিয়া থাকে? আর যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বল-পূর্ব্বক যাহাদিগকে ছেদন করিতে ইচ্ছু ছিল, সে এক্ষণে কি প্রকারে তাহাদিগকেই রাজ্য দান করিতে অভিলাষ করে? এক্ষণে তুমি আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া এই পৃথিবী পালন কর। হে নৃপবর! সূচীর অগ্রভাগ-দ্বারা যে ভূমি আচ্ছাদিত হয়, তাবন্মাত্র দান করিতে তুমি পূর্ব্বে স্বীকার কর নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সমুদয় ভূমণ্ডল প্রদান করিবে? তুমিই পূর্ব্বে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি ত্যাগ কর নাই, এক্ষণে সমুদয় ক্ষিতিমণ্ডল কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতেছ। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী শাসন করত কোন্ মূঢ়ব্যক্তি শত্রুকে বসুন্ধরা দান করিতে উদ্যুক্ত হয়। হে সুযোধন! তুমি কেবল মূর্খতা-বশত বিমূঢ় হইয়া এই সমুদয় বুঝিতে পার নাই। এক্ষণে পৃথিবী প্রদান করিতে কামনা করিয়াও জীবিত হইতে বিমুক্ত হইবে। যাহা হউক, সম্প্রতি তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই অখণ্ড-ভূমণ্ডল শাসন কর, অথবা আমাদিগের-দ্বারা নিহত হইয়া পরম মনোহর লোকসকলে বাস করিতে গমন কর। হে রাজন্! তোমার জীবন আমাতে এবং আমার জীবন তোমাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে এবং আমাদিগের বিজয় বিষয়ে তাবৎলোকেরই মনোমধ্যে সংশয় হইবে। হে দুষ্প্রাজ্ঞ! সম্প্রতি তোমার জীবিত আমাতে স্থিতি করিতেছে, আমি অনায়াসে জীবিত থাকিব, কিন্তু, তুমি কোন প্রকারেই জীবিত থাকিতে পারিবে না। তুমি আমাদিগকে অগ্নিদাহে দগ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলে, সর্পবিষ ভক্ষণ করাইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করাইতেও ত্রুটি কর নাই। তুমি রাজ্য হরণ করত আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলে, অপ্রিয়-গণের দুর্ব্বাক্য-দ্বারা ও দ্রৌপদীকে আকর্ষণ-দ্বারা নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলে? হে পাপাত্মন্! এই সমস্ত কারণ-বশত তুমি জীবিত থাকিতে পারিবে না। সম্প্রতি উত্থিত হও, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয় হইবে।”

হে মহারাজ! সেই স্থানে পাণ্ডবপক্ষীয় সেই সমস্ত বিজয়ি বীরগণ এইরূপ বিবিধ বাক্য পুনঃপুন কহিতে লাগিল।

দুর্য্যোধনভৎর্সনে একত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩১॥
হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ গদাযুদ্ধ পর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন স্বভাবত মন্যুমান্ অতএব তৎকালে শত্রু-তাপন সেই বীর বিপক্ষদিগের এরূপ তর্জ্জন শুনিয়া কি প্রকার হইল? পূর্ব্বে সে কখন কাহারও তর্জ্জন শ্রবণ করে নাই। রাজভাবে সর্ব্বলোকের নিকটেই মান্য হইয়াছিল, যাহার ছত্রের ছায়া প্রভাকরের স্বীয় প্রভা-সদৃশী, সে অভিমান বশত কি প্রকারে এই সমস্ত খেদহেতু বাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! তুমিত দেখিতেছ, যাহার প্রসাদে এই ম্লেচ্ছ ও বন্যজন সহ সমস্ত পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সে পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক তর্জ্জ্যমান বিশেষত নিজভৃত্যবর্গ-বিহীন ও নিতান্ত নির্জ্জনে বিপক্ষগণে আবৃত থাকিয়া বারম্বার তাহাদিগের এই সমস্ত জয়যুক্ত কটু বাক্য শ্রবণে পাণ্ডবগণকে কি বলিল? হে সঞ্জয়! তাহাই তুমি আমার নিকট প্রকাশ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন জলমধ্যে থাকিয়া যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের তর্জ্জন গর্জ্জন এবং কটু-বাক্য সকল শ্রবণে তৎকালে বিষমস্থ হইয়া পড়িলেন, কি করেন, সলিলে থাকিয়াই পুনঃপুন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরিশেষে সলিলান্তর্গত থাকিয়াই যুদ্ধার্থ মনোনিবেশ করিলেন এবং কর-দ্বয় কম্পন করত ধর্ম্মরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন,

হে পাণ্ডবগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে নিজসুহৃদ্বন্ধু ও রথবাহনে পরিবৃত আছ, আর আমি একাকী, তাহাতে বিরথ ও হতবাহন হইয়া অতিশয় দুঃখিত রহিয়াছি, তুমি অনেকানেক অস্ত্রধারি রথিগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছ, আমি একাকী ও অস্ত্রহীন অতএব পদাতি হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে উৎসাহবান্ হই। হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে একে একে আমার সহিত যুদ্ধ কর, সংগ্রামে একের সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা ন্যায়ানুগত নহে। বিশেষত আমি কবচ-বিহীন, শ্রান্ত ও আপদ্গ্রস্থ হইয়াছি, আর আমার সর্ব্ব-শরীর অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত, সৈন্য ও বাহন সকল নিতান্ত শ্রান্ত হইআছে। আমি তোমা হইতে কি বৃকোদর, কি ধনঞ্জয়, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চাল সকল, কি নকুল, সহদেব, কি যুযুধান, কি তোমার অন্যান্য সৈনিকগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করি না, আমি একাকী ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে তোমাদিগের তাবৎকে নিবারিত করিয়া রাখিতে পারি। হে নরাধিপ! সাধু-মনুষ্যগণের কীর্ত্তিধর্ম্মমূলা হইয়া থাকে, অতএব আমি এক্ষণে সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি প্রতিপালন-পূর্ব্বক এইরূপ কহিতেছি। যেমন সম্বৎসর, অনুক্রমে হেমন্তাদি তাবৎ ঋতুকে জয় করিয়া থাকে, তেমনি আমি উত্থিত হইয়া তোমাদিগের তাবতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ করিব। নিশাবসানে ভগবান্ সূর্য্য যেমন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা নক্ষত্রনিকরকে নষ্ট করেন, তেমনি সম্প্রতি আমি রথহীন ও অস্ত্রবিহীন থাকিয়াও অশ্বরথ-সমন্বিত তোমাদিগের সকলকে নিজ তেজোরাশি-দ্বারা বিনাশ করিব, অতএব হে পাণ্ডবগণ! স্থির হও, অদ্য আমি যশস্বি ক্ষত্রিয়গণের নিকটে অঋণী হইব। অদ্য ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকে নিহত করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবীর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, মদ্রাধিপতি শল্য, ভূরিশ্রবা, সুবলসন্তান শকুনি এবং পুত্র, মিত্র, সুহৃদ্বন্ধু ও সহোদর সকলের ঋণ পরিশোধ করিব।” হে মহারাজ! নরাধিপ দুর্য্যোধন এতাবৎ কথা কহিয়া বিরত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহাবাহো সুযোধন! ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জ্ঞানবান্ হইতেছ এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার বুদ্ধিবৃত্তি যুদ্ধার্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাগ্যক্রমে তুমি শূর হইয়া সমর করিতে উৎসুক হইয়াছ, যেহেতু তুমি একাকী আমাদিগের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছ; একাকী একের সহিত মিলিত হইয়াই যুদ্ধ করা যদি তোমার সম্মত হইল, তবে তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমরা সকলে তোমার যুদ্ধে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান রহিলাম। হে বীর! যাহা তোমার অভিলষিত, পুনরায় আমি তাহাই দান করিতেছি, তুমি আমাদিগের এক জনকে হত করিয়া রাজা হও, অথবা স্বয়ং আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর।”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে মহারাজ! এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই যদি স্থির হইল, তবে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে কোন বীরকে প্রদান কর, এবং সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে গদাই আমার অভিমত, অতএব তাহাই আমি ধারণ করিয়াছি। তোমাদিগের মধ্যে যে আমাকে হত করিতে সমর্থ হইবে এরূপ বোধ কর, সেই ব্যক্তিই সমরস্থলে পদাতি হইয়া গদা-দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক্। পদে পদে বিচিত্র রথযুদ্ধসকল হইয়াগিয়াছে, অদ্য এই এক প্রকার সুমহৎ অদ্ভুত গদা-যুদ্ধ হউক। মানবগণ মধ্যে মধ্যে যেমন খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে, তেমনি তোমার অভিমতানুসারে যুদ্ধের ও বিপর্য্যাস হউক।

হে মহাবাহো! অদ্য পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও তোমার আর আর যে সমস্ত সৈনিক আছে, তাহাদিগের ও তোমার সহোদরদিগের সহিত এককালে গদাযুদ্ধে তোমাকে আমি পরাজিত করিব। হে যুধিষ্ঠির!

এবিষয়ে দেবরাজ হইতেও আমি ভয় করি না। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে গান্ধারীনন্দন সুযোধন! গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তুমি বলবান্ অতএব একাকী একের সহিত সঙ্গত হইয়া গদা লইয়া আমার সহিত সমর করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি পুরুষের কার্য্য কর, সমাহিত হইয়া সংগ্রাম কর, অদ্য যদি ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তোমার আশ্রয় হয়েন, তথাপি তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সলিল মধ্যে অবস্থিত আপনার পুত্র সেই নরবর বারম্বার বিপক্ষবাক্য-রূপকশা-দ্বারা ব্যথিত হইয়া গর্ত্তস্থিত মহানাগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে অশক্ত হয়, তেমনি এই সমস্ত বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই বীর তৎক্ষণাৎ অতি বেগে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ করিয়া কাঞ্চন-নির্ম্মিত অঙ্গদ-বিভূষিতা শৈলসারময়ী এক গুর্ব্বী গদা ধারণ-পূর্ব্বক নাগেন্দ্রের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। আপনার সেই সন্তান, স্তম্ভিত তোয়রাশি ভেদ করিয়া লৌহময়ী গদা স্কন্ধে ধারণ-পূর্ব্বক প্রতপনকারী তপনের ন্যায় উত্থিত হইলেন। আপনার সেই মহাবল বুদ্ধিমান-তনয় কণক-পরিষ্কৃত শীকদেশীয় লৌহ-নির্ম্মিত গুরুতর গদা ধারণ করিয়া তৎকালে প্রতাপশালী তপনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজাগণের প্রতি সম্যক্ ক্রুদ্ধ শূলপাণির ন্যায় অবস্থিত সশৃঙ্গশৈলসম সেই গদাহস্ত শত্রুদমন মহাবাহু দুর্য্যোধনকে সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া সকলেই দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় জ্ঞান করিল। পাঞ্চাল সকল আপনার সেই লোকনাথ পুত্রকে বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং শূলহস্ত হরের ন্যায় দর্শন করিল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট হইল এবং তাহারা সকলেই করতালি প্রদান করিতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাহা উপহাস জ্ঞান করিয়া ক্রুদ্ধ এবং পাণ্ডবগণকে যেন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া নয়নদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক ত্রিশিখা-সমন্বিত ভ্রূকুটী বিস্তার ও ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কেশবসহ পাণ্ডবগণকে কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সকলে এই উপহাসের ফল অবশ্য ভোগ করিবে এবং সদ্যই পাঞ্চালগণের সহিত হত হইয়া যমনিলয়ে গমন করিবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র সেই রুধির-মিশ্রিত জলরাশি-মধ্য হইতে উত্থিত ও গদা-হস্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই শোণিতাক্ত-পুরুষের সলিল-সমুক্ষিত শরীর তৎকালে স্যন্দনশীল শৈলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা সেই বীরকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া উদ্যত-হস্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্ত-কিঙ্করের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। অনন্তর, মেঘসম গর্জ্জনকারী সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন হর্ষ-বশত নর্দ্দনশীল বৃষভের ন্যায়, নিনাদ করত সমরস্থলে গদা-দ্বারাই পার্থগণকে আহ্বান করিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে একে একে আমার নিকটে আইস, রণস্থলে এক বীরকে অনেকের সহিত যুদ্ধ করান ন্যায়ানুগত নহে। আমি বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, বিশেষত বহুক্ষণ জল-মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব-শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, বাহন এবং সৈনিক সকল হত হইয়াছে, তথাপি আমি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিহীন এবং বর্ম্ম ও শস্ত্র বর্জ্জিত হইয়া একাকী সংগ্রাম করি, আকাশে দেবতারা দর্শন করুন। আমি তোমাদিগের সকলের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব, ইহা যুক্তিযুক্তই হউক বা অযুক্তই হউক তুমিই বিলক্ষণরূপে জানিতেছ।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুযোধন! যখন বহু মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এইরূপ জ্ঞান হয় নাই কেন? ক্ষত্রধর্ম্ম অতিশয় ক্রূর, নিরপেক্ষ এবং নিতান্ত নির্ঘৃণ, অন্যথা তাদৃশাবস্থ অভিমন্যুকে অনেকে কেন নি-

হত করিলে, তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ, শূর ও ন্যায়-যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। কথিত আছে যে, 'যাহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করে, তাহাদিগের ইন্দ্রলোকে গতি হয়' যদ্যপি 'বহু লোকে এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে না' ইহাই তোমাদিগের ধর্ম্ম হইল, তবে তোমার অভিমতানুসারে অনেক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে কেন নিহত করিল? প্রাণিগণ মহাকষ্টে পতিত হইলেই ধর্ম্ম দর্শন করিয়া থাকে, আর পদস্থ থাকিলে পরলোকের দ্বার আচ্ছাদিত জ্ঞান করে। হে ভারত! হে বীর! এক্ষণে কবচ পরিধান ও কেশ বন্ধন কর, তোমার আর যেকোন অভাব আছে তাহাও গ্রহণ কর। হে বীর! আমি পুনরায় তোমাকে আরও এই এক অভিলষিত বিষয় প্রদান করিতেছি যে, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে হত করিয়া তুমি রাজা হও, অথবা তৎকর্ত্তৃক হত হইয়া স্বর্গলোক লাভ কর। হে বীর! এই যুদ্ধে তোমার প্রাণদান ব্যতীত আর কি প্রিয়-কার্য্য করিব।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কাঞ্চনময় কবচ এবং সুবর্ণ-পরিছৃত বিচিত্র এক শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে আপনার পুত্র শুভ সুবর্ণ বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া স্বর্ণ-শৈলের ন্যায় শোভিত হইলেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সমরের সম্মুখে বদ্ধকবচ, সগদ ও সুসজ্জ হইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ সকল! তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ব্যক্তি গদা-দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক। সহদেব, ভীম, নকুল, ধনঞ্জয়, অথবা তোমারই সহিত অদ্য গদাযুদ্ধ করিব, আমি সমরাঙ্গনে সংগ্রাম করিয়া অবশ্যই জয়ী হইব, হে নরবর! অদ্য আমি এই হেমপট্টনিবদ্ধ গদা-দ্বারা সুদুর্গম বৈরের অন্তে উত্তীর্ণ হইব। আমি বিবেচনা করি, গদাযুদ্ধে আমার সদৃশ আর কেহই নাই, অতএব তোমাদিগের মধ্যে সমাগত সকলকেই গদা-দ্বারা নিহত করিব। 'আমার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ নহে' এরূপ গর্ব্বোদ্ধত বাক্য আপন মুখে ব্যক্ত করা যদিও যুক্তিসিদ্ধ নহে, তথাপি তোমাদিগের সম্মুখে ইহাই সফল করিব। এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই এই বাক্য সত্য বা মিথ্যা হইবে, যাহা হউক, অদ্য আমার সহিত যে, যুদ্ধ করিবে এক্ষণে সে, গদা গ্রহণ করুক্।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন সংবাদে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়। ৩২।

অধ্যায়। ৩৩।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন বারম্বার এই প্রকার গর্জ্জন করিতে থাকিলে বাসুদেব ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন যে, হে ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি এই দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনাকে অথবা অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে প্রার্থনা করে, তবেইত অনর্থ ঘটিবে, আপনার এ কি প্রকার সাহস যে, 'তুমি এক জনকে নিহত করিয়া কুরুগণ মধ্যে রাজা হও' আপনি এরূপ কথা বলিলেন! দুর্য্যোধন ভীমসেনের জিঘাংসার্থ এই ত্রয়োদশবর্ষ-কাল কেবল এক লৌহময় পুরুষে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছিল। অতএব আমাদিগের-দ্বারা যে, কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে নৃপবর! আপনি কেবল কারুণ্য-বশত এ প্রকার সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথানন্দন বৃকোদর ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই সমরে প্রতিযোদ্ধা দেখিতেছি না, কিন্তু তিনিও গদাযুদ্ধ বিশেষরূপে অভ্যাস করেন নাই। পূর্ব্বে শকুনি ও আপনার যেরূপ বিষম দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছিল, মহারাজ! এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ বিষম ক্রীড়া আরম্ভ হইল। মহারাজ! ভীমসেন বলবান্ এবং দুর্য্যোধন কৃতী ও সামর্থ্য-শালী, কিন্তু বলবান্ ও কৃতীর মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই বিশিষ্ট। এক্ষণে আমাদিগের সেই শত্রুকে আপনি সমপথে নিবেশিত করিয়া আপনাকে বিষম

পথে স্থাপিত করিলেন, অতএব আমরা সঙ্কটে পতিত হইলাম; এমন লোক কে আছে যে একাকী সমুদয় শত্রুকে জয় করিয়া উপস্থিত রাজ্য হারাইয়া বসে, আমি লোক-সমাজে তাদৃশ মনুষ্য দেখিতেছি না যে, রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারে, অন্য কথা দূরে থাকুক্, দুর্য্যোধন গদাহস্ত হইলে অমরগণেও তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। আপনি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, সহদেব, কেহই ন্যায়যুদ্ধ অনুসারে সেই কৃতী সুযোধনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব মহারাজ! আপনি এই শত্রুকে গদাযুদ্ধ করিতে কেন আহ্বান করিলেন এবং 'আমাদিগের এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়া রাজা হও' এ কথাইবা কেন বলিলেন? বৃকোদরও যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতেও আমাদিগের সংশয় আছে, যেহেতু এই মহাবল সুযোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারি-গণের মধ্যে বিলক্ষণ কৃতী। 'আমাদিগের এক জনকে নিহত করিয়া পুনরায় তুমি রাজা হও' আপনি যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝিলাম পাণ্ডুরাজের ও কুন্তীর সন্তানেরা কোন কালেই রাজ্য ভোগ করিতে পারিল না, বিধাতা কেবল ইহাদিগকে চিরকালই বনবাস ও ভিক্ষা করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন।

ভীমসেন কহিলেন, হে যদুনন্দন মধুসূদন! তুমি বিষণ্ণ হইও না, অদ্য আমি নিতান্ত দুর্গম বৈর-সাগরের পারে গমন করিব, সমরে সুযোধনকে সংহার করিব, সংশয় নাই। হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মরাজেরই নিশ্চয় বিজয় দেখিতেছি। হে মাধব! আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদাপেক্ষা অর্দ্ধাধিকগুণে গুরুতর, তাহার গদা কদাচ এরূপ নহে, অতএব তুমি ব্যথিত হইও না, আমি এই গদা-দ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহবান্ হইতেছি, তোমরা সকলে আমার এই যুদ্ধে দর্শক হও। হে কৃষ্ণ! আমি নানা শস্ত্রধর অমরগণ সহ ত্রিলোকীর লোকের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ, দুর্য্যোধন ত অতি সামান্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন এইরূপ কহিতে থাকিলে বাসুদেব তাঁহার বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করত বলিলেন, হে মহাবাহো! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে আশ্রয় করত বিপক্ষ-বিহীন হইয়া নিজ প্রদীপ্ত শ্রী প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। তুমি এই মহারণে ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় সন্তান-গণকে সংহার করিয়াছ, অনেকানেক রাজা ও রাজ-পুত্র এবং নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, হে পাণ্ডু-নন্দন! কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য গান্ধার ও কৌরবগণ তোমারই মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সসাগরা ধরা প্রদান কর। পুরাকালে বিষ্ণু যেমন দানব-দলন করিয়া দেবরাজকে স্বর্গপুরী প্রদান করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ কর। পাপ দুর্য্যোধন সমরে তোমার সন্নিহিত হইলেই বিনষ্ট হইবে। তুমি উহার উরুদ্বয় ভঙ্গ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। হে পার্থ! দুর্য্যোধন অতি বলবান্, কৃতী এবং নিয়ত যুদ্ধশৌণ্ড, অতএব অতি যত্নের সহিত তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে।

হে মহারাজ! অনন্তর, ধর্ম্মরাজ-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ সকলেই ভীমসেনের সেই কথার প্রশংসা করিলেন। ভীমবল ভীমসেন তখন ভাস্করের ন্যায় তপনশীল ও সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য আমি পাপ দুর্য্যোধনের সহিত সমরস্থলে সঙ্গত হইয়া সংগ্রাম করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছি সে নরাধম কখনই আমাকে রণে জয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন খাণ্ডববনে অগ্নিকে যে প্রকার মুক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য আমি সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধনের উপর আমার হৃদয়ের চিরনিহিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! আপনার হৃদয়-মধ্যে বহুকাল যে শল্য গাঢ়বিদ্ধ হইয়া আছে, অদ্য আমি

গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিব, অদ্য আপনি সুখী হউন। হে নিষ্পাপ! অদ্য আপনাকে কীর্ত্তিময়ীমালা পরিধান করাইব। অদ্য দুর্য্যোধন সাম্রাজ্য-সম্পত্তি ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্য আমা-কর্ত্তৃক আপন পুত্রকে নিহত শুনিয়া শকুনির বুদ্ধি-জন্য অশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিবেন।" বীর্য্যবান্ ভীমসেন এই কথা কহিয়া গদা উদ্যত করত দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার অতি বীর্য্যবান্ পুত্র সেই আহ্বান অসহ্য জ্ঞান করত মত্ত মাতঙ্গ যেমন অপর দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তেমনি ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আপনার পুত্র গদাহস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে শৃঙ্গবান্ কৈলাস-শৈলের ন্যায় দর্শন করিল। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে যূথহীন মাতঙ্গের ন্যায় একাকী দেখিয়া পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন দুর্য্যোধনের মনে না সম্ভ্রম, না ভয়, না গ্লানি, না ব্যথা কিছুই হইল না, তিনি কেবল সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া কৈলাস-শৈলের সমান দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি আমাদিগের প্রতি যাহা আচরণ করিয়াছিলে এবং বারণাবতে যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল দুষ্কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। হে দুষ্টাত্মন্! রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে যে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, শকুনির পরামর্শ অনুসারে পাশক্রীড়াতে যে ধর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং নিরপরাধে পাণ্ডবগণের প্রতি অন্যান্য যে সমস্ত পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল পাপের সুমহৎ ফল প্রত্যক্ষ কর। আমাদিগের সকলের পিতামহ মহাযশস্বী ভরত-কুল-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব তোমার জন্য নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, আচার্য্য দ্রোণ, কর্ণ ও প্রতাপশালী শল্য তোমারই জন্য নিহত হইয়াছেন এবং এই সমস্ত বৈরের আদিকর্ত্তা শকুনি তোমারই জন্য সমরে নিহত হইয়াছে, তোমার মহাবীর সহোদর ও পুত্র সকল সৈনিকগণের সহিত হত হইয়াছে, সমরে অপরাঙ্মুখ সমস্ত নৃপতিগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদীর ক্লেশকারী পাপাচার প্রাতিকামীও নিহত হইয়াছে, কুলধ্বংশ-কারী নরাধম একমাত্র তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ, অদ্য আমি এই যুদ্ধে তোমাকেও গদাঘাতে নিপাতিত করিব সন্দেহ নাই। হে নৃপ! অদ্য আমি সমরে তোমার সমুদয় দর্প, বিপুল রাজ্যাশা এবং পাণ্ডবগণের প্রতি যে সমস্ত দুষ্কৃত করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিব।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে বৃকোদর! বহুতর আত্মশ্লাঘায় প্রয়োজন কি? অদ্য আমার সহিত সংগ্রাম কর, এক্ষণেই আমি তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা বিদূরিত করিব। রে পাপ! আমি হিমালয়ের শিখর-সদৃশ মহতী গদা ধারণ করিয়া গদাযুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছি, তাহা কি তুমি দেখিতে পাও নাই। আমি গদা-ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে কোন্ শত্রু আমাকে জয় করিতে উৎসাহবান্ হয়? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে হইলে দেবরাজ পুরন্দরও আমার যুদ্ধে অগ্রসর হয়েন না। তুমি আমার পূর্ব্বকার যে দুশ্চেষ্টিত-বিষয় কহিলে তৎসমুদয় তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আমি বল-পূর্ব্বক তোমাদিগকে অরণ্য-বাস করাইয়াছি এবং রূপ পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক পরগৃহে দাসত্ব করাইয়াছি। তোমাদিগেরও বান্ধবগণ হত হইয়াছে, অতএব আমাদের উভয়েরই পরিক্ষয়-তুল্য। সম্প্রতি যদিও আমার সমরে পতন হয়, তাহাও আমার শ্লাঘ্য, অথবা কালই তাহাতে কারণ। সমরাঙ্গনে ধর্ম্মত আমাকে জয় করে অদ্যাপি একরূপ কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই। তোমরা যদি ছল-দ্বারা আমাকে জয় কর,

তবে অধর্ম্ম্য ও অপ্রশংসনীয় অকীর্ত্তিই নিশ্চয় থাকিবে। তোমরাও পশ্চাত্তাপ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব হে কুন্তীকুমার! তুমি আর শরৎকালীন নির্জ্জল জলধরের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিও না। তোমার শরীরে যত বল আছে, অদ্য এই যুদ্ধে তৎসমুদয়ই প্রকাশ কর।"

হে মহারাজ! বিজয়াভিলাষি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মানবগণ তলশব্দ-দ্বারা সেই মত্তমাতঙ্গসম নৃপতি দুর্য্যোধনকে পুনরায় আনন্দিত করিল। তৎকালে তথায় কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও হয় সকল বারম্বার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবদিগের শস্ত্র-সমস্ত অতিশয় প্রদীপ্ত হইল।

ভীম দুর্য্যোধন বাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমাপ্ত এবং মহানুভাব পাণ্ডবগণ উপবিষ্ট হইলে তালধ্বজ হলায়ুধ রাম, তাঁহার শিষ্য-দ্বয়ের উপস্থিত যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। কেশব সহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীত ও অগ্রসর হইয়া পাদবন্দন-পূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিলেন, এবং পূজা করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে সম্বোধিয়া এই কথা কহিলেন, হে রাম! সম্প্রতি নিজ-শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর, বলদেব পাণ্ডবগণ সহ কৃষ্ণ ও গদাহস্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "দ্বাচত্বারিংশৎ দিবস হইল আমি পুষ্যা-নক্ষত্রে যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছি, সম্প্রতি অদ্য শ্রবণা-নক্ষত্রে এস্থানে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হে মাধব! এক্ষণে শিষ্য-দ্বয়ের গদাযুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।"

হে মহারাজ! বলদেব এই কথা কহিলে দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়েই গদাহস্ত হইয়া যুদ্ধভূমিমধ্যে আগমন করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির হলায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া যথাতথ্যরূপে স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যশস্বি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, বলদেবকে অভিবাদন-পূর্ব্বক পরমপ্রীত-চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নকুল ও সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহাবল বলদেবকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। হে নরনাথ! অনন্তর, বলবান্ ভীমসেন ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া সেইরূপে বলরামকে পূজা করিলেন। এইরূপে নরাধিপগণ সকলেই তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা সম্মান করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! সম্প্রতি আপনি এই যুদ্ধ অবলোকন করুন। নৃপতিগণ মহানুভব রোহিণী-নন্দনকে এইরূপ কহিলে তিনি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সকলকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন নৃপতিগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলে সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অনাময় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হলায়ুধ, মহানুভাব ক্ষত্রিয় সকলকে প্রতিপূজা করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে তাবৎকেই কুশল-সংযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, জনার্দ্দন ও সাত্যকিকে স্নেহসহকারে আলিঙ্গন ও তাঁহাদিগের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দেবেশ ব্রহ্মাকে পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও হর্ষযুক্ত হইয়া সেই গুরুকে যথাবিধানে পূজা করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ধর্ম্মনন্দন, অরিন্দম রোহিণীনন্দনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাম! আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের এই মহাযুদ্ধ অবলোকন করুন।" অনন্তর, মহাবহু শ্রীমান্ কেশবাগ্রজ, মহারথগণ-

কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরমপ্রীত-চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন, সেই শ্বেতকান্তি নীলাম্বর, নৃপমণ্ডলী-মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্রমালাকীর্ণ নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনার পুত্রদ্বয়ের বৈরান্তকর লোমহর্ষণ তুমুল সন্নিপাত আরম্ভ হইল।

বলদেবাগমনে চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৪॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রথমেই প্রভু বলদেব কেশবকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক বৃষ্ণিগণের সহিত গমন-কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন পক্ষেরই সাহায্য করিব না, যেখানে ইচ্ছা গমন করিব," বলদেব এইরূপ বলিয়াই যদি গিয়াছিলেন, তবে যে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন, ইহার কারণ কি? তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! বলদেব তথায় কি জন্য উপস্থিত হইলেন এবং কি প্রকারেই বা যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিলেন, তদ্বিবরণ বিস্তার করিয়া বলুন। আমি জানি, আপনি সমুদয় বিষয় বর্ণন করিতে কুশল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহাবাহো! মহানুভব পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে অবস্থিত হইলে মধুসূদন সন্ধিস্থাপন ও সর্ব্বভূতের হিতের কারণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি হস্তিনাপুরে গমন-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া যে সকল তথ্য ও বিশেষ হিত বাক্য কহিলেন, রাজা তাহা প্রতিপালন করিলেন না। হে মহারাজ! পুরুষসত্তম মহাবাহু কৃষ্ণ তথায় শান্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় বিরাটনগরে আগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি দুর্যোধনের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত, সুতরাং অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, কাল-প্রেরিত কৌরবেরা আমার বাক্য প্রতিপালন করিল না। অতএব হে পাণ্ডব-সকল! তোমরা আমার সহিত এই পুষ্যা-নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হও।" কৃষ্ণের এইরূপ আদেশে সৈন্যগণ বিভক্ত হইলে প্রশান্তচেতা বলিপ্রবর রোহিনী-তনয়, ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন, "মধুসূদন! তুমি কৌরবদিগেরও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিও," কিন্তু, কৃষ্ণ তাঁহার সে কথা রক্ষা করিলেন না। ইহাতে যদুনন্দন হলধর মন্যুপরতন্ত্র হইয়া সরস্বতী-তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর, ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা যাদবগণের সহিত অনুরাধা নক্ষত্রে অরিদমন দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলেন। এদিকে বাসুদেব, যুযুধানের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন করিলেন। শূরবর রোহিণী-নন্দন পুষ্যা-নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মধুসূদন পাণ্ডবগণকে পুরঃসর করিয়া কৌরবদিগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর, রাম পথিমধ্যে গমন করত দূতগণকে কহিলেন, "তীর্থযাত্রার সম্ভার ও সমস্ত উপকরণ দ্রব্য এবং দ্বারকাতে যে সকল অগ্নিহোতৃ যাজক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে আনয়ন কর এবং সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বসন, বাজি, কুঞ্জর, রথ, খরবাহন, উষ্ট্র-শকট ও তীর্থের নিমিত্ত যে পরিচ্ছদ উপযুক্ত হয়, তৎসমুদয় এই সরস্বতীতীর্থে অবিলম্বে আনয়নার্থ শীঘ্র গমন কর, এবং এই সঙ্গে শত শত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণকেও আনয়ন করিও।" মহাবল বলদেব অনুচরগণের প্রতি এই প্রকার আদেশ করিয়া কৌরবগণের সংগ্রাম সময়ে তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন। তিনি সুহৃদ্ ও ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সরস্বতীতীর্থের প্রতিস্রোতে যাইতে লাগিলেন, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও গো খর উষ্ট্রযোজিত যান এবং অনেকানেক অনুচরগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল। হে মহারাজ! তিনি দেশে দেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, শিশু ও বিপুলায়ু বৃদ্ধ যাচকগণের পূজার জন্য বিবিধ দেয়দ্রব্য প্রস্তুত রাখিলেন। হে রাজন্! যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে কামনা করিলেন, অনুচরেরা সেই স্থা-

সেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিয়া দিল। হে নৃপবর! সেই সেই স্থানস্থিত ব্যক্তিগণ বলদেবের শাসন-বশত সেই সময় তথায় চতুর্দ্দিক্ হইতে রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পেয় সামগ্রী সকল আনয়ন করিল এবং সুখাভিলাষি দ্বিজবর্গের সম্মান জন্য মহামূল্য বসন, আস্তরণ ও পর্য্যঙ্ক সকল সুসজ্জিত করিয়া দিল। হে ভারত! যে বিপ্র বা যে ক্ষত্রিয় যেস্থানে যাহা কামনা করেন, সেই স্থানেই তাহা প্রস্তুত ও সুসজ্জিত বিলোকন করেন। ফলত সকলেই যথাসুখে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে বলদেবের অনুচরগণ গমনেচ্ছু জনের জন্য যান, তৃষিতগণের জন্য পানীয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি-সকলের জন্য সুস্বাদ সুখাদ্য দ্রব্য সমুদয় এবং বসনাভরণ-সকল আহরণ করিয়া আনিয়া দিল। হে মহারাজ! তৎকালে যে সকল মানবেরা গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সেই পথ স্বর্গোপম সুখাবহ হইয়াছিল। তাহা নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ, বিপণি ও আপণস্থিত পণ্যদ্রব্য-দ্বারা পরিবৃত, সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্য সমুদয়-সমন্বিত, বিবিধ-তরুনিকর-সংযুত ও নানা রত্নে বিভূষিত হওয়াতে নিয়ত প্রমুদিত হইয়া সকলেরই তাহাতে গমন করিতে ইচ্ছা হইত।

হে মহারাজ! অনন্তর, নিয়মে নিশ্চিত-মতি মহাত্মা যদুপ্রবীর বলদেব, বিবিধ পুণ্যতীর্থ-সমূহে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা-স্বরূপ বহুল বিত্ত ও কাঞ্চনদ্বারা বদ্ধশৃঙ্গ দুগ্ধবতী সবস্ত্রা ও সবৎসা গাভী, নানাবিধ দেশজাত হয়-নিচয়, যান-নিচয় ও দাস সমুদয় দান করিতে লাগিলেন, আর এইরূপ মণি মুক্তা বিদ্রুম রত্ন বিশুদ্ধ সুবর্ণ রজত এবং লৌহময় ও তাম্রময় ভাণ্ড-সকল প্রধান প্রধান দ্বিজগণকে দান করিলেন। হে মহারাজ! সেই অপ্রতিম-প্রভাবশালী উদার-বৃত্তি মহাত্মা এইরূপে সরস্বতীতীর্থসমূহে দ্বিজাতি সকলকে ভূরি ভূরি ধন দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! সারস্বত তীর্থ সকলে কি গুণোৎপত্তি কিরূপে কর্ম্ম নির্ব্বৃতি ও কি প্রকার ফল হয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মজ্ঞবর ভগবন্ ব্রহ্মন্! সমুদয় তীর্থের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আপনি যথাক্রমে বর্ণন করুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তীর্থ সকলের বিবরণ ও গুণোৎপত্তির বিষয় সমুদয় বিস্তারিতক্রমে কহিতেছি, আপনি সেই পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করুন। মহারাজ! প্রথমত যদুপ্রবীর বলদেব ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্গণের সহিত পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, হে নরেন্দ্র! যে স্থানে নক্ষত্র-পতি চন্দ্রমা, যক্ষ্ম-রোগে ক্লিষ্ট হইয়া পরিশেষে শাপ-মুক্ত হইলে পুনরায় নিজ নির্ম্মল-তেজঃপুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় জগন্মণ্ডলকে প্রভাসিত করিয়াছিলেন, সুধাংশু সেই তীর্থ-প্রবরকে প্রভাসিত করায় তদবধি পৃথিবীতে তাহার নাম প্রভাস হয়।

জনমেজয় বলিলেন, হে মহামুনে! ভগবান্ সুধাকর কি প্রকারে যক্ষ্ম-রোগে আক্রান্ত হইলেন, কিরূপে সেই তীর্থ-প্রবরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কি প্রকারেই বা তাহাতে স্নাত হইয়া পুনরায় আপ্যায়িত হইলেন, এই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনি বিস্তার করিয়া আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! দক্ষপ্রজাপতির যে সমস্ত কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তিনি ভগবান্ সুধাংশুকে সেই সমুদয়ের মধ্যে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করেন। শুভকর্ম্মা সোমের সেই সমস্ত পত্নীরা সম্ব্যার্থ নক্ষত্রযোগে নিরতা ছিলেন। যদিও সেই বিশাল নয়না তনয়ারা সকলেই সুরূপ-সৌষ্ঠবে পৃথিবীতলে নিরুপমা ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে রোহিণী নাম্নী দক্ষ-কন্যা নিজ রূপ-সম্পত্তি-দ্বারা তাবতের রূপ-লাবণ্যকে এককালে

তিরস্কৃত করাতে ভগবান্ নিশাকর তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেন। রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা হওয়াতে তিনি সর্ব্বদা তাঁহারই নিকটে বসতি করিতেন, সুতরাং প্রজাপতির অন্য কন্যাগণ অনলস হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে প্রজেশ্বর! সুধাকর আমাদিগের প্রতি অনুকূল না হইয়া নিয়তই রোহিণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়াথাকেন, অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার নিকটে নিয়তাহারে তপস্যাচরণে তৎপরা থাকিয়া বাস করিব। প্রজাপতি দুহিতৃদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি সকল ভার্য্যার প্রতি সমভাবে স্নেহ করিও, তোমার শরীরে যেন মহান্ অধর্ম্ম স্পর্শ না হয়।" প্রজাপতি সুধাংশুকে এইরূপ আদেশ করিয়া পরিশেষে কন্যাগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সকলে শশীর সন্নিধানে গমন কর, তিনি অতঃপর আমার শাসনে তোমাদিগের সকলের প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রকাশ করিবেন। হে মহারাজ! দক্ষ-দুহিতারা পিতার এতাদৃশ আদেশ বচন শ্রবণ করিয়া শীতাংশু-সদনে গমন করিলেন, তথাপি ভগবান্ চন্দ্রমা পুনরায় ক্ষণে ক্ষণে প্রীতি লাভ করত রোহিণীর প্রতি পূর্ব্ববৎ আনুরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দক্ষ-কন্যাগণ পুনর্ব্বার সকলে মিলিত হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, পিতঃ? সুধাকর আপনার কথা শুনিলেন না এবং আমাদিগকেও স্নেহ করিলেন না। সুতরাং আমরা অদ্যাবধি আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার নিকটে বাস করিব। অনন্তর, দক্ষ পুনরায় তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া শশীকে বলিলেন, "হে শশধর! তুমি আপন ভার্য্যাগণের প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রকাশ কর, অন্যথা আমি তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিব।"

ভগবান্ শীত-কিরণ প্রজাপতির সে কথায় অনাদর করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রোহিণীর নিকটেই বসতি করিতে লাগিলেন, ইহাতে প্রজাপতির অন্যান্য কন্যাগণ কুপিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সন্নিধানে গিয়া নত-মস্তকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, পিতঃ! সুধাকর কোনক্রমেই আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ভগবান্ চন্দ্রমা সর্ব্বদাই সমভাবে রোহিণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন, আপনার কথা একবারের জন্যও গণ্য করিলেন না এবং আমাদিগের প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইলেন না। অতএব যাহাতে সুধাকর আমাদিগের প্রতি অনুকূল হয়েন, আপনি তাদৃশ কোন সদুপায় স্থির করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

হে মহারাজ! ভগবান্ প্রজাপতি কন্যাগণের এবম্ভূত সবিষাদ কাতর বচন শ্রবণে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রোষ-বশত শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার জন্য যক্ষ্মরোগের সৃষ্টি করিলেন, যক্ষ্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইবামাত্র শশধরের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। চন্দ্রমা সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন এবং দারুণ রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবিধ যত্ন করিতে প্রস্তুত রহিলেন। হে মহারাজ! নিশাকর নানাবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন তথাপি কোনক্রমেই সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত অহরহ ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। নিশাকর ক্ষীণ হইতে থাকিলে ওষধি-সকল নীরস, নিরাস্বাদ ও নিস্তেজ হইল, সর্ব্ব প্রকার ওষধির ক্ষয়ে সুতরাং জীবগণেরও ক্ষয় ঘটিয়া উঠিল; নিশাকর ক্ষীণ হইলে প্রজাগণও নিতান্ত কৃশ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, দেবগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া শশাঙ্কের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে ওষধীশ! তোমার এরূপ রূপ হইবার কারণ কি, কিরূপেই বা এরূপ সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইল? তৎসমুদয় আমাদিগের নিকটে

প্রকাশ কর, তোমার মুখ হইতে সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমরা ইহার উপায় বিধান করিব।

শশধর তাঁহাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর শাপের কারণ ও আপন যক্ষ্মরোগের বিবরণ সকল ব্যক্ত করিলেন। দেবতারা চন্দ্রের তাদৃশ বিবরণ শ্রবণ-পূর্ব্বক দক্ষ-প্রজাপতির নিকটে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সোমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করুন। চন্দ্রমা নিতান্ত ক্ষীণ হওয়াতে তাঁহার শরীরের কিঞ্চিৎমাত্র শেষ ভাগ লক্ষ্য হইতেছে, তাঁহার ক্ষয়-বশত প্রজা সকলও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; বিবিধ ওষধি, লতা ও বীজ সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাদিগের ক্ষয়াধীন আমাদিগেরও ক্ষয়দশা আরম্ভ হইতেছে; আমরাই যদি না থাকিলাম, তবে জগতে আর কি প্রয়োজন আছে? অতএব হে লোকগুরো! আপনি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া প্রসন্ন হউন। প্রজাপতি দেবগণের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ সকল! আমি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি, এক্ষণে তাহা অন্যথা করিতে আমার সাধ্য নাই, শশধর নিয়ত সকল ভার্য্যাতে সমভাবে প্রীতি প্রকাশ করুন, তাহা হইলে কোন কারণ-দ্বারা শাপ নিবৃত্তি হইতে পারিবে। হে দেবগণ! শশাঙ্ক সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিলে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিষ্ণু হইবেন; কিন্তু, অতঃপর শশধর অর্দ্ধমাস-কাল প্রত্যহ ক্ষয় লাভ করিবেন, আর অর্দ্ধমাস-কাল প্রতি দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবেন, ইহা আমার সত্য বাক্য। তিনি পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সাগর-সঙ্গম তীর্থে গমন করিয়া পরমদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পূর্ব্বের ন্যায় শোভন কান্তি প্রাপ্ত হইবেন।"

হে মহারাজ! প্রজাপতির শাসন-বশত চন্দ্রমা সরস্বতী তীর্থে গমন করিলেন; তিনি প্রথমত সরস্বতীর প্রভাস-নামক প্রথম তীর্থে উপনীত হইলেন এবং অমাবস্যা-তিথিতে তথায় অবগাহন করিয়া লোক-সকলকে প্রভাসিত করিলেন এবং আপন শীতাংশুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! দেবতারাও সুমহৎ প্রভাস-তীর্থে আসিয়া চন্দ্রের সহিত পুনরায় দক্ষপ্রজাপতির অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, ভগবান্ দক্ষ প্রীত হইয়া দেবগণকে বিদায় করিলেন এবং সুধাকরকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, "পুত্র! স্ত্রীগণকে ও বিপ্র সকলকে কদাচ অবমাননা করিও না; যাও, সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমার শাসন প্রতিপালন কর।" মহারাজ! চন্দ্রমা এইরূপে প্রজাপতির নিকট হইতে বিদায় লাভ করিয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন এবং প্রজারাও প্রমুদিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! নিশাকর যে প্রকারে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস-তীর্থ যেরূপে সকল তীর্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদয় আপনার নিকট কহিলাম। হে মহারাজ! শ্রীমান্ শশলক্ষণ তীর্থবর প্রভাসে প্রতি অমাবস্যা দিবসে স্নান করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় অবগাহন করিয়া পরমা প্রভা লাভ করিলেন, এই জন্য সেই তীর্থের নাম প্রভাস বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অনন্তর, বলবান্ বলভদ্র এক তীর্থে গমন করিলেন; লোকে তাহাকে 'চমসোদ্ভেদ' বলিয়া থাকে। কেশবাগ্রজ হলধর তথায় বিধিবৎ স্নান-পূর্ব্বক বিবিধ বিশিষ্ট দ্রব্যজাত দান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলেন। পরে, পর দিবস ত্বরাবান্ হইয়া 'উদপান' নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! সিদ্ধগণ ঐ স্থানে আদ্য-স্বস্ত্যয়ন ও সুমহৎ ফল লাভ করেন এবং ঐ স্থানের ভূমির ও ওষধি সকলের স্নিগ্ধতা জন্য অদর্শন-গত সরস্বতীকে জানিতে পারেন।

চন্দ্রশাপোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বলদেব তথা

হইতে যশস্বি ত্রিত-নামক মুনিসত্তমের নদীগত উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হলধর তথায় স্নানানন্তর ব্রাহ্মণগণকে পূজা-পূর্ব্বক বিবিধ দ্রব্য দান করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সেই স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত মুনি বাস করিতেন, তিনি কূপের মধ্যে বাস করিয়া সোমলতারস পান করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই সহোদর তাঁহাকে কূপ-মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন, বিপ্রবর ত্রিত তাহাতেই সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশম্পাত প্রদান করেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদপান তীর্থ কি প্রকার আর মহাতপা ত্রিত মুনি কিরূপে সহোদর-দ্বয়-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পতিত ছিলেন? তাঁহার ভ্রাতারা কি জন্য তাঁহাকে কূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন? কিপ্রকারে তিনি যাজন করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা সোম পান করিয়াছিলেন? হে দ্বিজবর! এই সমস্ত বৃত্তান্ত যদি শ্রোতব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যসম-তেজঃসম্পন্ন একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক তিন মুনি সহোদর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রজাপতির তুল্য প্রজাবন্ত, সেই ব্রহ্মবাদিগণ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দম নিয়ম ও তপস্যা-দ্বারা সতত ধর্ম্মরত পিতা গৌতম প্রীত হইয়াছিলেন। ভগবান্ গৌতম দীর্ঘকাল তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিয়া পরিশেষে আপনার অনুরূপ স্থানে গমন করিলেন। হে মহারাজ! যে সমস্ত ভূপতিরা উক্ত মহাত্মার যজমান ছিলেন, মুনি স্বর্গ গমন করিলে তাঁহারা তাঁহার পুত্র-ত্রয়কে তদ্রূপ সম্মান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনুষ্ঠান ও অধ্যয়ন-দ্বারা ত্রিত, নিজ পিতার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। পুণ্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মুনি-সমুদয় পূর্ব্বে ত্রিতের পিতাকে যেমন সম্মান করিতেন, সম্প্রতি তাঁহাকে তদ্রূপ সমাদর করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, কোন সময়ে একত ও দ্বিত নামক দুই সহোদর যজ্ঞ ও ধনের জন্য অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তাঁহারা ত্রিতকে লইয়া এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, "সমুদয় যজমানদিগকে অবলম্বন করিয়া মহাফলপ্রদ যজ্ঞ সমাধানন্তে বহুল পশু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক প্রসন্ন-মনে সোম পান করিব" হে মহারাজ! তাঁহারা তিন ভ্রাতায় এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে তাহাই করিলেন। এইরূপে সেই মহর্ষিগণ যজমান সকলের নিকটে গমন-পূর্ব্বক যথা বিধানে যাজনক্রিয়া সমাপনান্তে বহুতর পশু লাভ করিয়া পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অগ্রভাগে ত্রিত অতিহৃষ্টচিত্তে যাইতেছিলেন, আর একত ও দ্বিত পশ্চাৎভাগে পশুপাল পালন করত আসিতেছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর সুমহৎ পশুবৃন্দ সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "ত্রিতকে বঞ্চিত করিয়া এই সকল পশু কিপ্রকারে আমাদিগের দুই জনেরই আয়ত্ত হয়।" হে জনেশ্বর! পাপাত্মা একত ও দ্বিত পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া যাহা কহিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। তাহারা কহিল, "ত্রিত যজ্ঞাদি কার্য্যে কুশল ও বেদনিষ্ঠিত এবং সে অন্যান্য বহুল গোধন লাভ করিতে পারিবে, অতএব আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া গো সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করি; ত্রিত আমাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক।" তাঁহারা রজনী-যোগে যে পথে আসিতেছিলেন, তথায় বৃক-নামক এক বন্যজন্তু থাকিত এবং সরস্বতী নদী-তীরে অতি গভীর এক কূপ ছিল; ত্রিত অগ্রভাগে সেই ভয়াবহ হিংস্রজন্তুকে পথি-মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া তাহার ভয়ে যেমন অপসৃত হইবেন-অমনি সেই সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর মহাঘোর সুগভীর কূপ-মধ্যে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মুনিসত্তম ত্রিত সেই কূপ-মধ্যে লোক-বিখ্যাত পাবন-তীর্থে গমন করিলেন। তথায়

পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহোদর মুনি দ্বয় তাহা শ্রবণ করিল এবং ভ্রাতাকে কূপে পতিত জানিয়াও বৃক-ত্রাস ও ধন-লোভ জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল। মহাতপা ত্রিতমুনি পশু-লুব্ধ সহোদর-দ্বয়-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, নরকে নিমগ্ন দুষ্কৃতীর ন্যায়, সেই উদপান-তীর্থে আপনাকে তৃণ-লতাকীর্ণ পাংশু-সংবৃত নির্জ্জল কূপে পতিত দেখিয়া সোমপান-বিরহে মৃত্যু হইতে ভীত হওত ' আমি এই স্থানে থাকিয়া কিপ্রকারে সোমপান করিব !" মনে মনে ইহাই তর্ক করিতে লাগিলেন। সেই মহাতপা প্রাজ্ঞ মুনি এইরূপ চিন্তা করত কূপ-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে লম্বমানা এক লতা অবলোকন করিলেন। অনন্তর, মুনি কূপস্থ সলিল-রাশিকে পাংশুচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া তৃণাদি-দ্বারা অগ্নি-প্রজ্বালন-পূর্ব্বক আত্মাকে হোতৃ-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মহাতপস্বী মুনি সেই লতাকে সোমলতা কল্পনা করিয়া মনে মনে ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের মন্ত্র সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি প্রস্তর সকলকে শর্করা কল্পনা করিয়া সোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দেবতাগণের আজ্য-ভাগার্থ সলিলকেই আজ্য কল্পনা করিয়া রাখিলেন। পরিশেষে তিনি সোমপান যজ্ঞ সমাধানান্তে তুমুল ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! ত্রিতমুনির সেই বেদধ্বনি সুরলোকে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মবাদিরা যে প্রকার নিয়মানুসারে যাগাদি করিয়া থাকেন, তিনি তাদৃশ নিয়মানুসারে সেই যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন। মহানুভাব ত্রিতমুনির সেই যজ্ঞ তাদৃশ-ভাবে নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে স্বর্গবাসি সুরগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু উদ্বেগের কারণ কাহারও বোধগম্য হইল না। অনন্তর, সুর-পুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়াই সমুদয় দেবতাদিগকে তাহা বিস্তার করিয়া কহিলেন, " হে দেবগণ! মনুষ্য-লোকে ত্রিতমুনি যজ্ঞ করিতেছেন, অতএব চল, আমরা সকলে তথায় গমন করি; যেহেতু সেই মহাতপস্বী ক্রুদ্ধ হইলে অন্য দেবতা-সকলকে সৃষ্টি করিতে পারেন।" দেবগণ আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ-মাত্র, যে স্থানে ত্রিতমুনির যজ্ঞ হইতেছিল, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিলেন। ত্রিত যে কূপে বসতি করিতেছিলেন, সুরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মহাত্মাকে যজ্ঞ-কর্ম্মে দীক্ষিত দেখিলেন। দেবতারা সেই মহাভাগ মহাত্মাকে পরম-শোভায় সুশোভিত দেখিয়া বলিলেন, " আমরা যজ্ঞভাগ প্রাপ্তির আশয়ে আসিয়াছি।" অনন্তর, ত্রিত কহিলেন, " হে দেবগণ! আমি এই ভয়ঙ্কর কূপ-মধ্যে নষ্টচেতার ন্যায় নিমগ্ন রহিয়াছি অবলোকন করুন।" হে মহারাজ! অনন্তর, ত্রিতমুনি দেবতাগণকে যথা-বিধানে মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক যজ্ঞভাগ সকল প্রদান করিলেন, তাঁহারা তৎকালে তাহা লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর, দেবতারা যথা-বিধানে প্রাপ্য ভাগ সকল প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনি দেব-গণের নিকটে এই বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, " হে সুরগণ! এক্ষণে আমাকে এই স্থান হইতে পরিত্রাণ করুন, আর পরিণামে যে ব্যক্তি এই কূপের জল স্পর্শ করিবে, সে যেন সোমপায়ীর গতি প্রাপ্ত হয়।" হে মহারাজ! মুনি এই বর প্রার্থনা করিবা-মাত্র সরস্বতী তরঙ্গবতী হইয়া উদ্গত হইলেন, ত্রিতমুনি তৎক্ষণাৎ তৎকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া সুর-গণকে পূজা করত সমুত্থিত হইলেন। দেবতারা " তথাস্তু " বলিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; ত্রিতও পরম প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তৎকালে ক্রুদ্ধ হইয়া সহোদর ঋষি-দ্বয়কে নিষ্ঠুর-বাক্যে তিরস্কার করিয়া এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, " তোমরা যেহেতু পশুর লোভে আমাকে পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলে, তজ্জন্য সেই পাপকর্ম্ম-হেতু আমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া

বৃকাকার অতিভয়ঙ্কর দংষ্ট্রি জন্তু হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে এবং গোলাঙ্গুল, ভল্লুক, বানর-প্রভৃতি পশু সমস্ত তোমাদিগের সন্তান হইবে।" হে মহারাজ! ত্রিতমুনি এইরূপ কহিলে পর ক্ষণকাল-মধ্যেই সেই সত্যবাদীর বচনানুসারে তাহারা তদ্রূপই দৃষ্ট হইল।

অমিতবিক্রম বলদেব সেই তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা-পূর্ব্বক বিবিধ দেয়-দ্রব্যজাত দান করত নদীগত উদপান তীর্থ দর্শন করিয়া বারম্বার তাহার প্রশংসা করত অদীনভাবে পুনরায় তিনি বিনশন তীর্থে উপনীত হইলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় তীর্থ কথনে ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, বলদেব বিনশন-তীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে শূদ্র ও আভীর জাতির প্রতি দ্বেষ-বশত সরস্বতী অদৃশ্যা হইয়া আছেন বলিয়া ঋষিরা সতত সেই সরস্বতীকে বিনশনা কহেন। মহাবল বলদেব তথায় সেই সরস্বতীর পবিত্র নীর স্পর্শ করিয়া তদীয় তীর-সন্নিহিত সুভূমিক-নামক তীর্থে গমন করিলেন। হে জনেশ্বর! সেই ব্রাহ্মণ সেবিত পবিত্র তীর্থে বিমলানন অপ্সরোগণ নিত্য নিত্য নির্ম্মল ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া থাকেন এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রতি মাসেই তথায় আগমন করেন; সে স্থানে গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণকে সততই যথাসুখে আমোদপ্রমোদ করিতে দেখা যায় এবং দেবগণ ও পিতৃগণ মনোহর পবিত্র পুষ্পপুঞ্জ-দ্বারা অবিরত আকীর্ণ থাকেন। হে মহারাজ! সেই সরস্বতীর পবিত্র তীরে অপ্সরোগণের ক্রীড়াভূমি আছে বলিয়া তাহা সুভূমিকা-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রোহিণী-তনয় বলদেব তথায় স্নান-পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিত্ত দান ও বিবিধ গীতবাদ্যের মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেব গন্ধর্ব্ব রাক্ষসগণের বিপুল প্রতিমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করত গন্ধর্ব্বদিগের তীর্থে উপনীত হইলেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বাবসু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ নিরত তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং মনোরম নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি করিতেছেন। সেই শত্রুদমন এককুণ্ডলধারী মহাবাহু হলধর তথায় ব্রাহ্মণগণকে অজ, মেষ, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রজত-প্রভৃতি বিবিধ ধন দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে কামনানুসারে ভোজন ও মহাধন দান-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া স্তুতিবাদ লাভ করত বিপ্রগণের সহিত তথা হইতে "গর্গস্রোত" নামক মহাতীর্থে আগমন করিলেন।

হে জনমেজয়! বৃদ্ধবর আত্মজ্ঞ গর্গমুনি তপোবলে সেই সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে কালজ্ঞানের উপায় সূর্য্যপ্রভৃতির বিলোম-গমন ও শুভাশুভ উৎপাত সমুদয় বিদিত হইয়াছিলেন, এই জন্য সেই তীর্থ গর্গস্রোত-নামে বিখ্যাত হয়। হে নৃপবর! সেই স্থানে সুব্রত ঋষিগণ কাল-জ্ঞান নিমিত্ত মহাভাগ গর্গমুনিকে নিয়ত উপাসনা করিতেন।

হে মহারাজ! শ্বেত-চন্দনানুলেপন মহাযশা নীলবাসা তথায় উপনীত হইয়া যথা-বিধানে আত্মজ্ঞ মুনিগণকে বহু বিত্ত বিতরণ পূর্ব্বক বিপ্রগণকে নানা প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন। তালধ্বজ বলদেব তথায় সরস্বতী-তটে সমুৎপন্ন শ্বেতপর্ব্বত-সন্নিভ মহামেরু-সদৃশ সমুন্নত এবং ঋষিগণ-নিষেবিত এক মহাশঙ্খতরু দেখিতে পাইলেন। অপরিমিত-তেজঃসম্পন্ন যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, অমিতবল পিশাচ ও সহস্র সহস্র সিদ্ধগণ সকলেই অনশন অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়ম-দ্বারা সময়ে সময়ে সেই বনস্পতির ফল ভোগ করিয়া থাকেন। হে পুরুষপ্রবর! তাঁহারা মনুষ্যের অদৃশ্য হইয়া ব্রত ও নিয়ম-দ্বারা প্রাপ্ত ফলভোগ করত তথায় পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করেন। হে মনুজেশ্বর! সেই বনস্পতি ইহলোক-মধ্যে এইরূপেই বিখ্যাত আছে।

মহারাজ! অনন্তর, যদুবর হলায়ুধ সরস্বতীর

লোক-বিখ্যাত পাবন-তীর্থে গমন করিলেন, তথায়, পয়স্বিনী গাভী এবং তাম্র ও লৌহ-নির্ম্মিত ভাণ্ড-সমুদয় তথা বিবিধ বস্ত্র সকল বিতরণ-পূর্ব্বক তপো-ধন ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া এবং স্বয়ং তৎ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পবিত্র দ্বৈতবনে আগমন করি-লেন। বলদেব তথায় উপনীত হইয়া বিবিধ বেশ-ধারি মুনি সকলকে সন্দর্শন করত সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের কামনা-নুরূপ প্রচুর ভোগ্যবস্তু প্রদান করিলেন।

হে নৃপবর ! অনন্তর, বলদেব সরস্বতীর দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। হে মহারাজ ! সেই মহা-যশস্বী মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা অচ্যুতাগ্রজ বলদেব অনতি-দূরে গমন করিয়া বহু পন্নগ-সমাবৃত মহাদ্যুতি সর্প-রাজ বাসুকির আবাস স্থান ‘ নাগধন্ব ’ নামক তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দশ সহস্র ঋষি নিয়ত বসতি করিয়া থাকেন ; সেই স্থানে দেবতাগণ সমা-গত হইয়া পন্নগশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-নাগরাজ বাসুকিকে যথা-বিধানে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে পৌরব ! তথায় পন্নগগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় হয় না। বল-দেব সেস্থানেও বিপ্রবৃন্দকে যথাবিধি রত্নরাশি বি-তরণ করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রয়াণ করত স্থানে স্থানে শত সহস্র সংখ্যক অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হলধর সেই সমস্ত তীর্থে স্নাত হইয়া ঋষিগণের আদেশানুসারে উপ-বাস ও নিয়মে নিষ্ঠ থাকিয়া ভূরি ভূরি দান করত সেই সমস্ত তীর্থ-নিবাসি মুনিগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক গন্তব্য পথের উদ্দেশে যে দিকে সরস্বতীর গতি ছিল, পুনরায় সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! শ্বেতানুলেপন হলধারী বলদেব পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত নৈমিষারণ্যবাসি মহাত্মা ঋষিগণের সন্দর্শনার্থ বাতহতা বৃষ্টির ন্যায়, নিবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সেই সরিদ্বরা সরস্বতীকে নিবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে অধ্বর্য্যু-সত্তম ! পূর্ব্বাভি-মুখী সরস্বতী তথা হইতে কি জন্য নিবৃত্ত হইলেন ? যদুনন্দন কি কারণে বিস্মিত হইলেন, আর সরিদ্বরা সরস্বতীই বা কি কারণে কি প্রকারে নিবৃত্ত হইয়া-ছিলেন ? এই সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বে সত্যযুগে সুবিপুল দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ বর্ত্তমান-কালে নৈমিষা-রণ্যবাসি অনেকানেক তপস্বি ঋষিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভাগ ঋষি সকল সেই যজ্ঞস্থলে যথাবিধি বাস করিয়া নৈমিষীয় দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্তির পর তীর্থ কারণ সরস্বতী-সন্নিধানে আগমন করিলেন। হে নরনাথ ! তৎ-কালে ঋষি সকলের বাহুল্য-বশত সরস্বতীর দক্ষিণ-তটস্থ তীর্থ সকল নগরের ন্যায় হইল। দ্বিজসত্তম ঋষিগণ তীর্থ-লোভে সরস্বতীর দক্ষিণ-কূল-স্থিত সমন্তপঞ্চক পর্য্যন্ত নদী-তীর আশ্রয় করিলেন। তদানীং সেই স্থানে হোমকারী আত্মজ্ঞ মহর্ষিগণের সুমহৎ স্বাধ্যায় পাঠনিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেই মহানুভাবগণ-কর্ত্তৃক হূয়মান ও দীপ্যমান অগ্নি-হোত্র-দ্বারা সরিদ্বরা সরস্বতী সর্ব্ব দিকে শোভমান হইলেন। হে মহারাজ! বালিখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলি, প্রসংখ্যান, তদ্ভিন্ন অন্যান্য তাপসগণ এবং বায়ুভক্ষ, জলাহারী, পর্ণভক্ষ ও নানা নিয়ম-শালী স্থণ্ডিলশায়ী মুনি সকল তৎকালে সরস্বতীর সমীপে থাকিয়া, স্বর্গবাসি সুরগণ যেমন ভগবতী মন্দাকিনীকে শোভিত করেন, তেমনি সরস্বতী সরিৎকে সুশোভিত করিলেন। শত শত যজ্ঞযাজি মুনিগণ তৎকালে সরস্বতীকূলে উপস্থিত হইলেন। সেই মহাব্রত মহর্ষিগণ তথায় অবকাশ-স্থান দেখিতে পান নাই। অনন্তর, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত-পরিমিত তীর্থভূমি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর, সরস্বতী সেই সমস্ত ঋষি-সমূহকে নিরাশ ও চিন্তান্বিত দেখিয়া আপনিই তাঁহাদিগকে দর্শন

দিলেন; পরিশেষে সরিদ্বরা সরস্বতী পবিত্র তাপস ঋষিগণের প্রতি কারুণ্য-বশত বহুল কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! সরিদ্বরা সরস্বতী সেই সকল ঋষিদিগের জন্য তথা হইতে নিবৃত্তা হইয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! "আমি তাঁহাদিগের আগমন অব্যর্থ করিয়া পুনর্ব্বার গমন করি" মহানদী সরস্বতী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই যেন অতি অদ্ভুত কাণ্ড প্রকাশ করিলেন। হে নৃপবর! এইরূপে সেই কুঞ্জ নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই কুরুক্ষেত্রে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহাত্মা বলদেব সেই স্থানে অনেকানেক কুঞ্জকানন সন্দর্শন করিয়া এবং সরস্বতী নদীকে নিবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যদুনন্দন তথায় যথাবিধানে সরস্বতীর সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ সুবর্ণভাণ্ড, নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও দেয় দ্রব্য সমুদয় দান করিয়া দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, যে স্থানে পুরাকালে মহামুনি মঙ্কণক সিদ্ধ হইয়া তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, হলায়ুধ সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আগমন করিলেন। সরস্বতীর সেই তীর্থপ্রবর অনেকানেক দ্বিজমণ্ডলী-দ্বারা পরিপূর্ণ; বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মরী, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, কন্ধষ, করণ, বিল্ব, আম্রাতক, অতিমুক্ত ও পারিজাত-প্রভৃতি সরস্বতী-তীররুহ নানা-জাতীয় তরুগণ-দ্বারা অতি সুশোভিত; নয়ন-মনোহর বহুল কদলীকাননে সমাবৃত; বায়ুভক্ষক, জলাহারী, ফলাহারী, পর্ণভক্ষ, দন্তোলূখলিক, অশ্মকুট্ট এবং বানেয় প্রভৃতি অনেকানেক মুনিগণ-দ্বারা পরিবৃত; বেদধ্বনি-দ্বারা ধ্বনিত; শত শত মৃগযূথ-দ্বারা আকুলিত; ধর্ম্মপরায়ণ অহিংস্র মনুষ্যবৃন্দ দ্বারা সুসেবিত ছিল।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৭॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজ-সত্তম! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি জন্য উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কিপ্রকারে বা সেই ভগবান্ সিদ্ধ হইলেন? তাঁহার নিয়মই বা কিরূপ ছিল? তিনি কাহার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কি কি বিষয় তাঁহার অধীত ছিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমি যথাবিধানে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! যাহাদিগের-দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই সপ্ত-সরস্বতী কহে, তাঁহাদিগের নাম সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু আর বিমলোদকা এই সপ্ত সরস্বতী যে যে দেশে আছেন, তাঁহারা সেই সেই প্রদেশীয় বলবান-জনগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। পিতামহ প্রজাপতির মহা যজ্ঞ বর্ত্তমান-সময়ে সুবিতত যজ্ঞস্থলে দ্বিজাতি সকল সম্যক্ সিদ্ধ হইলে বিমল পুণ্যাহ-বাচন ও বেদনিনাদ-দ্বারা সেই যজ্ঞবিধিতে দেবগণও ব্যগ্র হইলেন; পিতামহ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি-সাধন যাগ করিতে দীক্ষিত হইয়া তাহা আরম্ভ করিলে ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ মনে মনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলেন, যজ্ঞকারি ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমুদয় বিষয় উপস্থিত হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! সেই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য ও মনোহর বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। সেই যজ্ঞের সম্পত্তি-দ্বারা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্ দেবতারাও পরম সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজন্! পিতামহ পুষ্করে থাকিয়া তাদৃশ সমারোহ-সহকারে যজ্ঞ করিতে থাকিলে, ঋষিরা কহিলেন, "এই যজ্ঞে কোন মহৎ গুণ দর্শিবে না, যে হেতু এস্থানে সর্ব্ব সরিতের শ্রেষ্ঠতমা সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছেন না।" ভগবান্ তৎশ্রবণে প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। হে মহারাজ! যজ্ঞকারি পিতামহ-কর্ত্তৃক সুপ্রভানাম্নী সরস্বতী পুষ্করে আহূতা হইলে মুনিগণ তাঁহাকে পিতামহের সম্মান করিতে দেখিয়া

যজ্ঞের বহু মান জ্ঞান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী পিতামহের জন্য মনীষিগণের তুষ্টির নিমিত্তে পুষ্করতীর্থে সম্ভূত হইয়াছিলেন। হে জননাথ! পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ একত্র সমাগত হইয়া বাস করিতেন, তথায় বিচিত্র বেদ-কথা জল্পনা হইত, যেস্থানে নানা স্বাধ্যায়বেদি মুনিগণ বাস করিতেন, ঐ সকল ঋষিরা তথায় সমাগত হইয়া সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। হে মহারাজ! সেই কাঞ্চনাক্ষী নাম্নী মহাভাগা সরস্বতী যজ্ঞযাজি ঋষিগণের ধ্যানে বশবর্ত্তিনী হইয়া সমাগত মহানুভবদিগের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন, তিনি তথায় সমাগত হইয়া ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। গয়দেশে গয়নামক যজমানের মহাযজ্ঞে আহূতা সরিদ্বরা সরস্বতীকে সংশিতব্রত ঋষিগণ বিশালা বলিয়া থাকেন। সেই শীঘ্রগামিনী সরিৎ হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে প্রস্রুত হয়েন। হে ভারত! যজমান উদ্দালকের যজ্ঞে নানা দেশ হইতে প্রবৃদ্ধ মুনি-মণ্ডল যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলে সেই মহাত্মার পবিত্র উত্তর-কোশলাভাগে যজ্ঞকারি উদ্দালক মুনি পূর্ব্বে সরস্বতীকে ধ্যান করিয়াছিলেন, সরিদ্বরা সরস্বতী ঋষির কারণ তথায় আগমন করেন, তিনি বল্কল ও অজিনধারী ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া 'মনোরমা' নামে বিখ্যাত হয়েন, আর সুরেণু নাম্নী সরিৎ শ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী রাজর্ষি-সেবিত পবিত্র ঋষভদ্বীপে মহানুভব যজমান কুরুরাজের কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! ওঘবতী নাম্নী দিব্য সলিল-সম্পন্না সরস্বতী মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন এবং যৎকালে দক্ষ, গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করেন, তখনও সুরেণু নামে বিখ্যাতা শীঘ্রগামিনী সরস্বতী প্রস্রুতা হয়েন। ভগবান্ ব্রহ্মার যজ্ঞকালে সমাহূতা ভগবতী বিমলোদকা সরস্বতী পবিত্র হিমবৎ শৈলে আগমন করেন। অনন্তর, ভূমণ্ডলে সেই পুণ্যতীর্থ-সকল একত্র হওয়াতে সপ্ত সারস্বত তীর্থ প্রথিত হয়।

হে মহারাজ! এইত সপ্ত সারস্বতের নাম কীর্ত্তন এবং পবিত্র সপ্ত সারস্বত-তীর্থের বিবরণও বর্ণন করিলাম, এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। উক্ত মুনি নদী-মধ্যে অবগাহন করিয়া যে প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। একদা তিনি সরস্বতীতে অবগাহনার্থ গমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে এক অনিন্দনীয়া রুচিরাপাঙ্গী দিগম্বরী অঙ্গনাকে তথায় স্নান করিতে দেখিলেন। দেখিবামাত্র সরস্বতীর সলিল-মধ্যেই তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। মহাতপা মুনি তৎক্ষণাৎ একটী কলসের মধ্যে সেই অমোঘ বীর্য্য গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই কলসস্থ রেত সাত ভাগে বিভক্ত হইল। তাহাতে সপ্ত মরুৎগণ সমুৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের নাম, বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র; ইহাঁরা সকলেই অতি বীর্য্যশালী হইয়াছিলেন। এইরূপে মরুদ্গণের উৎপত্তি হইল। অতঃপর আরও অতি আশ্চর্য্যতর বিবরণ কহিতেছি, যেরূপে মহর্ষির চরিত্র ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে তাহাই শ্রবণ করুন। শ্রুত আছে, পুরাকালে মঙ্কণক নামক সিদ্ধ—মহর্ষির হস্ত কুশাগ্র-দ্বারা ক্ষত হওয়াতে তাহা হইতে শাকের রস নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি ক্ষতস্থান হইতে শাক রস নির্গত দেখিয়া হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঋষি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ তাঁহার তেজোরাশি-দ্বারা বিমোহিত হইয়া তদ্রূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। হে নরাধিপ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মহাদেবের নিকটে ঋষির জন্য বিজ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, 'হে দেবেশ! এব্যক্তি যাহাতে আর নৃত্য না করে, তাহাই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে।'

মহাদেব দেবগণের এই কথা শ্রবণানন্তর সেই মুনিকে হর্ষাবিষ্ট দেখিয়া সুরগণের হিতকামার্থ বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন? হে দ্বিজসত্তম! আপনি তপস্বী, চির-কাল ধর্ম্মপথে থাকিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন অতএব সহসা কি হেতু আপনার এতাদৃশ হর্ষোদয় হইল?

ঋষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিভো! আমি যাহা দেখিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতেছি, আপনি কি আমার হস্ত হইতে নিঃসৃত সেই শাক রস দে-খিতে পান নাই? মহাদেব হাস্য করিয়া সেই রাগ-মোহিত মুনিকে কহিলেন, "হে বিপ্রবর! আমি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই, এক্ষণে আমি কে, তাহা দর্শন কর।" হে রাজেন্দ্র! ধীমান্ মহাদেব মুনিবরকে এইরূপ কহিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা নিজ অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন। অনন্তর, ক্ষতস্থান হইতে হিমের ন্যায় ভস্ম নির্গত হইল, মুনি তদ্দ-র্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া মহাদেবের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে মহাদেব জানিয়া বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন; আমি জানিলাম, ভগবান্ রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর দেব আর কেহই নাই। হে শূলধর! তুমিই সুরাসুর সহ সমস্ত জগতের এক মাত্র গতি। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, তোমা-কর্ত্তৃক এই সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয় কালে পুনরায় তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। হে দেবেশ! দেবগণ তোমাকে জানিতে অক্ষম, অতএব আমি তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পা-রিব? জগন্মণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমু-দয় তোমাতে বিলোকিত হইতেছে; হে অনঘ! তুমিই বরদাতা এজন্য ব্রহ্মাদি দেবতা-সকল তো-মাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন; তুমি সকল দেবতার কর্ত্তা এবং তাবতেরই বরয়িতা; সুরগণ তোমারই প্রসাদ-বশত ইহলোকে অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন। ঋষি এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া প্রণত হইলেন এবং কহিলেন, হে দেব! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, বিস্ময়-জনিত যে চপলতা প্রকাশ হইয়াছে, তজ্জন্য যেন আমার তপস্যা ক্ষয় না হয়। অনন্তর, মহেশ্বর প্রীতচিত্ত হইয়া পুনরায় মুনিকে বলিলেন, হে বিপ্র! এক্ষণে আমার অনুগ্রহ-বশত পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে তো-মার তপস্যার উন্নতি হউক, অতঃপর আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত সর্ব্বদা বাস করিব, এই সপ্তসারস্বত তীর্থে যে মনুষ্য আমাকে অর্চ্চনা করিবে ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকিবে না এবং তাহারা যে, সারস্বত-লোকে গমন করিবে তাহাতে সংশয় নাই।" হে মহারাজ! ভূরিতেজা মঙ্কণকের এইরূপ চরিতের বিষয় সক-লই কহিলাম, তিনি পূর্ব্বে সুকন্যা নাম্নী কামিনীর গর্ব্ভে মাতরিশ্বা বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি-লেন, সেই পবনাত্মজ, বায়ুস্কন্ধ-প্রভৃতি বিপ্রগণের উৎপত্তির কারণ।

সারস্বতোপাখ্যানে অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল বল-দেব সেই স্থানে আশ্রমবাসি ঋষিদিগকে পূজা করত বাস করিয়া মঙ্কণকের প্রতি পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন, এবং দ্বিজগণকে বহুল ধন দান করিয়া সেই রজনী যাপন-পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রো-ত্থানানন্তর মুনিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া তীর্থ-সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক তীর্থান্তর গমন জন্য সত্ব-রতা বশত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, মহাবল হলায়ুধ কপালমোচন নামক ঔশনস তীর্থে উপনীত হইলেন, হে মহারাজ! পুরা-কালে যেস্থানে রাম-নিক্ষিপ্ত এক রাক্ষসের প্রকাণ্ড মস্তক-দ্বারা গ্রস্তজঙ্ঘ হইয়া মহোদর মুনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে স্থানে পূর্ব্বে মহাত্মা ভৃগু-নন্দন তপস্যাচরণ করায় তদীয় নিখিল নীতি প্রচ-লিত হইয়াছিল এবং উক্ত মহাত্মা যেস্থানে থাকি-

য়াই দৈত্য দানবগণের বিগ্রহ-বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। বলদেব সেই উৎকৃষ্ট তীর্থে সমাগত হইয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে বিধি-পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত বিতরণ করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি জন্য ঐ তীর্থের নাম কপাল-মোচন হইল এবং ঐ স্থানে রাক্ষসের মস্তক কি কারণে মুনির জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল? আর মহামুনিই বা কিরূপে মুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করেন, তখন তিনি শাণিত ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা কোন দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন করিলে তাহা উৎপতিত হইয়া জনস্থানের মহাবন-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণশীল মহোদর মুনির অস্থিভেদ করিয়া জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হয়। হে মহারাজ! মস্তক জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হওয়ায় মহাপ্রাজ্ঞ মুনি তীর্থ ও দেব স্থানে গমন করিতে অসমর্থ হইলেন, ক্রমশ সেই স্থানে পূতি নির্গত হইতে থাকিলে, মুনিবর সাতিশয় বেদনার্ত্ত হইলেন। শুনিয়াছি, কিয়ৎকাল পরে তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাতপা মহর্ষি সমুদয় সরিৎ ও সমস্ত সাগর পর্য্যটন-পূর্ব্বক জ্ঞানরাশি ঋষিগণকে তদ্বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন এবং তীর্থমাত্রেই অবগাহন করিলেন; কিন্তু, কোন স্থানেই সেই ছিন্নমুণ্ড তাঁহার জঙ্ঘা হইতে মুক্ত হইল না। পরিশেষে সেই বিপ্রবর মুনিগণের প্রমুখাৎ এই সুমহৎ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, “সরস্বতীর প্রধান তীর্থ ঔশনস নামে বিখ্যাত আছে, তথায় সর্ব্ব পাপের শান্তি হয় এবং তাহা অত্যুত্তম সিদ্ধ ক্ষেত্র” মহোদর মুনি ঋষিগণের এই বচন শ্রবণ-মাত্র ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া তীর্থবারি স্পর্শ করিবা-মাত্র সেই ছিন্ন মস্তক তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করিয়া জল-মধ্যে পতিত হইল। মুনি সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখ লাভ করিলেন। ছিন্ন-মস্তকও তৎকালে জল-মধ্যে পতিত হওয়াতে অদৃশ্য হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, নিষ্পাপ পবিত্র-স্বভাব মহোদর মুনি মস্তক মুক্ত হওয়াতে কৃতকৃত্য ও প্রীত হইয়া আত্ম আশ্রমে আগমন করিলেন, এবং সেই মহাতপা পবিত্র আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞ মুনিগণকে সেই সমস্ত বিবরণ কহিলেন। হে মানদ! সমাগত মুনিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদবধি সেই তীর্থের “কপালমোচন” নাম রাখিলেন। পরিশেষে মহোদর মুনি পুনর্ব্বার সেই তীর্থপ্রবরে গমন-পূর্ব্বক তদীয় সুমহৎ সলিল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই তীর্থে বিপ্রগণকে বিপুল বিত্ত দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে যথা বিধানে পূজা করিয়া রুষঙ্গু মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন। হে ভারত! যে স্থানে আর্ষ্টিষেণ ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই সুমহৎ আশ্রমে সর্ব্বকাম সমৃদ্ধি হয় বলিয়া অনেকানেক ব্রাহ্মণগণ ও মুনি সকল নিয়তই বসতি করিতেন।

অনন্তর, রুষঙ্গু মুনি যে স্থানে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, হলধর বিপ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। হে ভারত! রুষঙ্গু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনি নিয়তই তপস্যায় নিরত থাকিতেন, সেই মহাতপা দেহন্যাসে কৃতচিত্ত হইয়া বহু প্রকার চিন্তার পর আপন সন্তানগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, “তোমরা আমাকে পৃথূদক তীর্থে লইয়া যাও।” তপোধন ঋষিকুমারগণ তপস্বি রুষঙ্গুকে গত-বয়স্ক বিবেচনা করিয়া সরস্বতীর সেই তীর্থে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মহাতপা ধীমান্ মুনি পুত্রগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ পবিত্র তীর্থ-শত সংযুক্ত ও ব্রাহ্মণগণ-নিসেবিত সরস্বতীতে উপনীত হইয়া তীর্থগুণ জ্ঞান-পূর্ব্বক যথা-বিধানে তীর্থবারি স্পর্শ করিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে সেই ঋষিসত্তম

শুশ্রূষমাণ পুত্রগণের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, "সরস্বতীর উত্তর তীরে পৃথূদকে যে ব্যক্তি জপ-পরায়ণ হইয়া আত্ম-তনু ত্যাগ করে, তাহাকে আর পর জন্মে মৃত্যু-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"

হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা বিপ্রবৎসল বলদেব সেই স্থানে তীর্থনীরে স্নান করিয়া বিপ্রগণকে বহুল ধন দান করিলেন। হে কৌরব্য! যে স্থানে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ প্রজাপতি লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সংশিতব্রত ঋষিসত্তম আর্ষ্টিষেণ নামক মুনি সুমহৎ তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি এবং মহাতপস্বী ও মহাযশস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্র মুনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী বলবান্ বলভদ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে উন চত্বারিংশ অধ্যায়। ৩৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ মুনি কি প্রকারে বিপুল তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন? কি প্রকারে বা সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণন করুন, এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরা-কালে সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামা এক ব্রাহ্মণবর গুরুকুলে বসতি করত নিয়ত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। হে রাজন্! তিনি নিয়ত গুরুকুলে বাস করিলেও তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের সমাপ্তি বা বেদপাঠের নিষ্পত্তি হইল না; সুতরাং সেই মহাতপা নিতান্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, তিনি সেই তপস্যা-দ্বারা অনুত্তম বেদশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলেন এবং বিদ্বান্‌রূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও ক্রমে ক্রমে ঋষিসত্তম হইয়া উঠিলেন। সেই মহাতপা উক্ত তীর্থে তিনটি বর প্রদান করিয়াছিলেন; প্রথম এই যে, "অদ্য অবধি এই মহানদীর তীর্থে যে মনুষ্য স্নান করিবে, সে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভাগী হইবে। দ্বিতীয় বর এই যে, অদ্যাবধি এই তীর্থে ব্যাল ভয় থাকিবে না। তৃতীয় বর এই যে, এস্থানে অল্প প্রযত্ন-দ্বারা লোকে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইবে।" মহাতেজা মুনি এইরূপ কহিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! প্রতাপবান্ ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আর তৎকালেই সেই তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি সুমহৎ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তপোনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র সুমহৎ তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ! পুরাকালে ভূমণ্ডলে গাধি নামে বিখ্যাত এক প্রধান ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার বিশ্বামিত্র নামা অতি প্রতাপশালী এক পুত্র ছিল। গাধিরাজা পরিণাম-দশায় মহাযোগী হইয়াছিলেন। নৃপতি আপন পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহ-ন্যাসে মনঃ সমাধান করিলে, প্রজাগণ তাঁহার নিকটে প্রণত হইয়া কহিল, "হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপাল! আপনি গমন করিবেন না, আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

গাধিরাজা প্রজাগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, "আমার এই পুত্র সমস্ত জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইবে।" গাধিরাজা প্রজাগণকে এইরূপ কহিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন; কিন্তু, তিনি সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও সুচারুরূপে পৃথিবী পালন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকালানন্তর, নৃপতি রাজ্য-মধ্যে রাক্ষসগণ হইতে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিলেন, পরে তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য-পরিবৃত হইয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বহু দূর পথে গমনপূর্ব্বক বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন।

তথায় তাঁহার সেই সমস্ত সৈনিক বহুতর অবিনয় করিল। অনন্তর, বিপ্রবর ভগবান্ বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার মহাবন ভগ্ন করিতেছে; অতএব সেই মুনিসত্তম সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া নিজ কামধেনুর প্রতি ঘোরতর শবর সৈন্য সৃজন করিতে অনুমতি করিলেন। ধেনু মুনি-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঘোরদর্শন বীর পুরুষ সকল সৃজন করিল। নৃপ-সেনারা শবর-সৈন্য সন্দর্শনে ভগ্ন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সৈন্যগণের পলায়ন সমাচার শ্রবণ করিয়া তপঃ প্রভাবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত তপস্যাতেই মনঃ সমাধান করিলেন। হে মহারাজ! তিনি সরস্বতীর এই তীর্থে সমাহিত থাকিয়া নিয়ম ও উপবাসাদি দ্বারা নিজ দেহ ক্লিষ্ট করত কখন জলাহার, কখন বায়ু ভক্ষণ, কখন বা পর্ণাহার করিয়া কাল যাপন করেন; কোন সময়ে স্থণ্ডিলশায়ী হয়েন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম আছে, তৎসমুদয়ই প্রতি-পালন করেন; এই সময়ে দেবতারা বারম্বার তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু, সেই মহা-ত্মার বুদ্ধি কোন ক্রমেই নিয়ম হইতে নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর, গাধি-তনয় সাতিশয় প্রযত্ন-দ্বারা বহু-বিধ তপস্যা করিয়া তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে ভাস্করের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইলেন। বরদাতা পিতামহ, বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে বর দান করিতে বাসনা করিলেন। হে মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই বর যাচ্ঞা করিলেন যে, "আমি যেন ব্রাহ্মণ হই," সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিলেন। অনন্তর, মহাযশা বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত পূর্ণ-মনোরথ হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে অমরের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বলদেব সেই তীর্থে বিবিধ বিত্ত বিতরণ করিয়া সানন্দচিত্তে দ্বিজাতিগণকে পূজা-পূর্ব্বক পয়স্বিনী ধেনু, যান, শয়ন, সুশোভন বসন, ভূষণ ও পান ভোজন সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, তিনি সন্নিহিত বক মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন; ঐ স্থানে বক নামে বিখ্যাত দাল্ভ্য মুনি অতি তীব্র তপস্যা করিয়া-ছিলেন।

সারস্বতোপাখ্যানে চত্বারিংশৎ অধ্যায় ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, যদু-নন্দন বলদেব বেদধ্বনি-সমাকীর্ণ এক আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ স্থানে প্রতাপবান্ মহানুভাব মহা-তপস্বী দাল্ভ্য মুনি আশ্রমস্থ হইয়াও মহাক্রোধা-বেশ-বশত ঘোরতর তপস্যা-দ্বারা নিজ দেহ ক্লিষ্ট করত বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির রাজ্য-ক্ষয় কামনায় হোম করিয়াছিলেন।

পুরাকালে নৈমিষারণ্য-বাসি ঋষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিশ্ব-বিজয়ি পাঞ্চালগণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। মনীষি ঋষিগণ ভূপতির সন্নিধানে দক্ষিণার্থ সবল ও ব্যাধি-শূন্য একবিংশতি বৎসতর প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলে, দাল্ভ্য বক মুনি তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত পশু বিভাগ করিয়া লইতে কহিলেন এবং বলিলেন, "আমি এই সকল পশু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন প্রধান ভূপালের সন্নিধানে আরও কিছু ভিক্ষা করিব।"

হে মহারাজ! অনন্তর, প্রতাপশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্ভ্য মুনি ঋষিগণকে এইরূপ কহিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন। তিনি জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া পশু প্রার্থনা করাতে নৃপসত্তম ধৃত-রাষ্ট্র তখন যদৃচ্ছাক্রমে গো সকলকে মৃত দেখিয়া দাল্ভ্যের প্রতি রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে ব্রহ্ম-বন্ধো! যদি ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র এই সমস্ত পশু গ্রহণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, "হায় কি কষ্ট! সভা-মধ্যে আমার প্রতি কি নৃশংস বাক্য উক্ত হইল।" দ্বিজবর মুহূর্ত্ত কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া

রোষাবিষ্ট হইয়া ভূপতি ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশার্থ মনোনিবেশ করিলেন। পরিশেষে সেই মুনিসত্তম সরস্বতীর বিস্তীর্ণ তীর্থে অগ্নি প্রজ্বালন-পূর্ব্বক মৃত গো সকলের মাংস কর্ত্তন করিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়-হেতু হোম করিলেন।

হে মহারাজ! মহাতপা দাল্‌ভ্য মুনি পরম নিয়মনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত মৃত পশুমাংস-দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়ার্থ হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সুদারুণ যজ্ঞ বিধিবৎ আরব্ধ হইল, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। হে বিভো! পরশু-দ্বারা ছিদ্যমান মহৎ বনের ন্যায়, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষীণ হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ সমস্ত লোক আপন্ন, মোহাচ্ছন্ন ও অচেতন হইয়া পড়িল। মনুজেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্যের তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক যেপ্রকারে এই উপস্থিত আপদ্ মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন-পরতন্ত্র হইলেন। রাজা অনেক যত্ন করিলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই শ্রেয় লাভ করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত সমস্ত রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। হে মহারাজ জনমেজয়! যৎকালে রাজা ও সেই সমুদয় ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত খিন্ন হইলেন এবং তিনি কোন ক্রমেই রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিলেন না, তখন ভূপতি প্রশ্নের উত্তরদাতা জনগণকে এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, "মহারাজ! আপনি দাল্‌ভ্য মুনিকে পশুর জন্য তিরস্কৃত করিয়াছেন, এই হেতু তিনি আপনার রাজ্যক্ষয় কামনায় পশুমাংস-দ্বারা হোম করিতেছেন। তিনি এই প্রকার হোম করিতেছেন, বলিয়াই আপনার রাজ্যের মহৎ ক্ষয় ঘটিতেছে। তাঁহার তপস্যা-প্রভাবেই আপনার এই মহান্ অনিষ্ট হইতেছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তিনি সরস্বতী তীরস্থিত কুঞ্জে বসতি করিতেছেন; আপনি তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।" হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, রাজা সরস্বতী সন্নিহিত কুঞ্জে গমন-পূর্ব্বক বক মুনিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, মূর্খতা ও অজ্ঞানতা-বশত এ দীনের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন; আপনিই আমার গতি ও অধিপতি, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা আপনার উচিত হইতেছে।"

হে মহারাজ! ঋষি রাজাকে এই প্রকার শোকাকুল ও বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপালু হইলেন এবং তাঁহার সেই রাজ্য মোচন করিয়া দিলেন। পরিশেষে সেই ঋষিসত্তম ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের মুক্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আহুতি-প্রদান করিলেন। অনন্তর, এই প্রকারে তিনি রাজার রাজ্য মুক্ত করিয়া দিয়া বহুল পশু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা নির্ম্মলচেতা মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন স্ব-নগরে উপনীত হইলেন।

হে মহারাজ! সেই তীর্থে উদার-বুদ্ধি বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও সুরগণের সমৃদ্ধি জন্য মাংসহোম-দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণদ্বারা বহুল দানব সমরে পরাজিত হইয়া ক্ষয় লাভ করিয়াছিল। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে মহাযশা যদুনন্দন ব্রাহ্মণগণকে হয়, হস্তী, অশ্বতরী-যুক্ত রথ, মহামূল্য রত্নরাশি, তথা বহুল ধন ধান্য যথাবিধি দান করিয়া যাযাত নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে নহুষ-নন্দন মহাত্মা যযাতি ভূপতির যজ্ঞে সরস্বতী দুগ্ধ ও ঘৃত প্রসব করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রবর যযাতিরাজা সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়াই আনন্দিতচিত্তে ঊর্দ্ধলোক আক্রমণ-পূর্ব্বক পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। একদা উক্ত মহীপতি ঐ স্থানে শাশ্বতী যাগ করিতে থাকিলে, সরিদ্বরা সরস্বতী পরম ঔদার্য্য ও আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে কামনানুসারে দান করিয়া যজ্ঞস্থলে

যে যে ব্যক্তি আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই বাসার্থ গৃহ, উত্তম শয্যা, ছয় রসযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ধন দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল অনুত্তম দান রাজার সম্প্রদান জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান-পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন। দেবগণ ও গন্ধর্ব্ব গণ সেই যজ্ঞ-সম্পত্তি সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যেরা তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর, মহাধর্ম্মকেতু, মহাদান-নিরত, কৃতবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা তালধ্বজ বলদেব তথা হইতে মহাভয়ঙ্কর বেগবান্ বশিষ্ঠাপবাহ নামক তীর্থে আগমন করিলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
একচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ কি জন্য ভয়ঙ্কর বেগশালী হইল? কি জন্যই বা সরস্বতী সেই ঋষিকে প্রতিবাহিত করিয়াছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার বৈরভাব হইল, তাহার কারণই বা কি? হে প্রভো! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন। আপনি যত কথা কহিতেছেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াও আমি পরিতৃপ্ত হইতেছি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত! পুরাকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের তপস্যা বিষয়ে স্পর্দ্ধা-জনিত অতিশয় বৈরভাব ঘটিয়াছিল। স্থাণু তীর্থে বশিষ্ঠের আশ্রমের পূর্ব্ব পার্শ্বে ধীমান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। হে মহারাজ! যে স্থানে ভগবান্ স্থাণু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, মনীষিগণ তাঁহার যে কর্ম্মকে ঘোরতর বলিয়া থাকেন, ভগবান্ স্থাণু যে স্থানে যজ্ঞ করিয়া সরস্বতীকে পূজা-পূর্ব্বক সেই তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম স্থাণু তীর্থ। হে মহারাজ! সেই তীর্থে সুরগণ অসুরদল-দলনকারী কার্ত্তিকেয়কে মহৎ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই সারস্বত তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা-দ্বারা যে প্রকারে বশিষ্ঠ মুনিকে বিচলিত করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে নৃপবর! তপোধন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই প্রতিদিন নিজ তপস্যা-জনিত ঘোরতর স্পর্দ্ধা করিতেন, তাহাতে মহামুনি বিশ্বামিত্র সমধিক সন্তপ্ত ও বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। সেই ধর্ম্মনিরত মুনির মনে ইহাই বিবেচনা হইল যে, "এই সরস্বতী বেগবলে তপোধন বশিষ্ঠকে অবিলম্বে আমার নিকটে আনিয়া দিলে, আমি সেই জাপকশ্রেষ্ঠ দ্বিজবরকে অনায়াসে নিহত করিব সন্দেহ নাই।" মহামুনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সরিদ্বরা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন; ভগবতী সরস্বতী মুনির ধ্যানে ব্যাকুলা হইলেন। তিনি সেই মুনিবর বিশ্বামিত্রকে মহাবীর্য্যশালী ও কোপন-স্বভাব জানিতেন, সুতরাং বিবর্ণা ও কম্পমানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রহীনা নারীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মুনিসত্তম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আমি কি করিব বল?" মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠকে আমার নিকটে আনয়ন কর, আমি অদ্যই তাহাকে নিহত করিব।" পুণ্ডরীক-নয়না সরস্বতী এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং ভীত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মুনি সেই মহানদীর তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, "তুমি বিচার না করিয়াই অবিলম্বে বশিষ্ঠকে আমার সমীপে আনয়ন কর।" সরস্বতী মুনির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কর্ত্তব্য কর্ম্মকে পাপাত্মক এবং ভূমণ্ডল-মধ্যে বশিষ্ঠের প্রভাবও অপ্রতিম জানিয়া অগত্যা বশিষ্ঠের নিকটে গমন-পূর্ব্বক, ধীমান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যে সমস্ত কথা

বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ঋষির নিকটে প্রকাশ করিলেন। তৎকালে দেবী, উভয়ের শাপ ভয়ে ভীতা ও পুনঃপুন কম্পমানা হইয়া মহাশাপের বিষয় চিন্তা করত ঋষি কর্ত্তৃক বিত্রাসিতা হইলেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মানবশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁহাকে কৃশা, বিবর্ণা এবং চিন্তাকুলা দেখিয়া কহিলেন, "হে সরিৎপ্রবরে! তুমি শীঘ্রগামিনী হইয়া আমাকে বহন করিয়া আত্ম-রক্ষা কর, নতুবা বিশ্বামিত্র তোমাকে অভিশম্পাত প্রদান করিবেন, এ বিষয়ে তোমার কোন বিচারের আবশ্যক নাই।" হে কুরুনন্দন! সরস্বতী সেই কৃপাশীল ঋষির কথা শুনিয়া কি করিলে সুকৃত হয়, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "বশিষ্ঠ আমার প্রতি অতীব অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন, অতএব নিয়ত তাঁহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" হে মহারাজ: অনন্তর, সরিৎপ্রবরা সরস্বতী, ঋষিসত্তম বিশ্বামিত্রকে স্বীয় কূলে বসিয়া জপ হোমাদি কর্ম্ম করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, "বশিষ্ঠকে লইয়া যাইবার ইহাই অবকাশ সময়," ইহা বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ যে তীরে বাস করিতেন, নিজ বেগদ্বারা সেই তীর হরণ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই ভগ্ন তীরে উপবিষ্ট রহিলেন এবং সরস্বতী-কর্ত্তৃক উহ্যমান হওত তৎকালে এইরূপে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন, "হে দেবি! তুমি পিতামহের মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ বলিয়া তোমার নাম সরস্বতী হইয়াছে; তোমার নির্ম্মল জলরাশিদ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে দেবি! তুমিই আকাশ-গামিনী হইয়া মেঘমণ্ডলী-মধ্যে বারিরাশি বিতরণ করিয়া থাক, জগতে যে সমস্ত জল আছে, সে সকলই তুমি, আমরা তোমা হইতেই অধ্যয়ন করিয়া থাকি, তুমি পুষ্টি, তুমি দ্যুতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি উমা, তুমি বাণী এবং তুমি স্বাহা-স্বরূপ, এই জগন্মণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থই তোমার আয়ত্ত, তুমি ইহ লোকে সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী, এই চতুর্ব্বিধ-রূপে সর্ব্বভূত-মধ্যে বিরাজ করিতেছ।"

হে মহারাজ! সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক এই প্রকার স্তূয়মানা হইয়া বেগভরে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং বিশ্বামিত্রকে সেই বিষয় বারম্বার নিবেদন করিলেন। বিশ্বামিত্র সরস্বতী-কর্ত্তৃক তাঁহাকে আনীত দেখিয়া কোপসমন্বিত হইয়া বশিষ্ঠের বিনাশ সাধন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেবী, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে ক্রোধপরতন্ত্র দর্শনে ব্রাহ্মণ বধ আশঙ্কা বশত তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া উভয়েরই বাক্য রক্ষা করত বশিষ্ঠকে মহাবেগে পূর্ব্ব দিকে লইয়া গেলেন। অনন্তর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে অপবাহিত বিলোকনে অমর্ষণ হইয়া বলিলেন, "হে নিম্নগে! তুমি যেহেতু আমাকে বঞ্চনা করিয়া গমন করিলে, সেই কারণে তুমি রাক্ষস-কুল-সুসম্মত শোণিত বহন কর।"

হে মহারাজ! বিশ্বামিত্র মুনির এইরূপ অভিশম্পাতে সরস্বতী সম্বৎসর কাল শোণিত মিশ্রিত তোয়রাশি ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, ঋষিগণ, দেবতা সকল, গন্ধর্ব্ব-কুল ও অপ্সরঃ সমুদায় সরস্বতীর তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

হে জনেশ্বর! সরিদ্বরা সরস্বতী পুনরায় নিজ পথে আগমন করিলেন। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সরস্বতী ক্রোধাক্রান্ত বিশ্বামিত্র মুনির অভিশম্পাতে সেই পবিত্র তীর্থপ্রবরে শোণিত বহন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! কিয়ৎকাল পরে তথায় রাক্ষসগণ সমাগত হইল। তাহারা আগত হইয়া শোণিত পান করত পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। স্বর্গবিজয়ি-

জনগণের ন্যায় তাহারা কখন হাস্য, কখন বা নৃত্য করত সেই শোণিত পান-দ্বারা সাতিশয় পরিতৃপ্ত, সুখিত ও বিহ্বল হইল। হে মহারাজ! কালক্রমে কতিপয় তপোধন ঋষি তীর্থযাত্রা নিমিত্ত সরস্বতীতে আগমন করিলেন। তাঁহারা সমুদায় তীর্থে স্নান করিয়া পরম প্রীত হইয়া যে তীর্থে শোণিত বহন হইতেছিল, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। মহাভাগ মুনিগণ তথায় আগত হইয়া দেখিলেন, সরস্বতীর সমুদায় সলিল শোণিতে পরিপ্লুত রহিয়াছে এবং রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা পান করিতেছে। হে নৃপসত্তম! সংশিতব্রত মুনি সকল রাক্ষসগণকে সন্দর্শন করিয়া সরস্বতীর পরিত্রাণার্থ সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত মহাব্রত মহাভাগ মুনিগণ একত্র মিলিত হইয়া সরিদ্বরা সরস্বতীকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, "হে কল্যাণি! কি জন্য তোমার এই হ্রদ এ প্রকার আকুল হইয়াছে, তাহার কারণ বল, আমরা তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিব।" অনন্তর, সরস্বতী কম্পমানা হইয়া, যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। তপোধন ঋষিগণ তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিতা দেখিয়া বলিলেন, "হে অপাপে! এবিষয়ের কারণ ও অভিশম্পাতের বিবরণ সকলই আমরা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমরা সকলেই তোমার উদ্ধারার্থ যত্ন করিব।" তপোধনগণ সরস্বতীকে এই প্রকার কহিয়া পরস্পর বলিলেন, আমরা সকলে এই সরস্বতীকে শাপ হইতে বিমুক্তা করিব।

হে মহারাজ! তপোধন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ-পূর্ব্বক তপস্যা, যম, নিয়ম, উপবাস ও কষ্টকর ব্রত-দ্বারা জগৎপতি পশুপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া সেই সরিদ্বরা সরস্বতী দেবীকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। দেবী সেই সমস্ত ঋষিদিগের প্রভাবে প্রকৃতিস্থা ও পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল সলিল-সম্পন্না হইলেন। তিনি বিমুক্তা হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিলে, মুনিগণকর্ত্তৃক সরস্বতীর সলিল সেইরূপ হইল দেখিয়া ক্ষুধিত রাক্ষসেরা তৎকালে তাঁহাদিগেরই শরণাপন্ন হইল। হে মহারাজ! রাক্ষসগণ ক্ষুধাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সকল কৃপালু মুনিকে পুনঃপুন কহিল যে, "আমরা ক্ষুধিত ও শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, আপনারা যাহা করিলেন, তাহা আমাদিগের অভিলষিত নহে; যেহেতু আমরা সকলেই পাপকারী, আপনাদিগের অপ্রসন্নতা এবং আমাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্ম-দ্বারা অস্মদাদির পাপরাশি নিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-যোষিদ্গণের মহাপাপে ও যোনি-দোষে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি; ইহলোকে যাহারা ব্রাহ্মণগণকে বিদ্বেষ করে, তাহারাই রাক্ষস হয়, যে সকল জীবেরা আচার্য্য, ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধ জনকে অবজ্ঞা করে, তাহারাই রাক্ষস হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমরা সেই সমস্ত দুষ্কৃত জন্য রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, সম্প্রতি আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন, সমুদয় প্রাণীর পরিত্রাণ বিষয়ে আপনাদিগের কিছুই অসাধ্য নাই।"

মুনিগণ তাহাদিগের এইরূপ কথা শুনিয়া সেই মহানদীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং প্রযতচিত্তে রাক্ষসগণের মোক্ষ-হেতু বলিলেন, "যে সকল অন্ন হিক্কা-দূষিত, কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট-সমন্বিত, সকেশ, অস্পৃশ্য-স্পৃষ্ট বা পুনঃ পক্ক এবং যাহা রুদিতোপহত এবং তৎসমুদয় দ্বারা যে সকল অন্ন সংসৃষ্ট হইবে, ইহলোকে তাহা রাক্ষসদিগের ভাগ; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া সর্ব্বদা যত্ন-পূর্ব্বক এই সমুদয় অন্ন পরিত্যাগ করিবেন; যে ব্যক্তি এইরূপ অন্ন ভোজন করে, তাহার রাক্ষসান্ন ভোজন করা হয়।" অনন্তর, সেই তপোধন ঋষিগণ তীর্থকে পরিশোধিত করিয়া রাক্ষসদিগের মোক্ষের নিমিত্তে সেই নদীর নিকটে বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি সকলের অভিমত জানিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর অরুণবর্ণ করিলেন।

রাক্ষসগণ সেই অরুণাতে স্নান করিয়া শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান করিল। হে মহারাজ! "সেই অরুণা সরস্বতী ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ বিমোচন করেন," দেবরাজ ইন্দ্র ইহা সবিশেষ জানিয়া তাহাতে স্নান করিয়া কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ভগবান্ ইন্দ্র কি জন্য ব্রহ্মবধ পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন? কি রূপেই বা সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনেশ্বর! এই বৃত্তান্ত যেরূপে ঘটিয়াছিল এবং পুরাকালে বাসব, যেরূপে নমুচির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। নমুচি দেবরাজ হইতে ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মি-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তজ্জন্য ইন্দ্র ছল করিয়া তাহার সহিত সখ্য করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি শপথ করিয়া সত্য কহিতেছি, আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু-দ্বারা দিবা কিংবা রজনীতে তোমাকে কখন বিনাশ করিব না।" দেবরাজ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক কালক্রমে হিমান্ধকার সন্দর্শন করিয়া বারি-ফেণ-দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। নমুচির ছিন্ন-মুণ্ড পুরন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল এবং বলিল, "হে মিত্রঘাতিন্ পাপাত্মন্! আমাকে অন্যায় রূপে বিনাশ করিলে," নমুচির ছিন্ন-মস্তক দেবরাজকে বারম্বার এই প্রকার বলিতে থাকিলে, তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পিতামহের নিকটে গিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। লোকগুরু ব্রহ্মা দেবরাজের প্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "হে দেবেন্দ্র! তুমি অরুণা সরস্বতীর পাপাপহ তীর্থে গিয়া যথা-বিধানে যজ্ঞাদি করিয়া তথায় অবগাহন কর, মুনিগণ তাঁহার সলিল অতি পবিত্র করিয়াছেন। পূর্ব্বে সরস্বতী অতি নিগূঢ়ভাবে উক্ত স্থলে আগমন করিয়াছিলেন; অনন্তর, তিনি নিজ বারি-দ্বারা অরুণা দেবীকে প্লাবিতা করিয়াছেন, সরস্বতীর সহিত অরুণার সঙ্গমস্থল সুমহৎ পুণ্য তীর্থ। অতএব হে দেবেশ! তুমি এই স্থানে যাগ কর এবং ভূরি ভূরি দান কর, তাহাতে স্নান করিলেই ঘোর পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে।"

হে জনমেজয়! দেবরাজ, পিতামহের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীর কুঞ্জে আগমন করিলেন এবং তথায় বিধানানুসারে যজ্ঞ ও ভূরি ভূরি দান করিয়া অরুণার সলিলে অবগাহন করত ব্রাহ্মণবধ-জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। অনন্তর, ত্রিদিবেশ্বর নিষ্পাপ হইয়া সানন্দ-চিত্তে ত্রিদিব ধামে গমন করিলেন। হে রাজসত্তম! নমুচির মুণ্ডও সেই পবিত্র নীরে আপ্লুত হইয়া অক্ষয় কামদুঘ লোক সকল প্রাপ্ত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৎকর্ম্মশালী মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে অবগাহন-পূর্ব্বক নানাবিধ দান করত ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া সোমের সুমহৎ তীর্থে গমন করিলেন। হে নৃপেন্দ্র! পুরাকালে যে স্থানে ভগবান্ সোমদেব স্বয়ং যথাবিধানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে যজ্ঞে বিপ্রবর মহাত্মা ধীমান্ অত্রি মুনি হোতা হইয়াছিলেন, যাহার পরিণামে দেবগণের সহিত দৈত্য দানব রাক্ষসগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, যে স্থানে সুতীব্র তারকাখ্য দৈত্য-যুদ্ধে পার্ব্বতী-নন্দন স্কন্দ, তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যে স্থানে দৈত্যান্তকারী মহাসেন দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, স্বয়ং কুমার কার্ত্তিকেয় যে স্থানে সতত বিরাজ করিতেছেন এবং যে স্থানে সেই পর্কটী বৃক্ষ আছে, তাহার নাম সোমতীর্থ।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৩॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীর

মাহাত্ম্য বিষয় কহিলেন, এক্ষণে কুমারের অভিষেক বিষয় বর্ণন করা আপনার উচিত হইতেছে। হে বক্তৃবর! ভগবান্ স্কন্দ যে দেশে যে কালে যেরূপ বিধি-দ্বারা যাহাদিগের কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! কুরুবংশের ন্যায় কৌতূহলকর মদীয় বাক্য অবশ্যই আপনার হর্ষজনক হইবে, এক্ষণে আপনার নিকটে মহানুভাব কুমারের মাহাত্ম্য ও অভিষেক বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

পুরাকালে মহেশ্বরের স্খলিত তেজ অগ্নি-মধ্যে পতিত হইয়াছিল, ভগবান্ সর্ব্বভক্ষ সেই অক্ষয় তেজ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। হব্যবাহন তদ্দ্বারা অতি তেজস্বী ও দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই সেই তেজোময় গর্ভ ধারণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে গঙ্গাতে গমন করিয়া সেই ভাস্করোপম তেজঃশালি গর্ভ অর্পণ করিলেন। অনন্তর, ভগবতী গঙ্গাও সেই গর্ভ-ধারণে অসহমানা হইয়া অমরার্চ্চিত রমণীয় হিমালয় শৈলে তাহা উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর, সেই অনলাত্মজ তথায় লোক সকলকে আবৃত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; ঘটনা-ক্রমে কৃত্তিকাদি মাতৃকাগণ সেই স্থানে আসিয়া শরস্তম্ব-মধ্যে অনলাকার মহানুভাব অনলাত্মজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সকলেই পুত্রার্থিনী হইয়া, "এই পুত্র আমার" বলিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎকালে ছয় মুখ-দ্বারা সেই প্রস্নুত-স্তনী মাতৃগণের দুগ্ধ পান করিলেন। দিব্য দেহধারিণী দেব-কামিনী কৃত্তিকারা সেই বালকের তাদৃশ প্রভাব বিলোকনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে কুরুনন্দন! গঙ্গা যে গিরি-শিখরে সেই ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতের সমুদয় প্রদেশ কাঞ্চনময় হইয়া শোভা পাইয়াছিল। সেই গর্ভ যত বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকিল, মহীমণ্ডল ততই রঞ্জিত হইতে লাগিল; তাঁহা হইতেই শৈল সকল কাঞ্চনাকর হইল। সেই মহাবীর্য্য ও মহাযোগবল-যুক্ত কুমার প্রথমত গাঙ্গেয়, পরে কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই তপস্যা, শান্তি ও বীর্য্য-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন কুমার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি সেই কাঞ্চন শৈলে শরস্তম্ব-মধ্যে পরম শোভা-সমন্বিত এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয়ান রহিলেন; সহস্র সহস্র চারুদর্শন দিব্য বাদিত্র ও নৃত্যনিপুণ দেব-কন্যারা তাঁহাকে স্তুতি করত তৎ সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রধানা নদী গঙ্গা দেবী সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিলেন। পৃথিবীও মনোহর রূপ ধারণ করত তাঁহাকে ধারণ করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিলেন। বেদ চতুষ্টয় স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিয়ত তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিলেন, ধনুর্ব্বেদ ও অন্যান্য সংগ্রহ-সহ শস্ত্রবিদ্যা-সকল এবং সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বয়ং তথায় আসিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে সেই মহাবীর্য্য কুমার শৈল-সুতার সহিত সমাসীন ও ভূত-সমূহে পরিবেষ্টিত দেবদেব উমাপতিকে যে স্থানে সন্দর্শন করিলেন, তথায় অতিশয় আশ্চর্য্য-দর্শন ভূত সমূহ বর্ত্তমান ছিল; বিকৃত-কেশ, বিকৃতাভরণ, বিকৃতাকার ও বিকৃত-চিহ্ন ভূত সকল বিচরণ করিতেছিল। কাহার বদন ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ সিংহের ন্যায়, কাহার বা আস্য ভল্লুকের ন্যায়, কতকগুলি চিত্র বিড়াল বদন, কাহার মুখ মকরের সমান, কেহ বা মার্জ্জার-মুখ, কাহার মুণ্ড গজমুণ্ড-সদৃশ, কোন কোন ভূত উষ্ট্র-বদন কেহ বা উলূক-বদন, কাহাকে দেখিতে গৃধ্রের ন্যায়, কেহ

বা গোমায়ুর ন্যায়, কাহার কাহার বদন ক্রৌঞ্চ, পারাবত ও রুরুমৃগ-সদৃশ, তদ্ভিন্ন শ্বাবিৎ, শল্যক, গোধা, অজ, মেষ, হরিণ ও গো-সদৃশ শরীরধারী কত কত ভূত তথায় বিচরণ করিতেছিল। পর্ব্বত ও অম্বুদ-সদৃশ কতিপয় ভূত চক্র ও গদা ধরিয়াছিল, কাহার আভা অঞ্জনপুঞ্জ সমান এবং কাহার কাহার প্রভা শ্বেতাচলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হে মহারাজ! সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে সপ্ত মাতৃকাগণ সমাগত হইলেন। সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, পিতৃগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, ভুজঙ্গগণ, দৈত্যগণ ও খগ সকল তথা বিষ্ণুর সহিত সপুত্র ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র সেই অক্ষয় কুমারকে দর্শন করিতে তথায় অভ্যাগত হইলেন। নারদ-প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, বৃহস্পতি-প্রমুখ সিদ্ধ সকল এবং অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও দেব স্বরূপ পিতৃগণ এবং যামধাম নামক দেব গণ সকলেই তথায় আগমন করিলেন। তিনি বালক হইয়াও বলবান্ ও মহাযোগ-বল-সমন্বিত হইয়া দেবেশ্বর শূলধারী পিনাকীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই বালককে আসিতে দেখিয়া এককালে হর, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও অগ্নি, এই চারিজনের মনে এই বিতর্কের উদয় হইল যে, এ বালক প্রথমত গৌরব-বশত কাহার নিকট উপনীত হয়, তাঁহাদিগের সকলেরই মনে এই জ্ঞান ছিল যে, এ অগ্রে আমারই নিকটে আসিবে। কুমার তাঁহারদিগের চারিজনের এই প্রকার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এককালে যোগাবলম্বন দ্বারা ক্ষণ-মধ্যে চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভগবান্ এই প্রকারে আপনাকে চতুর্ব্বিধ বিভক্ত করিয়া শাখ, বিশাখ, নৈগমেয়, এই তিন মূর্ত্তি পশ্চাৎ রাখিয়া স্বয়ং অদ্ভুত-দর্শন স্কন্দরূপে রুদ্রের সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিশাখ-রূপে গিরিজা দেবীর সমীপে, শাখরূপে ভগবান্ বিভাবসুর নিকটে, নৈগমেয়-রূপে গঙ্গার সন্নিকটে গমন করিলেন। সেই সমস্ত চতুর্ব্বিধ সমরূপধর ভাস্বর-দেহ-সম্পন্ন মূর্ত্তি তাঁহাদিগের চারি জনের নিকটে অব্যগ্রভাবে অভ্যাগত হইলে, তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। সেই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সুমহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া দেব, দানব, রাক্ষসগণের মধ্যে সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর, দেবী ভগবতী, ভগবান্ রুদ্র, পাবক ও গঙ্গার সহিত একত্র সঙ্গত হইয়া জগৎপতি পিতামহের নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন।

হে মহারাজ! তাঁহারা যথা-বিধানে পিতামহকে প্রণিপাত করিয়া কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়াকাঙ্ক্ষায় এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আমাদিগের প্রিয়-হেতু এই বালককে উপযুক্ত ও অভিলাষানুরূপ আধিপত্য প্রদান করা আপনার উচিত হইতেছে।" সেই ধীমান্ ভগবান্ সর্ব্বলোক-পিতামহ তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন ইহাকে কি প্রদান করিব! ভগবান্ ভাবিলেন, মহানুভব দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, বিহঙ্গ ও ভুজঙ্গগণের সমুদায় ঐশ্বর্য্যভোগে পূর্ব্বেই ইহাকে আদেশ করিয়াছি। মহামতি ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই সকল ঐশ্বর্য্যভোগে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া দেবতাদিগের মঙ্গলার্থ মুহূর্ত্ত কাল ধ্যানের পর সর্ব্বভূতের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সমুদায় দেবগণের মধ্যে যাঁহারা রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কুমারের সৈনাপত্য জন্য আদেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর, ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ মিলিত হইয়া কুমারকে লইয়া অভিষেকার্থ হিমালয় পর্ব্বতে সরিদ্বরা পাবনী সরস্বতী দেবীর সন্নিকটে আগমন করিলেন।—ত্রিলোক-বিখ্যাতা যে প্রধানা নদী সরস্বতী হিমালয় হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া সমন্তপঞ্চক তীর্থে আসিয়াছিলেন, দেবগণ ও গন্ধর্ব্ব সকল পূর্ণমনোরথ হইয়া সেই সরস্বতীর সর্ব্বগুণান্বিত পবিত্র তীরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, বৃহস্পতি অভিষেকের আবশ্যকীয় দ্রব্য সমুদয় সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমিদ্ধ হুতাশনে যথা-বিধানে আহুতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর, কুমার হিমবৎ প্রদত্ত মণিরত্নাদি-বিভূষিত বিচিত্র আসনে অধ্যাসীন হইলে, দেবতাগণ সমুদয় মঙ্গল-সম্ভারের সহিত বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করত আভিষেচনিক দ্রব্য লইয়া তথায় আগমন করিলেন; মহাবীর্য্য ইন্দ্র, ভগবান্ বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, ধাতা, বিধাতা, অনল, অনিল, দিবাকরের অংশ পূষা, ভগ, অর্য্যমা ও মিত্রাবরুণের সহিত ভগবান্ রুদ্রদেব, তদ্ভিন্ন রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনী-কুমার-যুগল, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগগণ, অসংখ্য দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ, বৈখানস, বালখিল্য, বাতাহারী, মরীচিপায়ী, মহানুভাব ভৃগু, অঙ্গিরা, যতি-প্রভৃতি ঋষি সকল, তথা সর্প, বিদ্যাধর, পবিত্র যোগসিদ্ধগণের সহিত পিতামহ, মহাতপা পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু সকল, গ্রহগণ, নক্ষত্র-নিকর, মূর্ত্তিমতী নদী সমুদয়, সনাতন বেদ-সকল, হ্রদনিচয়, সমুদ্র-সমুদয়, বিবিধ তীর্থ-নিবহ, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, পাদপ সকল, দেব-মাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহূ, রাকা ও ভূষণা, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেব-পত্নীগণ, হিমবান্, বিন্ধ্য ও অনেক-শৃঙ্গবান্ সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, রাত্রি, দিবা, তথা হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, বরুণ, গরুড়, ওষধিসহ বৃক্ষ সকল, ভগবান্ ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু ও তাঁহার অনুচরগণ এবং বাহুল্য-বশত যে সমস্ত দেবগণের নাম উক্ত হয় নাই, তাঁহারাও একত্র মিলিত হইয়া সকলেই কুমারের অভিষেকের জন্য নিজ নিজ স্থান হইতে তথায় উপনীত হইলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে সমস্ত দেবগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া আভিষেচনিক ভাণ্ড ও মাঙ্গল্য দ্রব্য সমুদয় গ্রহণ করিলেন। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন জলাধিপতি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তেমনি সুরগণ দিব্য-সম্ভার সংযুক্ত কাঞ্চন-কলস দ্বারা সরস্বতীর পবিত্র বারি আহরণ-পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে দৈত্যদলের ভয়ঙ্কর কুমারকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। মহাতেজস্বী কশ্যপ তদ্ভিন্ন যে সমস্ত মুনিদিগের নাম কীর্ত্তিত হয় নাই, তাঁহারা সকলেও অভিষেক করিলেন। ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া সেই কার্ত্তিকেয়কে বাতবেগ বলিষ্ঠ কামবীর্য্য সিদ্ধ মহাপারিষদ নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ এবং বিখ্যাত কুমুদমালী নামক চারিজন অনুচর প্রদান করিলেন। তদনন্তর, মহাতেজা মহাদেব কুমারকে যে এক মহাপারিষদ প্রদান করিলেন, সেই অনুচর শত শত মায়া ধারণ করিতে পারিত এবং সে কামবীর্য্য ও বলযুক্ত থাকিয়া সুরারি সকলের নিগ্রহ করিত। হে রাজেন্দ্র! সেই পারিষদ দেবাসুর-সংগ্রামে বাহুবল-দ্বারা ভীম-কর্ম্ম দৈত্য-দলের চতুর্দ্দশ নিযুত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

অনন্তর, দেবতারা তাঁহাকে রাক্ষস-সঙ্কুলা বিষ্ণুরূপা অজয্যা সেনা সম্প্রদান করিলেন, সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব্ব, মুনি ও পিতৃগণ, এককালে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পর যম, উন্মাথ ও প্রমাথ নামক কালোপম মহাবীর্য্য দুই অনুচর দান করিলেন। সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামক সূর্য্যের যে দুই অনুচর ছিল, প্রতাপবান্ ভাস্কর প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেই দুই অনুচর সম্প্রদান করিলেন। নিশানাথ চন্দ্র মণি ও সুমণি-সংজ্ঞক কৈলাস-শৃঙ্গ-সঙ্কাশ ও শ্বেত মাল্যানুলেপন অনুচর-যুগলকে কার্ত্তিকেয়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। হুতাশন নিজ নন্দনকে জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামক পর সৈন্যপ্রমথনকারী শূরবর দুই অনুচর প্রদান করিলেন। অংশ দেবতা বায়ু, পরিঘ, বট,

ভীম, দহতি ও দহন নামক প্রচণ্ড বলশালি পঞ্চ অনুচরকে স্কন্দের নিকটে সমর্পণ করিলেন। পর-বীরহন্তা বাসব উৎক্রোশ ও পঞ্চকসংজ্ঞক বজ্রদণ্ড-ধর দুই অনুচরকে অনল-পুত্রের সাহায্যার্থ সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে তাহারা সংগ্রাম সময়ে মহেন্দ্রের অনেকানেক শত্রু বিনাশ করিয়া-ছিল। মহাযশা বিষ্ণু স্কন্দকে চক্র, বিক্রম ও মহাবল সংক্রম নামক তিন অনুচর প্রদান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ অশ্বিনী-কুমারেরা প্রীতচিত্তে কুমারকে বর্দ্ধন ও নন্দন নামক দুই অনুচর দিলেন। মহাযশা ধাতা সেই মহাত্মাকে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর নামক পঞ্চ অনুচর প্রদান করিলেন। ত্বষ্টা, চক্র ও অনুচক্র নামক মহামায়াবি মদমত্ত দুই অনুচরকে স্কন্দের সমীপে সমর্পণ করিলেন। মিত্রদেব, সুব্রত ও সত্য-সন্ধ নামক তপোবিদ্যাধর মহানুভব দুই অনুচরকে মহাত্মা কুমারের জন্য উৎসর্গ করিলেন। বিধাতা, ত্রিলোকবিখ্যাত সুন্দর বরদ সুপ্রভ ও শুভকর্ম্ম-সংজ্ঞক দুই মহানুভব অনুচরকে কুমারোদ্দেশে সম্প্রান করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর, পূষা কার্ত্তিকেয়কে পাণিত্রক ও কালিক নামক মহা-মায়াবি দুই পারিষদ দিলেন। বায়ু কার্ত্তিকেয়কে বল ও অতিবল নামক মহাবক্ত্র ও মহাবল দুই অনুচর দান করিলেন। হে ভরতসত্তম! সত্যসঙ্গর বরুণ স্কন্দকে যম এবং অতিযম নামক তিমিমুখ দুই মহাবল অনুচর সম্প্রদান করিলেন। হিমবান্ হুতাশন-সুতকে সুবর্চ্চস ও অতিবর্চ্চস নামক দুই অনুচর প্রদান করিলেন। সুমেরু কাঞ্চন ও মেঘ-মালী এবং মহাবলপরাক্রান্ত স্থির ও অস্থির নামক চারিজন অনুচরকে মহানুভব অগ্নি-নন্দন সমীপে সমর্পণ করিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত অগ্নি-পুত্রকে উৎ-শৃঙ্গি ও অতিশৃঙ্গ নামক মহাপাষাণ-যোধি দুই পারিষদ সম্প্রদান করিলেন। সমুদ্র দহন-নন্দনকে সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামক গদাধারি দুই মহাপারিষদ প্রদান করিলেন। শুভদর্শনা পার্ব্বতী নিজ পুত্রকে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণ নামক তিন জন অনুচর দিলেন। হে পুরুষপ্রবর! পন্নগেশ্বর বাসুকি জ্বলন-সুতকে জয় ও মহাজয়াখ্য দুই নাগানুচর সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সাধ্যগণ রুদ্রগণ বসুগণ পিতৃগণ সাগর-সকল সরিৎ-সমুদয় এবং মহাবল অচলনিচয় শূল পট্টিশাদি বিবিধ অস্ত্রধারি ও নানা বেশ-বিভূষিত সেনাধ্যক্ষ সকল সম্প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকের অন্যান্য যে সমস্ত বিবিধ আয়ুধ-সম্পন্ন ও বিচিত্র বর্ম্মাভরণধারি সৈনিক ছিল, তাহাদিগের সকলের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের নাম শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, দ্রোণশ্রবা, কপিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুন-দীক, তমোভ্রকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, প্রভু, সহস্রবাহু বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুবক্ত্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রুত, প্রিয়-মাল্যানু-লেপন কোকনদ, অজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শত লোচন, জ্বালাজিহ্ব, করাল, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসু-প্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, উপ-নন্দ, নন্দ, ধূম্র, শ্বেত, কলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, প্রতাপবান্ গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কণকা-পীড়, গায়ন, হসন, বাণ, বীর্য্যবান্ খড়্গ, বৈতালী, অতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমু-দ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকাষ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভান্তক, কালকাক্ষ, সিত, ভূত-লোন্মথন, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মহা-তেজা মর্জ্জাল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, বীর্য্যবান্ চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, মহাবল কিরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, বীর্য্যবান্ সূচী,

শ্বেতবক্ত্র সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকগণের প্রভু কণকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, মুণ্ডগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, জাম্বুক, খরবক্ত্র এবং কুঞ্জক, এই সমস্ত মহানুভাব যোগযুক্ত পারিষদ সকল এবং পিতামহের মহাত্ম মহাপারিষদগণ নিয়ত ব্রাহ্মণগণের প্রিয়-কার্য্যে নিরত থাকিতেন।

হে জনমেজয়! তাহাদিগের মধ্যে যুবা বৃদ্ধ বালক সকলই ছিল; এই প্রকার সহস্র সহস্র পারিষদ কুমারের নিকটে অবস্থান করিত। হে মহারাজ! তাহাদিগের তাবতেরই মুখ নানাবিধ; যাহার যে প্রকার বদন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ কুক্কুটবদন, কেহ কুক্কুরবদন, কেহ শৃগালমুখ, কেহ দীর্ঘবক্ত্র, কাহার মুখ শশকের সদৃশ, কেহ বা উলূকবদন, কেহ খরবদন, কেহ উষ্ট্রবদন, কেহ বরাহবদন, কেহ মনুষ্যমুখ, কেহ মেষবক্ত্র, কেহ শৃগালবদন, কেহ ভয়ানক মকরবক্ত্র, কেহ শিশুমারমুখ, কেহ মার্জ্জারবদন, কেহ বা দংশবদন, কেহ কেহ বা দীর্ঘবক্ত্র, কেহ নকুলমুখ, কেহ উলূকবক্ত্র, কেহ বা কাকমুখ, কেহ মুষিকবদন, কেহ পিঙ্গল নকুলবদন, কেহ ময়ূরবদন, কাহার মুখ মৎস্যমুখের ন্যায়, কেহ মেষানন, কেহ অজানন, কেহ মহিষানন, কেহ ভল্লূকমুখ, কেহ গণ্ডারবদন, কেহ শার্দ্দূলমুখ, কেহ বা সিংহানন, কেহ ভয়ঙ্কর গজানন, কেহ গরুড়ানন, কেহ বদন, কেহ কাকমুখ, কেহ বা বৃকবদন, কেহ গোমুখ, কেহ গর্দ্দভবদন, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ বিড়ালাস্য, কাহার জঠর বৃহৎ, কেহ দীর্ঘপাদ, কেহ দীর্ঘাঙ্গ, কতকগুলি তারকাক্ষ, কেহ পারাবতবদন, কেহ বৃষাস্য, কেহ কোকিলমুখ, কেহ শ্যেনানন, কেহ কেহ বা তিত্তিরিবদন, কেহ কৃকলাসমুখ, কেহ কেহ বিরজবস্ত্রধারী, কেহ ব্যালবক্ত্র, কেহ শূলমুখ, কেহ বা চণ্ডবক্ত্র, কেহ কেহ বা সুন্দরানন, কেহ সর্পের ন্যায়, কেহ চীরবসন-পরিধায়ী, কাহার বদন গোনাসিকার ন্যায়, কোন কোন সৈন্য স্থূলোদর কৃশাঙ্গ, কোন কোন সৈন্য কৃশোদর স্থূলাঙ্গ, কাহার গ্রীবা হ্রস্ব, কর্ণ বৃহৎ এবং নানাবিধ সর্পে বিভূষিত, কেহ গজেন্দ্র-চর্ম্মধারী, কেহ বা কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী।

হে মহারাজ! কাহার স্কন্ধে, কাহার উদরে, কাহার পৃষ্ঠে, কাহার কপোলের নিম্নভাগে, কাহার জঙ্ঘাতে, কাহার পার্শ্ব-দেশে, কাহার বা নানা স্থানে মুখ সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। এইরূপে গণেশ্বরদিগের মধ্যে অনেকেরই মুখ কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপদিগের সদৃশ ছিল। তাহাদিগের কাহার বহু বাহু, কাহার বহু শির, কাহার বা বহু উদর; তাহারা নানা প্রকার বৃক্ষ ভোজন করিত; তাহাদিগের মধ্যে কাহার কটিদেশে মস্তক ছিল, কাহার কাহার বদন ফণি-ফণা-সদৃশ, তাহারা নানা গুল্মে বাস করিত, তাহাদিগের গাত্র চীরবস্ত্রে ও বিচিত্র স্বর্ণমণ্ডিত বসনে সতত আচ্ছাদিত থাকিত, তাহারা নানা প্রকার বেশ ধারণ করিতে পারিত ও বিবিধ মাল্য এবং গন্ধাদি লেপন করিত। তাহারা বিবিধ বস্ত্র এবং চর্ম্ম-বসনও পরিধান করিত, কেহ উষ্ণীষ, কেহ মুকুট, কেহ কেহ বা কিরীট ধারণ করিত। তাহাদিগের কাহার পঞ্চ শিখা, কাহার দ্বিশিখা, কাহার ত্রিশিখা, কাহার কাহার বা সপ্ত শিখা ছিল। কোন কোন সৈন্যের মস্তক মুণ্ডিত, কাহার মস্তক জটাভারে পরিপূর্ণ, তাহারা শোভন কান্তি-সম্পন্ন, কম্বুগ্রীব ও বিগ্রহ-রত। দেবতারাও তাহাদিগকে জয় করিতে পারিতেন না। তাহাদিগের কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মাংস-শূন্য, পৃষ্ঠ স্থূল ও উদরের ভাগ অল্প ছিল; তদ্ভিন্ন কত কত সৈন্য স্থূলপৃষ্ঠ, হ্রস্বপৃষ্ঠ, লম্বোদর, লম্বমেহন, মহাভুজ, হ্রস্ব-ভুজ, হ্রস্বগাত্র, বামন, কুব্জ, হ্রস্ব-জঙ্ঘ, হস্তি-কর্ণ, করি-গ্রীব, হস্তি-নাস,

কূর্ম্মনাস, বৃকনাস, দীর্ঘোষ্ঠ, দীর্ঘ-জঙ্ঘ, অতিকরাল অধোমুখ, মহাদংষ্ট্র, হ্রস্বদংষ্ট্র ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দংষ্ট্র ছিল।

হে মহারাজ! সহস্র সহস্র সৈন্য বারণেন্দ্র-সম অতিভয়ঙ্কর; তাহাদিগের শরীর সকল বিভক্ত, দীপ্তিমন্ত ও অলঙ্কৃত। কাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহার নাসিকা বক্র, কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কেহ পৃথুদংষ্ট্র, কেহ মহাদংষ্ট্র, কাহার ওষ্ঠ স্থূল, কাহার কেশ হরিদ্বর্ণ, কাহার নানা চরণ, কাহার নানা ওষ্ঠ, কাহার নানা দন্ত, কাহার নানা হস্ত এবং কাহার নানা গ্রীবা ছিল। তাহারা নানা প্রকার চর্ম্ম-দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিত; তাহাদিগের ভাষাও নানা প্রকার; কিন্তু, তাহারা দেশ-ভাষা কথনে নিপুণ ছিল, এই কারণে দেশভাষাতেই পরস্পর কথোপকথন করিত। এই সমস্ত মহাপারিষদেরা হৃষ্টচিত্তে তথায় উপস্থিত হইল।

হে মহারাজ! তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘনখ, দীর্ঘপাদ, দীর্ঘশিরা, দীর্ঘভুজ, পিঙ্গললোচন, নীলকণ্ঠ, লম্বকর্ণ, বৃকোদর-সন্নিভ, অঞ্জনবর্ণ, শ্বেতাক্ষ, লোহিতগ্রীব এবং বিচিত্র বর্ণ ছিল। তাহারা শ্বেত-লোহিত চামর ও ময়ূরের সদৃশ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিত।

হে মহারাজ! সেই সমস্ত পারিষদেরা যে সকল অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন কোন খরানন সৈন্য মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক কর-দ্বয়ে পাশাস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কোন কোন নীলকণ্ঠ পৃষ্ঠলোচন সৈন্য বাহুযুগলে পরিঘাস্ত্র ধরিয়াছিল, কাহার হস্তে শতঘ্নী, কাহার হস্তে চক্র, কাহার করে মুষল, কাহার হস্তে মুদ্গর, কাহার করে অসি, কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে গদা, কাহার করে ভুষুণ্ডি এবং কাহার হস্তে তোমর ছিল। সেই সমস্ত মহাবেগবান্ মহাবল রণপ্রিয় মহাকায় মহাপারিষদ এই সমস্ত বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক কুমারের অভিষেক সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই মহাতেজস্বিগণ ঘণ্টাজালে পিনদ্ধ-দেহ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ইহারা ও এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক মহাপারিষদ মহানুভব যশস্বী কার্ত্তিকেয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা সমীরণের ন্যায় ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং স্বর্গপুর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারিতেন। সেই বীর পুরুষেরা দেবতাগণের আদেশে কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ন্যায় সহস্র অযুত ও অর্ব্বুদ সংখ্যক সৈন্য অভিষিক্ত মহাত্মা কুমারকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিল।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে-
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যে সকল মাতৃকারা কুমারের অনুচরী ছিলেন, যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে শত্রুকুল নির্ম্মূল হয় এবং যে কল্যাণদায়িনী যশস্বিনীগণ-দ্বারা লোক-ত্রয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনসী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালা, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী- বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনি, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, কদ্রুরোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, শতোলূখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, বামা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়-

প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জলেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতাল-জননী, কণ্ডুতি, কালকা, দেবমিত্রা, তুম্বসী, কেতকী, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকিলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রোথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মনোজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, খেশয়া, অন্তর্দ্ধা, অটবামা, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, তুহুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, শুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বসুচূড়া, বিকত্থিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, প্রক্ষালিকা, মৎকুনিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, খ্যাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণবর্ণা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী মহাকর্ণী, ভেরীস্বন-মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, মহাবলা, গণা, সুগণা, ভীনী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বশিরা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা এবং বিরোচনা।

হে মহারাজ! ইঁহারা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃকারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দীর্ঘনখী কেহ দীর্ঘদন্তী, কেহ দীর্ঘতুণ্ডা, কেহ সরলা, কেহ মধুরা, কেহ যৌবনস্থা, কেহ বা অলঙ্কৃতা, তাঁহারা নিজ মাহাত্ম্য-দ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন।

হে মহাভাগ! তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও গাত্র মাংস-শূন্য, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, কাহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, কেহ কৃষ্ণ-মেঘনিভা, কেহ ধুম্রা, কেহ বা অরুণা, কেহ দীর্ঘকেশী, কেহ শ্বেতবসনা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ বা লম্বমেখলা, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা, কেহ লম্বপয়োধরা, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ তাম্রবর্ণা, কেহ কেহ বা পিঙ্গলনয়না; তদ্ভিন্ন বরদা, কামচারিণী, নিত্যপ্রমুদিতা, যাম্যা, রৌদ্রা, সৌম্যা, কৌবেরী, বারুণী, মাহেন্দ্রী, আগ্নেয়ী, বায়বী, কৌমারী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, সৌরী ও বারাহী-প্রভৃতি মাতৃকাগণ এবং কোন মনোরমা রূপে অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী, কেহ বাক্যে কোকিল-সম কলনাদিনী, কেহ সমৃদ্ধিতে ধনদোপম', কেহ যুদ্ধে ইন্দ্রসমা, কেহ বা দীপ্তিতে বহ্নি-সদৃশী; তাঁহারা বিগ্রহকালে সকলেই শত্রুগণের মনে ভয় প্রদান করেন, বেগবিষয়ে বায়ু-সদৃশী হইয়া ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধরিতে পারেন। তাঁহাদিগের বল বীর্য্য পরাক্রম অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয়; তাঁহারা বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণে প্রায় নিয়তই বসতি করেন; তাঁহারা নানাপ্রকার মাল্য আভরণ বসন ও বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভাষা সকল ভিন্ন ভিন্ন। হে মহারাজ! ইহা ভিন্ন অন্যান্য শত্রুক্ষয়কারিণী অনেকানেক মাতৃকা ত্রিদশ-নাথের সম্মতি-ক্রমে মহানুভাব কুমারের অনুগামিনী হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ পাকশাসন সুরশত্রুগণের বিনাশার্থ কুমারকে শক্তি অস্ত্র, দীপ্তিমতী মহাশব্দ-শালিনী সিতপ্রভা মহাঘণ্টা, তথা তরুণাদিত্যবর্ণা পতাকা প্রদান করিলেন। পশুপতি ধনঞ্জয়া নামে অজেয় সেনা সম্প্রদান করিলেন, তাহা নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, বল, বীর্য্য ও তপস্যাদিদ্বারা মহাচমূ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সেই সেনা রুদ্রতুল্য বলশালি তিন অযুত যোদ্ধা-দ্বারা রক্ষিত থাকিত; কদাপি রণস্থল হইতে নিবৃত্ত হইতে জানিত না।

হে ভারত! তাহার পর বিষ্ণু কুমারকে বৈজয়ন্তী-নাম্নী বলবিবর্দ্ধিনী মালা প্রদান করিলেন। ভগবতী উমাদেবী পুত্রকে রবিকিরণ-সম সমুজ্জ্বল বসন দিলেন, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু এবং বৃহস্পতি প্রীত হইয়া কুমারকে একটী দণ্ড প্রদান করিলেন। অনন্তর, গরুড় সেই কার্ত্তিকেয়কে প্রিয়-পুত্র বিচিত্র বর্হ-বিশিষ্ট ময়ূর এবং অরুণদেব চরণাযুধ তাম্রচূড় প্রদান করিলেন। বরুণরাজ বলবীর্য্যা-সমন্বিত এক নাগ এবং লোকভাবন ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্য জন্য কুমারকে কৃষ্ণাজিন ও সমর-বিজয়ী হইবার বর প্রদান করিলেন।

কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিত্ব পাইয়া দ্বিতীয় জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, তিনি মাতৃগণ ও পারিষদ সকলের সহিত সুরগণকে সানন্দ করত দৈত্যদল দলনার্থ যাত্রা করিলেন। রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী সেই সেনা ঘণ্টা-ধ্বনি-সহকারে কেতন উড্ডীন করিল এবং তাহাতে শঙ্খ ভেরী মুরজ-প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেই পতাকিনী সেনানী বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের সমুজ্জ্বল প্রভাপটল বিকীর্ণ করায় নক্ষত্রপুঞ্জে সুশোভিত শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। দেব-দেহধারী নানাবিধ ভূতগণ অব্যগ্রভাবে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, শৃঙ্গ, আড়ম্বর, গোমুখ ও মহাস্বন ডিণ্ডিম-প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাবতেই কুমারকে স্তব করিতে লাগিলেন; দেব গন্ধর্ব্ব-সকল সুমধুর সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ মনোহর নৃত্য আরম্ভ করিল।

অনন্তর, মহাসেন সুরগণের প্রতি পরম প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, "যে সমস্ত রিপুগণ আপনাদিগের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আমি সমরে তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" হে মহারাজ! দেবতারা সেই সুরসত্তম কুমারের এই বর প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইয়া যেন শত্রু সকলকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন। সেই মহানুভব-কর্ত্তৃক বর প্রদত্ত হইলে সমস্ত ভূতনিবহের কণ্ঠ-সমুত্থিত হর্ষনাদ যেন ত্রিলোক পরিপূর্ণ করিল। পরিশেষে মহাসেন সেই মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া সুরপুরবাসিদিগের রক্ষণ এবং দৈত্যদল দলন জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি-প্রভৃতি উদ্যম সমুদয় মহাসেনের সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে চলিল। কার্ত্তিকেয় দেব শূল, মুদ্গর, জ্বলিতাঙ্গার-তুল্য বিচিত্র ও বিভূষিত চর্ম্ম, গদা, মুষল, শক্তি, নারাচ ও তোমর-ধারিণী সেনার সহিত সিংহনাদ করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। দৈত্য দানব রাক্ষসগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। সুরগণ তখন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর, তেজো-বল-সমন্বিত ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বারম্বার ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং ঘৃতাহুতি প্রদান-দ্বারা প্রজ্বলিত অনল সম তেজ ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! অপরিসীম-তেজঃশালী ভগবান্ স্কন্দ এইরূপে পুনঃপুন শক্তি অস্ত্র নিরসন করিতে থাকিলে, ধরাতলে উল্কাজ্বালা সকল পতিত হইল এবং প্রলয় সময়ের ন্যায় ঘোরতর নির্ঘাত নিকর বিকট নিনাদ করত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনল-নন্দন একমাত্র ঘোরতর শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধরণীতলে কোটি কোটি শক্তি নিপতিত হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ মহাসেন প্রীত হইয়া দশ অযুত বলবান্ দৈত্য বীর দ্বারা পরিবৃত মহাবলপরাক্রান্ত তারক নামক দৈত্যেন্দ্রকে সংহার করিলেন। পরে তিনি অষ্টপদ্ম সংখ্যক দৈত্যবৃন্দে পরিবৃত মহিষ নামক দানবকে বিনষ্ট করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দশ অযুত-শত সৈন্য পরিবেষ্টিত ত্রিপাদ দৈত্য এবং দশ নিখর্ব্ব দনুজ পরিবৃত

ত্ত্রদোদর নামক দানবকে বিবিধ আয়ুধধারি অনুচরের সহিত সংহার করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে শত্রু বধ হইতে থাকিলে কুমারের অনুচরগণ ঘোরতর নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূরিত করিল। তাহারা সকলে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন বা লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, কুমারের শক্তি অস্ত্রের দীপ্যমান কিরণধারা-দ্বারা সহস্র সহস্র দৈত্য দগ্ধ হইল, অপরে তাঁহার সিংহনাদে নিহত হইল, মহাস্ত্রের জৃম্ভমাণ তেজোরাশি-দ্বারা ত্রৈলোক্য ত্রস্ত হইল। অপরে সৈন্যগণের সিংহনাদে হত হইল। কত শত দানব তাঁহার পতাকার প্রবল পবন বেগে অবধূত ও হত হইয়া পড়িল। কতকগুলি দৈত্য ঘণ্টারবে ত্রস্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। কত কত বীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিত রহিল। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় এইরূপে অনেকানেক আততায়ি অসুরগণকে সংহার করিলেন।

অনন্তর, বলির পুত্র বাণ-নামা এক মহাবল দৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগের সহিত বিরোধ করিত। উদারবুদ্ধি মহাসেন সেই সুরশত্রুর অভিমুখীন হইলেন; দৈত্যরাজ কার্ত্তিকেয়ের ভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের শরণাগত হইল। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাহাতে সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া অগ্নিদত্ত শক্তি-দ্বারা সেই ক্রৌঞ্চনাদ-নিনাদিত শৈলবরকে বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শালস্কন্ধ-সম কর্ব্বুরবর্ণ পর্ব্বত বিভিন্ন হইলে তত্রত্য বানর ও বারণ সকল ত্রস্ত হইল, বিহগগণ উড্ডীন হইয়া ঊর্দ্ধপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পন্নগ সকল পতিত রহিল, ধাবমান গোলাঙ্গুল ও ভল্লুকগণ-দ্বারা তাহা অনুনাদিত হইল; শত শত কুরঙ্গগণের নির্ঘোষ-দ্বারা বনান্তর নিনাদিত হইতে লাগিল। বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সহসা বিদ্রুত শরভ ও সিংহগণ-দ্বারা সেই পর্ব্বত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও শোভিত হইল; তদীয় শিখর-নিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নর সকল শক্তিপাতশব্দে উদ্ধত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সেই প্রদীপ্ত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হইতে বিচিত্র আভরণ ও মাল্যধারী শত সহস্র দৈত্যদল নির্গত হইল। কুমারের অনুচরেরা তাহাদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে বিনাশ করিল। দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্যরাজের অনুজ-সহ পুত্রকে সংহার করিলেন। পরবীরহন্তা পাবক-নন্দন শক্তি-দ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিভিন্ন করিলেন। মহাবল কুমার আত্মাকে বহুধা ও একধা করত সংগ্রামে যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, নিক্ষিপ্ত শক্তি তত বারই তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ পাবকনন্দন শৌর্য্য-সম্পত্তি, তেজঃপুঞ্জ ও যশঃ শ্রীপ্রভাবে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিভিন্ন ও শত শত দৈত্যদলকে হত করিলেন।

অনন্তর, সেই ভগবান্ অনেকানেক অসুরগণকে নিহত করিয়া দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। হে ভারত! গিরিবর ক্রৌঞ্চ বিভিন্ন এবং দৈত্যরাজ চণ্ডের পুত্র পাতিত হইলে শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। শত সহস্র সুর-কামিনী সেই যোগীশ্বর সুরবরের উপরি পুষ্প বর্ষণ করিলেন; নির্ম্মল পবন দিব্য গন্ধ লইয়া বহিতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষি সকল তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই মহাবল যোগীশ্বর দেববর নানা প্রকার রূপ ধারণ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে পিতামহ-পুত্র সনৎকুমার বলিয়া জ্ঞান করিল, কেহ মহেশ্বর-সুত, কেহ বিভাবসুর পুত্র, কেহ উমা-নন্দন, কেহ বা কৃত্তিকা-তনয়, কেহ বা গঙ্গার সন্তান বলিতে লাগিল।

হে মহারাজ! কুমারের অভিষেকের বিষয় সমুদায়ই আপনাকে কহিলাম, এক্ষণে সরস্বতী তীর্থের

পবিত্রতার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ করুন, কুমার সুর-শত্রু সকলকে সংহার করিলে সেই তীর্থপ্রবর অপর এক সুরপুরের ন্যায় হইয়াছিল। ভগবান্ পাবকাত্মজ সেই স্থানে অবস্থান করত নৈঋত-প্রভৃতি দিক্‌পালগণকে ত্রৈলোক্য-রাজ্য এবং পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। দৈত্য-কুলান্তকারী ভগবান্ দেব-সেনাপতি সেই তীর্থে এইরূপে সুরগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম তৈজস-তীর্থরূপে বিখ্যাত আছে। ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

বলদেব সেই তীর্থপ্রবরে স্নান করিয়া স্কন্দের অভ্যর্চ্চনা কার্য্য সমাধান করত ব্রাহ্মণগণকে বসনা-ভরণ ও সুবর্ণ সম্প্রদান করিলেন। সেই পরবীরহন্তা তথায় এক রজনী বাস করিয়া সেই পূজ্য তীর্থবরের সলিল স্পর্শ করত সাতিশয় হৃষ্ট ও প্রীতচিত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সমাগত দেবগণ ভগবান্ কুমারকে যে প্রকারে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তৎসমুদায়ই যথার্থরূপে কহিলাম।

সারস্বতোপাখ্যানে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৬॥

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কুমারের অতি অদ্ভুত অভিষেকের বিষয় বিস্তারিত ক্রমে যথা-বিধানে শ্রবণ করিলাম; ইহা শ্রবণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র জানিলাম এবং আমার রোম সকল প্রহৃষ্ট ও মন পবিত্র হইল। হে মহাপ্রাজ্ঞ! কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের বধের বিষয় শ্রবণে আমার মনে পরম প্রীতির উদয় হইয়াছে, এক্ষণে এই কৌতূহল জন্মিতেছে যে, পুরাকালে জলাধিপতি বরুণ দেব তথায় কি প্রকারে দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সমুদায় বিষয় যথাবৃত্ত রূপে বর্ণন করুন, হে সত্তম! আপনি সকল বিষয়েই পারদর্শী।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এই বিচিত্র বিষয় বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব-কল্পে প্রথমত সত্যযুগের বর্ত্তমান সময়ে দেবতারা সকলে বরুণের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন, তেমনি তুমি সমুদায় সরিতের অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। হে দেব! এক্ষণে মকরালয় সাগর-গর্ভে সততই তোমার বসতি হইবে; অতঃপর নদীপতি সমুদ্র তোমার বশীভূত থাকিবে এবং সোমের সহিত সমভাবে প্রতিদিন তোমার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। হে মহারাজ! বরুণ দেব, দেবগণের ঈদৃশ বাক্যে সম্মত হইলেন; পরে দেবতারা সকলে একত্র সমাগত হইয়া বিধি-বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা বরুণকে জলাধিপতি করিলেন এবং তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করত স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিলেন।

মহাযশা বরুণ, দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দেবরাজ যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিতেছিলেন, তেমনি সরিৎ, সাগর, নদ ও সরোবর-প্রভৃতি সমুদয় জলাশয়কে যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! প্রলম্ব-সূদন মহাপ্রাজ্ঞ বলদেব সেই তীর্থের বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক তথায় বিবিধ ধন দান করিয়া অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে হুতাশন শমীবৃক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। লোকালোক পর্ব্বতের বিনাশ কাল প্রাদুর্ভূত হইলে দেবতারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে আগমন করত কহিলেন, "ভগবন্! অগ্নি বিনষ্ট হইয়াছেন; কি জন্য তিনি বিনষ্ট হইলেন, তাহার কারণও আমরা কিছুই জানি না, যাহা হউক, হে বিভো! সম্প্রতি যাহাতে অনল-বিরহে সর্ব্ব জীবের ক্ষয় না হয়, আপনি তাহা সম্পাদন করুন।"

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কি কারণে ভগবান্ লোকভাবন হুতাশন বিনষ্ট হইয়াছিলেন?

দেবতারাই বা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত যথার্থরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বে ভৃগুমুনির অভিশম্পাতে ভগবান্ জাতবেদা নিতান্ত ভীত হইয়া শমীগর্ভ্তে প্রবেশ করত প্রণষ্ট হইয়াছিলেন। বহ্নি বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করত অগ্নিতীর্থে আসিয়া দেখিলেন, ভগবান্ হুতাশন শমীতরুর গর্ভ্ত-মধ্যে যথা-বিধানে বাস করিতেছেন। হে নরবর! বৃহস্পতি পুরোবর্ত্তী সবাসব দেবগণ তথায় জ্বলনকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে অগ্নিও তদবধি ব্রহ্মবাদি ভৃগুর শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বভক্ষ্য হইলেন এবং সেই তীর্থে স্নাত হইয়া ব্রহ্মযোনিত্ব লাভ করিলেন। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানে দেবগণের সহিত যথা-বিধানে স্নাত হইয়া তাঁহাদিগের জন্য বিবিধ তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বলদেব সেই তীর্থে স্নান এবং দান করিয়া কৌবের তীর্থে প্রয়াণ করিলেন; ঐ তীর্থে কুবের সুমহৎ তপস্যা করিয়া ধনাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় তিনি অবস্থিত হইলে সমস্ত নিধি ও ধন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। হলধর সেই তীর্থে উপনীত হইয়া স্নানানন্তর ব্রাহ্মণগণকে যথা-বিধানে ধন দান করিলেন। পরে সেই স্থানে কুবেরের মনোহর কানন দর্শন করিলেন। পুরাকালে যক্ষরাজ কুবের তথায় থাকিয়া বিপুল তপস্যা-দ্বারা সুমহৎ বর লাভ করেন এবং ধনাধিপত্য ও ভগবান্ রুদ্রের সহিত সখ্য প্রাপ্ত হয়েন। হে মহারাজ! তিনি সেই স্থলে সুরত্ব, লোকপালত্ব ও নলকুবর নামক পুত্র পাইয়াছিলেন; ধনাধিপতি সেই স্থানেই সমাগত সুরগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মনের ন্যায় বেগগামি হংস-যুক্ত পুষ্পক বিমান এবং অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলরাম সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করত সত্বরভাবে বদরপাচন নামক তীর্থে গমন করিলেন, ঐ তীর্থে অনেকানেক প্রাণী নিবসতি করিত এবং সকল ঋতুতেই তথায় নানা প্রকার ফল পুষ্প প্রসবিত হইত।

সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ॥৪৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, বলদেব বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন, সেই তীর্থে ভরদ্বাজ মুনির শ্রুতাবতী নাম্নী এক দুহিতা, তপস্বী ও সিদ্ধগণের ব্রতাচরণ করিতেন। সেই কন্যার এরূপ রূপ যে, ত্রিলোকী-মধ্যে তাহার তুলনা ছিল না, সেই ভাবিনী কৌমারাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া "দেবরাজ আমার ভর্ত্তা হউন" মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া অতি উগ্র নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে সেই কুমারী বহু বৎসর কাল নারীগণের দুঃসাধ্য তীব্রতর সেই সেই নিয়ম আচরণ করিতে থাকিলে তাঁহার তপস্যা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ পাকশাসন মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির রূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

কল্যাণবতী প্রিয়ম্বদা শ্রুতাবতী সেই পরম তপস্বী বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া মুনিগণ-সমুচিত আচার দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্ মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি আজ্ঞা করিতেছেন? আমি যথা-শক্তি সকলই আপনাকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু, হে তপোধন! আমি নিয়ম, ব্রত ও তপস্যা-দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের পরিতোষ প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেবল পাণি-দান করিতে পারিব না।" হে ভারত! ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া অন্তর্হাস্য-মুখে শ্রুতাবতীর নিয়মজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে সুব্রতে!

তুমি অতি কঠোর তপস্যা করিতেছ, আমি তোমাকে জানিয়াছি। হে কল্যাণি! তোমার যে নিমিত্তে এই মনোগত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তৎ সমুদয় সুসিদ্ধ হইবে। অয়ি শুভাননে! তপস্যা-দ্বারা সকল বস্তুই লব্ধ হয়, তপস্যাতেই সকল ফল বর্ত্তমান থাকে, তপোবলে দিব্য লোকবাসিগণের স্থান অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়, তপই মহৎ সুখের মূল হইয়াছে। হে কল্যাণি! মনুষ্যেরা ইহলোকে এইরূপ কঠিন তপস্যা করিয়া মানব দেহ ত্যাগ করত দেব-শরীর লাভ করে। হে শুভব্রতে সুভগে! এই ক্ষণে আমার একটি কথা শ্রবণ কর, আমি তোমাকে এই পঞ্চ বদর ফল দিতেছি, তুমি পাক কর।” ইন্দ্র শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার তপস্যার দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্ত যাহাতে ঐ বদর ফলের পাক না হয়, এইরূপ মন্ত্রণায় সেই আশ্রম নিকটে মন্ত্র-বিশেষ জপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সেই স্থান “ইন্দ্র-তীর্থ” নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। অনন্তর, বিবুধাধিপতি ইন্দ্র মন্ত্রপ্রভাবে বদর ফল যাহাতে পাক না হয়, তাহা সম্পাদন করিলেন। হে রাজন্! শ্রুতাবতী তপঃপরায়ণা, বিগত-শ্রমা এবং শুচি হইয়া অগ্নি-মধ্যে পঞ্চ বদর ফল নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু, দিবা অবসান হইল, তথাপি পাক সম্পন্ন হইল না, সঞ্চিত কাষ্ঠ যাহা কিছু ছিল, তৎ সমস্ত ভস্মীভূত হইল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নাই দেখিয়া চারুদর্শনা শ্রুতাবতী আত্ম-শরীর-দাহ-দ্বারা পুনর্ব্বার বদর পাকে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ পদ-দ্বয়কে আবর্ত্তন করত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয় কামনায় বদর পাকের নিমিত্ত অতি-দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। অগ্নি-দ্বারা শরীর আদীপ্ত হইলে জল-মধ্যে প্রবেশের ন্যায় হর্ষিত হইয়া না বিমনা হইলেন, না মুখভঙ্গি-দ্বারা কাতরভাব প্রকাশ করিলেন, কেবল কিসে বদর কয়টি শীঘ্র পাক হয়, এই চিন্তায় বিব্রত রহিলেন; কিন্তু, কোন প্রকারেই পাক করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি-দ্বারা চরণ-দ্বয় দগ্ধ হইলে শ্রুতাবতী কিছুমাত্র মনে দুঃখিতা হইলেন না—দেখিয়া ভগবান্ শতক্রতু প্রীত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ দর্শন করাইয়া কহিলেন, “হে দৃঢ়ব্রতে! তোমার তপ, নিয়ম ও ভক্তি-দ্বারা আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। হে শুভে! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে এবং তুমি মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া সুরপুরীতে আমার নিকট বাস করিবে। আর এই সর্ব্ব-পাপাপহ তীর্থ তোমার তপোবল-প্রভাবে বদর-পাচন নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া স্থিরতর থাকিবে এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ইহাকে স্তুতি করিবেন্। হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই পবিত্র তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে গমন করিয়াছিলেন, প্রশংসিত মহাভাগেরা জীবিকা জন্য তথায় উপনীত হইয়া ফল মূল আহরণার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা হিমালয়ের কোন মনোহর কাননে জীবিকার্থ এইরূপে বসতি করিতে থাকিলে, সেই সময় তথায় দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইল। তদানীং তাপসগণ তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বাস করিতেন।

এদিকে কল্যাণী অরুন্ধতী সেই সময় দৃঢ়তর তপস্যাচরণে নিযুক্ত হইলেন; কিয়ৎকালানন্তর, ভগবান্ ত্রিনয়ন অরুন্ধতীকে কঠোর নিয়মে অবস্থিত দর্শনে প্রীত হইয়া বর প্রদানার্থ আগমন করিলেন। মহাযশা মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক অরুন্ধতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, “হে শুভদর্শনে! আমি ব্রাহ্মণ, সম্প্রতি তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।” মনোহারিণী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে দ্বিজবর! এ আশ্রমে অন্য প্রকার কোন খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত নাই, অতএব এই কয়েকটী বদর ফল প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ করুন।” অনন্তর, মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধিয়া

বলিলেন, 'সুব্রতে! এই ফল সকল অগ্নিতে পাক কর।' অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার প্রিয়-কামনায় সেই সকল ফল পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যশস্বিনী তখন প্রজ্বলিত অগ্নি-মধ্যে সেই সমস্ত বদর ফলের পাক আরম্ভ করিয়া মনোহর পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনশনে পাক করিতে করিতে সেই সকল দিব্য বাক্য শ্রবণ করিতে থাকিলে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এককালে অতীত হইল, এবং সেই সুদারুণ সময় তাঁহার পক্ষে এক দিবসের ন্যায় বোধ হইল। কিয়ৎকাল পরে পূর্ব্বোক্ত মুনি সকল পর্ব্বত হইতে ফলাহরণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তদনন্তর, ভগবান্ মহেশ্বর, অরুন্ধতীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞে! এক্ষণে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই সমস্ত ঋষিদিগের সান্নিধানে গমন কর, আমি তোমার তপোনিষ্ঠা ও নিয়মে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি।"

ভগবান্ মহেশ্বর এই কথা কহিয়া নিজরূপ প্রকাশিয়া দর্শন দিলেন, এবং প্রসন্ন-চিত্তে ঋষিদিগকে অরুন্ধতীর সুমহৎ চরিত্রের বিষয় কহিলেন; বলিলেন, "হে তপোধনগণ! তোমরা সকলে হিমালয়-শৈলোপরি বসতি করিয়া যে তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, আমার মতে তাহা ইহাঁর তপস্যার সদৃশ নহে। এই তপস্বিনী সুদুশ্চর তপস্যাচরণ করত অনাহারে পাক করিতে করিতে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতীত করিয়াছেন।"

ভগবান্ দেবদেব মুনিগণকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় অরুন্ধতীকে সম্বোধিয়া বলিলেন, 'হে কল্যাণি! তোমার মনোমধ্যে যাহা অভিলষিত আছে সেই বর প্রার্থনা কর।' বিশাল-নয়না অরুন্ধতী সপ্তর্ষি-সভা-মধ্যে মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আপনার প্রসাদে এই স্থান বদরপাচন নামে সিদ্ধ ও দেবর্ষিদিগের প্রিয়তর অদ্ভুত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হউক, হে দেবেশ! আর এই স্থানে যে শুচিব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বাস করিবে সে, সেই উপবাসের ফলে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।' দেবদেব তপস্বিনীর তদ্বাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সপ্তর্ষিগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। ঋষিগণ অরুন্ধতীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তদানীং তাঁহার শরীর শ্রান্ত এবং বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই ও তাঁহার ক্ষুধা বা পিপাসা-জন্য কিছু মাত্র কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। হে সংশিতব্রতে মহাভাগে! বিশুদ্ধ-চিত্তা অরুন্ধতী এইরূপে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও আমার নিমিত্ত তদ্রূপ ব্রত পালন করিলে, তোমার অদ্ভুত নিয়মে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে কোন বিশেষ বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। মহানুভাব মহাদেব যেমন অরুন্ধতীকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, হে কল্যাণি! আমিও তেমনি তাঁহারই প্রভাব ও তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ-দ্বারা যথাবিধানে বর দান করিব। এই তীর্থে যেব্যক্তি নিয়ম-নিষ্ঠ থাকিয়া এক রজনী বাস করিবে, সে স্নানানন্তর দেহ পরিত্যাগের পর দুর্লভ লোক-সকল লাভ করিতে পারিবে," প্রতাপশালী ভগবান্ সহস্রাক্ষ শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া সুরপুরে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! বজ্রধর গমন করিলে সেই স্থানে দিব্য গন্ধযুক্ত পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। পবিত্র দেবদুন্দুভি-সকলের মনোহর বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। পুণ্যগন্ধ পবিত্র পবন চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। শ্রুতাবতী তখন সেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া উগ্রতর তপস্যার ফলে দেবরাজের ভার্য্যা হইলেন, এবং চিরকাল পরম সুখে তাঁহার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সেই শ্রুতাবতীর মাতা কে? এবং সেই শোভনা কোথায় পরিবর্দ্ধিতা

হইয়াছিলেন? তাহাই আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে বিপ্রবর! এবিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পুরাকালে সুলোচনা ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজমুনির রেতঃস্খলিত হইয়াছিল, মুনিবর সেই স্খলিতরেত কর-দ্বারা গ্রহণ করিয়া পত্রপুটে রাখিয়াছিলেন।

সেই পত্রপুটে ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তপোধন ভরদ্বাজমুনি কন্যার জাতকর্ম্মাদি তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শ্রুতাবতী নাম রাখিলেন। কিয়ৎকাল পরে মুনিবর সেই দুহিতাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমাচলের কাননে গমন করিয়াছিলেন। সমাহিত-চিত্ত মহানুভব বলদেব সেই স্থানে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধন দান করিয়া শক্রতীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যদুবর বলদেব শক্রতীর্থে গমন করিয়া তথায় যথাবিধানে স্নান করত বিপ্র-সকলকে বহুল ধন-রত্নাদি প্রদান করিলেন। দেবরাজ সেই স্থানে শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বৃহস্পতিকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে যাচকগণের আগমন-পথ সকল অনিবারিত ছিল, সমস্ত যজ্ঞেই বিবিধ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল, বেদপারগ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে দেবেশ ইন্দ্র সেই সমস্ত যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই সমস্ত যজ্ঞ শতবার সম্পাদন-পূর্ব্বক যথাবিধানে পূর্ণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তদবধি তিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত হয়েন, সেই সর্ব্বপাপ-মোচন কল্যাণকর পবিত্র তীর্থও তাঁহার নামে শক্রতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। হলধর সেই স্থানেও তীর্থ-বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক মনোহর বসন ও ভোজনাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তথা হইতে পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রাম-তীর্থে গমন করিলেন; যেস্থানে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম, বারম্বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কার-পূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভাব সসাগরা পৃথিবীকে দক্ষিণাস্বরূপে সম্প্রদান করেন। হে জনমেজয়! বলদেব সেই দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিসেবিত পবিত্র তীর্থে স্নান-পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে ন্যায়ানুসারে পূজা করত নানা রত্ন-সমন্বিত বিবিধ দান দ্রব্য তথা গো, হস্তী, দাসী ও বন্ধনবিমুক্ত অজ, মেষ-প্রভৃতি বহুল ধন দান করিয়া যমুনাতীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অদিতি-তনয় শ্বেতকান্তি মহাভাগ বরুণদেব ঐস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরবীরহন্তা বরুণ সংগ্রামে দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলকে জয় করিয়া সেই স্থানে উক্ত উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে দেবগণ ও দৈত্যগণের ত্রৈলোক্য-ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়াছিল. হে জনমেজয়! প্রধান যজ্ঞ রাজসূয় নিবৃত্ত হইলেই ক্ষত্রিয়দিগের এক ঘোরতর সমর উপস্থিত হয়। কমললোচন বনমালা-ধারী কামপ্রদ রাম তথায় দেবর্ষিদিগকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক অন্যান্য যাচক সকলকে ইচ্ছানুসারে দান করিয়া মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথা হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন, যেস্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞ করিয়া জ্যোতির আধিপত্য ও বিপুল প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্র তীর্থ-প্রবর সরস্বতী-নদীতীরে ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশ্বদেব-সকল, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব-সকল, অপ্সরোগণ, শুকদেব, ভগবান্ কৃষ্ণ, যক্ষ সকল, রাক্ষস ও পিশাচগণ এবং অন্যান্য শত সহস্র লোক যোগসিদ্ধ হয়েন, সেই তীর্থে ভগবান্ বিষ্ণু, মধুকৈটভ বিনাশ-পূর্ব্বক তীর্থজলে স্নান করিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অপর কি ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস, মহাতপা

অসিত ও দেবল, ইহাঁরাও সেই তীর্থে স্নান করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৪৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই তীর্থেই ধর্ম্মাত্মা, তপোধন, শুচি, দান্ত, কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জন্তুতে সমদর্শী, অক্রোধন, স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞানী, প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়ে তুল্য প্রবৃত্তি, শমনসমান সমদর্শী, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে ভেদ জ্ঞান রহিত, দেবতা ও অতিথি-পূজায় নিত্য নিরত, ব্রহ্মচর্য্যারত ও সতত ধর্ম্মপরায়ণ, মহাতপা অসিত দেবল গার্হস্থ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। সেই আশ্রম-সমীপে পরম যোগী ধীমান্ জৈগীষব্য মুনি ভিক্ষুকবেশে বাস করত কিছু দিনের মধ্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর, ধর্ম্মাধীন হইয়া উভয়ে বাস করিতে থাকিলে সেই স্থানে তাঁহাদিগের বহুকাল যাপিত হইল। এক দিবস মতিমান্ দেবল আহার সময়ে জৈগিষব্যকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু, ভিক্ষাকালে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ দেবল বিপুল প্রীতি-পূর্ব্বক গৌরবের সহিত ঋষি-প্রোক্ত বিধানানুসারে যথাশক্তি পূজা করিলেন। হে মহারাজ! একদা জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবলের অন্তঃকরণে মহাচিন্তা জন্মিল, যে, বহু সম্বৎসর অতীত হইল, আমি এই ঋষির সৎকার করিয়া আসিতেছি কিন্তু, এই ভিক্ষুক আলস্য করিয়াও কখন আমাকে কোন কথা কহেন নাই। অন্তরীক্ষচর শ্রীমান্ দেবল মনো-মধ্যে এবম্বিধ আন্দোলন করত কলস গ্রহণ-পূর্ব্বক আকাশপথে সমুদ্রে গমন করিলেন, তিনি সাগরে উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন, জৈগীষব্য মুনি তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত আছেন, সুতরাং ইহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন "এই ভিক্ষুক কিরূপে আমার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কি প্রকারেই বা এত শীঘ্র সমুদ্রে আসিয়া স্নান করিল!" এইরূপ চিন্তা করত তিনি সাগর-সলিলে বিধিবৎ স্নাত হইয়া আহ্নিক ও জপাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আকাশপথে গমন-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু, দেবলকে কিছুই বলিলেন না, কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রম-মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

হে রাজন্! অসিত দেবল সেই সাগর-সদৃশ-গাম্ভীর্য্যশালী মহর্ষিকে সাগর-সলিলে স্নাত দেখিয়া তাঁহাকে আপনার পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রবিষ্ট সন্দর্শন করিলেন এবং তাঁহার পরম যোগ জন্য তপস্যার প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, আমি যাহাকে এই মাত্র সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দেখিলাম, সে কি প্রকারে আশ্রমে আগমন করিল। মন্ত্রপারগ দেবল মুনি এইরূপ চিন্তা করত আশ্রম হইতে বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে জৈগীষব্যের যোগ-প্রভাব জিজ্ঞাসার্থ উৎপতিত হইলেন এবং তথায় অন্তরীক্ষচর সিদ্ধগণকে সমাহিত সন্দর্শন করিলেন। অপিচ সেই সিদ্ধগণ জৈগীষব্য মুনিকে পূজা করিতেছেন, তাহাও দেখিতে পাইলেন। দৃঢ়ব্রত উদ্যোগশালী অসিত দেবল, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে দেখিলেন জৈগীষব্য স্বর্গলোকে গমন করিতেছেন, অনন্তর, তথা হইতে তাঁহাকে পিতৃলোকে যাইতে দেখিতে পাইলেন, মহামুনি জৈগীষব্য তথা হইতে যমলোকে এবং যমলোক হইতে উৎপতিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন, দেবল ইহা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি সেই মহামুনিকে একান্তযাজী ঋষিগণের কল্যাণকর লোকসকলে গমন করিতে দেখিলেন। অনন্তর, তিনি অগ্নিহোতৃ-লোক মধ্যে জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া যে সমস্ত তপোধন দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাকে দেখিতে পাই-

লেন। পরে পশুযাজি লোক হইতে জৈগীষব্যকে পরমার্চ্চনীয় পবিত্র দেব-পূজক লোক-মধ্যে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, যে সমস্ত তপোধন বহুবিধ চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের লোকে জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া অগ্নিষ্টোমযাজী ঋষিগণের আবাসে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিলেন। যে সমস্ত তপোধন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের আশ্রমে দেবল জৈগীষব্যকে বিলোকন পূর্ব্বক যাঁহারা বাজপেয় ও বহু সুবর্ণক্রতু-যাজনা করেন, সেই সমস্ত লোক মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। অনন্তর, যাঁহারা পুণ্ডরীক ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া থাকেন দেবল তাঁহাদিগের লোক-মধ্যেও জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন, যে সমস্ত নরবর অশ্বমেধ, নরমেধ, দুষ্কর সর্ব্বমেধ ও সৌত্রামনি যজ্ঞ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের লোক-মধ্যে জৈগীষব্যকে দর্শন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, যাঁহারা বিবিধ উপহার-দ্বারা দ্বাদশ দিবসস্থায়ি সত্র করিয়া থাকেন দেবল তাঁহাদিগের লোক-মধ্যে জৈগীষব্যকে দেখিলেন। অনন্তর, অসিত দেবল, মিত্রাবরুণ এবং আদিত্য লোকে জৈগীষব্যকে অধ্যাসীন দেখিলেন। রুদ্র লোক, বসু লোক ও বৃহস্পতির যে লোক আছে সেই সমস্ত লোকে গমন করিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছেন। পরে তিনি গোলোক ও ব্রহ্মসত্রি লোকে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য তথায়ও উপস্থিত আছেন। অনন্তর, দেবল সেই দ্বিজবরকে নিজতেজঃপ্রভাবে ভূলোক, ভুবলোক ও মহলোকে উত্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পতিব্রতালোকে যাইতে দেখিলেন। অনন্তর, দেবল পতিব্রতানারীদিগের লোক হইতে নির্গত হইয়া জৈগীষব্য যোগবলে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। সেই মহাভাগ জৈগীষব্যের সুব্রত ও অতুল যোগসিদ্ধির প্রভাব জিজ্ঞাসু হইয়া অন্তরীক্ষচর সিদ্ধগণের নিকটে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মসত্রিগণ! আমি এক্ষণে মহাতেজস্বী জৈগীষব্যকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিষয় আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনি কোথায় আছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। সিদ্ধগণ দেবলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৃঢ়ব্রত দেবল! আমরা তোমাকে এ বিষয়ের যথার্থ বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। জৈগীষব্য এক্ষণে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবল সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া যেমন উর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিবেন অমনি পতিত হইলেন। সিদ্ধগণ তখন দেবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে তপোধন! জৈগীষব্য যে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তোমার সেস্থানে গমন করিতে সাধ্য নাই।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবল সেই সমস্ত সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সকল হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় অবতরণ-পূর্ব্বক নিজ পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন। দেবল আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র জৈগীষব্যকে তথায় দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, দেবল জৈগীষব্যের যোগ জন্য তপঃপ্রভাব দর্শন করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে

করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বিনয়াবনত হইয়া সেই মহাত্মা মহামুনির নিকটে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন। "ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করি." মহামুনি জৈগীষব্য সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য দেবলকে বিবেক জ্ঞানে দৃঢ়-চিত্ত দর্শনে যোগের বিধান ও শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলের শিক্ষা দিলেন এবং বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পিতৃগণ সহ আশ্রমস্থ জীব সকল তাঁহাকে বিবেকী দেখিয়া "অতঃপর

আর আমাদিগকে কে প্রতিপালন করিবে," এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। দেবল দশ দিক্ হইতে এইরূপ করুণ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোক্ষ-পথ পরিত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিলেন। অনন্তর, আশ্রম সন্নিহিত পবিত্র ফল-পুষ্পশালি বনস্পতি ও ওষধি সকল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, যে "দুর্ম্মতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি দেবল সর্ব্ব জীবকে অভয় দিয়াও যখন অববুদ্ধ হইতেছেন তখন বোধ হয় পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবেন," মুনিসত্তম দেবল ইহা শ্রবণে মনো-মধ্যে আলোচনা করিলেন, যে "আমি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া কি প্রকারে অজ্ঞানে জড়িত হইলাম। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এই অন্যতরের মধ্যে শ্রেয়স্কর কি—তাহা বিবেচনা করিতে পারিলাম না, ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ভগবান্ দেবল নিজ সুবুদ্ধি-সহকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষ-ধর্ম্মে মনঃসমাধান করিয়া পরম-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া তথায় আগমন করত তপস্বি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষি-প্রবর নারদ দেবতাদিগকে কহিলেন যে, জৈগীষব্য অসিত দেবলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছেন মাত্র তাঁহাতে তপঃপ্রভাব কিছুই নাই। দেবগণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'জৈগীষব্যের প্রতি আপনার এ প্রকার উক্তি করা উচিত নহে, যেহেতু, জৈগীষব্যের ন্যায় তপস্যা তেজ ও যোগ-প্রভাব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।' এই তীর্থবরে সেই মহাত্মা জৈগীষব্য ও অসিত দেবলের আশ্রম ছিল। হে মহারাজ! সাধুকর্ম্মা মহানুভাব বলদেব সেই তীর্থে স্নাত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুল বিত্ত দান-পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় করত সোম-তীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাকালে যে-স্থানে তারাপতি চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যথায় বৃহস্পতি-পত্নী তারার নিমিত্তে সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল, ধর্ম্মাত্মা বলদেব তথায় তীর্থ-বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধন দান করিয়া সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন, পূর্ব্বকালে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপি অনাবৃষ্টি-সময়ে সারস্বত মুনি সেই স্থানে দ্বিজগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, পূর্ব্বকালে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির সময় তপোধন সারস্বত মুনি কি জন্য ঋষিগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দধীচ নামে বিখ্যাত ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ও মহাতপস্বী এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঘোরতর তপস্যার প্রভাবে দেবরাজ নিরন্তর সভয়-চিত্তে কালযাপন করিতেন, তিনি বহুবিধ ফল প্রদান-দ্বারা মুনিবরকে কোন প্রকারে প্রলোভ দেখাইতে পারেন নাই। পরিশেষে পাকশাসন দধীচ মুনির প্রলোভনার্থ অলম্বুষা নাম্নী এক মনোহারিণী অপ্সরাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মুনিবর সরস্বতী নদীতে যৎকালে দেবগণের তর্পণ করিতেন, তৎকালে সেই মনোহারিণী ভাবিনীও তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা থাকিতেন। একদা সহসা সেই দিব্য রূপিণী অপ্সরার প্রতি ঋষির নেত্র নিক্ষিপ্ত হওয়াতে নদী-মধ্যেই তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল, সেই রেত স্খলিত হইবামাত্র সরস্বতী তাহা গ্রহণ করিয়া নিজকুক্ষি-মধ্যে ধারণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী গর্ব্ভহেতু সেই রেত ধারণ করিয়া যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করিলেন, এবং প্রসব করিবামাত্র তিনি পুত্রটীকে লইয়া সেই ঋষির সন্নিধানে আগমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী সভা-মধ্যে মুনিবরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পুত্রকে তদীয়-ক্রোড়ে প্রদান করত কহিলেন,

'ব্রহ্মর্ষে! এইটী আপনকার পুত্র, আমি আপনকার প্রতি ভক্তি-বশত ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরাকে দেখিয়া আপনার যে রেত স্খলন হইয়াছিল, আপনার প্রতি ভক্তি-বশত আপনার এই তেজ বিনষ্ট না হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপন কুক্ষি-মধ্যে তাহা ধারণ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমি আপনার এই অনিন্দিত পুত্রটিকে প্রদান করিতেছি, অপনি আপন সন্তান গ্রহণ করুন।" হে ভরতসত্তম! দধীচ মুনি সরস্বতীর এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন এবং তখন পুত্র-স্নেহ-সহকারে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মুনিবর সরস্বতীর এই প্রিয়কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, যে, 'হে সুভগে! তোমার পবিত্রবারি-দ্বারা সমস্ত দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণকে তর্পণ করিলে তাঁহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

হে মহারাজ! মুনি সেই মহানদীকে এই কথা বলিয়া প্রীত ও পরম হৃষ্ট-চিত্তে বিবিধ মনোরম বাক্যাবলী-দ্বারা যে প্রকার স্তব করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মুনি বলিলেন, "হেমহাভাগে সরিদ্বরে! পুরাকালে তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ, সংশিতব্রত মুনিগণ তোমার প্রভাবের বিষয় সকলই জানেন। হে প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক, এবং তোমার অনুগ্রহে এই সন্তানটি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই হেতু তোমার নামে এই বালক সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে—বলিয়া ইহার নাম সারস্বত হইল। হে মহাভাগে! এই বালক মহাতপস্বী হইবে এবং দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি-সময়ে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। হে শুভদায়িনি মহাভাগে! আমার প্রসাদাৎ তুমি পুণ্য-সরিৎ-সমুদয় হইতে পুণ্যতমা হইবে। হে মহারাজ! মহানদী এইরূপে মুনিবরের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং বরলাভে প্রসন্না হইয়া পুত্রটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! এই সময়ে দেবতা ও দানবগণের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ভগবান্ ইন্দ্র উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র অন্বেষণার্থ ত্রিভুবন-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু, ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া কোন স্থানেই অসুরগণের বধোপযুক্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তিনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে দেবগণ! এই সমস্ত মহাসুরেরা দধীচীর অস্থি ব্যতীত আমার শক্তি-দ্বারা কোনমতেই নিহত হইবে না। অতএব তোমরা সকলে সেই মুনিসত্তমের সন্নিধানে গমন করিয়া 'হে দধীচ! অস্থি দান করুন' এই কথা বলিয়া তাঁহার অস্থি যাচ্ঞা কর, 'আমি তদ্দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিব।' হে মহারাজ! দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতারা সকলে যত্ন-পূর্ব্বক দধীচ মুনির নিকটে অস্থি প্রার্থনা করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ঋষিবর সুরগণের সেই কথায় কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন এবং এই বিষয়ে দেবতাদিগের প্রিয়কারী হইয়া অক্ষয়-লোক-সকল প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর, দেবরাজ প্রসন্ন-চিত্তে দধীচমুনির অস্থিদ্বারা নানাবিধ দিব্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন, তদ্দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড-প্রভৃতি বিবিধ প্রহরণ নির্ম্মিত হইল। প্রজাপতির পুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপস্যা প্রভাবে সম্ভূত যে অতিকায় অতি তেজস্বী দানব ছিল, যে নিজ মহিমা-দ্বারা শৈলরাজ হিমালয়ের উচ্চতাকেও অবধীরণা করিয়াছিল ও যাহার তেজঃপুঞ্জ-প্রভাব-দ্বারা দেবরাজ নিয়ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন, ভগবান্ পাকশাসন মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব বজ্র প্রয়োগ-দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা নব নবতি সংখ্যক দৈত্য দানবকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

রাজন্! অনন্তর, কিয়ৎকাল বিগত হইলে দ্বাদশ-বর্ষব্যাপিনী এক অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। সেই দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি কালে মহর্ষি সকল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকার জন্য দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, সেই সময় সারস্বতমুনি তাঁহাদিগকে দিগ্‌দিগন্তর হইতে বিদ্রুত দেখিয়া আপনিও স্বস্থান হইতে পলায়ন করিতে অভিলাষ করিলেন। হে ভারত! সরস্বতী আপন পুত্রকে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এস্থান হইতে গমন করিও না, আমি সর্ব্বদা তোমার আহারার্থ উত্তম মৎস্য প্রদান করিব, অতএব তুমি আমার নিকটেই বাস কর।" সারস্বত মুনি সরস্বতীর উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর পিতৃগণ ও দেবতাগণের তর্পণ করত নিত্য আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ ও বেদ স্মরণ করিয়া রহিলেন।

অনন্তর, সেই অনাবৃষ্টির কাল অতীত হইলে মহর্ষিগণ পুনরায় বেদাধ্যয়ন জন্য পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অনাবৃষ্টি সময়ে তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করায় অধীত বেদ সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও প্রতিভা ছিল না। যাহা হউক, কিয়ৎ-কাল পরে তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ঋষি সারস্বত মুনির নিকটে গমন করিলেন, তৎকালে সেই ঋষিসত্তম ব্রতনিরত থাকিয়া বেদপাঠ করিতেছি-লেন, সেই ঋষি তাহা দেখিয়া তথা হইতে গমন-পূর্ব্বক অন্য অন্য ঋষিগণকে কহিলেন যে, এই নি-র্জ্জন বনে মহা তেজস্বী সারস্বত মুনি একাকী অম-রের ন্যায় বেদ পাঠ করিতেছেন। ঋষি এই কথা বলিলে পর আর আর মহর্ষিরা তথায় সমাগত হইয়া সারস্বতকে কহিলেন, হে মুনিবর! আপনি আমাদিগকে অধ্যয়ন করান্। সারস্বত বলিলেন, তবে তোমরা সকলে যথাবিধানে আমার শিষ্যত্ব স্বীকার কর। মুনিগণ কহিলেন, বৎস! আপনি বালক, অতএব আমরা কি প্রকারে আপনার শিষ্য হইব। তিনি মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমার যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, যেব্যক্তি অধর্ম্মত অধ্যয়ন করা-ইয়া থাকে এবং যেব্যক্তি অধর্ম্মত গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই হীন ও পরস্পর বৈরী হইয়া উঠে। বিত্ত, বন্ধু, পলিত ও বয়োধিক্য-দ্বারা ঋষিগণ ধর্ম্ম নিশ্চয় করেন নাই, যেব্যক্তি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে তি-নিই মহান্ ও প্রধান লোক। মুনিগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে তদীয় সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে বেদাধ্যয়ন কারণ ষষ্টি-সহস্র মুনি বিপ্রর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে সেই বিপ্রবরের উপবেশনার্থ মুষ্টি মুষ্টি দর্ভ আহরণ করিলেন, তিনি বালক হইলেও সকলে তাঁহার বশীভূত রহিলেন।

হে মহারাজ! রোহিণীনন্দন কেশবাগ্রজ মহাবল বলদেব তথায় বহুল বিত্ত বিতরণ-পূর্ব্বক আনন্দিত-চিত্তে যেস্থানে এক বৃদ্ধ কন্যা ছিলেন বলিয়া প্র-সিদ্ধি আছে, ক্রমে ক্রমে সেই অতি মহৎ তীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে এক পঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ঐ কুমারী পুরা-কালে কি প্রকারে তাদৃশ তপোযুক্ত হইয়াছিলেন? কিজন্যই বা তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁ-হার কি প্রকারই বা নিয়ম ছিল। হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকটে এই সুদুষ্কর ও অনুত্তম বিষয় শ্রবণ করিলাম, অতএব সেই কন্যা যেপ্রকারে তপ-স্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সমুদায় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পুরাকালে গর্গ-বংশীয় কুনি নামে এক মহাযশা ও মহাবীর্য্য-শালী

ঋষি ছিলেন, সেই তপস্বী, বিপুল তপস্যাচরণ করিয়া মানসী শক্তি-দ্বারা এক মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করেন। মহাযশা গর্গনন্দন কুনি সেই কন্যাকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া ইহলোকে কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। অনন্তর, সেই অনিন্দনীয়া পুণ্ডরীক-নয়না কল্যাণী উগ্রতর তপস্যা-প্রভাবে আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক উপবাস করত পিতৃগণ ও দেবগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! তাঁহার এইরূপ কঠোর তপস্যা-দ্বারা বহুকাল অতীত হইল। সেই অনিন্দিতা পিতার আদেশ লাভ করিয়া প্রথমত আপন মনোমত-সদৃশ স্বামী প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন নাই, পরে আর তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন পতি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, তিনি কঠোর তপস্যা-দ্বারা স্বীয় শরীর পীড়িত করত নির্জ্জন-গহন-মধ্যে কেবল পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা কার্য্যেই নিয়ত নিরতা থাকিলেন, এবং তিনি এইরূপ শ্রমসাধ্য-কার্য্য সম্পাদন করত আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার তপোবৃদ্ধি অনুসারে বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইল। পরিশেষে যখন তিনি স্বয়ং এক পদ চলিতেও সমর্থা হইলেন না, তখন তাঁহার পরলোক গমনার্থ ইচ্ছা হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে শরীর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, অপাপে! তুমি অসংস্কৃতা অতএব অসংস্কৃতা কন্যার কোথায় সদ্গতি হইয়া থাকে? হে মহাব্রতে! আমরা দেবলোকে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, যে, তুমি পরম তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়াছ বটে কিন্তু, কোন লোক জয় করিতে পার নাই! তপস্বিনী তখন নারদমুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিসভা-মধ্যে সেই ঋষিবরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে সত্তম! এক্ষণে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে তপস্যার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিতে সম্মতা আছি। কন্যা এই কথা কহিলে পর গালবসম্ভব-শৃঙ্গবান্ নামক এক ঋষি প্রথমত তাঁহার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "হে শোভনে! আমি এই পণ করিয়া তোমার পাণি স্পর্শ করিতেছি যে, আমার সহিত তোমাকে এক রাত্রি মাত্র বাস করিতে হইবে।" কন্যা তাহাতেই সম্মতা হইয়া সেই ঋষিকে পাণি দান করিলেন। গালব-নন্দন তখন যথাবিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করত উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, রজনীকালে সেই বরবর্ণিনী, মনোহর বসন ভূষণ পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও পবিত্র মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক তরুণী হইলেন। ঋষি তাঁহার পরম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে সেই কামিনীর সহিত এক যামিনী যাপন করিলেন। প্রভাত-সময়ে সেই কন্যা ঋষিকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে তপস্বিবর! তুমি আমার নিকটে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমার সহিত এক রজনী বঞ্চন করিলাম, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করি। কন্যা ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যেব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই তীর্থে দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করত এক রাত্রি বাস করিবে, সে চতুঃষষ্টি বর্ষ-সমুপার্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ করিতে পারিবে।' সাধ্বী এই প্রকার কহিয়া পরিশেষে শরীর পরিহার-পূর্ব্বক সুরপুরে গমন করিলেন। ঋষি তখন তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য চিন্তা করত দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধভাগ প্রতিগ্রহ করিলেন, পরিশেষে তিনি তাঁহার রূপ-সৌষ্ঠবে বিমোহিত হইয়া অতি দুঃখিত ভাবে আত্মসাধন-পূর্ব্বক তাঁহার পারলৌকিক গতির অনুগমন করিলেন।

হে মহারাজ! বৃদ্ধ কন্যার এই সুমহৎ চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বর্গে শুভ গমন আপনকার নিকট

ব্যাখ্যা করিলাম। হলধর সেই স্থানে অবস্থান করত শল্যের নিধন সমাচার শ্রবণ করিলেন; হে শত্রুতাপন! তিনি তথায় দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিয়া পাণ্ডবেরা সংগ্রামে শল্যকে সংহার করিয়াছেন—ইহা শ্রবণ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মধুবংশোদ্ভব রাম সমন্তপঞ্চকের দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহানুভাব ঋষিগণ যদুসিংহ-কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের ফল কথনে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকটে যথাতথরূপে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫২॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম! এই সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির সনাতনী উত্তরবেদি বলিয়া বিখ্যাত আছে, পুরাকালে মহাবরপ্রদ দেবগণ এই স্থানে প্রধান প্রধান যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়াছিলেন এবং মহানুভাব রাজর্ষি কুরু বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহা "কুরুক্ষেত্র" নামে প্রথিত হইয়াছে। বলদেব বলিলেন, হে তপোধনগণ! মহাত্মা কুরু কিজন্য এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন? আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ঋষিগণ কহিলেন, হে যদুপ্রবীর! পুরাকালে কুরুরাজ-দ্বারা যখন এই ক্ষেত্র কর্ষণ হয়, তৎকালে দেবরাজ স্বর্গ হইতে এই স্থানে সমাগত হইয়া কর্ষণের কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ করুন। "ইন্দ্র বলিলেন, রাজর্ষে! এ কি হইতেছে? আপনি এইরূপ দৃঢ়তর প্রযত্ন-দ্বারা কি অভিপ্রায়ে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন?" কুরুরাজ কহিলেন, "হে দেবরাজ! এই ক্ষেত্রে যে সকল মানব শরীর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা পাপ-বিবর্জ্জিত সুকৃতলোকে সুখে গমন করিতে পারিবে।" ইন্দ্র তাঁহার এই বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া সুরপুরে প্রয়াণ করিলেন। রাজর্ষি কুরুও অক্ষুণ্ণ-চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষিতি কর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ যে এক বার আসিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নহে; তিনি কুরুরাজের মনোবৃত্তি জানিবার জন্য বারম্বার আসিয়া এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর উপহাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরিশেষে রাজা যখন উগ্রতর তপস্যা-দ্বারা বসুধাকে একেবারে কর্ষণ করিয়া ফেলিলেন, তৎকালে পুরন্দর দেবগণকে রাজর্ষির কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-সকল বিদিত করিলেন। সুরগণ ইহা শ্রবণে সহস্রাক্ষকে বলিলেন, "হে শক্র! যদি তুমি রাজর্ষিকে কোন বরদান-দ্বারা ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পার, তবে তাহারই চেষ্টা কর; যদ্যপি মানবগণ যজ্ঞাদি-দ্বারা আমাদিগকে পরিতুষ্ট না করিয়াই স্বর্গে গমন করে, তবে আমাদিগের যজ্ঞভাগ-সকল এককালে লোপ হইয়া যাইবে।" দেবরাজ সুরগণের কথাক্রমে রাজর্ষির সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! তোমার খেদের প্রয়োজন নাই। আমি যাহা কহিতেছি তদনুসারে কার্য্য কর। হে রাজেন্দ্র! যে সমস্ত মনুষ্যেরা নিরাহারে দেহ পরিত্যাগ করিবে, অধিক কি, তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারাই স্বর্গভাগী হইবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। কুরুরাজ "তাহাই হউক" বলিয়া দেবরাজের কথায় সম্মত হইলেন; বলনিসূদন শক্র অবিলম্বে তাঁহাকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে পুনরায় সুরলোকে গমন করিলেন।

হে যদু-প্রবীর! পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এই প্রকারে কর্ষণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ পবিত্র রাজর্ষিগণ ও দেবরাজ ইন্দ্র অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "প্রাণ পরিত্যাগ-কারি জনগণের ইহা পুণ্যক্ষেত্র, ভূমণ্ডলে ইহা অপেক্ষা পবিত্র স্থান আর হইবে না, যে সমস্ত মানবেরা এই স্থানে পরম তপস্যা করিবেন, দেহাবসানে তাঁ-

হারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন এবং যে সকল পুণ্যাত্মা মনুষ্যেরা এই স্থানে দান করিবেন, অচির-কাল মধ্যে তাঁহাদিগের সেই দানের ফল সহস্র গুণ হইয়া উঠিবে, আর যে সমস্ত শুভাভিলাষি মানবেরা নিয়ত এই স্থানে বাস করিবেন, তাঁহারা কদাচ যম-যন্ত্রণা ভোগ করিবেন না। যে সকল মানুষেরা এই স্থানে সুমহৎ যজ্ঞ যাজন করিবেন, যাবৎকাল ধরা-মণ্ডল স্থিরতর থাকিবে তাবৎ তাঁহারা ত্রিপিষ্টপে বাস করিবেন।” অপিচ, হে হলায়ুধ! সুরপতি শক্র স্বয়ং এই স্থানে কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে যে গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন, “কুরুক্ষেত্রের ধুলি-সকল যদি বায়ু-বেগে উড্ডীন হইয়া পাতকিলোকের শরীরে পতিত হয়, তবে তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হইবে,” হে যদুনন্দন! সুরগণ, দ্বিজসত্তম-সকল তথা নৃপ-প্রভৃতি প্রধান প্রধান নরদেবগণ মহার্হ যাগাদি-দ্বারা এই স্থানে দেহ-ন্যাস করিয়া সুগতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক হ্রদের যাহা মধ্যস্থল তাহাই এই কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক নামে প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহা সুরসম্মত মহাপুণ্য ও কল্যাণপ্রদ এবং ইহা সর্ব্বগুণ-সমন্বিত, অতএব এস্থানে যেসমস্ত নরাধিপেরা সংগ্রাম করিয়া নিহত হয়েন, তাঁহারা পবিত্র অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই কথা কহিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই কথায় অনুমোদন করিয়াছিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন-পূর্ব্বক তথায় বহুল বিত্ত বিতরণ করিয়া এক মনোহর সুমহৎ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রম আম্র, মধুক, প্লক্ষ, বট, চিরবিল্ব, পনস ও অর্জ্জুনাদি বিবিধ-তরুনিকরে উপশোভিত এবং অতি পবিত্র। যদু-প্রবীর সেই পুণ্যলক্ষণ আশ্রম সন্দর্শনে তত্রত্য ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উৎকৃষ্ট আশ্রম কাহার? হে মহারাজ! সেই সমস্ত মহানুভাব মুনিগণ হলায়ুধকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে রাম! পূর্ব্বে এ আশ্রম যাহার ছিল, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন্। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহার সনাতন যজ্ঞ-সকল যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই স্থানেই কৌমারব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণী তপস্বিনী হইয়া যোগবলে তপঃসিদ্ধি লাভ করত সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের শ্রীমতী নাম্নী সাধ্বী দুহিতা ব্রতাচরণ করত নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া যেরূপে ঘোরতর দুশ্চর তপস্যা করিয়া দেব ব্রাহ্মণের পূজাভাবে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন, স্ত্রীজনের তাদৃশ তপস্যা কখনই সম্ভব নহে। যাহা হউক, বলদেব ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন-পূর্ব্বক হিমালয়ের পার্শ্বস্থ সেই অপূর্ব্ব আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি তাবৎ কর্ম্ম সমাধান করিয়া অচলোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ তালধ্বজ অনতিদূরে গিয়া এক পবিত্র তীর্থ সন্দর্শন করত অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষ প্রস্রবণ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া “কারবপন” নামক পবিত্র তীর্থ-প্রবর প্রাপ্ত হইলেন। রণ-দুর্ম্মদ মহাবল বলদেব তথায় বহুল ধন দান করিয়া নির্ম্মল সুশীতল পবিত্র সলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিলেন। তিনি সেস্থানে যতি-ব্রাহ্মণগণের সহিত এক রজনী যাপন করিয়া মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র, অগ্নি এবং সূর্য্যদেব যেস্থানে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলদেব কারব-

পন তীর্থ হইতে যমুনার সন্নিহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যদুশ্রেষ্ঠ তথায় স্নান করত অতিশয় প্রীত হইয়া ঋষিগণ ও সিদ্ধ-সকলের সহিত উপবেশন-পূর্ব্বক নির্ম্মল বাক্য সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সকলে তথায় এই প্রকারে অবস্থিত থাকিলে বলদেবের সন্নিধানে ভগবান্ নারদ ঋষি সহসা আসিয়া উপনীত হইলেন। হে মহারাজ! সেই মহাতপা মুনিবর জটামণ্ডলে সংবীত ও স্বর্ণ-চীর পরিধান করত হেমদণ্ড এবং কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্ব্বক সুস্বরা ও অতি মনোহরা কচ্ছপী বীণা ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেব-দ্বিজ-পূজিত মুনিবর নৃত্যগীত-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এবং তিনি অতিশয় কলহ-প্রিয়, এই জন্য নিয়তই বিবাদ কল্লোলের আন্দোলন করিতেন; যাহা হউক, সেই যতব্রত দেবর্ষি বলদেবের সন্নিধানে সমাগত হইলে শ্রীমান্ রাম গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কৌরবগণের উপস্থিত ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নারদ বলদেবের নিকট কৌরবকুল ক্ষয়-সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে কহিলে পর, হলধর সকরুণ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বে আমি এই বৃত্তান্ত স্থূলরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধক্ষেত্রের এবং তথায় যেসমস্ত মহীপাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে? তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি উক্ত বিষয় বিস্তীর্ণরূপে ব্যক্ত করুন্।

নারদ কহিলেন, হে রোহিণী-নন্দন! ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ ও তাঁহার মহারথ পুত্রেরা প্রথমতই নিহত হইয়াছেন। পরে মদ্ররাজ শল্য ও ভূরিশ্রবা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক সমরে অনিবর্ত্তী মহাবল রাজা ও রাজপুত্রগণ কৌরবদিগের জয়ের জন্য প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন; হে মহাবাহো মাধব! তন্মধ্যে যে যে ব্যক্তি হত হয় নাই তাহাদিগের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। কুরুসৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ-মর্দ্দন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা এই তিন জন-মাত্র অবশিষ্ট আছেন. কিন্তু, ইহাঁরাও ভয়বশত দশদিকে পলায়ন করিয়া কে কোথায় আছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আর শল্য নিহত ও কৃপ-প্রভৃতি পলায়িত হইলে, দুর্য্যোধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দ্বৈপায়ন-নামক হ্রদে প্রবেশ করিয়া আছেন; "দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন," পাণ্ডবেরা এই সংবাদ শ্রবণ-মাত্র কৃষ্ণের সহিত তথায় গমন-পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ও কর্কশ-বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করেন। হে রাম! অনন্তর, অতিবল-শালী বীর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের পরুষবাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অদ্য তাঁহাদিগের সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। অতএব হে মাধব! যদি শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে তোমার মনে কৌতূহল থাকে, তবে শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করত তাঁহার সহিত যাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন এবং অনুচরগণকে দ্বারকায় যাইতে অনুমতি দিলেন।

অনন্তর, তিনি সেই প্লক্ষ প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুমহৎ তীর্থফল শ্রবণ করত প্রীত-চিত্তে ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই কথা গান করিলেন যে, "সরস্বতী-তীর্থে বাস করিতে যাদৃশী রতি হইয়া থাকে, তাদৃশী রতি আর কোথায়? সরস্বতীতীরে বাস করিলে যাদৃশী গুণোৎপত্তি তাহা আর কুত্রাপি নাই। কতশত মানব সরস্ব-

তীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অতএব সকলেই সরস্বতীকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। সমুদয় সরিতের মধ্যে সরস্বতী অতি পবিত্রা, সরস্বতী সতত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত সুদুষ্কৃত-বিষয়ের জন্যও শোক প্রকাশ করেন না।”

অনন্তর, শত্রুতাপন বলদেব প্রীতি-সহকারে বারম্বার সরস্বতীকে নিরীক্ষণ করত মনোহর-তুরঙ্গ-যোজিত শ্বেতবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন, যদুনন্দন সেই শীঘ্রগামি-রথ-দ্বারা গমন করত শিষ্যদ্বয়ের উপস্থিত যুদ্ধ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সমরাঙ্গণে উপনীত হইলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ হয়, যাহাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া সঞ্জয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহেন, হে সঞ্জয়! গদাযুদ্ধ উপস্থিত-সময়ে বলরামকে সন্নিহিত দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের সহিত কি প্রকারে প্রতিযুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবাহু বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন রামসান্নিধ্য লাভ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সন্দর্শন-পূর্ব্বক প্রত্যুত্থান করিয়া পরমপ্রীত-চিত্তে যথাবিধানে তাঁহার পরিচর্য্যা করত আসন প্রদান ও কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অভ্যর্থনার পর বলদেব তাঁহাকে শূরগণের হিতজনক মনঃপ্রীতিকর এই বাক্য কহিলেন যে, হে রাজসত্তম! আমি ঋষিগণের পরস্পর কথোপকথন কালে শুনিয়াছি, কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতীর্থ এবং স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ-বশত অতি পাবন। দেব, ঋষি ও মহানুভাব ব্রাহ্মণেরা যেস্থানে সতত বাস করিয়া থাকেন, তথায় যে সমস্ত মানব যুদ্ধ করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত একত্র স্বর্গবাসে সমর্থ হয়েন। হে নৃপবর! অতএব আমি এস্থান হইতে অবিলম্বে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গমন করিব, সেই মহাতীর্থ দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া প্রথিত; ত্রৈলোক্যের মধ্যে সেই সনাতন ও মহাপুণ্যতম স্থানে সংগ্রামে নিধন লাভ করিলে যোদ্ধাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গবাস হইবে।

হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র বীর যুধিষ্ঠির, বলদেবের সেই কথায় সম্মত হইয়া সমন্তপঞ্চকের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন; অনন্তর, তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধন মহতী গদা ধারণ করিয়া অমর্ষ বশত পাণ্ডবগণের সহিত পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বদ্ধ-কবচ ও গদা-চর্ম্মধারী হইয়া সেইরূপে যাইতেছেন দেখিয়া অন্তরীক্ষচর দেবগণ তাঁহার প্রতি শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। বার্ত্তাবহ চারণগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া মদমত্ত গজেন্দ্রের গতি অবলম্বন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শঙ্খ ভেরীর মহানিস্বনে ও শূর সকলের সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে সেই নরবরেরা আপনার পুত্রের সহিত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধনও সেই স্থানে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুতর জনমণ্ডলীতে সমাবৃত রহিলেন। তথায় সরস্বতীর দক্ষিণ-বিভাগে অপর এক মনোহর তীর্থ ছিল, তাঁহারা সেই অমুষর-প্রদেশে সংগ্রাম করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, মহাবীর ভীমসেন বদ্ধ-কবচ হইয়া মহাকোটি-শালিনী এক মহতী গদা

গ্রহণ-পূর্ব্বক গরুড়ের-সদৃশ ভীষণাবহ রূপ ধারণ করিলেন। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনও সমর-মধ্যে কাঞ্চনময় বর্ম্ম ধারণ ও শিরস্ত্রাণ বন্ধন করিয়া সুবর্ণের শৈলরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বীর দুর্য্যোধন ও ভীমসেন সংগ্রাম-সজ্জায় বর্ম্মাদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া রণমধ্যে প্রমত্ত মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। হে মহা-রাজ! তৎকালে রণ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সেই ভ্রাতৃদ্বয় সমুদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান প্রকাশমান হইলেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের বধ-কামনায় লোচন-দ্বারা যেন পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করত ক্রুদ্ধ কুঞ্জরবৎ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে নৃপবর! কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রহৃষ্ট-চিত্তে গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত-লোচনে সৃক্কনিদ্বয় লেহন করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন এইরূপে সেই দুর্জ্জয় গদা ধারণ করিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আহ্বান করে, তেমনি, তিনি ভীমসেনকে ঘোর দৃষ্টিতে নি-রীক্ষণ করত আহ্বান করিলেন। মহাবল ভীম-সেনও তদ্রূপ অদ্রিসারময়ী গদা ধারণ করিয়া রণ-মধ্যে সিংহ যেমন অন্য সিংহকে আহ্বান করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমস্বরে আহ্বান করিলেন। এইরূপে সেই দুর্য্যোধন ও বৃকোদর হস্তে গদা উদ্যত করিয়া সমর-মধ্যে হিমশিখরীর শেখরের সমান প্রকাশমান থাকিলেন। তাঁহারা উভয়েই গদাযুদ্ধে রোহিণী-নন্দন বুদ্ধিমান্ বলদে-বের শিষ্য, অতএব উভয়েই তুল্য-রূপে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করত নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হই-লেন। সেই মহাবল বীর-দ্বয় উভয়েই ময়দানব ও বাসবের তুল্য রণ-দক্ষ, উভয়েই বরুণের ন্যায় বিক্রান্ত এবং কুবের ও বসুদেব-নন্দন রামের-সদৃশ কর্ম্মক্ষম, তাঁহারা সংগ্রামে মধু ও কৈটভ, সুন্দ ও উপসুন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের সদৃশ। সেই কালান্তক যমোপম শত্রুতাপন বীর-দ্বয় মত্তমাতঙ্গ-যুগলের সমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! শরৎকালে মদমত্ত মাতঙ্গ-যুগল যেমন করিণী-সঙ্গমে জিগীষা-পরবশ হয়, তৎকালে সেই ভরত-প্রবীরেরাও তদ্রূপ হইয়াছিলেন; সেই অরিদমন-কারী বীর-দ্বয় ভুজঙ্গ-যুগলের ন্যায় ক্রোধ-বিষ বমন করত অতিশয় সংরব্ধ হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনেই গদাযুদ্ধ বিশারদ এজন্য পরস্পর দুরাধর্ষ থাকিয়া সিংহের সমান প্রবল বিক্রম-সমন্বিত হইলেন। নখদংষ্ট্রাদি অস্ত্রধারি ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরুৎসহ সেই বীর-দ্বয় প্রজা-সংহরণার্থ আন্দোলিত সাগরের সমান সুদুস্তর-ভাবে পরি-দৃশ্যমান হইলেন। সেই দুই মহারথ মঙ্গলগ্রহের ন্যায় ক্রোধ-বশত যেন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা প্রতপ্ত হওত পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগ্‌স্থ মেঘসম পবনবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলধরের বর্ষণের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করত তাবৎ-লোককে স্তব্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই প্রদীপ্ত মহানুভাব মহাবলেরা তৎকালে যেন প্রলয়-কালীন সূর্য্য-দ্বয়ের সমান সমুদিত ও পরিদৃশ্য হইলেন। তর্জ্জন-কারী শার্দ্দূল, গর্জ্জন-কারী বারি-ধর এবং কেশর-সম্পন্ন সিংহ-দ্বয়ের সমান সেই দুই মহাবাহু ঘোরতর বিকট চীৎকার করিতে লাগি-লেন। তদানীং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত-সদৃশ সেই দুই মহানুভাব প্রমত্ত মাতঙ্গ-যুগল ও প্রজ্বলিত হুতা-শনের সমান পরি-দৃশ্যমান হইলেন। সেই সময় রোষ-বশত তাঁহাদিগের উভয়ের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা পরম হৃষ্ট-চিত্তে পর-স্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই মহানুভাব নরবর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর গদা হস্তে করিয়া উভয়ে পরম প্রফুল্ল-চিত্তে গর্জ্জন করি-তে থাকিলে বোধ হইল যেন, তুরঙ্গ-যুগল হ্রেষারব করিতেছে, মাতঙ্গ-যুগল বৃংহিত-ধ্বনি করিতেছে এবং বৃষভ-দ্বয় গর্জ্জন করিতেছে। এইরূপে সেই

নরোত্তম-দ্বয় বলোত্তম দৈত্যদ্বয়ের ন্যায় বিরাজিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, দুর্য্যোধন কৃষ্ণ, বলদেব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-বীর-নিকর এবং ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া গর্ব্বের সহিত এই বাক্য বলিলেন যে, এক্ষণে আমি ভীমসেনের সহিত এইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, অতএব তোমরা সকলে নৃপগণের সহিত সমীপে উপবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ কর।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই করিলেন। তদনন্তর, সমুদয় নৃপতিরা উপবিষ্ট হইলেন, ভূপাল সকল উপবেশন করিলে বোধ হইল যেন আকাশ-মণ্ডলে আদিত্য-মণ্ডল বিরাজ-মান হইল। যাহা হউক, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ কেশবাগ্রজ বলদেব সকলের পূজিতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। নীলবসন শ্বেতকান্তি বলদেব রাজমণ্ডলী-মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রাত্রিকালীন নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যগত পূর্ণ নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই সুদুঃসহ বীর-দ্বয় হস্তে গদা ধারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিষ্ঠুর-বাক্যাবলী-দ্বারা জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন, সেই কুরুসত্তম বীরেরা এইরূপে পরস্পরের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বিন্যাস করিয়া সমরস্থিত বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন।

গদাযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর, তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর বাক্যুদ্ধ হইল, যে সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে "যে মনুষ্যের ঈদৃশী নিষ্ঠা, তাহার মনুষ্যত্বকে ধিক্, হে নিষ্পাপ! আমার যে পুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি থাকিয়া অখিল ভূমণ্ডল উপভোগ করত সমস্ত ভূপালগণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল, এক্ষণে আমার সেই সন্তান সংগ্রাম-মধ্যে গদা গ্রহণ করিয়া পদাতির ন্যায় প্রস্থান করিল! হায়! আমার দুর্য্যোধন জগতের নাথ হইয়া অধুনা অনাথের ন্যায় গদা লইয়া যাইতেছে অতএব দৈবের বিচিত্র গতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? হা! সঞ্জয়! আমার পুত্র সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইল।" হে মহারাজ! জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, মেঘনাদকারী বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন বৃষভের ন্যায় নিনাদ করত যুদ্ধার্থ ভীমসেনকে যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিলেন। মহাত্মা কুরুরাজ বৃকোদরকে আহ্বান করিতে থাকিলে ঘোররূপ বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইল, নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে পাংশু-বর্ষণ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল সমুদয় তিমির-জালে সমাবৃত হইয়াগেল। তুমুল লোমহর্ষণ ও মহাশব্দ-সম্পন্ন শত শত উল্কা আকাশ-তল স্ফুটিত করত পতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সে সময় পর্ব্বকাল না হইলেও রাহু আসিয়া আদিত্য-মণ্ডল গ্রাস করিল। পৃথিবী-মণ্ডল, তরুগণ ও কানন-সহ কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত পবন শর্কর বর্ষণ করত বহিতে লাগিল। শৈল-শিখর-সমুদয় মহীতলে পতিত হইল। নানাবিধ মৃগগণ দশ দিকে ধাবমান হইল। সুদারুণ শিবাগণ ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল। লোমহর্ষণ মহাঘোর নির্ঘাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। আদিত্য-মণ্ডলের অভিমুখস্থ দিঙ্মণ্ডলে মৃগগণ অশুভ সূচনা করিতে লাগিল এবং কূপ-মধ্যে জলরাশি সহসা সম্বর্দ্ধিত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে এক প্রকার অশরীর মহানিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

বৃকোদর এবম্বিধ বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া

জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! মন্দমতি দুর্য্যোধন অদ্যকার সমরে আমাকে কোনক্রমেই জয় করিতে সমর্থ হইবে না। বহুকাল আমার হৃদয়-মধ্যে যে দারুণ ক্রোধ নিগূঢ় ছিল, খাণ্ডবদাহে পাবকের ন্যায় কৌরবেন্দ্র সুযোধনের প্রতি অদ্য আমি তাহা বিমোচন করিব। হে নৃপবর! আপনার হৃদয়-শায়ি শল্যকে আমি অদ্য উদ্ধার করিব। এই কুরুকুলাধম পাপাত্মাকে গদাঘাতে নিহত করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা সমর্পণ করিব। অদ্য আমি এই পাপাচারকে রণ-মধ্যে এই গদা-প্রহারে নিহত করিয়া উহার দেহকে শত খণ্ডে ভেদ করিয়া ফেলিব। এই দুর্যোধন পুনর্ব্বার আর হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হে ভরতকুল-তিলক! সর্প-বিষ্ঠায় শয়ন, ভোজনে বিষ দান, প্রমাণ কোটীতে পতন, জতুগৃহে দাহ, সভা-মধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্ব অপহরণ, দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, এই সকল বিষয়ে আমরা যে সমস্ত দুঃখ পাইয়াছিলাম, অদ্য সেই সমুদায় ক্লেশ-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব। মহারাজ! অদ্য এক দিবসের মধ্যে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া আমি আত্মার নিকটে অঋণী হইব। অদ্য অকৃতজ্ঞ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের পরমায়ু শেষ হইল এবং তাহার মাতা পিতার সন্দর্শনও সমাপ্ত হইয়াগেল। হে রাজেন্দ্র! অদ্য দুর্ম্মতি কুরুরাজের সুখের সীমা শেষ হইল এবং নারীগণের সহিত পুনরায় দর্শনও সমাপ্ত হইয়া গেল। অদ্য কুরুরাজ শান্তনুর কুল দূষণ দুর্যোধন শ্রী ও রাজ্যের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রকে নিপাতিত শুনিয়া শকুনির বুদ্ধি-জনিত অশুভকর্ম্ম স্মরণ করিবেন।

হে নৃপবর! বীর্য্যবান্ ভীমসেন এইরূপ কহিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অন্যদিকে দুর্য্যোধনকে কৈলাস-শৈলের ন্যায় গদা উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান দেখিয়া পুনরায় বলিলেন রে দুর্ম্মতে! বারণাবতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি স্বয়ং যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে অদ্য তাহা স্মরণ কর! সভা-মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে অসহ্য ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সৌবলের কুবুদ্ধি-কৌশলে দ্যূতক্রীড়া-ছলে আমাদিগকে যে বঞ্চিত করিয়াছিলে, তোমার জন্য আমরা বনে থাকিয়া যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, পরিশেষে রূপভেদপূর্ব্বক বিরাট দেশে দারুণ ক্লেশে অজ্ঞাতবাসে যে কালযাপন করিয়াছিলাম, অদ্য সেই সমুদয় সুদারুণ দুঃখের শেষ করিব। আজ্ ভাগ্যক্রমে তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। রে মূঢ়! তোমার কারণ প্রতাপবান্ রথিশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্ম শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অদ্যাপি শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তেই প্রতাপবান্ দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন এবং বৈরানলের আদি কর্ত্তা শকুনিও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে পাপ দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সে দুরাত্মাও শমন-সদন সন্দর্শন করিয়াছে, তদ্ভিন্ন তোমার আর আর বিক্রান্ত শূরবর ভ্রাতারাও নিহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিরাও তোমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অদ্য আমি এই গদাঘাতে তোমাকে নিহত করিব তাহাতে সংশয় নাই।

হে মহারাজ! বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার কহিতে থাকিলে আপনকার পুত্র সত্য-বিক্রম দুর্য্যোধন নির্ভয়-চিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিবার আবশ্যক কি? এক্ষণে যুদ্ধ কর; রে কুলাধম! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিব। রে ক্ষুদ্রাশয়! দুর্য্যোধন সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ত্বাদৃশ কোন মনুষ্য হইতে ত্রস্ত হইবার ব্যক্তি নহে। তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব

চিরকাল আমার মনো-মধ্যে এই বাঞ্ছা আছে এবং দেবতারাও তাহার সংঘটনা করিয়াছেন, অতএব রে দুর্ম্মতে! অনর্থ বাক্যব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিলে কি হইবে? যে কথা বলিয়াছ, তাহা কার্য্যে প্রকাশ কর, বিলম্ব করিও না। হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমক-প্রভৃতি নৃপতিরা যিনি যিনি তথায় সমাগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, কুরু-নন্দন সকলের সম্পূজিত হইয়া পুলকিত কলেবরে পুনরায় যুদ্ধার্থ ধীরবুদ্ধি সংস্থাপন করিলেন। নরাধিপেরা উন্মত্ত-মাতঙ্গসম অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার করতল ধ্বনি-দ্বারা হর্ষান্বিত করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন মহাত্মা বৃকোদর গদা উদ্যত করিয়া অতি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসুত মহাত্মা দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে জয়াভিলাষি পাণ্ডবগণের কুঞ্জর-সকল বৃংহিত-ধ্বনি ও তুরঙ্গগণ হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্র-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

গদাযুদ্ধে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৬।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, দুর্য্যোধন ভীমসেনকে তাদৃশ-ভাবে আগত দেখিয়া অদীনভাবে নিনাদ করত অতি বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এইরূপে উভয়েই মহাশৃঙ্গ-বৃষভসম পরস্পর সম্মিলিত হইলে প্রহার-জনিত সুদারুণ মহানির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! ক্রমে ক্রমে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর বিজিগীষু বীর-দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই গদাহস্ত মনস্বি মহাত্ম-যুগলের সর্ব্ব শরীর রুধির-ধারায় পরিপ্লুত হওয়াতে তাঁহারা দুই জনেই পুষ্পিত কিংশুক-তরুর ন্যায় পরি-দৃশ্যমান হইলেন।

এইরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে আকাশ-মণ্ডল যেন খদ্যোত-সমূহে পরিব্যাপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই তুমুল সঙ্কুল সময়ে শত্রু-দমন দুর্য্যোধন ও বৃকোদর যুদ্ধ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন। তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল আশ্বাস লাভ করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বলিষ্ঠ বারণদ্বয় যেমন করিণীর কারণ মত্ত হয়, তৎকালে তাঁহারাও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তদ্রূপ হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, মানবগণ তাঁহাদিগের উভয়েরই সমান বীর্য্য ও সমভাবে গদা ধারণ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের সমানভাবে গদা ধারণ দেখিয়া তাবৎলোকেরই অন্তঃকরণে উভয়ের বিজয়-বিষয়ে অতিশয় সংশয় জন্মিল।

অনন্তর, সেই বলিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় সন্নিহিত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণে নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। দর্শকসকল যমদণ্ড ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় উদ্যত গুরুতর গদাকে ভয়ানক হিংস্র অস্ত্রের সদৃশ অবলোকন করিল। সংযুগ-মধ্যে ভীমসেন যখন গদা ঘূর্ণন করেন, তখন তাহার সেই নিতান্ত তুমুল ঘোরতর নিনাদ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত স্থির থাকিল। দুর্য্যোধন পাণ্ডু-নন্দনকে সেই অতুলবেগ-সম্পন্ন গদা ভ্রমণ করাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বীরবর বৃকোদর বারম্বার সমরস্থলে বিবিধ পথে মণ্ডলাকারে বিচরণ করত সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই অন্য হইতে আপনার রক্ষার্থ প্রযত্নপর থাকিয়া ভক্ষ্যার্থে ব্যাকুলতর মার্জ্জার-যুগলের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু প্রহার করিলেন। তদানীং ভীমসেন পুনঃপুন বহুবিধ পথে বিচরণ এবং বিচিত্র মণ্ডলাকার-মার্গে গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। বিচিত্র অস্ত্রকৌশলে বিবিধ স্থান ভ্রমণ করত প্রহার হইতে শরীর-রক্ষণ, প্রহার বারণ ও প্রহার বর্জ্জন, অতি বেগে অভিমুখে ধাবন গদা-দ্বারা গদাঘাতবঞ্চনা-পূর্ব্বক অবস্থান, প্রহার

পাতন, পশ্চাৎ গমন, উল্লম্ফন, অবলম্ফন, তির্য্যক্ প্রসরণ, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত-প্রভৃতি গদাযুদ্ধে যে সকল কৌশল প্রদর্শন করিতে হয়, সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ বীরেরা তাদৃশ কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক বিচরণ করত পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুসত্তম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন তাদৃশভাবে পরস্পর বঞ্চনা-দ্বারা ক্রীড়া করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুদমন বীর-দ্বয় সংগ্রাম-মধ্যে যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করত সহসা গদা-দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিলেন।

হে মহারাজ! দ্বিরদ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে, তেমনি তাঁহারা গদা-দ্বারা যুদ্ধ করত রুধিরাক্ত-কলেবরে সুশোভিত হইলেন। বৃত্রাসুর ও বাসবের সংগ্রামের ন্যায় শেষ দিবসে এইরূপে সেই ঘোরতর নিরাবরণ দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই গদাহস্ত বীরদ্বয় মণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত থাকিলে, প্রথমত মহাবল দুর্য্যোধন দক্ষিণ-মণ্ডল আক্রমণ করিলেন, পরিশেষে ভীমসেন সব্য-মণ্ডল অধিকার করিয়া লইলেন। ভীমসেন সংগ্রামের অগ্রভাগে তাদৃশ-ভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে, দুর্য্যোধন তাঁহার পার্শ্বদেশে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন।

হে মহারাজ! বৃকোদর আপনকার পুত্রের প্রহারে আহত হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করত গুরুতর গদা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দর্শকগণ ভীমসেনের সেই ঘোর গদাকে বজ্র ও উদ্যত যমদণ্ডের ন্যায় দর্শন করিল। আপনকার পুত্র শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা ঘূর্ণন করাইতে দেখিয়া ঘোর গদা উদ্যত করত প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্রের গদা ঘূর্ণনে এক প্রকার ঘোরতর তুমুল শব্দ ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তেজস্বী সুযোধন বিবিধ-মণ্ডলাকার-মার্গে বিচরণ করত ভীমসেন অপেক্ষা সমধিকভাবে সুশোভিত হইলেন। ভীমসেন-কর্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণায়িত শব্দায়মান গদা সধূম ও সতেজস্ক অগ্নি পরিত্যাগ করিল। সুযোধন ভীমসেনের গদা ঘূর্ণন অবলোকন করিয়া নিজ অদ্রিসারময় গুরুতর গদা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। সেই মহানুভাবের গদা-ঘূর্ণন-জনিত বায়ুবেগ সন্দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। সেই শত্রুদমন বীরদ্বয় সমরের সমস্ত ভাগে দর্শক-সকলকে যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শন করত সহসা গদা-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! দুরন্তদর্শন-দ্বিরদ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা পরস্পর দ্বন্দ্ব করে, তেমনি তাঁহারা রুধিরাক্ত-কলেবরে সংগ্রাম করত সুশোভিত হইলেন। শেষ দিবসে এইরূপে বৃত্রাসুর ও বাসবের ন্যায় তাঁহাদিগের পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। মহাবল দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অবস্থিত দর্শন করিয়া বিবিধ বিচিত্র-পথে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তাহাতে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্রোধন দুর্য্যোধনের মহাবেগবতী ও সুবর্ণ পরিষ্কৃতা গদার উপরি গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। হে মহারাজ! গদা-দ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে বিমুক্ত বজ্র-দ্বয়ের অভিঘাত জনিত শব্দের ন্যায় বিস্ফুলিঙ্গ সহ নিহ্রাদ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! ভীম-বিমুক্ত বেগশালি গদা নিপাত-সময়ে মহী-মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিহস্তি দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ দুর্য্যোধন রণস্থলে সেই গদার প্রতিঘাত গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি মনোমধ্যে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বামভাগে ভ্রমণ করত ভীমবেগশালি গদা-দ্বারা পাণ্ডু-নন্দনের মস্তকে আঘাত করিলেন। আপনকার পুত্রের গদা-দ্বারা ভীমসেন আহত হইয়া যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাহা অতি আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। গদার আঘাতে ভীমসেন যে এক পদও বিচলিত হইলেন না, এই আশ্চর্য্য জন্য সৈন্য সকল তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর, ভীম-পরাক্রম ভীমসেন হেম-পরিষ্কৃত প্রদীপ্ত ও গুরুতর গদা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, মহাবল দুর্য্যোধন কৌশলক্রমে তাহা নিষ্ফল করিয়া দিলেন, ইহাতে তাবৎ লোকেরই অন্তঃকরণ বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল। ভীম-নির্ম্মুক্ত গদা নিষ্ফল হইয়া যৎকালে মহানির্ঘাত নিস্বনে ভূমিতলে নিপতিত হয়, তখন ভূমণ্ডল বিচলিত হইল। দুর্য্যোধন কৌশিক-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন-দ্বারা কৌশল-ক্রমে বৃকোদরকে বঞ্চিত করিয়া পুনঃপুন উৎপতন-পূর্ব্বক মহাবল প্রকাশ করত ক্রোধে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। হে মহারাজ! বৃকোদর সেই মহারণ-মধ্যে আপনকার পুত্রের গদাঘাতে মুহ্যমান হইয়া মুহূর্ত্তকাল-পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। ভীমসেন তাদৃশাবস্থায় থাকিলে, হতসঙ্কল্প সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণ একান্ত অপ্রসন্ন হইল।

অনন্তর, মাতঙ্গ-সদৃশ বৃকোদর সেই দারুণ প্রহারে রোষ-পরবশ হইয়া আপনকার মতঙ্গজসম পুত্রের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, বৃকোদর গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক, সিংহ যেমন বনগজের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি বেগভরে আপনকার পুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্ষণকাল-মধ্যে সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ পাণ্ডু-নন্দন দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ লক্ষ করিয়া প্রবল বেগে গদা প্রহার করিলে, কুরুরাজ বিহ্বল হইয়া জানুদ্বয়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন জানুদ্বয়ে উপবিষ্ট হইলে, সৃঞ্জয় সৈন্যের মধ্যে সুমহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। সুযোধন তাহাদিগের আনন্দধ্বনি শ্রবণে অমর্ষ-বশত অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই মহাবাহু মহানাগের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত গাত্রোত্থান করিয়া নেত্রযুগল-দ্বারা যেন বৃকোদরকে দগ্ধ করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, কুরুবংশাবতংস দুর্য্যোধন হস্তে গদা ধারণ-পূর্ব্বক, বোধ হয়, যেন ভীমসেনের মস্তক মথন করিবেন বলিয়াই সমরভূমি-মধ্যে ধাবমান হইলেন। পরে সেই প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কুরুরাজ মহানুভাব ভীমসেনের ললাটে গদাঘাত করিলে অচলোপম বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মহারাজ! বৃকোদর পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের গদা প্রহার সহ্য করিয়া উদ্ভিন্ন-রুধির-কলেবরে সমরে মত্তমাতঙ্গ-সম বিরাজমান রহিলেন।

অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ অর্জ্জুনাগ্রজ বজ্রাশনি সম নিস্বন কারিণী বীরঘাতিনী লৌহময়ী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুর শরীরে প্রহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেন-কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার শরীরের বন্ধন সকল শিথিল হইয়া গেল। বন-মধ্যে সুন্দর পুষ্প সমন্বিত মহাবৃক্ষ প্রবল পবন-বেগে ঘূর্ণিত হইয়া পতিত হইলে যে প্রকার হয়, সুযোধনও তখন তদ্রূপ হইলেন। তৎকালে পাণ্ডব পক্ষীয়েরা কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে পতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদের সহিত নানা প্রকার উপহাস বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল বিলম্বে সুযোধন সচেতন হইয়া, হ্রদ হইতে উত্থিত দ্বিরদের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিলেন। মহারথ কুরু-প্রবীর সহজেই সতত ক্রোধাবিষ্ট, তখন শত্রুহস্তে তাঁহার তাদৃশ অবমাননা হওয়াতে তিনি শিক্ষিতের ন্যায় নিয়ত ভ্রমণ করত অগ্রবর্ত্তি পাণ্ডু-নন্দনকে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। ভীমসেন তাহাতে বিহ্বল হইয়া ধরণীর আশ্রিত হইলেন। কুরুরাজ তখন ভীমসেনকে ধরাতলে পাতিত করিয়া ঘোরতর সিংহ-

নাদ করিয়া উঠিলেন এবং অনবরত অশনি-তুল্য তেজশালি গদানিপাত-দ্বারা বৃকোদরের শরীর রক্ষণ করত বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, আকাশ-মণ্ডলে করতালিপ্রদ সুরগণ ও অপ্সরোগণের মধ্যে সুমহান্ নিনাদ আরম্ভ হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সুরগণ-বিসৃষ্ট বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হে মহারাজ! শত্রুগণ তখন নরবর বৃকোদরকে ধরা-তলে পতিত, তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম বিভিন্ন এবং কুরু-রাজকে বিজয়ি দর্শনে অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইল।

মুহূর্ত্তকালের পর বৃকোদর সচেতন হইয়া আপন রুধিরার্দ্র বদন মার্জ্জন করত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক বলবশত বেদনা স্তম্ভন করিয়া বিবৃত্ত-নয়নে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, কুরুবর ভীম-সেন ও দুর্য্যোধনের তাদৃশ তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে ধনঞ্জয় যশস্বি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন। হে জনার্দ্দন! এই দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিমত এবং কে সমধিক গুণবান্, ইহা আমাকে বল?

বাসুদেব বলিলেন, ইহাঁদিগের উভয়ের উপদেশ তুল্য, কিন্তু ভীমসেন সমধিক বলবান্, আর দুর্য্যো-ধন বৃকোদর অপেক্ষা রণনিপুণ ও প্রযত্নপর। ভীম-সেন যদি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করেন, তবে কোন-মতেই দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারিবেন না, আর অন্যায়রূপে যুদ্ধ করিলে অনায়াসে সুযোধনকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা শুনিয়াছি, দেবতারা মায়া-দ্বারা অসুরগণকে জয় করিয়াছি-লেন, দেবরাজের মায়াবলে প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন নির্জ্জিত হইয়াছিল এবং বলসূদন বাসব মায়া-দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ হরণ করিয়াছিলেন, অত-এব ভীমসেন মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুন। হে ধনঞ্জয়! বৃকোদর পাশক্রীড়া-কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিলেন, যে "হে সুযোধন! আমি সংগ্রাম-সময়ে তোমার উরু-দ্বয় ভগ্ন করিব," এক্ষণে মায়াবি-রাজাকে মায়া-দ্বারা বিনাশ করিয়া অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন। ইনি যদি নিজবিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক ন্যায় অনুসারে সুযোধনকে প্রহার করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষমস্থ হইয়া পড়িবেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার আরও কিছু কহিতেছি শ্রবণ কর; দেখ, ধর্ম্মরাজের দোষে পুন-রায় আমাদিগের মনে ভয় সঞ্চার হইতেছে, তিনি ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাবীর কৌরব-সেনাপতি-সকলকে সংহার-পূর্ব্বক অতি সুমহৎ কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিলেন এবং তাহাতে জয় লাভ, যশ উপার্জ্জন ও বৈর-প্রতিযাতন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন, তথাপি একমাত্র দুর্য্যোধনকে জয় করিবার জন্য তাঁহার মন যে সংশয়াপন্ন রহিয়াছে, ইহা তাঁহার মহতী অবি-বেক শক্তির কার্য্য বলিতে হইবে, যে হেতু এক ব্যক্তির বিজয়-বিষয়ে ঈদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ পণ হইল। এক্ষণে রণনিপুণ সুযোধন জীবিত নিরপেক্ষ হই-য়াছে। ভগবান্ ভার্গব যে সারার্থ-সংযুক্ত পুরাতন শ্লোক কহিয়াছিলেন, তাহা আমার শ্রুত আছে; এক্ষণে তদীয় ভাবার্থ কহিতেছি শ্রবণ কর। "হে ধন-ঞ্জয়! যাহারা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় আগমন করে এবং জীবিতাভিলাষী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা একায়তন গত, ঈদৃশ হতাবশিষ্ট শত্রু হইতে ভীত হওয়া উচিত। হে ধনঞ্জয়! যা-হারা জীবনধারণে আশা না করিয়া অতর্কিত-ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হয়েন না" সম্প্রতি সুযোধন হতসৈন্য হওয়াতে হ্রদ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং পরাজিত হইয়া রাজ্য লাভে আশা না থা-কায় বনগমনে বাসনা করিয়াছিল, যাহার অবস্থা এরূপ, তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা কোন্ প্রাজ্ঞ-ব্যক্তির বিবেচনা-সিদ্ধ হয়? দুর্য্যোধন আমাদিগের

নির্জ্জিত রাজ্য পুনর্ব্বার হরণ না করুক্। যে, ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় গদা লইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল তির্য্যক্ ও উর্দ্ধভাগে বিচরণ করিয়াছে, মহাবাহু বৃকোদর যদি তাহাকে অন্যায়-পূর্ব্বক সংহার না করেন, তবে নিশ্চয় বুঝিলাম, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন সুযোধন পুনরায় তোমাদিগের রাজা হইবে।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন, মহাত্মা কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের সমক্ষে আপনার বাম উরুদেশে করাঘাত করিলেন। ভীমসেন সেই সঙ্কেতের মর্ম্ম বুঝিয়া গদা লইয়া বিপক্ষকে বিমোহিত করত রণস্থলের বিবিধ বিচিত্র-মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! বৃকোদর যেমন গোমুত্রাকার দক্ষিণ ও সব্য-মণ্ডলে পর্য্যটন করিতে থাকিলেন, তেমনি আপনার গদা-বিদ্যা-বিশারদ পুত্রও ভীমসেনের জিঘাংসার্থ বিচিত্র ও সত্বর-ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনেই অগুরু-চন্দনচর্চ্চিত ঘোরতর গদাদ্বয় ঘূর্ণন করত বৈরনির্যাতনার্থ সযত্ন থাকিয়া ক্রোধাক্রান্ত কৃতান্তের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। সেই পুরুষ-প্রবীর যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিবার কামনায় সর্পমাংসাভিলাষি গরুড়ের ন্যায় সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ও ভীমসেন বিচিত্র-মণ্ডল-সকলে বিচরণ করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের গদা-সম্পাত-জনিত অগ্নিকণা সকল বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই বলিষ্ঠ বীরদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে থাকিলে বোধ হইল যেন, প্রবল-পবনবেগে আন্দোলিত সাগর-তরঙ্গের নিনাদ হইতে লাগিল। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে, প্রহার-জনিত গদানির্ঘাত-ধ্বনি তুমুল-ভাবে সমুত্থিত হইল। এইরূপ সেই নিতান্ত সঙ্কুল সুদারুণ সংপ্রহার-সময়ে সেই শত্রু-দমন বীরেরা দুই জনেই একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে তাঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় ক্রোধন-ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে তাঁহারা পরস্পর গদাঘাত-দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে, ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। সেই বৃষভাক্ষ বেগশালী বীরদ্বয় সমরস্থলে ধাবমান হইয়া পঙ্কস্থ মহিষ-যুগলের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত ও রুধিরে পরিপ্লুত হওয়াতে হিমালয় শৈলোপরি সুপুষ্পিত কিংশুকতরুর সমান পরিদৃশ্যমান হইল।

অনন্তর, বৃকোদর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া সহসা অপসৃত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে মহাপ্রাজ্ঞ ভীমসেন রণস্থলে তাঁহাকে নিজ নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবেগে গদাক্ষেপ করিতে থাকিলে দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থিত হইলেন, সুতরাং ভীমসেনের গদা নিষ্ফল হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। হে নৃপবর! এইরূপে আপনকার তনয় সসম্ভ্রমে সেই প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গদা-দ্বারা বৃকোদরকে প্রহার করিলেন। তাঁহার তাদৃশ দারুণ প্রহারে ভীমসেনের শরীর হইতে অনর্গল রুধির-ধারা নিস্যন্দিত হইতে লাগিল এবং সেই গুরুতর আঘাতে বোধ হইল, যেন, ভীমসেন মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, কিন্তু, দুর্য্যোধন তখন রণস্থলে পাণ্ডু-নন্দনকে পীড়িত বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। ভীমসেন স্বীয় শরীরকে অতিশয় পীড়িত বোধে ধারণ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে তৎকালেও প্রহার করিতে উদ্যত দেখিলেন, কিন্তু, সুযোধন তখন আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। পরে প্রতাপবান্ বৃকোদর সম্যক্ আশ্বস্ত হইয়া সমুপস্থিত দুর্য্যোধনের প্রতি অতিবেগে ধাবিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুযোধন তৎকালে ভীমসেনকে অতি বেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহারকে বিফল করিবার বাসনায় বৃকোদরকে ছলনা করিবার জন্য অবস্থান স্থান হইতে বল-পূর্ব্বক

লম্ফ প্রদান করিলেন। ভীমসেন তাঁহার এইরূপ কার্য্য-কৌশল অবলোকনে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া অতি বেগে তাঁহার উরুদ্বয়ে গদাঘাত করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্র-তুল্য গদা তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনের প্রিয়-দর্শন উরুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল।

হে মহারাজ! তখন আপনকার পুত্র নরবর দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ধরাতল অনুনাদিত করত পতিত হইলেন। তৎকালে নির্ঘাতের সহিত বায়ু সকল বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে পাংশু বর্ষণ আরম্ভ হইল, বৃক্ষ, কানন ও পর্ব্বতের সহিত মেদিনী-মণ্ডল বিচলিত হইল, সেই সর্ব্ব-মহীপালগণের অধীশ্বর কুরুবর দুর্য্যোধন ধরা-শয্যায় শয়ন করিলে, নির্ঘাত সহ মহা ভয়ঙ্করী উল্কা মহাশব্দে পতিত হইতে লাগিল। হে নৃপবর! আপনকার তনয় নিপাতিত হইলে, মঘবান্ কেবল শোণিত ও পাংশুরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশ-মণ্ডলে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই ঘোরতর শব্দে দশ দিক্‌স্থিত বহুবিধ মৃগ ও পক্ষিগণের চীৎকার-ধ্বনি-সম্বলিত হওয়াতে এক প্রকার অদ্ভুত আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আপনকার পুত্র নিপাতিত হইলে অবশিষ্ট গজবাজি মনুষ্যেরা আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি-দ্বারা ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ-সমূহের তুমুল শব্দে দশ দিক্ ব্যাপ্ত হইল। বহুপাদ ও বহুভুজ ঘোর দর্শন কবন্ধগণের নৃত্যে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত ও রণস্থল ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র নিপাতিত হইলে ধ্বজবন্ত, অস্ত্রবন্ত ও শস্ত্রবন্ত মনুষ্যেরা কম্পমান-কলেবরে কালযাপন করিতে লাগিল। হ্রদ ও কূপ সকল রক্ত বমন আরম্ভ করিল। বেগবতী নদী-সমুদয়ে বিপরীত স্রোত বহিতে লাগিল। নারীগণ পুরুষের ন্যায় এবং পুরুষ-সমুদয় নারীর ন্যায় হইল। হে নৃপসত্তম! আপনার তনয় দুর্য্যোধন এইরূপে নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সকল সেই সমস্ত অদ্ভুত উৎপাত সন্দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন; দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সিদ্ধ চারণগণ দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের যুদ্ধের কথা কহিতে কহিতে এবং তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে, যিনি যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় গমন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে দুর্য্যোধনোরুভঙ্গে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়। ৫৮।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, প্রসন্ন-চিত্ত পাণ্ডবগণ সমুন্নত মহাশালবৃক্ষের ন্যায় পাতিত দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সোমকসৈন্যেরা পুলকিত কলেবরে সিংহ-কর্ত্তৃক বিনিপাতিত মত্ত-মাতঙ্গ-সম দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রতাপবান্ ভীমসেন কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে আহত ও পাতিত করিয়া তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়া এই কথা বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! পূর্ব্বে তুমি সভা-মধ্যে আমাদিগকে উপহাস করত এক বসনা দ্রৌপদীকে যে "গরু গরু" বলিয়াছিলে, অদ্য সেই উপহাসের ফল ভোগ কর।"

হে নৃপবর! বৃকোদর দম্ভ-সহকারে এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বামপদ-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং চরণ দ্বারা সেই রাজ-সিংহের উত্তমাঙ্গ আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! পরবল পীড়ন-কারী ভীম ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে পুনরায় যাহা বলিলেন, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন। ভীম বলিলেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত মূঢ়েরা আমাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া নৃত্য করি। শত্রুনিগ্রহ করিবার কারণ বহ্নিস্থাপন, কি, অক্ষক্রীড়ার ছল অথবা অন্যবিধ কোন বঞ্চনা

করিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হয় নাই, আমরা নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়াই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিলাম। বৃকোদর বৈর-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া সহাস্য-বদনে যুধিষ্ঠির, বাসুদেব, ধনঞ্জয়, সৃঞ্জয়গণ, নকুল ও সহদেবের সমীপে বলিলেন, যে, যাহারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক বিবসনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এক্ষণে সকলে দর্শন কর, সেই দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা যাজ্ঞসেনীর তপস্যাবলে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সংগ্রাম-মধ্যে নিহত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে সমুদয় ক্রূর পুত্রেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে 'ষণ্ড তিল' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারা সকলে স্বগণসহ আমাদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল; এক্ষণে আমরা স্বর্গারোহণ করি, অথবা নরকেই গমন করি, উভয়ই আমাদিগের ইষ্ট। ভীমসেন এইরূপ কহিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক বামপাদ-দ্বারা ধরাশায়ি রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক পুনরায় বিমর্দ্দন করত তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভীমসেন হৃষ্টচিত্তে কুরুসত্তম সুযোধনের মস্তকোপরি পাদ নিক্ষেপ করিলে ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ তাহা অভিনন্দন করিলেন না। বৃকোদর আপনকার পুত্রকে তাদৃশভাবে হত করিয়া আত্মশ্লাঘার সহিত নৃত্য করিতে থাকিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে বীর! তুমি বৈরিকুল নির্ম্মূল করিয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্ম-দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে, এক্ষণে বিরত হও, চরণ-দ্বারা ইহাঁর মস্তক মর্দ্দন করিও না, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম অতিক্রম করা হয়। হে নিষ্পাপ! ইনি একে রাজা, তাহাতে জ্ঞাতি, সম্প্রতি হত হইয়াছেন বলিয়া তুমি যে ইহাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা কিছু তোমার উচিত নহে। হে ভীমসেন! যেব্যক্তি কৌরবদিগের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন, সেই রাজা এবং জ্ঞাতির মস্তক পদ-দ্বারা স্পর্শ করা তোমার বিহিত হইতেছে না। ইনি হতবন্ধু, হতামাত্য ও ভ্রষ্টসৈন্য হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে হত হইয়াছেন, অতএব ইনি সর্ব্ব-প্রকারেই শোচনীয়, ইহাঁকে উপহাস করিয়া ফল কি? ইহাঁর ভ্রাতৃগণ প্রজা-সকল ও অমাত্য-সমুদয় হত হওয়াতে ইনিও এককালে বিধ্বস্ত হইয়াছেন, অন্য কথা কি, এক্ষণে ইহাঁর পিণ্ড লোপ হইল। ইনি তোমার ভ্রাতা অতএব ইহাঁর প্রতি তোমার এরূপ ব্যবহার করা ন্যায্য হয় নাই। হে ভীমসেন! পূর্ব্বে লোকেরা তোমাকে ধার্ম্মিক বলিত, তবে তুমি ধার্ম্মিক হইয়া কি জন্য রাজার মস্তকে পদাঘাত করিলে?

যুধিষ্ঠির অশ্রুকণ্ঠে ভীমসেনকে এইরূপ বলিয়া অতি দীনভাবে দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি মন্যু বা শোক করিও না, এক্ষণে তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই অনুভব করিতেছ। আমরা তোমাকে নিহত করিব এবং তুমিও আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে, ইহা বিধাতার অবশ্যম্ভাবি উপদেশের ফল, এক্ষণে তুমি আত্ম-অপরাধে লোভ, মোহ ও বাল্য-বশত ঈদৃশ বিষম বিপদ প্রাপ্ত হইলে। তুমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বয়স্য ও অন্যান্য অনেকানেককে নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিধন লাভ করিলে। তোমার অপরাধ-জন্য আমরা তোমার মহাবীর সহোদর সকলকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতি বন্ধুগণকে নিহত করিলাম, অতএব বুঝিলাম, ভাগ্যের ফল অবিনশ্বর।

হে কৌরব! এক্ষণে তোমার পক্ষে মৃত্যুই শ্লাঘনীয়, আত্মা শোচনীয় নহে। অধুনা, আমরাই সর্ব্বাবস্থায় শোচনীয় রহিলাম। সম্প্রতি আমরা সেই সমস্ত প্রিয়বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, নপ্তা-প্রভৃতি বিরহিত, সুতরাং শোকবিহ্বল হইয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিব। এক্ষণে শোকবিহ্বলা বিধবা বধূগণকে কি প্রকারে দেখিব? হে রাজন্! তুমি একাকী প্রস্থান করিলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গবাস হইবে। আমরা নারকি-নামে বিখ্যাত হইয়া দারুণ

দুঃখ ভোগ করিব। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা ও শোকাক্রান্তা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূরা আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিতে থাকিবে।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! নিতান্ত-দুঃখাক্রান্ত ধর্ম্ম-নন্দন নরপতি যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-বিলাপে উনষষ্ট অধ্যায়॥ ৫৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম, আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে অন্যায়রূপে হত করিল—দেখিয়া মাধবাগ্রজ মহাবল বলদেব তখন কি বলিলেন? তিনি গদাযুদ্ধে বিশেষ পণ্ডিত এবং গদাযুদ্ধ-বিশারদ বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন, অতএব তিনি এই অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহাই বল।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভীমসেন আপনকার পুত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলেন—দেখিয়া বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইলেন। পরে হলধর নরেন্দ্রগণের মধ্যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর করত ভীমকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "ধিক্ ভীম! তোমাকে ধিক্ থাকুক্! তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধে যে হেতু নাভির অধোভাগে গদাঘাত করিলে, এই কারণে তোমাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছি। হে বৃকোদর! তুমি যাহা করিলে, গদাযুদ্ধে এরূপ কার্য্য আমরা কখন নিরীক্ষণ করি নাই। "নাভির অধোভাগে কদাচ গদাঘাত করিবে না। ইহা শাস্ত্রের নিশ্চয় আছে, কিন্তু, এই অশাস্ত্রবিৎ মূঢ় অনায়াসে তাহাই করিল।" হে মহারাজ! বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মনোমধ্যে সুমহান্ ক্রোধোদয় হইল। পরে তিনি লাঙ্গল উদ্যত করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহানুভাব যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ধাবমান হয়েন, তৎকালে বহু ধাতু-বিচিত্রিত শ্বেত-শৈলের সমান তাঁহার স্বরূপ-সৌষ্ঠব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! বলদেব ধাবিত হইলে, কেশব বিনীত হইয়া পীনবাহু যুগল-দ্বারা প্রযত্ন-সহকারে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তদানীং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ যদুনন্দন-দ্বয় একত্র দণ্ডায়মান হইলে দিবাবসান সময়ে নভোমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় সমধিক শোভায় সুশোভিত হইলেন। যাহা হউক, কেশব বলদেবকে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন, আত্মবৃদ্ধি, মিত্রবৃদ্ধি ও মিত্রোদয় এই ত্রিবিধ বৃদ্ধি বিপরীত-ভাবে বিপক্ষদিগের উপরি পতিত হইলে সমুদায়ে ষড়্‌বিধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ বৃদ্ধি যদি বিপরীতভাবে শত্রুদিগের পক্ষে পতিত হয়, তবে আপনার ও মিত্রের অত্যন্ত গ্লানি হইয়া উঠে। সম্প্রতি পবিত্র-পৌরুষসম্পন্ন পাণ্ডবেরা আমাদিগের সহজ মিত্র এবং আপন পিতৃস্বসার পুত্র, বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিল। সংগ্রামে প্রতিজ্ঞা পালন করাই যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—তাহা আপনার অবিদিত নাই। পূর্ব্বে ভীমসেন সভা-মধ্যে সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "মহারণ-মধ্যে আমি গদাদ্বারা দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব," আর, মহর্ষি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনকে অভিসম্পাত প্রদান-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "হে শত্রুতাপন! ভীম গদা-দ্বারা তোমার উরুভঙ্গ করিবে," অতএব আমি ইহাতে ভীমের কোন দোষ দেখিতে পাই না, সুতরাং আপনি রোষ প্রকাশ করিবেন না। কুটুম্বতা ও হৃদ্যতা উভয় বিষয়েই পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের নিকট সম্বন্ধ, সুতরাং তাঁহাদিগের বৃদ্ধিতে আমাদিগের বৃদ্ধি। অতএব হে পুরুষ-প্রবর! এক্ষণে আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

ধর্ম্মজ্ঞ হলধর বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! সাধুগণের সুচরিত ধর্ম্ম দুই-বিষয়-দ্বারা নিয়ত হয়, প্রথমত নিরতিশয় অর্থলো-

লুপ ব্যক্তির অর্থ দ্বারা, দ্বিতীয়ত অতি প্রসক্তি লোকের কাম-দ্বারা, যিনি ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মকাম ও কামার্থ এই তিন বিষয়ে বিমোহিত না হইয়া ধর্ম্মার্থকামের সেবা করেন, তিনিই নিরতিশয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, সম্প্রতি, তুমি আমাকে যেরূপ কহিলে ইহাতে আমি নিশ্চয় জানিলাম, ভীমসেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাবৎলোককে ব্যাকুল করিয়াছে।

কৃষ্ণ অগ্রজের এতদ্রূপ উক্তি শুনিয়া অন্য কোন কথা না বলিয়া কহিলেন, " ভগবন্! আপনি লোক-মধ্যে অরোষণ, ধর্ম্মবৎসল ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, অতএব এক্ষণে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করুন, সম্প্রতি, কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন, পাণ্ডবেরা বৈরনির্যাতন করিয়া যে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তাহাতে যদিও কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা ক্ষমা করা আপনার কর্ত্তব্য।"

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপবর! বলদেব কেশবের এই সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক ছলবাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন না, বরঞ্চ সভা-মধ্যে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিলেন যে, " বৃকোদর অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মাত্মা রাজা সুযোধনকে হত করিয়াছে, এই জন্য অদ্যাবধি ভীমসেন লোক-সমাজে কূটিলযোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত থাকিবে। ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নরাধিপ সুযোধন সরলভাবে সংগ্রাম করিয়া হত হইলেন, অতএব তিনি শাশ্বতী গতি লাভ করিবেন। সেই ধর্ম্মাত্মা যুদ্ধে দীক্ষিত হইয়া রণ-যজ্ঞ বিস্তার-পূর্ব্বক অমিত্র হুতাশনে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া অক্ষয় যশ প্রাপ্ত হইলেন।" প্রতাপবান্ রোহিণী-নন্দন এই কথা বলিয়া রথারোহণপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রয়ান করিলেন। রাম দ্বারবতীনগরীতে গমন করিলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরেরা অতিশয় অপ্রসন্ন-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শোকোপহত চিন্তাপর ও দীনভাবে অধোমুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কিজন্য বিমনা হইয়া অধর্ম্মবোধে ম্লান রহিয়াছেন? হে নরাধিপ! এই অচেতন-ভাবে পতিত হতবন্ধু দুর্য্যোধনের মস্তক ভীম পদ-দ্বারা যে মর্দ্দন করিতেছে, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া তাহা কিজন্য উপেক্ষা করিতেছেন?

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ! বৃকোদর ক্রোধবশত পদ-দ্বারা যে, রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক মর্দ্দন করিয়াছে, তাহা কিছু আমার প্রীতিকর নহে এবং কুলক্ষয় হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র হর্ষের সঞ্চারও হয় নাই। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা নিয়তই আমাদিগকে নিরাকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিল, অপর কি, তাহাদিগের দুরাচারে আমরা সকলে বনবাসী হইয়াছিলাম, সেই সকল দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে, হে কৃষ্ণ! আমি তাহাই ভাবিয়া এক্ষণে উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি, অতএব ধর্ম্মেই হউক বা, অধর্ম্মেই হউক, ভীমসেন কৃতবুদ্ধি লুব্ধ ও কামবশীভূত সুযোধনকে হত করিয়া এক্ষণে নিজ মনোমত কার্য্য সাধন করুক্।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে পর, বাসুদেব তদ্বাক্যে পরমপ্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক " এইরূপই হউক " মুক্তকণ্ঠে ইহাই কহিলেন। বাসুদেব ভীমসেনের প্রিয়াভিলাষী ও হিতৈষী হইয়া এতাদৃশ উৎসাহ প্রদান করিলে, অন্যান্য সকলে বৃকোদর যুদ্ধস্থলে যাহা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েই অনুমোদন করিলেন। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী ভীমসেনও সমর-মধ্যে আপনকার পুত্র অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে হত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে অগ্রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া আনন্দভরে কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইয়া কল্যাণ লাভ করিল। অতএব এক্ষণে

আপনি তাহাকে শাসনে রাখিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন্। স্বভাবত নীচ-প্রকৃতি যে দুরাত্মা এই বৈর-তার মূল কারণ ও আদি কর্ত্তা ছিল, সম্প্রতি সেই ব্যক্তি আমার হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। দুঃশাসন-প্রভৃতি যাহারা আ-মাদিগকে পূর্ব্বে দুর্ব্বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া-ছিল এবং শকুনি ও কর্ণ-প্রভৃতি আপনার যে সমস্ত শত্রুরা ছিল, তাহারা সকলেও নিহত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই রত্ন-সমাকীর্ণ মহী-মণ্ডল বৃক্ষ, কানন ও শৈলরাজির সহিত পুনরায় আপনার নিকট প্র-ত্যাগত হইল।

যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সন্তোষ-বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! এতকালে বৈর-ভাবের নিধন হইল, রাজা দুর্য্যোধন জীবন বিসর্জ্জন করি-লেন, আমরা কৃষ্ণের মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া এই বসুন্ধরা জয় করিলাম, সম্প্রতি ভাগ্যবশত তুমি জননীর নিকটে এবং ক্রোধের সন্নিধানে অঋণী হইলে, আর অদৃষ্টক্রমে সেই সুদুর্জ্জয় শত্রু নিপাত করিয়া জয় লাভ করিলে।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে বলদেবসান্ত্বনায় ষষ্টি অধ্যায়॥ ৬০॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যেরা সংগ্রামে ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে আহত হইতে দেখিয়া কি করিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সিংহ যেমন বনজ মত্ত গজকে হত করে, সমরে বৃকোদর-কর্ত্তৃক কুরু-নন্দন দুর্য্যোধনের তাদৃশ নিধনদশা নিরীক্ষণে পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়বীরেরা কৃষ্ণের সহিত হৃষ্ট-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। তৎকালে সকলে উত্ত-রীয় বস্ত্র ভ্রমণ করাইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তাহারা তখন এমনি হর্ষাবিষ্ট হইল, যে, এই বসুন্ধরা সেই হর্ষান্বিত বীরগণের ভার ধারণে প্রায় অসমর্থ হইলেন। যাহা হউক, তদানীং কেহ কেহ কার্ম্মুকাকর্ষণ, কেহ কেহ বা, জ্যাক্ষেপণ করিতে লাগিল; কেহ শঙ্খ, কেহ কেহ বা, দুন্দুভি-ধ্বনি আ-রম্ভ করিল। তদ্ভিন্ন আপনার অন্যান্য অহিতগণ কেহ রণক্রীড়া, কেহ কেহ বা, হাস্যপরিহাস করিতে লাগিল। বীরগণ তখন ভীমসেনকে এই কথা বলিল, যে, "অদ্য আপনি রণ-মধ্যে গদাযুদ্ধে কৌরবেন্দ্রকে নিহত করিয়া অতি দুষ্কর-কার্য্য সম্পাদন করি-লেন। পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মহারণে বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, লোক-সকল আ-পনার এই বৈরিবধ-ব্যাপারকেও তাদৃশ জ্ঞান করি-তেছে। যে দুর্য্যোধন রণ-স্থলে বিবিধ-মণ্ডলে বিচরণ করত কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিত, সেই শূরবরকে নিধন করিতে বৃকোদর ভিন্ন অন্য কাহার সাধ্য হইতে পারে? এক্ষণে আপনি অন্যের অগম্য বৈরসাগরের পারে গমন করিলেন, অন্য কোন বীর এতাদৃশ কার্য্য-সম্পাদন করিতে কোন-ক্রমেই সমর্থ হয় না। হে বীর-প্রবর! মত্তমাত-ঙ্গের ন্যায়, আপনি চরণ-দ্বারা অনায়াসে দুর্য্যো-ধনের মস্তক মর্দ্দন করিলেন, সিংহ যেমন মহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার শোণিত-পানে পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি আপনি সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনের বক্ষ-স্থলস্থ রুধিরপানে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। যে দুরাত্মারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের অবমাননা করি-য়াছিল, আপনি নিজ-বাহুবীর্য্য-বলে তাহাদিগের সকলের মস্তকে পদার্পণ করিলেন। হে ভীম! অহিতগণের মধ্যে উপস্থিত দুর্য্যোধনের বধ জন্য আপনার সুমহৎ যশোরাশি পৃথিবী-মধ্যে চিরকাল প্রথিত থাকিবে। বৃত্রাসুর হত হইলে বন্দিগণ এইরূপে দেবরাজকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি শত্রুকুল নির্ম্মূল করিলেন বলিয়া আমরা সকলে আপনাকে আনন্দিত ও বন্দিত করিতেছি। হে ভরতকুল-তিলক! দুর্য্যোধনের নিধনে আমাদিগের যে সমস্ত গাত্রলোম পুলকিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

হে মহারাজ! সেই স্থানে সমাগত বার্ত্তাহরগণ ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে থাকিলে, মধুসূদন তখন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত সেই সমস্ত পাঞ্চাল-দলকে অসদৃশ কথা কহিতে দেখিয়া বলিলেন, হে নরাধিপগণ! নিহত শত্রুকে কর্কশ বাক্য-দ্বারা পুনরায় জর্জ্জরিত ও হতজ্ঞান করা ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে, পাপসহায় পাপাত্মা লুব্ধ দুর্য্যোধন যখন নির্লজ্জ হইয়া সুহৃৎ সকলের শাসন লঙ্ঘন করিয়াছিল, তখনই যে, ঐ মন্দবুদ্ধি নিহত হইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম। যে সমস্ত মহানুভাব বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, সঞ্জয় ও ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগের পৈতৃক অংশ বারম্বার প্রার্থনা করিলেও যে নরাধম তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করে নাই, এক্ষণে সেই পুরুষাধম শত্রু বা, মিত্রের যোগ্য হইতে পারে না। হে বসুধাধিপগণ! ঐ কাষ্ঠ-সদৃশ নরাধমকে বাক্য-দ্বারা ব্যথিত করায় ফল কি? চল, এক্ষণে আমরা সকলে নিজ নিজ রথে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করি, আমাদিগের অদৃষ্টক্রমেই এই হতভাগ্য নিজ অমাত্য ও জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত নিহত হইয়াছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মুখ হইতে এই তিরস্কার ও অহঙ্কার-যুক্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া অমর্ষ বশত বাহুযুগল-দ্বারা ধরাতল ধারণ করত কটিদেশে ভার দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বাসুদেবের উপরি ভ্রুকুটীর সহিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। উরু-যুগল ভগ্ন হওয়াতে যখন তিনি অর্দ্ধোন্নত শরীরে উপবেশন করিলেন, তৎকালে পুচ্ছশূন্য সর্প ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে থাকিলে যে প্রকার হয়, তাঁহার রূপ তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

যাহা হউক, দুর্য্যোধন সেই প্রাণান্তকরণী ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বাসুদেবকে বাক্য-যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, রে কংশদাসের সন্তান! আমাকে অধর্ম্ম করিয়া যে গদাযুদ্ধে আঘাতিত করিলে, ইহাতে কি তোমার মনে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হয় না। তুমি আমার উরু-যুগলে গদা সন্ধান করিবার কারণ ভীমের স্মরণার্থ যে অর্জ্জুনকে সঙ্কেত করিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই। যে সমস্ত মহীপালেরা সরলভাবে ন্যায়ানুগত সংগ্রাম করিতেন, তুমি পাণ্ডবগণকে কুমন্ত্রণা দিয়া কত ছলে সেই সকলকে বিনাশমুখে নিক্ষেপ করিলে, ইহাতে তোমার মনে ঘৃণা বা, লজ্জার লেশমাত্র হইল না। তুমি প্রতিদিন শূরগণের সুমহৎ পীড়ন করত পরিশেষে শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেবকে শরশয্যায় শয়ান রাখিলে। রে দুর্ম্মতে! অশ্বত্থামা নামে হস্তীকে হনন করিয়া মিথ্যাবাক্যে আচার্য্যকে অস্ত্রবিহীন করিয়া যে, তাঁহাকে পাতিত করিলে, তাহা কি আমার অজ্ঞাত আছে? নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন অনায়াসে সেই বীর্য্যশালী আচার্য্যকে সংহার করিল, তুমি প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও একবার তাহাকে নিবারণ করিলে না। পাণ্ডুপুত্রের বধার্থে যাচিত শক্তিকে তুমি যে ঘটোৎকচের শরীরে সমর্পণ করাইলে, ইহাতে বোধ হয়, তোমা অপেক্ষা পাপকারী মনুষ্য আর কেহই নাই। আরও দেখ, বলবান্ ভূরিশ্রবা যখন ছিন্নহস্ত হইয়া গতপ্রায় হইলেন, তখনও তুমি মহাত্মা সাত্যকিকে তাঁহার বিনাশার্থ প্রেরণ করিলে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে জয় করিবার নিমিত্তে ন্যায়ানুগত যুদ্ধ করত যখন অশ্বসেনের শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন এবং যৎকালে তাঁহার রথচক্র ধরাতলে নিমগ্ন হইলে, তিনি বিপন্ন ও পরাজিত-প্রায় হইয়া রহিলেন, তখনও তুমি সেই নরবর কর্ণকে অর্জ্জুন-দ্বারা পাতিত করিলে। যদি তুমি আমাকে, কর্ণকে, ভীষ্মকে ও দ্রোণাচার্য্যকে ন্যায়ানুসারে জয় করিতে পারিতে, তবে তোমাদিগের নিশ্চয় বিজয় হইত। আমরা ও অন্যান্য ভূপালেরা স্বধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তুমি ছল-পূর্ব্বক তাবৎকে ঘাতিত

করিলে, ইহাতে আর পৌরুষ প্রকাশ কেন কর? বাসুদেব কহিলেন, হে গান্ধারী-তনয়! তুমি পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত হত হইলে, তোমারই দুষ্কৃত-দ্বারা বীরবর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন এবং মহাবীর কর্ণও তোমার চরিত্রের অনুবর্ত্তন করত সমর-ভূমিতে শয়ন করিলেন। রে মূঢ়! আমি তোমার নিকট কত প্রকার বিনতি করিয়া পাণ্ডবদিগের পৈতৃক অংশ প্রার্থনা করিলাম, তখন তুমি শকুনির সহায়তায় ও সাহসে নির্ভর করিয়া পাণ্ডুতনয়গণকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিলে না; তুমি ভীমসেনকে অনায়াসে বিষভোজন করাইলে এবং পাণ্ডব-সকলকে তাঁহাদিগের জননীর সহিত জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলে, রে নির্লজ্জ! যখন পাশক্রীড়া-কালে সভা-মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে বহুতর ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়েই তোমাকে বধ করা উচিত ছিল। অক্ষক্রীড়ায় অপারগ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে তুমি ক্রীড়াকুশল সৌবল-দ্বারা যে পরাজিত করিয়াছিলে, সেই পাপে এইক্ষণে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়াছ। বন-মধ্যে পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিতে গমন করিলে তুমি পাপাত্মা জয়দ্রথ-দ্বারা একাকিনী নিঃসহায়া কৃষ্ণাকে যে অপরিমিত ক্লেশরাশি ভোগ করাইয়াছিলে এবং বালক অভিমন্যু একাকী রণস্থলে সংগ্রাম করিতে থাকিলে, সপ্ত মহারথি-দ্বারা যে, তাহাকে নিহত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত দোষেই তুমি স্বয়ং নিহত হইলে; আমরা যে সমুদয় অকার্য্য করিয়াছি, তুমি কহিতেছ, সে সমস্ত কেবল তোমার গ্রহ বৈগুণ্য ও অত্যাচার জন্য আমাদিগের-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহস্পতি বা, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশ কখন তোমার কর্ণগোচর হয় নাই এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া তুমি কখন হিতবাক্য শ্রবণ কর নাই; তুমি বল, বিক্রম, লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া যে সমস্ত অসৎকার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে পরিণাম-সময়ে সেই সমুদয়ের বিপরীত ফল উপভোগ কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, এবং সসাগরা ধরামণ্ডলে আত্ম-আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিপক্ষদিগের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছি, অতএব আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য আর কে আছে? স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণের যে ধর্ম্ম অভিলষিত, আমি সেই ধর্ম্মানুসারেই যদি নিধন লাভ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য কে হইল? অনেকানেক ভূপালেরা যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সহজে প্রাপ্ত হয়েন না, আমি যদি সেই সমুদয় দেবার্হ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান লোক কে হইল? হে অচ্যুত! আমি সুহৃৎ ও সহোদর সকলের সহিত স্বর্গে গমন করি, তোমরা হত-মনোরথ হইয়া শোক প্রকাশ করত কালযাপন করিতে থাক।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ কুরুরাজের এই সমস্ত কথার অবসানে পবিত্রগন্ধ-যুক্ত সুমহৎ পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ মনোরম বাদ্যধ্বনি আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ নৃপতির যশোবর্ণন-সম্বলিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সিদ্ধগণ শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সুখস্পর্শ সুরভি সমীরণ পবিত্রগন্ধে অন্ধ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডল বৈদূর্য্যমণির সমান প্রকাশমান হইল।

বাসুদেব-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের বান্ধবগণ এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বিলোকনে এবং দুর্য্যোধনের সম্মান সন্দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া রহিলেন; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, শুনিয়া তাঁহারা সকলে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবগণ দীন-চিত্ত ও চিন্তাপরায়ণ হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগের তাদৃশ ভাব

নিরীক্ষণে গভীরস্বনে এই কথা বলিলেন, যে, হে পাণ্ডবগণ! এই অতি শীঘ্রাস্ত্র রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত ভীষ্ম-প্রভৃতি মহারথেরা ঋজুযুদ্ধ-দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তৃক কোন-প্রকারেই নিহত হইবার পাত্র ছিলেন না। ধর্ম্মানুসারে এই নরাধিপকে ধরাশায়ী করা সকলেরই অসাধ্য এবং সেই ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথ সকলকে নিহত করিতে কোন বীরেরই ক্ষমতা ছিল না। তবে আমি কেবল তোমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষায় নানা উপায় ও নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিয়া সকলকে সমর-শয্যায় শয়ান করিলাম। আমি যদ্যপি রণস্থলে এবম্বিধ কুটিল আচরণ না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের বিজয়ই বা কোথা হইতে হইত এবং রাজ্য ও ধনই বা কি প্রকারে আয়ত্তে আসিত? সেই চারি মহানুভাব পৃথিবীতে অতিরথ বলিয়া প্রথিত ছিলেন, লোকপাল সকল স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াও কোনমতে তাঁহাদিগকে হত করিতে সমর্থ হইতেন না। সেইরূপ, এই গদাপাণি গতক্লম ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন ধর্ম্মযুদ্ধে দণ্ডপাণি কৃতান্তের নিকটেও পরাজিত হইবার পাত্র নহেন। এক্ষণে তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমরাই কেবল মিথ্যা প্রবঞ্চনা-দ্বারা এই বিপক্ষকে বিনষ্ট করিলাম, কপটাচরণ-দ্বারাই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়া থাকে, দেবতারা যখন দৈত্যদল দলন করেন, তখন এইমত পন্থা বিস্তার করিয়া থাকেন; সাধুগণের অনুষ্ঠিত পথে সকলেই অনুগত হয়; আমরা সেই সাধুবিহিত আচরণ করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। হে নৃপগণ! সম্প্রতি এই সায়াহ্ন-সময়ে চল, আমরা সকলে অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ-সহ বিশ্রামার্থ নিবাস-স্থানে গমন করি।

হে মহারাজ! পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদানীং বাসুদেবের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে আনন্দ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, পুরুষ-প্রবর দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট-চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য-ধ্বনি আরম্ভ করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে কৃষ্ণপাণ্ডব সংবাদে একষষ্ট অধ্যায়॥ ৬১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সেই সমস্ত মহাবাহু মহীপালেরা শঙ্খ-ধ্বনি করত বিশ্রাম জন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তখন আমাদিগের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে, মহাবীর সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপাল-সকল আপন আপন শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবেরা লোকশূন্য রঙ্গস্থলের সদৃশ দুর্য্যোধনের হত-প্রভ ও প্রভুশূন্য শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে সেই শিবির নাগহীন হ্রদ ও উৎসবশূন্য নগরের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল এবং বৃদ্ধ অমাত্য, বহুতর-বর্ষবর ও স্ত্রীগণের অধিষ্ঠান স্থান হইয়াছিল; দুর্য্যোধনের পরিচারকগণ মলিন বসন ধারণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরের সন্নিহিত হইয়া নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবদিগের নিয়ত প্রিয় ও হিতকার্য্য-নিরত কেশব গাণ্ডীবধন্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্রে তুমি গাণ্ডীব-শরাসন ও অক্ষয় তূণ-দ্বয় অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং রথ হইতে অবতীর্ণ হও, পশ্চাৎ আমি অবতরণ করিতেছি, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

পাণ্ডু-নন্দন বীরবর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের কথাক্রমে তাহাই করিলেন, পরে মাধব বাজিগণের রশ্মি মোচন করিয়া স্বয়ং অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বভূতেশ্বর মহানুভাব কৃষ্ণ গাণ্ডীবধন্বার রথ হইতে অবতরণ করিলে, ধনঞ্জয়ের ধ্বজ-

স্থিত দিব্য কপিও অন্তর্হিত হইল। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুমহান্ রথ পূর্ব্বে দ্রোণ ও কর্ণের দিব্যাস্ত্র-নিকর-দ্বারা দগ্ধ হইয়াও প্রদীপ্ত হয় নাই, সম্প্রতি, কৃষ্ণের অবতরণ ও কপিবরের অন্তর্দ্ধান নিবন্ধন চক্র, যুগ, বন্ধুর, রশ্মি ও অশ্বগণের সহিত এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে তাহা ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। হে প্রভো! পাণ্ডবেরা সহসা সেই রথকে ভস্মীভূত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে প্রণয়ের সহিত প্রণতি করিয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! অকস্মাৎ আমার এই রথ কি কারণে দগ্ধ হইল, ভগবন্! এ কি মহৎ আশ্চর্য্য ঘটিল; এ বিষয় যদি শ্রোতব্য হয়, তবে তুমি আমাকে বিস্তার করিয়া বল।

বাসুদেব বলিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন! এই রথ পূর্ব্বে বহুবিধ অস্ত্র-দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল, কেবল আমার অধিষ্ঠান-বশত সমর-মধ্যে প্রজ্বলিত হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে, আমিও রথ পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্র-সকলের তেজে প্রজ্বলিত ও দগ্ধ হইয়া গেল। শত্রুহন্তা ভগবান্ কেশব, অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে আপনি জয়ী হইলেন, ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু সকল নিহত হইল, ভাগ্যক্রমে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আপনি কুশলে আছেন এবং এই বিপক্ষ বীর-ক্ষয়কর সমর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হে ভারত! সম্প্রতি, উত্তরকালের কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল সম্পাদন করুন। পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমি অর্জ্জুনের সহিত আপনার নিকট উপনীত হইলে, আপনি মধুপর্ক আনয়ন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, যে, "কৃষ্ণ! এই ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা এবং সখা, ইহাকে তুমি সর্ব্বদা সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবে," আপনি এই প্রকার কহিলে আমি তাহাই স্বীকার করিয়াছিলাম। হে জনেশ্বর! আপনার সেই কথা স্বীকার করিয়াছিলাম—বলিয়া আমি সব্যসাচীকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং সেই সত্যপরাক্রম শূরবর ভ্রাতৃগণের সহিত জয়লাভ করিয়া এই লোমহর্ষণ বীর-ক্ষয়কর সমর হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার কহিলে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইল; পরে তিনি জনার্দ্দনকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে অরিমর্দ্দন! দ্রোণ ও কর্ণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ জন সহ্য করিতে পারে? সাক্ষাৎ বজ্রধর পুরন্দরও তাহা কোনক্রমে সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। তোমার প্রসাদে সংশপ্তক সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছে এবং ধনঞ্জয় মহারণমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বারের জন্যও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। হে মহাবাহো! তোমারই অনুগ্রহে আমি পর্য্যায়-ক্রমে কর্ম্ম সকলের বিস্তার ও তেজোরাশির শুভগতি লাভ করিলাম। বিরাট নগরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছিলেন, যে, "যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে কৃষ্ণ এবং যেস্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়।"

মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে বীরগণ আপনকার শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোষস্থিত রত্নরাশি ও সম্পত্তি সকল সঞ্চয় করিল; স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, নানাপ্রকার উত্তম উত্তম অলঙ্কার, অজিন, কম্বল, অসংখ্য দাস, দাসী, এবং বহুবিধ রাজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া লইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা আপনকার এই অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইয়া সকলে একত্রিত হওত আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর, সেই সমস্ত বীর-প্রধান নরেন্দ্রগণ ও পাণ্ডবগণ বাহন সকলকে আশ্বস্ত ও মুক্ত করিয়া সাত্যকির সহিত এক স্থানে উপবেশন করিলেন; পরে মহাযশা বাসুদেব বলিলেন, অদ্য কল্যাণ-

হেতু আমাদিগকে শিবিরের বহির্ভাগে বাস করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি তাহাতে সম্মত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মঙ্গলার্থ বহির্গমন করিলেন। তাঁহারা ওঘবতী নাম্নী পবিত্র সরিতের সন্নিহিত হইয়া তদীয় তীরে সেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সকলে একবাক্য হইয়া বাসুদেবকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন; প্রতাপবান্ বাসুদেব দারুককে রথোপরি আরোহিত করিয়া সত্বরভাবে হস্তিনাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, তৎকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কহিলেন, যশস্বিনী গান্ধারী পুত্রহীনা হইয়াছেন, অতএব তুমি গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর। সাত্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হতপুত্রা গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে বাসুদেব বাক্যে দ্বিষষ্ট অধ্যায়॥ ৬২॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে কিজন্য গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে কৃষ্ণ যখন শান্তিস্থাপন জন্য কৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করেন নাই—বলিয়া এই সুমহান্ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, পরে যোদ্ধা-সকল হত দুর্য্যোধন নিহত এবং পৃথিবীমণ্ডল পাণ্ডব-শত্রু বিরহিত হইলে, শিবির-সকল শূন্যাকার ধারণ করিলে, পাণ্ডবগণ অতুল যশ উপার্জ্জন করিলে কৃষ্ণ যে, পুনরায় হস্তিনায় গমন করিলেন, তাহার কারণ কি? হে ব্রহ্মন্! ইহা যে অল্প কারণে ঘটিয়াছিল, তাহাও আমার বোধ হইতেছে না, যেহেতু স্বয়ং জনার্দ্দন যখন গমন করিলেন, তখন কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, অতএব এই কার্য্য নিশ্চয়-বিষয়ে যথার্থ কারণ কি, আপনি আমার নিকটে বিস্তারক্রমে তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বটে, অতএব আমি আপনাকে তাহা যথার্থরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অন্যায়রূপে গদা প্রহার-দ্বারা মহাবীর দুর্য্যোধনকে নিহত করিলেন—দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ সুমহৎ ভয়ে ব্যাকুল হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, মহাভাগা গান্ধারী অতি তপস্বিনী, তাঁহার ঘোরতর তপস্যা-প্রভাবে ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতে পারে, তৎকালে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, যে, প্রথমত ক্রোধ-দীপ্তা গান্ধারীকে সান্ত্বনা করা উচিত, আমরা তাঁহার পুত্র বধ করিয়াছি—ইহা তিনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে মানস-অগ্নি-দ্বারা আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। 'সরলভাবে যুদ্ধকারী পুত্র ছলযুদ্ধে নিহত হইয়াছে' গান্ধারী ইহা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে এই তীব্র দুঃখ সহ্য করিবেন।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ বহুল চিন্তা করিয়া ভয় শোকসমন্বিত-চিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, যে রাজ্য পাইবার জন্য আমাদিগের মনে কিছুমাত্র ভরসা ছিল না, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইল। হে যাদব-নন্দন! এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে আমার প্রত্যক্ষে তুমি অত্যন্ত বিলোড়িত হইয়াছ। পূর্ব্বে দেবাসুর সমরে দৈত্যদল বিনাশার্থ তুমি যেমন সহায় হইয়া অমরারিগণের নিধন করিয়াছিলে, আমাদিগের জন্য তুমি এই যুদ্ধে তেমনি সাহায্য করত সারথ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে। তুমি যদি এই মহারণে অর্জ্জুনের সহায় না হইতে, তবে কি, ধনঞ্জয় এই সৈন্যচয় ক্ষয় করিতে পারিতেন? তুমি আমাদিগের জন্য বিপুল গদা-প্রহার, ঘোরতর পরিঘাঘাত, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশুর প্রহার বারম্বার কতই সহ্য

করিয়াছ, কতইবা পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছ এবং কতই বা বজ্রস্পর্শ-সমান শস্ত্র-সম্পাত সহ্য করিয়াছ। হে অচ্যুত! এক্ষণে দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতে তোমার সেই সকল সহ্য গুণ সকল হইয়াছে। সম্প্রতি, সেই সমুদয় পুনরায় যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহাই কর।

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমাদিগের জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু, আমার মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছে, হে মহাবাহো মাধব! গান্ধারীর যে কত ক্রোধ তাহা তুমি বিবেচনা কর, সেই মহাভাগা নিয়ত উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন, অতএব আমাদিগের দ্বারা তাঁহার পুত্র পৌত্র সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তিনি একেবারে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব আমার মত, যে, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার এই সময় উপস্থিত। আর সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধ-রক্ত-নয়না দেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে গমন করা তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষের সাধ্য? এই জন্য আমার অভিপ্রায় যে, তুমি তাঁহার ক্রোধ-শান্তি কারণ তৎসন্নিধানে গমন কর।

হে অরিন্দম! তুমি লোক-সকলের কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা, অতএব সময়োচিত যুক্তি ও কারণ-সংযুক্ত বাক্যাবলী-দ্বারা অবিলম্বে গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে। তথায় ভগবান্ পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থাকিবেন, অতএব হে মহাবাহো! পাণ্ডবদিগের হিতের নিমিত্ত গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করা তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

যদুকুল-চূড়ামণি মাধব ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দারুককে আহ্বান করিয়া রথসজ্জা করিতে অনুমতি করিলেন, দারুক কেশবের আজ্ঞা শ্রবণে সত্বর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ সুসজ্জিত করিয়া তৎসন্নিধানে নিবেদন করিল। কৃষ্ণ সেই সজ্জীভূত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ মাধব রথারোহণ-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার রথ-চক্রের শব্দ-দ্বারা "কৃষ্ণ আসিতেছেন" ইহা ধৃতরাষ্ট্রের বিদিত হইল। পরে তিনি সেই মনোহর রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অদীন-চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের নিকেতনে গমন করিলেন; গমন করিবামাত্র প্রথমত ঋষিসত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহার ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চরণ বন্দন করিয়া জনার্দ্দন অব্যগ্র-চিত্তে গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, যদুকুল-তিলক কেশব ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি মুহূর্ত্তকাল শোক-সমুদ্ভব বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিয়া জল-দ্বারা নয়ন-যুগল প্রক্ষালন ও যথাবিধি আচমন-পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ প্রস্তুত বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন, যে, হে ভারত! ভূতভবিষ্যৎ-প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ের মধ্যে কিছুমাত্র আপনার অবিদিত নাই, কালের যেপ্রকার গতি তাহাও আপনি সবিশেষ জানেন। পাণ্ডবেরা সকলেই আপনার মতানুবর্ত্তী থাকিবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন, তথাচ এই সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় হইল। ধর্ম্মবৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা সেই শুদ্ধাচার পাণ্ডবদিগকে দ্যূতছলে পরাজিত করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিল। তাঁহারা বহুবিধ বেশ ধারণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করত পরিশেষে এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিলেন, তাহাতে যে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অনন্তর, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং সন্ধিবন্ধন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু, মহারাজ! আপনি কালমোহিত হইয়া লোভ-বশত সেই পঞ্চগ্রাম প্রদান করিলেন না, অতএব আপনার অপরাধেই যে এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল

হইল, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মহাত্মা ভীষ্মদেব, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর ইহাঁরা সকলেই আপনার নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু, আপনি তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

মহারাজ! মনুষ্যেরা কাল-বশত মোহিত হইলে সকল বিষয়েই মুগ্ধ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে অন্য উদাহরণ আবশ্যক কি? আপনি পূর্ব্বে এই সংগ্রামার্থ যে মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ইহাতে দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। যাহা হউক, কালবশত ভাগ্য-দোষে এই সমস্ত ঘটনা হইয়াছে; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবদিগের প্রতি এই সমস্ত দোষ নিবিষ্ট করিবেন না। মহানুভাব পাণ্ডবেরা ধর্ম্মত, ন্যায়ত ও স্নেহত অল্প-পরিমাণেও সত্যপথ অতিক্রম করেন নাই। আপনি এই আত্মদোষ-কৃত অনিষ্ট-ব্যাপারে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া যদি পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন, তবে আর উপায় কি আছে? ফলত তাঁহাদিগের প্রতি সাসূয় ব্যবহার করা কোনক্রমেই আপনার উচিত নহে। যে হেতু, এক্ষণে যশস্বিনী গান্ধারীর ও আপনার বংশরক্ষা, কুলমর্য্যাদা ও পিণ্ডসংস্থান-প্রভৃতি যেসমস্ত কার্য্য পুত্র-দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই পাণ্ডবগণের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব আপনারা পাণ্ডবদিগের উপরি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই সকল বাক্য এবং নিজ ব্যতিক্রম-বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া পাণ্ডবদিগের কল্যাণ কামনা করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

মহারাজ! আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের যে অচলা ভক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ আছে তাহা ত আপনার অবিদিত নাই, তিনি অপকারি শত্রুগণকে সংহার করিয়া দিবাযামিনী কেবল দগ্ধ হইতেছেন, কোনক্রমেই সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি শোকাকুল হইয়া কেবল আপনি ও যশস্বিনী গান্ধারী কি প্রকারে শান্তি লাভ করিবেন, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতেছেন। আপনি পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ব্যাকুল-চিত্ত আছেন—জানিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জা-প্রযুক্ত আপনার নিকটে আসিতে পারেন নাই।

মহারাজ! যদু-প্রধান কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিয়া শোকাকুলা গান্ধারীকে পরম উৎকৃষ্ট কথা সকল কহিতে লাগিলেন, বলিলেন, হে সুবলরাজনন্দিনি! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, অবহিত-চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। হে শুভে! সম্প্রতি, পৃথিবী-মধ্যে আপনার সমান কোন সীমন্তিনী নাই, হে রাজ্ঞি! আপনি সভা-মধ্যে আমার সন্নিধানে উভয়পক্ষের হিতকর যে সমস্ত ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্য কহিয়াছিলেন, আপনার দুর্ব্বৃত্ত তনয়েরা তাহা রক্ষা করিল না; আপনি জয়াভিলাষি দুর্য্যোধনকে কত নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার স্মরণ আছে। হে নৃপ-নন্দিনি! তখন আপনি আপন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "রে মূঢ়! আমার বাক্য শ্রবণ কর্, যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জয় হয়, ইহা নিশ্চয় জানিস্।" আপনকার দুরাচার সন্তানেরা সেই কথায় অবহেলা করিয়া এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবেন না এবং পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ কদাচ অভিলাষ করিবেন না। হে মহাভাগে! আপনি তপোবলে ক্রোধপ্রদীপ্ত-চক্ষু-দ্বারা অনায়াসে সচরাচর ধরামণ্ডল নিঃশেষে দগ্ধ করিতে পারেন।

দেবী গান্ধারী বাসুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ, আমি মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছি বলিয়া আমার বুদ্ধি নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছিল, হে জনার্দ্দন! এক্ষণে তোমার বাক্য শুনিয়া অনেক শান্ত ও সুস্থ হইল। কেশব! পাণ্ডবগণের সহিত এক

মাত্র তুমিই কেবল এই পুত্রহীন অন্ধ ও বৃদ্ধ ভূপতির গতি, পুত্রশোক-সন্তপ্তা দেবী এই কথা মাত্র কহিয়া বসন-দ্বারা মুখ আবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহাবাহু মাধব সেই শোক-বিহ্বলা দেবীকে যুক্তি ও কারণ-সংযুক্ত কথাবলী-দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেন; কেশব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে অশ্বত্থামার সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় উদ্বুদ্ধ হইল, সুতরাং তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া দ্বৈপায়নের চরণ-দ্বয় বন্দন-পূর্ব্বক কুরুরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি কহিতেছি, আপনি শোকে মনঃসমাধান করিবেন না; দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামার এক পাপ অভিপ্রায় আছে, আমি সেই অভিসন্ধি জানিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম; সে মনে মনে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়াছে যে, "এই রাত্রি-মধ্যে পাণ্ডবদিগকে নিপাত করিবে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশবের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ-মাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর, পরে তোমার সহিত পুনরায় আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইবে।" জনার্দ্দন তাঁহাদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া দারুকের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব গমন করিলে সর্ব্বলোক-পূজনীয় ব্যাসদেব জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব কৃত-কার্য্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে পাণ্ডবগণকে দেখিবার মানসে শিবির-মধ্যে উপনীত হইলেন এবং শিবিরে আসিয়াই সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিয়া হস্তিনার বিবরণ সকল বর্ণন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী প্রবোধনে ত্রিষষ্ট অধ্যায়॥ ৬৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন সতত শত্রুদিগের মস্তকোপরি অধিষ্ঠিত ছিল এবং আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিত, এক্ষণে তাহার উরু ভগ্ন হওয়ায় সে ধরাশায়ী হইয়া কি বলিল? সে একে রাজা, তাহাতে অতিশয় কোপন-স্বভাব, পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত সততই তাহার শত্রুতা ছিল, এক্ষণে বিষম বিপদে পতিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সেই বিপদ্ উপস্থিত হইলে, রাজার উরু ভগ্নের পর তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় যথাবৃত্তরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্ন-সক্‌থ হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবরে কর-দ্বারা কেশচয় সংযত করত দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া উরগের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরে অতি যত্নে কেশ সংযমন করিয়া ক্রোধ-পরীত-লোচনে বারম্বার আমার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মত্তমাতঙ্গের সমান মুহুর্ম্মুহু ধরাতলে কর নিষ্পেষণ করত পুনরায় আলুলায়িত-কেশে দন্ত-দ্বারা দন্ত-মর্দ্দন করিয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিন্দা করত নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারী-প্রবর কর্ণ, গৌতম, দ্রোণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, শূরবর শল্য এবং কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতি মহাবীর সকল সেনাপতি সত্ত্বে আমার এই অবস্থা ঘটিল, সুতরাং কাল অতি দুরতিক্রম। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। হে মহাবাহো সঞ্জয়! কাল উপস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; যাহা হউক, সম্প্রতি এই সংগ্রামে আমাদিগের পক্ষে যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, তাহাদিগকে ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে প্রকারে আমাকে আহত করিল, তাহা বলিবে। নৃশংস পাণ্ডবেরা সংগ্রামে এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছে, তাহারা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও শ্রীমান্ দ্রোণের প্রতি এইরূপ অয-

শক্রর কর্ম্ম করিয়াছে, আমার বোধ হয়, এজন্য তাহাদিগকে অবশ্য নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি কপট-যুদ্ধে জয়ী হইয়া কি প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তিই বা নিয়ম-লঙ্ঘনকারী লোককে প্রশংসা করিয়া থাকে? পাপাত্মা পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর যেমন আনন্দে অভিভূত হইয়াছে, সেইরূপ কোন্ পণ্ডিত অধর্ম্মত জয় লাভ করিয়া হৃষ্ট হয়? আমার ঊরুদেশ ভগ্ন হইলেও ক্রোধপরবশ ভীমসেন যে পাদ-দ্বারা আমার মস্তক মর্দ্দন করিল, তাহা হইতে আর বিচিত্র কি আছে? হে সঞ্জয়! যেব্যক্তি বন্ধুগণে বেষ্টিত, শ্রীসম্পন্ন ও প্রতাপশালী, তাহার মস্তকে যদি কোনব্যক্তি পদাঘাত করিতে পারে, তবে, সে সকলের পূজনীয় হয়।

হে সঞ্জয়! আমি যুদ্ধধর্ম্মে যেরূপ পারগ, তাহা আমার পিতা মাতা বিলক্ষণ জানেন, সম্প্রতি তাঁহারা নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছেন, অতএব তুমি আমার এই সকল কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবে, যে, আমি ইচ্ছানুসারে যজ্ঞ করিয়াছি, ভৃত্যগণকে সম্যক্রূপে প্রতিপালন করিয়াছি, সসাগরা-ধরামণ্ডলে আধিপত্য প্রচার করিয়াছি, জীবমান অমিত্রগণের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছি, শক্ত্যনুসারে দান করিয়াছি, মিত্র-সকলের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, আমি সমুদয় শত্রুকুলকে করস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অতএব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? আমি পররাজ্য সকল লাভ করিয়াছি, নৃপগণ দাসের ন্যায় আমার সেবা করিয়াছেন, আমি প্রিয়ব্যক্তির প্রতি সাধু আচরণ করিয়াছি, বান্ধবেরা তাবতেই আমার নিকটে সম্মানিত হইয়াছেন, পূজিতব্যক্তিও আমার বশীভূত ছিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামের সেবা করিতে আমার কিছুমাত্র অবশেষ নাই, অতএব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক আর কে হইতে পারে?

আমি প্রধান প্রধান নৃপতির প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছি, অতি উৎকৃষ্ট আজানেয় হয়ে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছি, সুদুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হই-অতএব আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? আমি যথাবিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, যাবজ্জীবন নিরাময় থাকিয়া কালযাপন করিয়াছি এবং স্বধর্ম্মবলে সকল লোক জয় করিয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

সম্প্রতি, দৈবাধীন আমি শক্র-সকলের নিকটে পরাজিত হইয়া দাসের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রিত হইলাম না। ভাগ্যক্রমে আমার বিপুলা লক্ষ্মী আমার অবর্ত্তমানে অন্য হস্তে সমর্পিত হইল; যাহা হউক, স্বধর্ম্মাবলম্বি ক্ষত্রিয়গণ যাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি সমরে অনায়াসে সেই নিধন লাভ করিলাম, সুতরাং আমা হইতে কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? আমি ভাগ্যক্রমে প্রাকৃত মানবের ন্যায় পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হই নাই এবং কোন বিরুদ্ধ মতি অবলম্বন করিয়া পরাজিত হই নাই; লোকে যেমন সুপ্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিষপানাদি-দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে, তেমনি ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাকে নিহত করিল। মহাভাগ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আমার এই কথা বলিবে যে, অনেকবার অধর্ম্মকর্ম্মে-প্রবৃত্ত নিয়মঘ্ন পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন না।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র সত্যবিক্রম রাজা দুর্য্যোধন তখন সমাগত বার্ত্তাবহগণকে এই কথা বলিলেন, যে, ভীমসেন অধর্ম্ম-যুদ্ধে আমাকে নিহত করিল, আমি স্বর্গগত মহানুভাব দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বৃষসেন, সৌবল শকুনি, মহাবীর্য্য জলসন্ধ, ভূপতি ভগদত্ত, মহাধনু সোমদত্ত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং দুঃশাসন-প্রভৃতি আমার আত্ম-সদৃশ সহোদর সকল, আর বিক্রান্ত দুঃশাসন-নন্দন ও লক্ষ্মণ নামক আমার আত্মজ, তদ্ভিন্ন আমার যে সকল বহু সহস্র আত্মীয় ছিলেন, আমি সহায় হীন পথিকের ন্যায় এক্ষণে তাঁহাদিগের অনুগমন করিব।

হায়! আমার প্রিয় সহোদরা দুঃশলা ভ্রাতৃগণ ও ভর্ত্তার নিধন শ্রবণে দুঃখার্ত্তা হইয়া রোদন করত কি প্রকারে কাল হরণ করিবে। বৃদ্ধ পিতা, পুত্র-বধূ ও পৌত্রবধূগণের সহিত অতঃপর কি প্রকার গতি অবলম্বন করিবেন। পৃথুলোচনা কল্যাণ-দায়িনী লক্ষ্মণ-জননী পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া অবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। বাক্য-বিশারদ পরিব্রাট্ চার্ব্বাক যদি আমার এই অবস্থা জানিতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার বৈরনির্যাতন করিবেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত পবিত্রতীর্থ সমন্তপঞ্চকে আমি নিধন লাভ করিলাম, অতএব অবশ্যই শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।"

হে মহারাজ! সহস্র সহস্র লোক ভূপতির এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণে বাষ্পাকুল-লোচনে দশ দিকে ধাবমান হইল। সচরাচর মহী-মণ্ডল সাগর ও বননিকরের সহিত ঘোরতর বিচলিত হইয়া উঠিল। দিক্ সকল নির্ঘাত-দ্বারা আবিল হইয়া গেল। তখন সকলে দ্রোণপুত্রের নিকটে গিয়া গদাযুদ্ধে ভূপাল যে প্রকারে পাতিত হয়েন, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং অশ্বত্থামার সন্নিধানে তাবৎ বিবরণ নিবেদন-পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে দুর্য্যোধন-বিলাপে চতুঃষষ্ট অধ্যায়॥ ৬৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবদিগের অবশিষ্ট তিন জন মহারথ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যদিও সমরে শরনিকর ও গদাশক্তি তোমর-দ্বারা ক্ষতবিক্ষত-শরীর হইয়াছিলেন, তথাপি বার্ত্তাবহগণের সকাশ হইতে "দুর্য্যোধন হত হইয়াছেন," এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করত যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন, তথায় গিয়া দেখিলেন, মহাত্মা দুর্য্যোধন নিশ্চেষ্ট ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। যেমন কানন-মধ্যে মহাশালবৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পতিত থাকে, মহারণ্য-মধ্যে ব্যাধ-কর্ত্তৃক নিপাতিত মহাগজ যেমন রুধির-সমূহে পরিপ্লুত হইয়া বর্ত্তমান রহে; মহাত্মা দুর্য্যোধন রক্তাক্তকলেবরে তদ্রূপ ধরাতলে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছেন। আদিত্য-মণ্ডল দৈবক্রমে ভূতলে পতিত হইলে যেরূপ হয়, সমুত্থিত মহাবাতদ্বারা সাগর যেমন বিশুষ্ক হয়, আকাশমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র তুষারাবৃত হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, তেমনি সেই মাতঙ্গ-সম-বিক্রম দীর্ঘবাহু দুর্য্যোধন ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গে ধরণীতলে পতিত রহিয়াছেন; ধনলোভি ভৃত্যগণ যেমন পূর্ব্বে সেই নৃপতি-সত্তমের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট থাকিত, তেমনি তখন ভূতগণ ও ক্রব্যাৎ সকল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করত উপবিষ্ট থাকায় ক্রোধে যেন উত্তারলোচন হইয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিতেছেন, যাহা হউক, কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথেরা তদানীং রাজাকে তাদৃশভাবে ধরাতলে পতিত দেখিয়া মোহাভিভূত হইলেন।

মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে তাঁহারা সচেতন হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক রাজার সমীপে গমন করিলেন এবং সকলে দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূমিতলেই উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা বাষ্পপূর্ণ-লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সর্ব্বলোকেশ্বর ভরত-শ্রেষ্ঠকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি নিশ্চয় জানিলাম, মনুষ্যলোকে কিছুমাত্র সত্য বিদ্যমান নাই, যেহেতু আপনি পুরুষ-প্রবর হইয়া এক্ষণে পাংশুময় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, পূর্ব্বে আপনি আসমুদ্র মহীমণ্ডলের রাজা হইয়া সকলের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, অদ্য একাকী এই নির্জ্জন বনে কিরূপে অবস্থিত রহিলেন? অদ্য আমি, মহারথ কর্ণ, কি দুঃশাসন কি অন্যান্য সুহৃৎ সকলের মধ্যে কাহাকেও দেখিতেছি না, এ কি আশ্চর্য্য! লোক-সকলের

মনোমধ্যে ইহা কি সামান্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, যে, আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া ধূলিধূসরিত শরীরে শয়ান রহিয়াছেন, যিনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণের সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, তিনিই এখন নিরন্তর পাংশু গ্রাস করিতেছেন, অতএব কালের যে কত বিপর্য্যয় তাহা অবলোকন করুন।

হে মহারাজ! আপনার সেই নির্ম্মল ছত্র, বিমল ব্যজন এবং সেই মহতী সেনা কোথায় গেল? হে নৃপসত্তম! কি কারণে কোন্ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহার গতি অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কেন না, আপনি লোকগুরু হইয়া ঈদৃশ দশা প্রাপ্ত হইলেন। আপনি শক্রের সহিত স্পর্দ্ধাকারী, আপনার এই বিপদ্ বিলোকন করিয়া আমি নিশ্চয় জানিলাম, মনুষ্যমাত্রেরই নিকটে শ্রী কখন নিশ্চলা হইয়া থাকিতে পারেন না।

মহারাজ! আপনার পুত্র নরাধিপ দুর্য্যোধন তখন দুঃখিত অশ্বত্থামার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণিযুগল-দ্বারা নয়নদ্বয় মার্জ্জন-পূর্ব্বক শোকাশ্রু ধারা বর্ষণ করিতে করিতে কৃপ-প্রভৃতি তাবৎ বীরকে সম্বোধন করিয়া সময়োচিত কথা সকল কহিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, হে মহানুভাব-সকল! বিধাতা এইরূপ মর্ত্তধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, "কাল পর্য্যায় সমাগত হইলে সর্ব্বভূতেরই বিনাশ হইবে, অতএব আমি এক্ষণে আপনাদিগের সকলের সমক্ষে সেই কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছি, পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী পালন করিয়া অধুনা আমাকে এইরূপ নাশ প্রাপ্ত হইতে হইল। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কখন কাহারও যুদ্ধে আপৎ্রান্ত হইয়া পলায়ন করি নাই, পাপাচার পাণ্ডবেরা ছল করিয়া আমাকে নিহত করিল, ইহাতে আর উপায় কি? আমি যুদ্ধ-কালে নিয়তই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু, ভাগ্যদোষে বান্ধবগণের সহিত এককালে নিহত হইলাম।

যাহা হউক, আমি যে আপনাদিগকে এই দারুণ জনক্ষয় হইতে মুক্ত ও মঙ্গল-যুক্ত দেখিতেছি, ইহাই আমার পরম প্রিয় বোধ হইতেছে। আপনারা আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন, অতএব আমার নিধনে আপনাদিগের অবশ্যই সন্তাপ হইতে পারে, কিন্তু, আপনারা তাহা পরিত্যাগ করুন। যদি বেদ সকল আপনাদিগের প্রমাণ হয়, তবে আমি অক্ষয় লোক-সকল জয় করিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়াছি, অতএব কোনমতেই সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই নাই, এক্ষণে আমি আপন অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলাম। আপনারা আমার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না, সকলেই আত্ম অনুরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, বিজয়ার্থ যত্ন করিতেও ক্রটি করেন নাই, কিন্তু, দৈব অতি দুরতিক্রম।"

হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন বাষ্পাকুল-লোচনে এতাবৎমাত্র কথা কহিয়া বিহ্বল হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তখন নৃপতিকে বাষ্প-শোক-সমন্বিত দেখিয়া প্রলয়কালীন বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণি-দ্বারা পাণি নিপীড়ন করত বাষ্পবিহ্বল-বচনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষুদ্রাশয় পাণ্ডবেরা নৃশংস-কর্ম্ম-দ্বারা যে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছিল, অদ্য আপনার এতাদৃশ দশা সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ ততোধিক সন্তাপে সন্তাপিত হইতেছে। হে প্রভো! আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন, আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম ও সুকৃত-প্রভৃতি সমুদয় সত্য-দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য আমি বাসুদেবের সমক্ষে সমুদায় পাঞ্চালগণকে সর্ব্বোপায়-দ্বারা প্রেতরাজ-নিকেতনে প্রেরণ করিব, অতএব মহারাজ! আমার প্রতি আপনার অনুজ্ঞা প্রদান করা উচিত হইতেছে।"

কুরুরাজ, দ্রোণপুত্রের এইরূপ চিত্ত-প্রীতিজনন বচন শ্রবণ করিয়া কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে আচার্য্য! আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক শীঘ্র একটী জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। দ্বিজসত্তম কৃপাচার্য্য রাজার এই আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ জলপূর্ণ কলস আনিয়া ভূপতির নিকটে উপস্থিত করিলেন। ভূপাল তখন তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! যদি আপনি আমার কল্যাণ কামনা করেন, তবে আমার এই আদেশানুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন যে, ‘রাজার নিয়োগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিবেন’ অতএব আপনি আমার এই বাক্য প্রতিপালন করুন।

হে মহারাজ! শারদ্বত কৃপাচার্য্য রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় নিদেশানুসারে দ্রোণনন্দনকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। অশ্বত্থামা অভিষিক্ত হইয়া নৃপবরকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সিংহনাদ-দ্বারা দিক্ সকল নিনাদিত করত তথা হইতে প্রয়াণ করিলেন, দুর্য্যোধনও শোণিতাক্ত কলেবরে সেই সর্ব্বভূত-ভয়াবহা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা-প্রভৃতি মহারথেরা রণস্থল হইতে অবিলম্বে নির্গত হইয়া শোক-সম্বিগ্ন-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে
পঞ্চষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের দশম অংশ সৌপ্তিক পর্ব্বে অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক রজনীযোগে নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাঞ্চাল-সকলের নিদারুণ নিধন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, ঐষিকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত ইহাতে অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে অর্জ্জুন তাহা নিবারণ করত আপনাদিগকে রক্ষা করেন এবং দ্রৌপদীর বাক্যানুসারে অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত সহজাত মণি হরণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির নিকটে প্রদান করেন, এই পর্ব্ব সংশোধিত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল মুদ্রাঙ্কনকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি ইহাতে কোন দোষ হইয়া থাকে সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন কিমধিকমিতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪
বর্দ্ধমান রাজবাটী

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি

সৌপ্তিকপর্ব্বের সূচীপত্র।

সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই বীরত্রয় দক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করত সূর্য্যাস্ত কালে শিবির-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তাঁহারা সত্বর হইয়া বাহন সকল পরিত্যাগ করত তৎকালে ভীত হইলেন; সুতরাং গহন-প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করত শিবিরের অনতি দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তিন জনেই শাণিত শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও ছিন্ন-গাত্র হইয়াছিলেন, সকলেই দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষি পাণ্ডবগণের ঘোরতর হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পাছে তাঁহারা অনুসরণ করেন, এই ভয়ে পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্বমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রোধ ও অমর্ষ-পরায়ণ সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা মুহূর্ত্তকাল গমন করিলে, তাঁহাদিগের বাহন সকল শ্রান্ত এবং স্বয়ং পিপাসিত হওয়ায় কিছুই বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কেবল রাজার বধ-হেতু সন্তপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত রহিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অযুত নাগ-তুল্য বলশালী আমার পুত্রকে ভীম নিপাতিত করিয়াছে, ভীমের কৃত এই কর্ম্ম অতি অশ্রদ্ধেয়। সঞ্জয়! সর্ব্বভূতের অবধ্য বজ্র-তুল্য অস্ত্রধারী আমার যুবা পুত্র সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল। হে সঞ্জয়! মনুষ্যেরা কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, যেহেতু আমার পুত্র সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া নিপাতিত হইল। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই অদ্রিসারময়, নতুবা শত পুত্র হত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া কেন সহস্র প্রকারে বিদীর্ণ হইল না। এই হত-পুত্র বৃদ্ধ দম্পতীর অতঃপর কি হইবে? আমি পাণ্ডু-পুত্রের রাজ্যে বাস করিতে কোন রূপেই উৎসাহ করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! আমি রাজার পিতা ও স্বয়ং রাজা হইয়া কি প্রকারে দাসের ন্যায় পাণ্ডবগণের শাসনে থাকিব? সমস্ত পৃথিবীতে আজ্ঞা প্রচার করিয়া এবং সকলের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া এক্ষণে কি প্রকারে দাসবৎ ব্যবহার করিব? হে সঞ্জয়! যে ভীম একাকী আমার শত পুত্রকে নিহত করিয়াছে, আমি কি প্রকারে তাহার বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারিব? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মহাত্মা বিদুরের বাক্য প্রতিপালন না করিয়া তাহা সত্য করিল। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মত হত হইলে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পক্ষের বীরত্রয় কিয়দ্দূর গমন করিয়া অনতিদূরে অবস্থান

করত বিবিধ তরুলতা-সমাবৃত এক ঘোরতর বন দর্শন করিলেন। তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর অশ্বগণকে জলপান করাইয়া সূর্য্যের অস্ত-গমন-কালে সেই মহৎ বনে প্রবেশ করিলেন; উক্ত বন নানা মৃগগণে সেবিত, বহুবিধ বিহঙ্গগণে আবৃত, বিবিধ লতা ও বৃক্ষ-দ্বারা সমাচ্ছন্ন, নানাবিধ হিংস্র জন্তু-নিষেবিত, নানাবিধ জলাশয়ে সমাকীর্ণ, নানাবিধ পুষ্পে সুশোভিত, শত শত পদ্মিনী-দ্বারা সংচ্ছন্ন এবং নীলোৎপল-নিবহে সমাবৃত ছিল। কৃপ-প্রভৃতি বীরত্রয় সেই ঘোরতর বনে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত সহস্র শাখা-সংচ্ছন্ন এক বট বৃক্ষ দর্শন করিলেন। হে মহারাজ! সেই নরশ্রেষ্ঠ মহারথেরা বটবৃক্ষের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বনস্পতিকে বিশেষ-রূপে বিলোকন করিলেন।

অনন্তর, তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে বিমুক্ত করত জল-স্পর্শ করিয়া যথা-বিধানে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলেন। অনন্তর, দিবাকর অস্তাচলে আরোহণ করিলে সমস্ত জগতের বিশ্রামদাত্রী সর্ব্বরী সমাগতা হইলেন, বিস্তীর্ণ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ-দ্বারা অলঙ্কৃত সুদৃশ্য নভোমণ্ডল চতুর্দ্দিকে তাঁহার বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাত্রিচর জীবগণ স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দিবাচর প্রাণি সকল নিদ্রা দেবীর বশীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিঞ্চর জন্তুগণের সুদারুণ নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঘোরতর ক্রব্যাদ্‌গণ প্রমুদিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে রজনী সমাগতা হইলেন। সেই ঘোরতর রজনীর প্রারম্ভে শোক-দুঃখ-সমন্বিত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা পরস্পর সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সেই বটবৃক্ষের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া কুরু পাণ্ডবগণের সেই অতিক্রান্ত পরিক্ষয় বিষয় চিন্তা করত নিদ্রাক্রান্ত-শরীরে ধরণীতলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও বিবিধ শর-দ্বারা বিক্ষত ছিলেন, সুতরাং মহারথ কৃপ ও কৃতবর্ম্মা নিদ্রাগত হইলেন। তাঁহারা কখন দুঃখভোগ করেন নাই, সুখভোগেরই নিতান্ত উপযুক্ত এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্যপাত্র, কিন্তু তখন শ্রম-শোক-সমন্বিত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে নিদ্রিত হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ক্রোধ ও অমর্ষ-পরবশ হইয়া গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় নিদ্রাগত হইলেন না; তিনি ক্রোধে দহ্যমান হইয়া নিদ্রা লাভ করিলেন না, কেবল সেই ঘোর-দর্শন বন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবাহু নানা জীব-নিষেবিত বনস্থল দর্শন করত বহু বায়সে পরিবৃত সেই বটবৃক্ষ বিলোকন করিলেন। সেই বৃক্ষে সহস্র সহস্র কাক রাত্রিযাপন করিতেছিল এবং তাহারা পৃথক্ পৃথক্ আশ্রয় অবলম্বন-পূর্ব্বক অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছিল। বায়সেরা বিশ্বস্তভাবে চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত থাকিলে, অশ্বত্থামা তথায় এক ঘোরদর্শন পেচককে যাইতে দেখিলেন। সেই পেচকের শব্দ অতিভয়ানক, শরীর বৃহৎ, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, দেহ নকুলের ন্যায় পিঙ্গল, নাসিকা সুদীর্ঘ, নখর সকল প্রখর এবং সে গরুড়ের ন্যায় বেগবান্। অনন্তর, সে লীয়মান অণ্ডজের ন্যায় মৃদুধ্বনি করত বটবৃক্ষের শাখায় আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই বায়সান্তক বিহঙ্গম বটবৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া বহুসঙ্খ্যক সুপ্ত বায়সকে নিহত করিল। সে কতকগুলি কাকের পক্ষ ও কতকগুলির মস্তক ছেদন করিল এবং কতকগুলির চরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই বলবান্ বিহঙ্গম ক্ষণকাল-মধ্যে যাহাকে যাহাকে দৃষ্টিগোচর করিল, তাহাকেই আহত করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! কাকগণের শরীর ও অবয়ব-দ্বারা বটবৃক্ষের তল ভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত্রুসূদন উলূক ইচ্ছানুসারে বৈরিকুলের প্রতিকার করিয়া কাক সকলকে নিহত করত অতিশয় আনন্দিত হইল।

দ্রোণ-নন্দন রাত্রিকালে কৌশিকের কৃত সেই কপট কার্য্য দর্শন করিয়া তাহার অভিপ্রায় বিষয়ে

কৃতসংকল্প হইয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই পক্ষী সংগ্রাম বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিল; শত্রুক্ষয় বিষয়ে আমার এই সময় সমাগত হইয়াছে, জয়চিহ্ন-প্রকাশক বলবান্ উৎসাহশালী লব্ধ-লক্ষ্য এবং সংগ্রামকারি পাণ্ডবগণকে এক্ষণে নিহত করা আমার সাধ্য নহে, পতঙ্গের অগ্নি-মধ্যে পতনের ন্যায়, আমি আত্ম-বিনাশিনী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজার নিকট হইতে তাহাদিগের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, সংশয় নাই। কপট ব্যবহার-দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং শত্রুদিগেরও সুমহান্ ক্ষয় হইতে পারিবে, সংশয়িত বিষয় অপেক্ষা যাহা নিঃসংশয় হয়, শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা তাহাই বহু মান্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে লোক-নিন্দিত গর্হিত বচনীয় যাহা হউক না কেন, ক্ষত্রধর্ম্মেবর্ত্তমান ব্যক্তির তাহা কর্ত্তব্য। অকৃতাত্মা পাণ্ডবেরা সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত ও পদে পদে কুৎসিত কার্য্য সকল করিয়াছে; শ্রুত আছে, পুরাকালে ন্যায় ও তত্ত্ব-দর্শি ধর্ম্ম-চিন্তকেরা এই সকল তত্ত্বার্থযুক্ত শ্লোক গান করিয়াছেন যে, শত্রুগণ পরিশ্রান্ত, পলায়িত, ভুঞ্জান, প্রস্থান-প্রবৃত্ত বা প্রবেশোন্মুখ রিপুবলকে প্রহার করিবে, আর অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রার্ত্ত, হতনায়ক, ভিন্ন-যোধ এবং যে সকল সৈন্যের বুদ্ধি দ্বিবিধ হইয়াছে, তাহাদিগকেও প্রহার করা কর্ত্তব্য" প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা এইরূপে রাত্রিকালে পাঞ্চালগণের সহিত নিদ্রিত পাণ্ডবগণের মারণে নিশ্চয় করিলেন। তিনি ক্রূর-বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বারম্বার বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া নিদ্রিত কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে প্রবোধিত করিলেন। মহাবল মহাত্মা কৃপ ও কৃতবর্ম্মা জাগরিত হইয়া অশ্বত্থামার অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণে লজ্জিত হইয়া তদ্বিষয়ে কোন উচিত উত্তর প্রদান করিলেন না।

অনন্তর, অশ্বত্থামা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বাষ্পবিহ্বলের ন্যায় বলিলেন, যাঁহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাসক্ত হইয়াছি, সেই অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন হত হইলেন। সেই একাদশ অক্ষৌহিণীর সেনাপতি পবিত্র-বিক্রম নরপতি একাকী সমরে বহু ক্ষুদ্র জন-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইলেন। ক্ষুদ্রাশয় বৃকোদর সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার মস্তক পদ-দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অতিনৃশংস কার্য্য করিয়াছে। শত শত পাঞ্চালেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোট ও হাস্য করিতেছে; কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি, কেহ কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। শঙ্খ-নিস্বন-মিশ্রিত তুমুল বাদ্যধ্বনি বায়ু-দ্বারা চালিত হইয়া যেন দিক্ সকল পরিপূর্ণ করিতেছে। অশ্বগণের হ্রেষা, করি সকলের বৃংহিত এবং শূরগণের সুমহান্ সিংহনাদ শ্রুত হইতেছে। পাণ্ডবেরা পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয়-পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, উহাদিগের রথচক্রের লোমহর্ষণ শব্দ কর্ণগোচর হইতেছে। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণের যে বিমর্দ্দন করিয়াছে, তাহাতে এই মহাসমরে আমরা তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি, কেহ কেহ শত নাগ তুল্য বলশালী এবং কেহ কেহ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল, অতএব বোধ হয়, ইহাতে কালের বিপর্য্যয়ই কারণ। এই কার্য্য-দ্বারা নিশ্চয়ই এইরূপ হইবে. দুষ্কর কার্য্য কৃত হইলেও এই কার্য্যের এইরূপে যাহাতে নিষ্পত্তি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মোহ-বশত আপনাদিগের বুদ্ধি যদি অপনীত না হয়, তথাপি এই সমুপস্থিত মহৎ বিষয়ে আমাদিগের যাহা শ্রেয়, তাহাই বলুন।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণায় প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে যে কথা বলিলে, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ কর। মানবগণ দেহ ধারণ করিয়া অবধি দৈব ও পুরুষকার, এই দ্বিবিধ কর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়া থাকে, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম হইতে

শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। হে সত্তম! একমাত্র দৈব বা পুরুষ প্রযত্ন-দ্বারা কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় না, উভয়ের যোগেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। উত্তম অধম সমুদয় বিষয় উক্ত উভয় কর্ম্ম-দ্বারা নিবদ্ধ আছে, দৈব এবং পুরুষকার অবলম্বন-পূর্ব্বক অনেক কার্য্য হইতেছে এবং অনেক কার্য্য নাও হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। পর্জ্জন্য পর্ব্বতে বারি বর্ষণ করিয়া ফল সাধন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্টক্ষেত্রে জল বর্ষণ করিয়া ফল সাধন করিয়া থাকে। দৈব ভিন্ন পুরুষকার যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি পুরুষকার ব্যতীত দৈবও ব্যর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু দেখা যায়, পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন কখন সিদ্ধ হইয়া থাকে। দৈব সুন্দর-রূপে বর্ষণ করিলে এবং ক্ষেত্র সম্যক্ কর্ষিত হইলে, বীজ যেমন মহা-গুণ-সম্পন্ন হয়, মানুষী সিদ্ধিও সেইরূপ, কার্য্যদক্ষ প্রাজ্ঞ পুরুষেরা স্বয়ং দৈব-নিশ্চয় না করিয়া পুরুষ-কারে প্রবৃত্ত হয়েন। হে নরবর! মানব-মাত্রেই কার্য্যার্থী হইয়া দৈব ও পুরুষার্থ-দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়, দেখা যায়। কৃত পুরুষার্থও দৈব-দ্বারা সিদ্ধ হয়, সুতরাং কার্য্যকর্ত্তার ফল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মানবদিগের দৈব-বর্জ্জিত প্রযত্ন সম্যক্ সম্পন্ন হইলেও তাহা বিফল দৃষ্ট হয়। অস্থিরচিত্ত অলস পুরুষেরা পুরুষার্থকে নিন্দা করিয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ মানবেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না। লোক-মধ্যে কৃতকর্ম্ম প্রায়ই বিফল হয় না, দেখা যায়, আর দুঃখকর কর্ম্ম না করিয়াও মহাফল দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কোন চেষ্টা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান। কার্য্যদক্ষ মানব অনায়াসে জীবন ধারণে সক্ষম হইয়া থাকে; কিন্তু অলস ব্যক্তি সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, এই জীব লোক-মধ্যে দক্ষ ব্যক্তিগণকে প্রায়ই হিতৈষী হইতে দেখা যায়। দক্ষ ব্যক্তি যদি আরব্ধ কার্য্য হইতে ফলভোগ করিতে না পারে, তাহাতে তাহার কিছু নিন্দা নাই, অথবা সে লব্ধব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি লোক-সমাজে কর্ম্ম না করিয়া ফল লাভ করে, সে প্রায়ই নিন্দনীয় ও দ্বেষ্য হয়। বুদ্ধি-মান্ মানবদিগের নীতি এই, যে ব্যক্তি দৈব ও পুরু-ষার্থকে অনাদর করিয়া অন্যথা প্রবৃত্ত হয়, সে আপনার অনিষ্ট আপনিই করিয়া থাকে। দৈব বা পুরুষার্থ-বর্জ্জিত, অথবা উভয় কারণ-হীন প্রযত্ন বিফল হয়, ইহলোকে পুরুষার্থ-বিহীন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দৈবকে নমস্কার করিয়া সম্যক্‌রূপে কার্য্য চেষ্টা করে, সেই দাক্ষিণ্য-সম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি বৃথা বিহত হয় না। যিনি বৃদ্ধদিগের নিকটে গিয়া কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি বৃদ্ধ-গণের হিত বাক্য শ্রবণ করেন, তাঁহারই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে বৃদ্ধগণের সম্মতি গ্রহণ করা উচিত। বৃদ্ধ সম্মতি যোগ বিষয়ে পরম মূল, কার্য্যসিদ্ধিও তন্মূলা হইয়া থাকে। যিনি বৃদ্ধগণের বচন শ্রবণ করিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ করেন, তিনিই অবিলম্বে পুরুষার্থের ফল সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব ক্রোধ, লোভ, রাগ ও ভয়-বশত বিষয় লাভের চেষ্টা করে, সে অসমর্থ ও অবমানী হইয়া শীঘ্র শ্রীভ্রষ্ট হয়।

অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধন মূঢ়তা-বশত মন্ত্রণা না করিয়া এই ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়াছিল, এ বিষয়ে হিতাহিত চিন্তা কিছুই করে নাই; বরঞ্চ হিতবুদ্ধি সুহৃৎ সকলকে অনাদর করিয়া অসাধু-গণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক আত্মীয়গণ-কর্ত্তৃক নিবা-রিত হইয়াও অতিশয় গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈর বিধান করিয়াছে। পূর্ব্বে দুর্য্যোধন অতি দুঃশীল ছিল, এ জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, মিত্রমণ্ডলের হিত-বাক্য শ্রবণ করিল না, এজন্য এই বিপন্ন বিষয়ে পরিতাপ করিতেছে। আমরাও সেই পাপ-পুরুষের অনুবর্ত্তন করিয়াছি বলিয়া, সু-দারুণা মহতী দুর্নীতি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে।

এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার বুদ্ধি, উপস্থিত বিপদ-দ্বারা সন্তাপিত হইয়া কিছুমাত্র স্বীয় শ্রেয় বুঝিতে পারিতেছে না। মানবের কোন বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইলে সুহৃৎ জনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি ও বিনয় রক্ষা পায় এবং তিনি কল্যাণের পথ দর্শন করেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুদ্ধি-দ্বারা কার্য্যের নিদান নিশ্চয়-পূর্ব্বক বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলেন, সেইরূপ করা উচিত হয়। এক্ষণে আমরা তিন জন একত্র হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিবেন, পরে আমাদিগের তাহাই করা শ্রেয়, ইহাই আমার বিবেচনা হয়। কার্য্য সকলের আরম্ভ না করিলে কখন অর্থ-সম্পন্ন হয় না; পুরুষার্থ কৃত হইলেও যাহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহারা দৈব-দ্বারা উপহত হইয়া থাকে; যাহা হউক, এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।

অশ্বত্থাম কৃপ সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুঃখ-শোক-সমন্বিত অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত শুভ বাক্য শ্রবণে প্রজ্বলিত অনল-তুল্য শোকে দহ্যমান হইয়া ক্রূর চিত্তে তাঁহাদিগের উভয়কে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, পুরুষে পুরুষে যে পৃথক্ পৃথক্ শোভনা বুদ্ধি আছে, সকলেই সেই নিজ নিজ বুদ্ধি-দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। সকল লোকেই আপনাকে অতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করে, সকলেরই আত্মা বহুমত এবং সকলেই আপনাকে প্রশংসা করে। সকলেরই স্বীয় বুদ্ধি সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলেই পর-বুদ্ধির নিন্দা এবং স্বীয় বুদ্ধির বারম্বার প্রশংসা করিয়া থাকে। কারণান্তর সমুদায়-দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি কার্য্যের উপায় বিষয়ে সমতা ধারণ করিয়াছে, যাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট হয় ও বারম্বার বহু মান করে, সেই সকল মনুষ্যের তৎ তৎকালে সেই সেই বুদ্ধি কাল-সহকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া বিপন্ন হয়, বিশেষত মানবগণের চিত্ত, বৈচিত্র্য-বশত বৈক্লব্য প্রাপ্ত হইয়া বিকলভাবে উৎপন্ন হয়। যেমন কোন নিপুণ বৈদ্য যথা-বিধানে ব্যাধি বিদিত হইয়া তাহার প্রশমার্থ ঔষধ বিধান করে, সেইরূপ মানবগণ কার্য্যসিদ্ধির উপায় হেতু বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। মানুষেরা নিজ প্রজ্ঞা-সমন্বিত হইয়া তাহাকেই নিন্দা করে। মনুষ্য যৌবন কালে এক প্রকার বুদ্ধি-দ্বারা মোহিত হয়, মধ্যাবস্থায় অন্য প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করে, বার্দ্ধক্যকালে তাহার আর এক প্রকার মতি হইয়া থাকে। হে ভোজ! পুরুষ মহাঘোর বিপদ বা মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধির বিকৃতি লাভ করে। অকৃতবুদ্ধিতা-হেতু এক পুরুষেই কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং সেই পুরুষেরই সেই সেই বুদ্ধিতে অরুচি জন্মে। প্রজ্ঞা অনুসারে নিশ্চয় করিয়া যে বুদ্ধিকে সাধু বিবেচনা হয়, সেই বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে তাহা পুরুষের উদ্যোগকারিণী হইয়া থাকে। হে ভোজ! লোক মাত্রেই 'ইহা সাধু' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রীত হইয়া মারণাদি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। সকল মনুষ্যই যুক্তি ও নিজ বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে এবং তাহারা তাহা হিত বলিয়াই জানে। অদ্য আমার এই ব্যসন-সম্ভবা যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমার শোক বিনাশ করিবে; অতএব সেই বুদ্ধির বিষয় আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিব। গুণ-সম্পন্ন প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণে এক একটী গুণ সমাধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণে উৎকৃষ্ট দমগুণ, ক্ষত্রিয়ে উত্তম তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা এবং শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা বিধান করিয়াছেন। অদান্ত ব্রাহ্মণ অসাধু, নিস্তেজা ক্ষত্রিয় অধম, অদক্ষ বৈশ্য এবং প্রতিকূল শূদ্র নিন্দনীয় হইয়া থাকে। আমি ব্রাহ্মণগণের পূজিত শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছি, মন্দভাগ্য-বশত ক্ষত্রধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি ; ক্ষত্রধর্ম্ম জানিয়া আমি যদি ব্রাহ্মণ্যের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ কর্ম্ম করি, তাহা কিছু আমার পক্ষে সাধু-সম্মত নহে। আমি সমরে দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্র সকল ধারণ করত পিতাকে নিহত দর্শন করিয়া সভা-মধ্যে কি বলিব? অতএব অদ্য আমি ইচ্ছানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মের উপাসকগণের, রাজা দুর্য্যোধনের এবং মহাত্মা পিতার পদবীতে গমন করিব। এক্ষণে জয়-লক্ষণধারি পাঞ্চালগণ হর্ষযুক্ত হইয়া বাহন ও কবচ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা আপনাকে বিজয়ী বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম-কর্ষিত হইয়া শ্রান্ত আছে, অদ্য রজনীতে স্বীয় শিবিরে সুস্থ হইয়া প্রসুপ্ত সেই পাঞ্চালগণের সৈন্য-শিবিরকে দুষ্কর-রূপে খণ্ডন করিব; শিবিরে প্রেতের ন্যায় অচেতনাবস্থ সেই সকলকে খণ্ডন করিয়া, ইন্দ্র যেমন দানবগণকে নিসূদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। প্রদীপ্ত অনল যেমন তৃণ-কাষ্ঠাদি ধ্বংস করে, সেইরূপ আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত পাঞ্চালগণকে এককালে সংহার করিব। হে সত্তম! আমি পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়া শান্তি লাভ করিব। পিনাকপাণি রুদ্র স্বয়ং সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া পশুমণ্ডলী-মধ্যে যেমন বিচরণ করেন, তেমনি আমি সমরে পাঞ্চাল-দলকে নিসূদন করত তাহাদিগের মধ্যে সঞ্চরণ করিব। অদ্য আমি পাঞ্চাল-সকলকে বিচ্ছিন্ন ও নিহত করিয়া হৃষ্ট হইয়া সমরে পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিব। অদ্য আমি সমস্ত পাঞ্চাল-দ্বারা রণভূমিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া একে একে প্রত্যেককে প্রহার করত পিতার নিকট অনৃণ হইব। অদ্য আমি পাঞ্চালগণকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও জয়দ্রথের দুর্গম পথে প্রেরণ করিব। অদ্য রজনীতে আমি বল-পূর্ব্বক, পশুর মস্তকের ন্যায়, পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক অবিলম্বে প্রমথন করিব। হে গৌতম! অদ্য রাত্রে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-গণের শয়িত সন্তান সকলকে শাণিত খড়্গ-দ্বারা প্রমথিত করিব। হে মহামতে! অদ্য রজনী-যোগে সেই পাঞ্চাল-সেনা নিহত করিয়া আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণায় তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে অক্ষয়! ভাগ্য-ক্রমে তোমার প্রতিকর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ মতি হইয়াছে, স্বয়ং বজ্রধরও তোমাকে এ বিষয়ে নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। প্রভাতে আমরা উভয়ে তোমার অনুগমন করিব; অদ্য রজনীতে তুমি ধ্বজ ও কবচ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম কর। তুমি যখন শত্রুগণের অভিমুখে গমন করিবে, তখন আমি ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা উভয়ে কবচ ধারণ করত রথারোহণ-পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। হে রথিবর! কল্য তুমি আমাদিগের সহিত সানুচর পাঞ্চাল শত্রু-সকলকে বিক্রম-পূর্ব্বক নিহত করিবে। তুমি বিক্রম প্রকাশ করিলে সকলই করিতে পার; এক্ষণে এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর। হে তাত! তুমি বহুকাল জাগরণ করিতেছ, অদ্য রজনীতে নিদ্রা যাও। হে মানদ! তুমি বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও সুস্থচিত্ত হইয়া সমরে শত্রু সকলের সহিত সংগ্রাম করত তাহাদিগকে নিহত করিবে। তুমি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ কর, তবে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও কি তোমাকে জয় করিতে উৎসাহ করেন? সমরে সংরব্ধ দ্রোণ-নন্দন কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও কৃপের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলে অন্য কি, দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব আমরা অদ্য রজনীতে বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও বিজ্বর হইয়া রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রু সকলকে নিহত করিব। তোমার অস্ত্র সকল দিব্য এবং আমারও অস্ত্র সকল দিব্য, সংশয় নাই; কৃতবর্ম্মাও মহাধনুর্দ্ধর এবং নিয়ত রণপণ্ডিত, অতএব হে তাত! আমরা সকলে

মিলিত হইয়া সমরে সমাগত শত্রু সমুদয়কে বল-পূর্ব্বক সংহার করত প্রচুর প্রীতি প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে তুমি ব্যগ্র না হইয়া বিশ্রাম কর এবং এই রজনীতে সুখে নিদ্রা যাও। তুমি রথী হইয়া সত্বর গমন করিলে শত্রুতাপন ধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও আমি বদ্ধ-কবচ হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগামী হইব। তুমি শত্রু-শিবিরে গমন করত নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া সমরে সংগ্রামকারি বৈরি-গণের সুমহৎ পীড়ন করিবে। প্রভাতে নির্ম্মল দিবসে বিপক্ষগণের বিমর্দ্দন করিয়া মহাসুর সক-লের নিসূদনকারি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার কর। ক্রুদ্ধ দানবারি যেমন দৈত্য-সেনা জয় করিতে সমর্থ, তেমনি তুমি পাঞ্চাল-সেনা জয় করিতে উপযুক্ত পাত্র। তুমি কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং আমার সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তোমাকে স্বয়ং বজ্রধরও সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। হে তাত! কৃতবর্ম্মা ও আমি সমরে পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া কোন স্থানে যাইব না। পাণ্ডবগণের সহিত ক্রুদ্ধ পাঞ্চালগণকে সমরে হত করিয়া সকলে নিবৃত্ত হইব, অথবা আমরা হত হইয়া স্বর্গে গমন করিব। হে অনঘ! হে মহাবাহো! আমরা প্রভাতে সমস্ত উপায়-দ্বারা সমরে তোমার সহায় হইব, ইহা সত্য কহিতেছি।

হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা মাতুলের এই-রূপ হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন যে, আতুর, অমর্ষিত, অর্থ-চিন্তাপরায়ণ এবং কামিনীকামুক ব্যক্তির নিদ্রা কোথায়? দেখুন, এক্ষণে এই চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্য-তর অমর্ষ আমার নিদ্রা নাশ করিতেছে। ইহ-লোকে ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? পিতার বধের বিষয় স্মরণ করত দিবা রাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কোন ক্রমে শান্ত হয় না। পাপাত্মা পাঞ্চাল আমার পিতাকে যেরূপে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেই সকল বিষয় আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। মাদৃশ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত-কালও কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে? "দ্রোণ হত হইয়াছেন" পাঞ্চালগণের প্রমুখাৎ যখন আমি এই কথা শ্রবণ করিলাম, তখন সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করিয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করি নাই। আমার পিতাকে নিহত করায় সে আমার বধ্য হই-য়াছে এবং যে সকল পাঞ্চালেরা তাহার সহিত সঙ্গত আছে, তাহারাও আমার বধ্য। আর ভগ্ন-সকৃথ নৃপতির যে বিলাপ-বাক্য আমি শ্রবণ করি-য়াছি, তাহা কোন্ ক্রূর ব্যক্তির হৃদয়কেও দগ্ধ না করে? সেই ভগ্নসকৃথ রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ করুণা-শূন্য জনেরও নয়ন-দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত না হয়? যিনি আমার মিত্রপক্ষ, আমি জীবিত থাকিতে তিনি পরাজিত হইলেন! অতএব, বারিবেগ যেমন সাগরকে বর্দ্ধিত করে, তেমনি রাজা দুর্য্যোধন আমার শোক-সাগর-কে বর্দ্ধিত করিতেছেন। এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি, অতএব আমার নিদ্রাই বা কোথায়? সুখই বা কোথায়? হে মাতুল! বাসুদেব ও অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সেই পাঞ্চালগণকে আমি মহে-ন্দ্রেরও অবিসহ্য জ্ঞান করি। আর আমি এই সমু-ত্থিত ক্রোধকে কোন প্রকারেই সংযত করিতে সমর্থ নহি। আমাকে এই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করে, ইহলোকে আমি তাদৃশ লোক দেখিতে পাই না। আমার বুদ্ধিতে এইরূপ নিশ্চিত এবং ইহা সাধু-সম্মত বলিয়াও বোধ হইতেছে; বার্ত্তা-বহগণ আমার মিত্রদিগের পরাভব প্রকাশ করি-তেছে। পাণ্ডবদিগের বিজয় আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিতেছে। অদ্য আমি রজনীযোগে সুপ্ত শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়া বিশ্রাম করিব এবং বিজ্বর হইয়া নিদ্রা যাইব।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণা-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, আমার বিবেচনা হয়, অনিয়তেন্দ্রিয় দুর্ম্মেধা পুরুষ শুশ্রূষু হইলেও তাহাকে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। এইরূপ মেধাবী হইয়া যে পুরুষ বিনয় শিক্ষা না করে, সেও ধর্ম্মার্থ-নিশ্চয় কিছুই জানে না। দর্ব্বী যেমন সুপরসের আস্বাদন জানিতে পারে না, সেইরূপ জড়মতি শূর পুরুষ চিরকাল পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে সমর্থ হয় না, আর জিহ্বা যেমন সুপরসের স্বাদ গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল মাত্র পণ্ডিতের উপাসনা করিয়া অবিলম্বে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। সংযতেন্দ্রিয় শুশ্রূষু মেধাবী পুরুষ সমস্ত আগম জ্ঞাত হয়েন এবং গ্রাহ্য বিষয়ে বিরোধ করেন না। কুনীতি-সম্পন্ন অবমানী দুরাত্মা পাপপুরুষ দৈব কল্যাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু পাপকর কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে। সহায়-সম্পন্ন সুহৃৎ সকল পাপ-কার্য্য হইতে প্রতিষেধ করেন, তাহাতে লক্ষ্মীবান্ পুরুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অলক্ষ্মীবান্ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। ক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি যেমন বহুবিধ বাক্য-দ্বারা নিয়মিত হয়, সেইরূপ সুহৃৎ-কর্ত্তৃক সে শান্ত হইয়া থাকে, সুহৃদের অশক্য হইলে সে অবসন্ন হয়। প্রাজ্ঞগণ কোন বুদ্ধিমান্ বন্ধুকে পাপ কর্ম্ম করিতে দেখিলে শক্তি অনুসারে তাহাকে পুনঃপুন প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। অতএব হে বৎস! তুমি কল্যাণ বিষয়ে মনঃ সমাধান-পূর্ব্বক আপনাকে আপনিই নিয়মিত করত আমার বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপ করিবে না। সুপ্ত ব্যক্তিগণকে বধ করা লোকে ধর্ম্মত প্রশংসনীয় নহে, সেইরূপ যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, রথ ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, 'তোমারই আমি' এই কথা বলিয়া যাহারা শরণাগত হইয়াছে, যাহাদিগের কেশপাশ বিমুক্ত হইয়াছে এবং যাহাদিগের বাহন হত হইয়াছে, তাহাদিগের বধও প্রশংসনীয় নহে। অদ্য রজনীতে পাঞ্চালগণ কবচ বিমোচন করত সকলে প্রেতের ন্যায় অচেতন হইয়া বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। যে ক্রূর পুরুষ তাহাদিগের সেইরূপ অবস্থাকে দ্রোহ করিবে, সে অবশ্যই দুস্তর নরকে নিমগ্ন হইবে। তুমি লোক-মধ্যে সমস্ত অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত আছ, অতএব জন-সমাজে কখন যেন তোমার অণুমাত্র পাপ সঞ্চয় না হয়। কল্য দিবাকর উদিত হইলে তুমিও সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন হইবে, তখন সকলের সমক্ষে সমরে তুমি শত্রু সকলকে জয় করিবে। শুক্লবস্তুতে রক্তবর্ণের উপন্যাসের ন্যায় তোমাতে বিগর্হিত কর্ম্ম অসম্ভাবিত, ইহা আমার বিবেচনা হয়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা উচিত বটে, সংশয় নাই; কিন্তু পাণ্ডবেরা এই ধর্ম্ম-সেতুকে শতধা বিদলিত করিয়াছে। ভূমিপাল সকলের প্রত্যক্ষে এবং আপনাদিগের সমীপে আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিল। রথিবর কর্ণের রথচক্র পতিত হইলে তিনি যখন পরম বিপদে নিমগ্ন হইলেন, তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় তাঁহাকে নিহত করিল। সেইরূপ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ন্যস্তশস্ত্র ও নিরস্ত্র হইলে, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা সমরে প্রায়োপবেশন করিলে চীৎকারকারি ভূপালবর্গের সমক্ষে সাত্যকি-কর্ত্তৃক পাতিত হইলেন। ভীম দুর্য্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে সঙ্গত হইয়া ভূমিপাল সকলের সাক্ষাতে অধর্ম্ম অনুসারে তাঁহাকে নিপাতিত করিল। নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন একাকী বহু মহারথ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে পাতিত হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধনের ঊরুদেশ ভগ্ন হইলে বার্ত্তাবহগণের কথোপকথনে তাঁহার যেরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। এইরূপে অধার্ম্মিক পাঞ্চালেরা ধর্ম্ম-সেতু ভগ্ন করি-

য়াছে, অতএব সেই মর্য্যাদা-শূন্য পাপাত্মাদিগকে আপনি নিন্দা না করিবেন কেন? রজনীতে নিদ্রাগত পিতৃহন্তা পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়া আমি জন্মান্তরে কীট বা পতঙ্গ-যোনি প্রাপ্ত হইব, তাহাও আমার শ্রেয়। অদ্য আমার যাহা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি তাহাতেই সত্বর হইলাম; আমি যখন কর্ত্তব্য বিষয় সম্পন্ন করিতে সত্বর হইতেছি, তখন আমার নিদ্রাই বা কোথায় এবং সুখই বা বা কোথায়? পাঞ্চালগণের বধ বিষয়ে আমার যে বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা করে, এমন পুরুষ জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দ্রোণনন্দন এইরূপ কহিয়া একান্তে অশ্ব-যোজনা-পূর্ব্বক বিপক্ষ-পক্ষের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে নরবর! তুমি কি জন্য রথ-যোজনা করিলে এবং কোন্ অভিলষিত কার্য্য করিবে? আমরা উভয়ে তোমার সহিত এক উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছি এবং আমরা তোমার সুখ-দুঃখের সম-ভাগী; অতএব আমাদিগকে শঙ্কা করা তোমার উচিত নহে।

অশ্বত্থামা পিতৃ-বধের বিষয় স্মরণ করত তৎকালে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ কর্ত্তব্য বিষয় সত্য করিয়া বলিলেন যে, আমার পিতা শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শত সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। আমি অদ্য সেই বিমুক্ত-কবচ পাপাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্রকে পাপকর্ম্ম-দ্বারা সেইরূপেই নিহত করিব; পাপাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র আমা-কর্ত্তৃক পশুবৎ নিহত হইয়া শস্ত্রজিত লোক সকল প্রাপ্ত না হয়, ইহাই আমার বাসনা। হে শত্রুতাপন রথিপ্রবর-দ্বয়! আপনারা অবিলম্বে বদ্ধ-কবচ হইয়া মুদ্গর ও কার্ম্মুক ধারণ-পূর্ব্বক আমার রক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন। অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথারোহণ করত শত্রুদিগের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! কৃপ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা তিন জন বিপক্ষগণের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া, যজ্ঞস্থলে হূয়মান প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, বিরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শিবিরে সমস্ত লোক নিদ্রিত থাকিলে তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন।

অশ্বত্থামার পাণ্ডব-শিবির গমনে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে তাদৃশভাবে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, ক্রোধাক্রান্ত-চিত্ত মহারথ দ্রোণনন্দন কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক শিবির-দ্বারে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া এক মহাকায় ভূত দ্বার আশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্যুতি চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ, দেখিলে রোমাঞ্চ হয়, তাহার পরিধান রুধিরধারা-সমন্বিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন, সর্পই যজ্ঞোপবীত। তাহার পীন ও আয়ত বাহু সকল বিবিধ অস্ত্রক্ষেপে উদ্যত, শরীর মহা-সর্প-দ্বারা সন্নদ্ধ, মুখমণ্ডল জ্বালামালা-দ্বারা আকুল, দংষ্ট্রা-দ্বারা করাল এবং বিচিত্র নয়ন-সহস্র-দ্বারা বিভূষিত। আস্য ব্যাদিত ও ভয়ানক। তাহার শরীর ও বেশের বর্ণন করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বত সকলও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিলে স্ফুটিত হয়। তাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও নেত্র-সহস্র হইতে মহা জ্যোতীরাশি প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং তেজঃ-সমূহ হইতে শঙ্খ-চক্র-গদাধর শত সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইতেছেন।

অশ্বত্থামা সেই লোক-ভয়ঙ্কর অতি অদ্ভুত ভূতকে দর্শন করিয়া ব্যথিত না হইয়া দিব্য অস্ত্র-সমূহ বর্ষণ-

দ্বারা তাহাকে আকীর্ণ করিলেন। বাড়বানল যেমন বারিধির বারি-প্রবাহ পান করে, তদ্রূপ সেই মহৎ ভূত দ্রোণ-নন্দন-কর্ত্তৃক বিমুক্ত শর-সমূহ গ্রাস করিল। অশ্বত্থামা সেই সমস্ত শর নিরর্থক হইল দেখিয়া তাহার প্রতি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এক রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশ হইতে বিচ্যুত মহা উল্কা যেমন প্রলয়-কালীন সূর্য্যকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই দীপ্তাগ্র চক্র তাহাকে আহত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর, গর্ত্ত হইতে সর্পকে যেমন নির্গত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা কোষ হইতে অবিলম্বে স্বর্ণমুষ্টি-যুক্ত আকাশবর্ণ দিব্য খড়্গ নিষ্কাশিত করিলেন। পরিশেষে ধীমান্ দ্রোণ-নন্দন তৎকালে ভূতের প্রতি সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রেরণ করিলেন। সেই খড়্গ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিবর-প্রবেশকারী নকুলের ন্যায় তাহার দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, দ্রোণ-পুত্র কুপিত হইয়া ইন্দ্রকেতু-সন্নিভ প্রজ্বলিত গদা লইয়া ভূতের প্রতি প্রেরণ করিলেন, সে তাহাও গ্রাস করিল।

অনন্তর, অশ্বত্থামা সমস্ত অস্ত্র অভাবে ইতস্তত নিরীক্ষণ করত জনার্দ্দন সমূহ-দ্বারা আকাশকে নিরবকাশ দেখিলেন। অস্ত্রহীন দ্রোণ-নন্দন সেই অদ্ভুত কাণ্ড অবলোকন করিয়া কৃপ-বাক্য স্মরণ করত অতি সন্তপ্ত হইয়া বলিলেন যে, যে ব্যক্তি অপ্রিয় অথচ পথ্যবাদি সুহৃৎ সকলের বাক্য শ্রবণ না করে, আমি যেমন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ সেই ব্যক্তিও আপন্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। যে মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্র-দৃষ্ট শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া জিঘাংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ধর্ম্মপথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া কুপথে প্রতিহত হইয়া থাকে। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু, দুর্ব্বল, জড়, অন্ধ, সুপ্ত, ভীত, নিদ্রোত্থিত, মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমাদ-গ্রস্ত জনগণের প্রতি শস্ত্রপাত করিবে না। পূর্ব্বে গুরুতর লোকেরা মানবগণকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু আমি সেই শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন পথ অতিক্রম করিয়া কুপথে পদার্পণ-পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করত ঘোরতর আপদে পতিত হইলাম। মহৎ কার্য্যে উদ্যত হইয়া ভয়-বশত তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াকেও পণ্ডিতেরা ঘোর আপদ বলিয়া থাকেন। ইহলোকে শক্তি-বলে কর্ম্ম করা দুঃসাধ্য, দৈব অপেক্ষা মানুষ কর্ম্ম গুরুতর বলিয়া উক্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যদি মানুষকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দৈব-বশত তাহাতে সিদ্ধি লাভ না করে, তবে সে ধর্ম্মপথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া বিপথ প্রাপ্ত হয়। প্রতিজ্ঞা-সহকারে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভয়-বশত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে, পণ্ডিতেরা উহাকে অবিজ্ঞের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমি এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় ভয়াবিষ্ট হইলাম! কিন্তু দ্রোণ-নন্দন কখন সমরে কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয়েন না। এই সুমহৎ ভূত দৈব-দণ্ডের ন্যায় উদ্যত হইয়াছে, আমি সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়া ইহা কি, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমার এই যে কলুষীকৃত বুদ্ধি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার প্রতিঘাতের জন্যই এই ভয়ঙ্কর ফল উপস্থিত হইল, সন্দেহ নাই; অতএব আমার এই যে যুদ্ধে নিবর্ত্তন, তাহা দৈব-বিহিত, এই সংসার-মধ্যে দৈবানুকূল্য-ব্যতীত কোন বিষয়ে উদ্যত হওয়া কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং আমি এক্ষণে সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই ঘোরতর দৈবদণ্ড বিনাশ করিবেন। সেই কপর্দ্দী দেবদেব উমাপতি অনাময় কপালমালী রুদ্র ভগ-নেত্রহর হর তপস্যা ও বিক্রম-প্রভাবে সমস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি সেই শূলপাণি গিরীশের শরণাগত হই।

মহাভূত দর্শনে অশ্বত্থামার চিন্তায়
ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা

এইরূপ চিন্তা করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দেবেশ মহাদেবের প্রতি প্রণত হইলেন। অশ্বত্থামা কহিলেন, সেই উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান, ঈশ্বর, গিরিশ, বরদ, দেব, ভবভাবন, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, দক্ষযজ্ঞহর, হর, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপ, উমাপতি, শ্মশানবাসী, দৃপ্ত, মহাগণপতি, বিভু, খট্টাঙ্গধারী, রুদ্র, জটিল, ব্রহ্মচারী ত্রিপুরারিকে আমি সুবিশুদ্ধ-চিত্ত ও অল্পতেজঃ-সম্পন্ন আত্ম উপহার-দ্বারা পূজা করিব। স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান, অমোঘ কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, নীলকণ্ঠ, অসহ্য, দুর্নিবারণ, শুভ্র, ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ব্রতবন্ত, তপোনিষ্ঠ, অনন্ত, তাপসগতি, বহুরূপ, গণাধ্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, পারিষদপ্রিয়, কুবের-নিরীক্ষিত-বদন, গৌরী-হৃদয়-বল্লভ, কুমার-পিতা, পিঙ্গ, বৃষোত্তম-বাহন, তনুবাসা, অত্যুগ্র, উমাভূষণ-তৎপর, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, উত্তম বাণাস্ত্রধারী, দিগন্ত ও দেশ-রক্ষাকারী, হিরণ্যবর্ম্ম, চন্দ্রমৌলি দেবকে আমি পরম সমাধি-দ্বারা শরণ-রূপে আশ্রয় করি। অদ্য যদ্যপি এই ঘোরতর সুদুস্তর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হই, তবে শরীরস্থ পবিত্র সর্ব্বভূত উপহার-দ্বারা অগ্নিকে পূজা করিব।

স্বীয় কার্য্যের উদ্যোগ-হেতু অশ্বত্থামার এইরূপ চেষ্টা জানিয়া সেই মহাত্মার অগ্রভাগে কাঞ্চনময়ী বেদী প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বেদীতে চিত্রভানু অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। সেই অগ্নি শিখা-সমূহ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। তাহাতে দীপ্তবদন, দীপ্তনয়ন, বহু পাদ, বহু মস্তক, বহু বাহু, রত্নময় বিচিত্র কবচ-ধারী সমুদ্যত-কর-মাতঙ্গ ও শৈল-সদৃশ মহাগণ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কুক্কুর-বদন, কেহ বরাহ-মুখ, কেহ উষ্ট্রবক্ত্র, কেহ অশ্বমুখ, কেহ গোমায়ু-বদন, কেহ গোমুখ, কেহ ভল্লুক-বদন, কেহ মার্জ্জার-মুখ, কেহ ব্যাঘ্র-বদন, কাহারও চিত্রব্যাঘ্রের ন্যায় আনন, কেহ চক্রবাক-বদন, কেহ কারণ্ডবলপন, কেহ শুকানন, কেহ মহা অজগর-বক্ত্র, কেহ সিংহাস্য, কেহ সিতপ্রভা-সম্পন্ন, কেহ সারস-মুখ, কেহ চাসবক্ত্র, কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ নক্রবক্ত্র, কেহ শিশুমার-বদন, কেহ মহামকরমুখ, কেহ তিমি-বদন কেহ নকুল-মুখ, কেহ ক্রৌঞ্চ-বদন, কেহ কপোত-বদন, কেহ দ্বিরদাস্য, কেহ চিত্রপারা-বত-মুখ, কেহ মণ্ডূক-বদন। হে মহারাজ! কাহারও হস্তের ন্যায় কর্ণ, কেহ সহস্রাক্ষ, কেহ কেহ মহো-দর, কেহ মাংস-শূন্য, কেহ কাক-বদন, কেহ শ্যেনা-নন। হে মহারাজ! সেইরূপ কেহ কেহ শিরোহীন, কেহ ঋক্ষমুখ, কাহারও কাহারও নেত্র ও জিহ্বা প্রদীপ্ত, কেহ কেহ জ্বালাবর্ণ। হে রাজেন্দ্র! কাহারও কেশ সকল অগ্নিশিখার ন্যায়, কাহারও চতুর্ব্বাহুতে লোম সকল জ্বলিতেছে। হে মহারাজ! কেহ কেহ মেষ-বদন, কেহ কেহ ছাগমুখ, কাহারও আভা শঙ্খের ন্যায়, কাহারও মুখ শঙ্খ-সদৃশ, কাহারও কর্ণ শঙ্খ-তুল্য, কেহ কেহ শঙ্খমালা-পরিবৃত, কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি সম স্বর-বিশিষ্ট, কেহ জটাধর, কেহ পঞ্চ-শিখাযুক্ত, কেহ মুণ্ডিত-মুণ্ড, কেহ কৃশোদর, কেহ চতুর্দন্ত, কেহ চতুর্জ্জিহ্ব, কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ কেহ কিরীটধারী। হে মহারাজ! কেহ মৌঞ্জীধর, কেহ কুঞ্চিতকেশ, কেহ উষ্ণীশধারী, কেহ মুকুটধারী, কেহ চারুমুখ, কেহ কেহ বা সুন্দর অলঙ্কৃত, কেহ কেহ পদ্ম, উৎপল ও কুমুদের শেখরধারী, এইরূপ মাহাত্ম্য-যুক্ত শত সহস্র গণ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা-দিগের কাহারও হস্তে শতঘ্নী, কাহারও হস্তে বজ্র, কেহ মুষলপাণি, কেহ পাশহস্ত, কেহ গদাহস্ত, কেহ বা ভুষণ্ডীধারী, কাহারও পৃষ্ঠদেশে তূণ বদ্ধ, কোন কোন রণমত্ত গণ বিচিত্র বাণধারী, তাহারা সকলেই ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা ও পরশু-সমন্বিত, মহাপাশ-হস্ত ও লগুড়ধারী, কেহ স্থূণাহস্ত, কেহ খড়্গপাণি, কেহ কেহ সর্পময়-কিরীটধারী, কেহ মহাসর্পের কবচ-ধারী, কেহ কেহ বিচিত্র আভরণধারী, কেহ ধূলিধ্বস্ত, কেহ পঙ্কসিক্ত, সকলেই শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমালাধারী,

কেহ কেহ নীলবর্ণ, কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ কেহ মুণ্ডিত-মস্তক।

সেই সমস্ত কনকপ্রভ পারিষদগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা চীৎকার ধ্বনি করত লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নিনাদকারি মত্ত মাতঙ্গ-সমূহের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু মহা নিনাদ করত প্রচণ্ড-বেগে ধাবমান হওয়ায় তাহাদিগের কেশ সমুদয় পবন-বেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অতিভয়ঙ্কর ঘোররূপ শূল পট্টিশধারী পারিষদেরা নানাবিধ বসন এবং বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের শরীর রত্নময় বিচিত্র কবচ-দ্বারা আবৃত, বাহু সমুদয় সমুদ্যত, সেই সকল অসহ্যবিক্রম শূরগণ শত্রু-সমূহের হন্তা, তাহারা বসা শোণিত-প্রভৃতি পান করিত, মাংস ও অন্ত্র-প্রভৃতি ভোজন করিত, তাহারা সকলেই চূড়া ও কর্ণ-ভূষণ ধারণ করিত, সকলেই আহ্লাদিত, তাহাদিগের উদর পিঠরের ন্যায়, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অতিহ্রস্ব শরীর এবং অনেকের শরীর অতি দীর্ঘ ছিল, অনেকেই লম্বমান এবং অনেকেই অতি ভৈরব মূর্ত্তি, অনেকেই বিকটাকার, অনেকের ওষ্ঠ লম্বমান ও কৃষ্ণবর্ণ, অনেকের মুষ্ক ও মেঢ্র বৃহৎ, অনেকে মহামূল্য বিবিধ মুকুট-দ্বারা সুশোভিত, অনেকে মুণ্ডিতমুণ্ড, অপরে জটাধারী, তাহারা সকলে ভূমণ্ডলে যেন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত আকাশমণ্ডলের আবির্ভাব করিল।

যাহারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূত-সমূহকে নিহত করিতে উৎসাহ করিয়া থাকে; যাহারা নির্ভয় হইয়া নিয়ত মহেশ্বরের ভ্রূভঙ্গী সহ্য করে; যাহারা সতত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরই যাহাদিগের ঈশ্বর; যাহারা নিয়ত নিত্যানন্দে প্রমুদিত, বাগীশ ও মাৎসর্য্য-শূন্য; যাহারা অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও বিস্ময়াপন্ন হয় না; ভগবান্ শঙ্কর যাহাদিগের কর্ম্ম-দ্বারা নিয়ত বিস্মিত হয়েন; যাহারা ভক্তি-হেতু বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা মহেশ্বরকে আরাধনা করিলে, তিনি সেই ভক্তগণকে বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন; যাহারা বসা ও শোণিত পান করে এবং ব্রাহ্মণ-দ্বেষীর প্রতি সতত ক্রুদ্ধ হয়; যাহারা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস সতত পান করিয়া থাকে; বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-দ্বারা যাহারা মহেশ্বরকে সম্যক্ আরাধনা করত শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত আত্ম-স্বরূপ যে মহাভূতগণ-দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারা নানাবিধ বাদ্য, হাস্য, বাহ্বাস্ফোট, আক্রোশ ও গর্জ্জন-দ্বারা জগন্মণ্ডল নিনাদিত করত অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিল। তাহারা মহাত্মা দ্রোণ-নন্দনের মহিমা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছু হইয়া সৌপ্তিক দর্শন এবং তাঁহার তেজঃপ্রভাব জানিবার অভিলাষে স্বীয় প্রভা প্রখর করিয়া মহাদেবকে স্তুতি করত উপস্থিত হইল। সেই ভূত সকল ভয়ঙ্কর উগ্রতর শূল, পট্টিশ, পরিঘ ও অলাত অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইল; যাহাদিগকে দর্শন করিয়া ত্রিলোকের লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়, মহাবল অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দর্শন করত কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-তনয় গোধা ও অঙ্গুলিত্র বন্ধন-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে উপহার প্রদান করিলেন। হে ভারত! সেই কর্ম্মে ধনুঃ সমুদয় সমিধ, শাণিত শর সকল পবিত্র এবং সেই আত্মবান্ অশ্বত্থামার আত্মাই আজ্য হইল। পরিশেষে মহামন্যু প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সোম-দৈবত মন্ত্র-দ্বারা আত্মাকে উপহার প্রদান করিলেন। শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলিপুটে রৌদ্রকর্ম্মা মহাত্মা রুদ্রদেবকে স্তুতি করিয়া এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, ভগবন্! আঙ্গিরস-কুলে উৎপন্ন এই আত্মাকে আমি অদ্য অগ্নিতে হোম করিতেছি, তুমি আমাকে বলি-স্বরূপে প্রতিগ্রহ কর। হে বিশ্বাত্মন্ মহাদেব! আমি পরম সমাধি-দ্বারা তোমার প্রতি ভক্তি-বশত তোমার অগ্রে আত্ম সম্প্রদান করিতেছি, তোমাতে সমস্ত ভূত অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তুমিও সমস্ত ভূতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, প্রধান প্রধান গণ-সকলের শ্রেষ্ঠত্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে সর্ব্বভূতাশ্রয় বিভো! যদি শত্রুগণ আমার অজেয় হয়, তবে আমি তোমার নিকট আজ্য-স্বরূপে অবস্থিত আছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

অশ্বত্থামা সেই প্রদীপ্ত পাবকাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া আত্ম-পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্নিতে আরোহণ করত উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং সেই ঊর্দ্ধবাহু নিশ্চেষ্ট দ্রোণ-নন্দনকে আজ্য-স্বরূপে উপস্থিত দেখিয়া যেন হাস্য করত কহিলেন যে, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৃতি, বুদ্ধি ও বচন-দ্বারা যথা-বিধানে আমাকে আরাধনা করিয়াছেন, অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয়তম নাই। আমি তাঁহার সম্মান ও তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া সহসা পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিয়াছি এবং বার বার মায়ার প্রকাশও করিয়াছি। পাঞ্চালগণকে রক্ষা করত আমি কৃষ্ণেরই সম্মান করিয়াছি, এক্ষণে ইহারা কাল-কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছে; অতএব ইহাদের জীবন নাই।

ভগবান্ মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট নির্ম্মল খড়্গ প্রদান-পূর্ব্বক তদীয় শরীরে আবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা ভগবানের আবেশ-বশত তেজ-দ্বারা অধিকতর প্রজ্বলিত হইলেন এবং দৈবসৃষ্ট তেজ-দ্বারা যুদ্ধে অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠিলেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে অদৃশ্য ভূতগণ ও রাক্ষস-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

অশ্বত্থামার শিবির প্রবেশ সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা সেইরূপে শিবিরে প্রয়াণ করিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য ভয়ার্ত্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? তাঁহারা সামান্য রক্ষকগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত ও বিলোকিত হয়েন নাই ত? সেই মহারথ-দ্বয় এই কার্য্যকে অসহ্য জ্ঞান করত নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? সোমক ও পাণ্ডবগণকে নিহত এবং শিবির মথন করিয়া সমরে দুর্য্যোধনের ন্যায় পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই ত? সেই বীর-দ্বয় পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্ষিতি-তলে শয়ন করেন নাই ত? যাহা হউক, তাঁহারা তৎকালে যাহা করিয়াছেন, তুমি আমাকে তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই মহাত্মা দ্রোণ-পুত্র শিবিরে গমন করিলে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা শিবিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্বত্থামা সেই দুই মহারথকে যত্নবান্ দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মৃদুস্বরে এই কথা বলিলেন যে, আপনারা যত্নবান্ হইলে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশে সমর্থ হয়েন, এই হতাবশিষ্ট বিশেষত প্রসুপ্ত পাঞ্চাল-গণের পক্ষে ত কথাই নাই। আমি শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিব; কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে আপনাদিগের নিকট হইতে যে প্রকারে মুক্ত না হয়, আপনাদিগের সেই-রূপ করা কর্ত্তব্য, আমার বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হইতেছে। অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া আত্ম-ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া অদ্বার-দ্বারা পাণ্ডবগণের মহৎ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাবাহু শিবির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্দেশে অল্পে অল্পে তাঁহার বসতি স্থানের সন্নিহিত হই-

কেহ কেহ নীলবর্ণ, কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ কেহ মুণ্ডিত-মস্তক।

সেই সমস্ত কনকপ্রভ পারিষদগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা চীৎকার ধ্বনি করত লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নিনাদকারি মত্ত মাতঙ্গ-সমূহের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু মহা নিনাদ করত প্রচণ্ড-বেগে ধাবমান হওয়ায় তাহাদিগের কেশ সমুদয় পবন-বেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অতিভয়ঙ্কর ঘোররূপ শূল পট্টিশধারী পারিষদেরা নানাবিধ বসন এবং বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের শরীর রত্নময় বিচিত্র কবচ-দ্বারা আবৃত, বাহু সমুদয় সমুদ্যত, সেই সকল অসহ্যবিক্রম শূরগণ শত্রু-সমূহের হন্তা, তাহারা বসা শোণিত-প্রভৃতি পান করিত, মাংস ও অন্ত্র-প্রভৃতি ভোজন করিত, তাহারা সকলেই চূড়া ও কর্ণ-ভূষণ ধারণ করিত, সকলেই আহ্লাদিত, তাহাদিগের উদর পিঠরের ন্যায়, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অতিহ্রস্ব শরীর এবং অনেকের শরীর অতি দীর্ঘ ছিল, অনেকেই লম্বমান এবং অনেকেই অতি ভৈরব মূর্ত্তি, অনেকেই বিকটাকার, অনেকের ওষ্ঠ লম্বমান ও কৃষ্ণবর্ণ, অনেকের মুষ্ক ও মেঢ্র বৃহৎ, অনেকে মহামূল্য বিবিধ মুকুট-দ্বারা সুশোভিত, অনেকে মুণ্ডিতমুণ্ড, অপরে জটাধারী, তাহারা সকলে ভূমণ্ডলে যেন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত আকাশমণ্ডলের আবির্ভাব করিল।

যাহারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূত-সমূহকে নিহত করিতে উৎসাহ করিয়া থাকে; যাহারা নির্ভয় হইয়া নিয়ত মহেশ্বরের ভ্রূভঙ্গী সহ্য করে; যাহারা সতত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরই যাহাদিগের ঈশ্বর; যাহারা নিয়ত নিত্যানন্দে প্রমুদিত, বাগীশ ও মাৎসর্য্য-শূন্য; যাহারা অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও বিস্ময়াপন্ন হয় না; ভগবান্ শঙ্কর যাহাদিগের কর্ম্ম-দ্বারা নিয়ত বিস্মিত হয়েন; যাহারা ভক্তি-হেতু বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা মহেশ্বরকে আরাধনা করিলে, তিনি সেই ভক্তগণকে বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন; যাহারা বসা ও শোণিত পান করে এবং ব্রাহ্মণ-দ্বেষীর প্রতি সতত ক্রুদ্ধ হয়; যাহারা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস সতত পান করিয়া থাকে; বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-দ্বারা যাহারা মহেশ্বরকে সম্যক্ আরাধনা করত শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত আত্ম-স্বরূপ যে মহাভূতগণ-দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারা নানাবিধ বাদ্য, হাস্য, বাহ্বাস্ফোট, আক্রোশ ও গর্জ্জন-দ্বারা জগন্মণ্ডল নিনাদিত করত অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিল। তাহারা মহাত্মা দ্রোণ-নন্দনের মহিমা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছু হইয়া সৌপ্তিক দর্শন এবং তাঁহার তেজঃপ্রভাব জানিবার অভিলাষে স্বীয় প্রভা প্রখর করিয়া মহাদেবকে স্তুতি করত উপস্থিত হইল। সেই ভূত সকল ভয়ঙ্কর উগ্রতর শূল, পট্টিশ, পরিঘ ও অলাত অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইল; যাহাদিগকে দর্শন করিয়া ত্রিলোকের লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়, মহাবল অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দর্শন করত কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-তনয় গোধা ও অঙ্গুলিত্র বন্ধন-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে উপহার প্রদান করিলেন। হে ভারত! সেই কর্ম্মে ধনুঃ সমুদয় সমিধ, শাণিত শর সকল পবিত্র এবং সেই আত্মবান্ অশ্বত্থামার আত্মাই আজ্য হইল। পরিশেষে মহামন্যু প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সোম-দৈবত মন্ত্র-দ্বারা আত্মাকে উপহার প্রদান করিলেন। শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলিপুটে রৌদ্রকর্ম্মা মহাত্মা রুদ্রদেবকে স্তুতি করিয়া এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, ভগবন্! আঙ্গিরস-কুলে উৎপন্ন এই আত্মাকে আমি অদ্য অগ্নিতে হোম করিতেছি, তুমি আমাকে বলি-স্বরূপে প্রতিগ্রহ কর। হে বিশ্বাত্মন্ মহাদেব! আমি পরম সমাধি-দ্বারা তোমার প্রতি ভক্তি-বশত তোমার অগ্রে আত্ম সম্প্রদান করিতেছি, তোমাতে সমস্ত ভূত অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তুমিও সমস্ত ভূতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, প্রধান প্রধান গণ-সকলের শ্রেষ্ঠত্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে সর্ব্বভূতাশ্রয় বিভো! যদি শত্রুগণ আমার অজেয় হয়, তবে আমি তোমার নিকট আজ্য-স্বরূপে অবস্থিত আছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

অশ্বত্থামা সেই প্রদীপ্ত পাবকাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া আত্ম-পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্নিতে আরোহণ করত উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং সেই ঊর্দ্ধবাহু নিশ্চেষ্ট দ্রোণ-নন্দনকে আজ্য-স্বরূপে উপস্থিত দেখিয়া যেন হাস্য করত কহিলেন যে, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৃতি, বুদ্ধি ও বচন-দ্বারা যথা-বিধানে আমাকে আরাধনা করিয়াছেন, অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয়তম নাই। আমি তাঁহার সম্মান ও তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া সহসা পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিয়াছি এবং বার বার মায়ার প্রকাশও করিয়াছি। পাঞ্চালগণকে রক্ষা করত আমি কৃষ্ণেরই সম্মান করিয়াছি, এক্ষণে ইহারা কাল-কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছে; অতএব ইহাদের জীবন নাই।

ভগবান্ মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট নির্ম্মল খড়্গ প্রদান-পূর্ব্বক তদীয় শরীরে আবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা ভগবানের আবেশ-বশত তেজ-দ্বারা অধিকতর প্রজ্বলিত হইলেন এবং দৈবসৃষ্ট তেজ-দ্বারা যুদ্ধে অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠিলেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে অদৃশ্য ভূতগণ ও রাক্ষস-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

অশ্বত্থামার শিবির প্রবেশ সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা সেইরূপে শিবিরে প্রয়াণ করিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য ভয়ার্ত্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? তাঁহারা সামান্য রক্ষকগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত ও বিলোকিত হয়েন নাই ত? সেই মহারথ-দ্বয় এই কার্য্যকে অসহ্য জ্ঞান করত নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? সোমক ও পাণ্ডবগণকে নিহত এবং শিবির মথন করিয়া সমরে দুর্য্যোধনের ন্যায় পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই ত? সেই বীর-দ্বয় পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন করেন নাই ত? যাহা হউক, তাঁহারা তৎকালে যাহা করিয়াছেন, তুমি আমাকে তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই মহাত্মা দ্রোণ-পুত্র শিবিরে গমন করিলে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা শিবিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্বত্থামা সেই দুই মহারথকে যত্নবান্ দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মৃদুস্বরে এই কথা বলিলেন যে, আপনারা যত্নবান্ হইলে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশে সমর্থ হয়েন, এই হতাবশিষ্ট বিশেষত প্রসুপ্ত পাঞ্চাল-গণের পক্ষে ত কথাই নাই। আমি শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিব; কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে আপনাদিগের নিকট হইতে যে প্রকারে মুক্ত না হয়, আপনাদিগের সেইরূপ করা কর্ত্তব্য, আমার বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হইতেছে। অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া আত্ম-ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া অদ্বার-দ্বারা পাণ্ডবগণের মহৎ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাবাহু শিবির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্দেশে অল্পে অল্পে তাঁহার বসতি স্থানের সন্নিহিত হই-

লেন। তাঁহারা সমরে সুমহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত থাকায় সকলে একত্র মিলিত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটেই শয্যাতলে নিদ্রিত দেখিলেন, তিনি সেই মহাত্মাকে পট্টবস্ত্র ধবলিত মহামূল্য আস্তরণ-সংবৃত, উৎকৃষ্ট মাল্যযুক্ত, ধূপ ও সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা সুবাসিত শয়নে বিশ্বস্ত ও অকুতোভয়ে নিদ্রিত দেখিয়া চরণ-দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। অসীম-বুদ্ধি রণদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন পদ স্পর্শ জ্ঞান-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মহারথ দ্রোণ-পুত্রকে জানিতে পারিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্থিত দেখিয়া কর-দ্বয়-দ্বারা কেশ ধারণ করত মহীতলে নিষ্পেষণ করিলেন। হে মহারাজ! পাঞ্চালরাজ-পুত্র তৎকালে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট হইয়া ভয় ও নিদ্রা-বশত কোন চেষ্টা করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা সেই চীৎকারকারী কম্পমান ধৃষ্টদ্যুম্নকে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে পদ-দ্বারা আক্রমণ করিয়া পশুবধের ন্যায় বধ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন নখ দ্বারা অশ্বত্থামাকে খণ্ডিত করত অপরিস্ফুট-রূপে বলিলেন, 'আচার্য্য-পুত্র! আমাকে শস্ত্র-দ্বারা বিনাশ কর, বিলম্ব করিও না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিমিত্ত সুকৃতলোকে গমন করি।' বলবান্ অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজ-তনয় এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। অশ্বত্থামা তাঁহার সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রে কুলপাংসন! আচার্য্যঘাতিদিগের কোন লোক নাই; অতএব রে দুর্ম্মতে! তুমি শস্ত্র-দ্বারা নিহত হইবার উপযুক্ত নহ। অশ্বত্থামা এইরূপ বলিতে বলিতে সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গকে প্রহার করে, সেইরূপ সেই বীরকে পাদ প্রহার-দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! গৃহ-মধ্যে সেই বীরকে এইরূপে প্রহার করিতে থাকিলে তাঁহার চীৎকার-শব্দে স্ত্রীগণ ও রক্ষি-পুরুষগণ জাগরিত হইয়া উঠিল। তাহারা সেই অতিমানুষ-বিক্রম অতিতেজস্বী অশ্বত্থামাকে দেখিয়া ভূত বিবেচনায় ভয়-বশত কোন কথা বলিতে পারিল না। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র তাঁহাকে উক্ত উপায়-দ্বারা যম-সদনে প্রেরণ-পূর্ব্বক এক সুদৃশ্য রথে অধিষ্ঠান করিলেন। হে মহারাজ! তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিক্ সকল নিনাদিত করত বিপক্ষগণের জিঘাংসা কারণ রথ-দ্বারা শিবিরে প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর, মহারথ দ্রোণ-নন্দন তথা হইতে নির্গত হইলে যোষিদ্গণ রক্ষকদিগের সহিত চীৎকার করিতে লাগিল, তাহারা রাজাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। হে মহারাজ! সন্নিহিত ক্ষত্রিয়গণ তাহাদিগের রোদন ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া অবিলম্বে কবচ পরিধান করিল এবং 'এ কি কাণ্ড' বলিয়া বিস্মিত হইল। হে মহারাজ! সেই সমস্ত বিত্রস্ত রমণীগণ অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণ করিয়া করুণ-স্বরে ক্ষত্রিয়-দিগকে বলিল, 'তোমরা শীঘ্র ধাবিত হও, এ ব্যক্তি মনুষ্য কি রাক্ষস, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না; সহসা পাঞ্চালরাজকে নিহত করত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে।'

অনন্তর, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধারা সহসা অশ্বত্থামাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল। তিনি তাহাদিগকে আগমন-মাত্রেই রুদ্রাস্ত্র-দ্বারা নিপাতিত করিলেন। অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া অনতিদূরে উত্তমৌজাকে শয্যাতলে শয়ান দেখিলেন, দেখিবামাত্র সেই শত্রুদমনকে কণ্ঠ ও বক্ষস্থলে পাদ-দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক বিমর্দ্দন করিয়া বিনাশ করিলেন। যুধামন্যু তাঁহাকে রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিহত জ্ঞান করিয়া বেগভরে গদা উদ্যত করত অশ্বত্থামার হৃদয়ে তাড়না করিলেন। দ্রোণ-নন্দন ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ

করিলেন এবং ক্ষিতিতলে পাতিত করত তাড়না করিয়া পশুবৎ তাঁহার বধ সাধন করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! বীর অশ্বত্থামা এইরূপে তাঁহাকে হত করিয়া অন্যান্য সংসুপ্ত মহারথগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। যজ্ঞস্থলে ঘাতক যেমন পশু সকলকে নিহত করে, তেমনি অশ্বত্থামা খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত কম্পমান মানবগণকে আহত করিলেন। তিনি অসিযুদ্ধ-বিশারদগণের সহিত ভাগক্রমে বিবিধ মার্গে বিচরণ করত কক্ষ-মধ্যে শয়ান এবং তন্মধ্যস্থিত শ্রান্ত ও ন্যস্তশস্ত্র রক্ষিগণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্ষণ কাল-মধ্যে পোথিত করিলেন। এইরূপে দ্রোণ-নন্দন কাল-প্রেরিত অন্তকের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট অসিপত্র-দ্বারা অশ্ব, গজ ও যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ছিন্ন গজবাজির বিস্ফুরিত রুধির, লোহিতবর্ণ অসি এবং তাহার আক্ষেপণ-দ্বারা তিন প্রকারে রক্তোক্ষিত হইলেন। শোণিতসিক্ত ও দীপ্ত খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধ্যমান দ্রোণ-নন্দনের অমানুষ আকার তৎকালে পরম ভীষণ-ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হে কুরুরাজ! তৎকালে যাহারা জাগ্রত হইল, তাহারাও ঘোরতর শব্দে মোহিত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করত দ্রোণ-নন্দনকে দর্শন-মাত্রেই ব্যথিত হইল। শত্রুকর্ষণ ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করত তাঁহাকে রাক্ষস জ্ঞান করিয়া নয়ন নিমীলন করিল। তিনি কালের ন্যায় শিবির-মধ্যে বিচরণ করত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমক সকলকে দেখিতে পাইলেন। হে মহারাজ! ধনুর্হস্ত মহারথ দ্রৌপদী-তনয়েরা সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে অশ্বত্থামাকে শর-সমূহ-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকগণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া শিলীমুখ-সমূহ দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে পীড়িত করিলেন। অশ্বত্থামা সেই সমস্ত মহারথকে শর-বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের জিঘাংসার্থ ঘোরতর নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, তিনি পিতার বধ-বৃত্তান্ত স্মরণ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সত্বর ধাবমান হইলেন। সেই বলবান্ অশ্বত্থামা সহস্র চন্দ্র-সমন্বিত বিমল চর্ম্ম এবং সুবর্ণ-পরিষ্কৃত দিব্য বিপুল খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সমরে দ্রৌপদীর পুত্রগণের অভিমুখে ধাবিত হইয়া খড়্গ-দ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়না করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশে আঘাত করিলেন, সুতরাং তিনি হত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। প্রতাপবান্ সুতসোম অশ্বত্থামাকে প্রাস অস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অসি উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অশ্বত্থামা সুতসোমের সেই অসিযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি ভিন্ন-হৃদয় হইয়া পতিত হইলেন। নকুল-নন্দন বীর্য্যবান্ শতানীক বাহু-দ্বয়-দ্বারা রথ-চক্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে তাড়না করিলেন। শতানীক চক্র পরিত্যাগ করিলে দ্বিজবর অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিলেন, তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন; পতিত হইবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহার মস্তক হরণ করিলেন।

অনন্তর, শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ গ্রহণ করিয়া দ্রোণ-পুত্রের অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার বামভাগে তাড়না করিলেন। পরিশেষে অশ্বত্থামা উত্তম অসি-দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার আস্যদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি বিমূঢ় ও বিকৃতানন হইয়া হত ও ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি সেই শব্দে অশ্বত্থামার নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহাকে শরবর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন চর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার শরীর হইতে শোভমান সকুণ্ডল মস্তক হরণ করিলেন। অনন্তর, বলবান্ অশ্বত্থামা, ভীষ্ম নিহন্তা শিখণ্ডীকে

সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত নানাবিধ আয়ুধ-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন্। পরিশেষে মহাবল দ্রোণ-পুত্র ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শিখণ্ডীকে অসি-দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ক্রোধাবিষ্ট শত্রুতাপন দ্রোণ-নন্দন শিখণ্ডীকে নিহত করিয়া বেগভরে সমস্ত প্রভদ্রকগণ এবং বিরাটরাজের যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজের পুত্র পৌত্র সুহৃৎ-প্রভৃতিকে দেখিয়া দেখিয়া ঘোরতর রূপে বিমর্দ্দিত করিলেন। অসিমার্গ-বিশারদ দ্রোণ-তনয় অন্য অন্য পুরুষগণের অভিমুখীন হইয়া অসি-দ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে সৈনিকেরা সেই স্থানে রক্ত-বদনা, রক্ত-নয়না, রক্ত-মাল্যানুলেপনা, রক্ত-বসনা, পাশহস্তা এক কৃষ্ণবর্ণা গানকারিণী কামিনীকে কালরাত্রির ন্যায় অবস্থিত দেখিল। সেই নারী নর, তুরঙ্গ ও কুঞ্জর সকলকে ঘোরতর পাশ-দ্বারা বদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিল এবং কেশ-শূন্য বিবিধ পাশবদ্ধ প্রেতগণকে হরণ করিতেছিল। হে মহারাজ! যে অবধি কুরু পাণ্ডব-সৈন্যের সংগ্রাম হইতেছিল, তদবধি যোদ্ধারা সেই কন্যাকে ও দ্রোণ-নন্দনকে এইরূপে স্বপ্নে দর্শন করিত যে, সেই নারী নিদ্রাকালে প্রতি রাত্রিতে ন্যস্তশস্ত্র সুপ্ত মহারথগণকে স্থানান্তরিত করিতেছে এবং অশ্বত্থামা যেন সকলকে নিহত করিতেছেন। তাহারা প্রথমত দৈব-কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, অশ্বত্থামা ভৈরব রব করত সর্ব্বভূতকে ত্রাসিত করিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিকে পশ্চাৎ নিপাতিত করিলেন। দৈব-পীড়িত বীরেরা সেই পূর্ব্বকালীন স্বপ্ন দর্শন স্মরণ করিয়া 'ইহাই সেই' এইরূপ জ্ঞান করিল।

অনন্তর, পাণ্ডবগণের শিবিরে শত সহস্র ধনুর্দ্ধারিগণ উক্ত নিনাদ-দ্বারা প্রতিবোধিত হইল। অশ্বত্থামা কালপ্রেরিত কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যে কাহার পদদ্বয়, কাহারও জঘন ছেদন করিলেন এবং কাহারও কাহারও পার্শ্বদেশ ভেদ করিলেন। হে মহারাজ! অতি উগ্ররূপে প্রতিপিষ্ট শব্দায়মান নিতান্ত আতুর গজ অশ্ব-দ্বারা মথিত মানবগণ-কর্ত্তৃক মহীমণ্ডল আকীর্ণ হইল। 'এ কি, এ কে, কি শব্দ, কি করিয়াছে' এইরূপে চীৎকারকারি জনগণের পক্ষে অশ্বত্থামা অন্তক হইয়া উঠিলেন। অস্ত্রধর-প্রবর দ্রোণ-তনয় শস্ত্র ও কবচ-হীন এবং সকবচ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, সেই শব্দে বিত্রস্ত ও উৎপতিত মানবগণ নিদ্রান্ধ নষ্টসংজ্ঞ ও ভয়াতুর হইয়া যে যে স্থানে ছিল, সে সেই স্থানেই বিলীন রহিল। কেহ কেহ ঊরুদেশ অবশ হওয়া-প্রযুক্ত নিগৃহীত, ভয়ে অভিহত-বীর্য্য এবং নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া নিনাদ করত পরস্পর সন্নিহিত হইল।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন ভীমনিস্বনযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ-দ্বারা অন্য অন্য ব্যক্তিকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। যে সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ শূর পুরুষেরা উৎপতিত ও সন্নিহিত হইল, তাহাদিগকে কাল-রাত্রির নিকটে নিবেদন করিলেন। এইরূপে তিনি রথাগ্র-দ্বারা বৈরিকুলকে প্রমথিত করত ধাবিত হইলেন এবং বিবিধ শরবর্ষণে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। পুনরায় তিনি সুবিচিত্র শত চন্দ্র-সমন্বিত চর্ম্ম এবং সেই আকাশবর্ণ অসি গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মাতঙ্গ যেমন মহাহ্রদ আলোড়ন করে, সেইরূপ যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণ-পুত্র এই প্রকারে পাণ্ডবদিগের শিবির বিক্ষুব্ধ করিলেন। যোদ্ধারা সেই শব্দ-দ্বারা উৎপতিত হইল এবং নিদ্রার্ত্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া সেই সেই স্থানে ধাবিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কেহ কেহ বা বিবিধ অসম্বদ্ধ কথা বলিতে লাগিল; কেহই শস্ত্র ও বস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। অপরে মুক্তকেশ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না। কেহ কেহ শ্রান্ত

ও উৎপতিত হইয়া তথায় পতিত হইল, কেহ কেহ বা সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ পুরীষ পরিত্যাগ করিল, কেহ কেহ বা প্রস্রাব করিয়া ফেলিল। হে রাজেন্দ্র! তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ যুগপৎ বন্ধন ছেদন-পূর্ব্বক সকল স্থল আকুল করত চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। তত্রত্য কোন কোন মানব ভীত হইয়া মহীতলে বিলীন হইল, গজবাজি সকল সেই সমস্ত নিপাতিত ব্যক্তিকে পেষণ করিতে লাগিল।

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতসত্তম! সেই স্থান তদ্রূপ হইলে রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া আনন্দ-বশত উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই মহা-শব্দ রক্তমাংসাহারী প্রাণি-সমূহের শব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া দিক্ সকল ও আকাশমণ্ডল পরি-পূর্ণ করিল। গজবাজি সকল তাহাদিগের আর্ত্তস্বর শ্রবণে বিত্রস্ত ও বিমুক্ত হইয়া শিবির-মধ্যে জন-গণকে বিমর্দ্দন করত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ধাবমান করি-তুরগগণের চরণোৎ-ক্ষিপ্ত রেণু রাত্রিকালে শিবির-মধ্যে দ্বিগুণতর অন্ধ-কার করিল। সেইরূপ অন্ধকার হইলে শিবির-মধ্যে জনগণ জ্ঞানশূন্য হইল; পিতারা পুত্রগণকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতা সকলকে চিনিতে পারিল না; গজ সকল গজগণকে ও নির্ম্মনুষ্য হয় সকল হয়গণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক তাড়িত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আঘাত করত ভগ্ন হইয়া পতিত হইল। কেহ কেহ অন্যান্যকে পাতিত করিল এবং পাতিত করিয়া পেষণ করিতে লাগিল। কাল-প্রেরিত মানবেরা নিদ্রান্বিত, বিচেতন ও অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হইয়া তথায় আত্মীয়গণকেই আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। দ্বারপালেরা দ্বার ও কক্ষ রক্ষকেরা কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিচেতন ও ভয়-দ্রুত হইয়া শক্তি অনুসারে ধাবিত হইল। হে মহা-রাজ! তাহারা অনুদ্দিষ্ট হইয়া পরস্পর কেহই কাহাকে জানিতে পারিল না, তাহারা দৈব-কর্তৃক হতচিত্ত হইয়া 'হা তাত! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎ-কার করিতে লাগিল। বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিকে দিকে পলায়মান সেই সকল মানবেরা গোত্র ও নাম-দ্বারা পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। অপরে হাহাকার করত ভূতলে শয়ন করিল। দ্রোণ-নন্দন তাহাদিগকে চীৎকার শব্দ-দ্বারা রণ-মধ্যে বর্ত্তমান বিজ্ঞাত হইয়া নিপাতিত করিলেন; অপর ক্ষত্রিয়গণ ভয়-পীড়িত মুহুর্ম্মুহু অচেতন ও বধ্যমান হইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই জীবিতার্থী ত্রস্ত ক্ষত্রিয়েরা শিবির হইতে দ্বারদেশে নির্গত হইবামাত্র কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাহাদিগকে নিহত করিলেন। শস্ত্র ও কবচ-হীন, মুক্তকেশ, কম্পমান, কৃতাঞ্জলি, ভীত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কৃপ ও কৃতবর্ম্মা কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই। হে মহারাজ! দুর্ম্মতি কৃপ ও কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে শিবিরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত কোন ব্যক্তিই বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহারা পুনরায় দ্রোণ-তনয়ের প্রিয়-কামনা করত শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, শিবিরস্থল প্রকাশমান হইলে পিতার আনন্দবর্দ্ধন অশ্বত্থামা খড়্গ গ্রহণ করত কৃতহস্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর দ্রোণ-পুত্র কোন কোন আগত ও ধাব-মান বীরগণকে খড়্গ-দ্বারা প্রাণ-বিযুক্ত করিলেন। ক্রোধ-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ দ্রোণ-নন্দন কোন কোন যোদ্ধাকে খড়্গ-দ্বারা মধ্যদেশে ছেদন করিয়া তিল-কাণ্ডের ন্যায় পাতিত করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নিরন্তর দীর্ঘস্বরে চীৎকারকারি পতিত অশ্ব, গজ ও নর-নিকর-দ্বারা মেদিনীমণ্ডল আকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র মনুষ্য হত হইয়া পতিত হইলে অনেকানেক কবন্ধ উত্থিত হইল এবং উত্থিত হইবামাত্র পতিত হইয়া গেল। হে ভারত! মহাত্মা অশ্বত্থামা কাহারও সায়ুধ ও সাঙ্গদ বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও হস্তিহস্ত-সদৃশ ঊরু,

কাহারও হস্ত এবং কাহারও পদ ছেদন করিলেন; অপর সকলকে পৃষ্ঠ ছিন্ন, শিরশ্ছিন্ন, পার্শ্ব ছিন্ন ও পরাঙ্মুখ করিলেন; অন্য কাহারও মধ্যদেশে, কাহারও কর্ণে, কাহারও অংসদেশে আঘাত করিয়া অপর কাহারও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি অনেকানেক মনুষ্যকে নিহত করত বিচরণ করিতে থাকিলে দারুণ-দর্শনা ঘোরা রজনী অন্ধকার-দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। অল্পপ্রাণ ও হত সহস্র সহস্র পুরুষ এবং গজবাজি-সমূহ-দ্বারা ভূতল ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়া উঠিল। যক্ষ রাক্ষসগণ-দ্বারা আকীর্ণ, রথ বাজি দ্বিরদ-সমূহে দারুণ শিবিরস্থলে ক্রুদ্ধ দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক সংছিন্ন মানবগণ ভূমিতলে পতিত রহিল। কেহ কেহ পিতৃগণকে, কেহ ভ্রাতৃগণকে, কেহ কেহ পুত্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিল, কেহ কেহ কহিল, আমরা সংসুপ্ত হইলে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা যে কার্য্য করিল, ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সমরে তাহা করিতে পারে নাই। পাণ্ডবগণের অসান্নিধ্য-বশত আমাদিগের এই বিড়ম্বনা করিল; জনার্দ্দন যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই ধনঞ্জয়কে সুরাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসেরাও জয় করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন সত্যবাদী দান্ত সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সেই কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় কখন সুপ্ত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, কৃতাঞ্জলি, ধাবমান ও মুক্ত-কেশ ব্যক্তিকে নিহত করেন না; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা আমাদিগের পক্ষে সেই ঘোরতর আচরণ করিল, অনেকে এইরূপ বিলাপ করত সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। শব্দায়মান মানবগণের সেই সুমহান্ তুমুল শব্দ মুহূর্ত্তকালের পর প্রশান্ত হইল। হে মহারাজ! তুমুল ঘোরতর রজোরাশি শোণিত-সিক্ত বসুধাতলে ক্ষণকাল-মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পশুপতি যেমন জীবগণের সংহার করেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা চেষ্টমান উদ্বিগ্ন ও নিরুৎসাহ সহস্র সহস্র নরগণকে নিপাতিত করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শয়ান, ধাবমান, বিলীন ও যুধ্যমান সমস্ত জনগণকে দ্রোণ-নন্দন পোথিত করিয়া ফেলিলেন। অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান ও তৎ-কর্ত্তৃক বধ্যমান যোদ্ধাদিগকে তিনি যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণ-তনয় সেই রজনীর অর্দ্ধভাগেই পাণ্ডবদিগের মহৎ বলকে শমন-নিকেতনে পাঠাইয়া দিলেন। মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের ক্ষয়কারিণী সেই ঘোরা রজনী নিশাচর জীবগণের অতিশয় হর্ষবর্দ্ধনী হইল। সেই স্থানে তখন নর-মাংস-ভক্ষক ও শোণিতপায়ী পৃথক্ বিধ রাক্ষস ও পিশাচ দৃষ্ট হইতে লাগিল। করাল, পিঙ্গল, রৌদ্র-শৈলদন্ত, রজস্বল, জটিল, দীর্ঘসক্থ, পঞ্চ পাদ, মহোদর, পশ্চাদঙ্গুলি, রুক্ষ, বিরূপ, ভৈরবস্বন, ঘণ্টাজালে আবদ্ধ, নীলকণ্ঠ, বিভীষণ, ক্রূর, দুর্দ্দর্শ, নির্ঘৃণ-প্রভৃতি সপুত্র সস্ত্রীক রাক্ষসগণের এইরূপ বিবিধ রূপ দৃষ্টি-গোচর হইল। কেহ কেহ শোণিত-পানে হর্ষান্বিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ ইহা উত্তম ইহা পবিত্র এবং ইহা স্বাদু, এইরূপ কথা বলিতে লাগিল। মাংসজীবি ক্রব্যাদ্‌গণ পর-মাংস ভক্ষণ করত মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ও বসা ভক্ষণে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। কুক্ষিহীন নানামুখ মাংসাশি রৌদ্র ক্রব্যাদ্‌গণ বসা পান করিয়া আনন্দে ধাবমান হইল। সেই স্থানে অযুত প্রযুত ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক ঘোররূপ ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়াছিল। হে জন-নাথ! সেই মহাসমরে প্রমুদিত ও পরিতৃপ্ত বহু ভূতেরও সমাগম হইয়াছিল।

অনন্তর, অশ্বত্থামা প্রত্যূষকালে শিবির হইতে প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। নর-শোণিত-সিক্ত দ্রোণ-তনয়ের অসিমুষ্টি হস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন একীভূত হইয়াছিল। প্রলয়কালে অগ্নি যেমন সর্ব্বভূতকে ভস্ম করিয়া বিরাজ করেন, তেমনি তিনি জন ক্ষয় বিষয়ে দুর্গম পদবীতে গমন করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। মহারাজ! দ্রোণ-পুত্র প্রতিজ্ঞানুসারে সেই কর্ম্ম করিয়া দুর্গম পথে গমন করত পিতার নিকট অনৃণী হইলেন। হে নরবর! রাত্রি-

কালে শিবির-মধ্যে সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে তিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে তথা হইতে নির্গত হইলেন। বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সেই শিবির হইতে নির্গমন করত হৃষ্টচিত্তে কৃত-বর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ কৃত সমস্ত কার্য্য নিবেদন করিলেন, তাঁহারাও তৎকালে তাঁহার প্রিয়কারী হইয়া তাঁহাকে বলি-লেন, সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অশ্বত্থামা তৎ শ্রবণে প্রীতি-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পুনঃপুন বাহ্বাস্ফোট ও তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহা-রাজ! প্রসুপ্ত ও প্রমত্ত সোমকগণের জন ক্ষয়-বিষয়ে এইরূপে সেই রাত্রি অতিশয় দারুণ হইয়া-ছিল। আমাদিগের জনক্ষয় করিয়া তাদৃশ বীরেরাও যখন নিহত হইল, তখন কালের গতি দুরতিক্রম, ইহাতে সংশয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্রের বিজয়ে রত মহারথ দ্রোণ-তনয় পূর্ব্বেই কেন ঈদৃশ সুমহৎ কর্ম্ম করেন নাই, পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুল নি-র্ম্মূল হইলে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা কি কারণে এই কার্য্য সাধন করিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করা তোমার উচিত হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের ভয়ে বোধ হয়, পূর্ব্বে এই কার্য্য করিতে পারেন নাই। ধীমান্ কেশব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের অগো-চরে দ্রোণ-নন্দন এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের সাক্ষাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং দেবরাজও কি তাঁহাদিগকে নিহত করিতে পারিতেন? তাঁহারা তথায় ছিলেন না বলি-য়াই সুপ্ত জনে ঈদৃশ কাণ্ড ঘটিয়াছে। যাহা হউক, অনন্তর, সেই মহারথেরা পাণ্ডবদিগের মহানিষ্ট-কর নরক্ষয় করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া ভাগ্য-ক্রমে এইরূপ হইল, এই কথা-মাত্র বলিতে লাগি-লেন। অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মার দ্বারা প্রতি-নন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং হর্ষ-বশত এই উত্তম বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, পাঞ্চাল সকল, সোমক সমু-দয় এবং অবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই আমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, অতএব অবিলম্বে সেই স্থানেই গমন করি, যদি আমাদিগের রাজা জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে এই প্রিয় নিবেদন করিব।

পাঞ্চালাদি বধে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা সমস্ত পাঞ্চাল ও দ্রৌপদী-পুত্রকে নিহত করিয়া যে স্থানে হত দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সকলে মিলিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, জনাধিপ দুর্য্যোধনের প্রাণ কিঞ্চিৎ-মাত্র নির্গত হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। অনন্তর, তাঁহারা রথ হইতে অবতরণ করত আপনার পুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সেই ভগ্ন-সকৃথ, কৃচ্ছ্রপ্রাণ, অচেতন রাজাকে ধরাতলে শয়ান থাকিয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে দেখিলেন। তৎকালে ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, বৃকগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার আশয়ে নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তিনি বহু কষ্টে সেই ভক্ষ-ণাভিলাষি শ্বাপদগণকে নিবারণ করিতেছিলেন এবং গাঢ় বেদনায় অতিশয় অস্থির হইয়া মহীতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। হতাবশিষ্ট বীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এই তিন জন তাঁহাকে নিজ রুধিরোক্ষিত ও তাদৃশভাবে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া পরিবেষ্টন করিলেন। বেদী যেমন অগ্নিত্রয়-দ্বারা শোভা পায়, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধন সেই শোণিতাক্ত নিশ্বাসযুক্ত মহারথ-ত্রয়-দ্বারা সংবৃত হইয়া শোভিত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে অয-থোচিত রূপে শয়ান দেখিয়া অবিষহ্য দুঃখ-বশত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা হস্ত-

দ্বারা সমরস্থলে শয়ান নৃপতির মুখ হইতে রুধির মার্জ্জনা করিয়া দীনভাবে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃপ কহিলেন, হায়! দৈবের কোন কার্য্যেই ভার নাই, যেহেতু এই একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্য্যোধন হত ও রুধিরাক্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখ, কনকপ্রভ গদাপ্রিয় নৃপতির সমীপে এই সুবর্ণ-ভূষিতা গদা ভূতলে পতিত রহিয়াছে, এই গদা প্রতিযুদ্ধে কখন বীরবরকে পরিত্যাগ করে না; এই যশস্বী এক্ষণে স্বর্গে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হর্ম্ম্যতলে প্রীতিমতী ভার্য্যা যেমন পতির সহিত শয়ন করিয়া থাকে, তেমনি এই সুবর্ণ-বিভূষিতা গদাকে বীরের সহিত শয্যাতলে শয়ানা দেখ। যে শত্রুতাপন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগণ্য, তিনি হত হইয়া ধূলিরাশি গ্রাস করিতেছেন, অতএব কালের কি বিপর্য্যয়, তাহা বিলোকন কর। শত্রুগণ যাঁহা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিত, সেই এই কুরুরাজ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। শত শত রাজারা যাঁহার ভয়ে নত হইত, তিনি ক্রব্যাদ্‌গণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের কারণ যে রাজাকে উপাসনা করিতেন, এক্ষণে মাংসাভিলাষি ক্রব্যাদ্‌গণ তাঁহাকে উপাসনা করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম! অনন্তর, অশ্বত্থামা সেই কুরুকুল-তিলককে শয়ান দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে নৃপবর: সকলে আপনাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, সঙ্কর্ষণের শিষ্য এবং যুদ্ধে ধনাধ্যক্ষের সদৃশ বলিয়া থাকেন; আপনি বলবান্ ও কৃতী, অতএব পাপাত্মা ভীমসেন কি প্রকারে আপনার ছিদ্র অবলোকন করিল? হে মহারাজ! সমর-মধ্যে ভীমসেন-কর্ত্তৃক যখন আপনাকেও নিহত দেখিলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহলোকে কালই অতিশয় বলবান্। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব মন্দমতি পাপাত্মা ক্ষুদ্র বৃকোদর আপনাকে কি প্রকারে নিহত করিল? ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হয়, কালের গতি অতিদুরত্যয়। ভীমসেন বল-পূর্ব্বক আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মত গদা-দ্বারা আপনার ঊরু-যুগল ভগ্ন করিয়াছে এবং অধর্ম্মত আপনাকে হত করিয়া পদ-দ্বারা আপনার মস্তক মর্দ্দন করিলেও যে যুধিষ্ঠির তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র-বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে ধিক্! আপনাকে অন্যায়-রূপে যে হত করিয়াছে, তজ্জন্য যাবৎ কাল জীব সকল জীবিত থাকিবে; তাবৎ পর্য্যন্ত যোদ্ধারা বৃকোদরকে সমর বিষয়ে নিন্দা করিবে। হে মহারাজ! যদুনন্দন রাম সর্ব্বদা বলিতেন যে, গদাযুদ্ধে বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধনের সমান আর কেহই নাই, গদাযুদ্ধে কুরুরাজ আমার সুশিষ্য, এই কথা বলিয়া বলদেব সভা-মধ্যে সতত আপনাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়ের যাহা প্রশস্ত গতি কহিয়া থাকেন, আপনি সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে নরবর দুর্য্যোধন! আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি না, আপনার হতপুত্র মাতাপিতার জন্যই শোক প্রকাশ করিতেছি যে, তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া শোক প্রকাশ করত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, অথচ আপনকার বধকালে উপেক্ষা করিল, সেই বৃষ্ণিবংশোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্ থাকুক। 'দুর্য্যোধনকে আমরা কেন নিহত করিলাম!' এই বিষয় ভাবিয়া নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ নরাধিপ সকলকে কি বলিবে?

হে পুরুষ-প্রবর গান্ধারী-তনয়! আপনিই ধন্য; যেহেতু আপনি ধর্ম্মানুসারে বিপক্ষগণের অভিমুখীন হইয়া সমরে নিহত হইলেন। জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দুর্দ্ধর্ষ রাজা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? আমরা রাজাকে পুরস্কৃত

করিয়া যখন স্বর্গে গমন করিলাম না, তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও আমাকেও ধিক্ থাকুক্! আপনি সর্ব্বকামনার দাতা, রক্ষিতা এবং প্রজাদিগের হিতৈষী, আমরা নরাধম, আমরা যখন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, তখন আমাদিগকে ধিক্ থাকুক্! হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপাচার্য্যের, আমার এবং আমার পিতার বীর্য্য-দ্বারা আমাদিগের ত হইতেই পারে, আমাদিগের ভৃত্যাদিগেরও গৃহ সকল রত্নযুক্ত হইয়াছে; আপনার প্রসাদে বান্ধব ও মিত্রগণের সহিত আমরা অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি সমস্ত পার্থিবগণকে পুরস্কৃত করিয়া যে প্রকারে পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন; আমরা পাপাত্মা, আমরা তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? মহারাজ! আপনি পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন, আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, এই কারণেই আমরা দগ্ধ হইব। আমরা যখন আপনার অনুগমন করিতেই পারিলাম না, তখন আপনার সঙ্গহীন ও হীনার্থ হইয়া আপনার সুকৃত স্মরণ করত কি করিব? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমরা এই মহীতলে দুঃখের সহিত বিচরণ করিব, সংশয় নাই। হে মহারাজ! আমরা যখন আপনা হইতে বিরহিত হইলাম, তখন আমাদিগের সুখই কোথায়, শান্তিই বা কোথায়?

মহারাজ! আপনি ইহলোক হইতে গমন করিয়া আমার কথা-ক্রমে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ অনুসারে সমস্ত মহারথের সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। হে নরাধিপ! সমস্ত ধনুর্দ্ধরের কেতুস্বরূপ আচার্য্যকে পূজা করিয়া বলিবেন যে, অদ্য আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিয়াছি। আপনি মহারথ বাহ্লীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং ভূরিশ্রবাকে আলিঙ্গন করিবেন। আর যে সমস্ত নৃপসত্তম পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আমার কথায় অনাময় জিজ্ঞাসা করিবেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা ভগ্ন-সক্থ অচেতনপ্রায় রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় বিলোকন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি ত জীবিত আছেন, তবে কর্ণ-সুখকর কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের পক্ষে সাত জন এবং আপনকার পক্ষে আমরা তিন জন-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, বাসুদেব ও সাত্যকি; আমাদিগের মধ্যে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আমি-মাত্র জীবিত আছি। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজ সকল, পাঞ্চাল সমুদয় এবং অবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই নিহত হইয়াছে। হে ভারত! কৃত কার্য্যের প্রতিকার দেখুন, পাণ্ডবেরা সকলেই হতপুত্র হইয়াছে; তাহাদিগের নর-বাহন-সমন্বিত শিবির সুপ্তাবস্থায় হত হইয়াছে। হে মহারাজ! আমি রাত্রিকালে শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় নিহত করিয়াছি।

দুর্য্যোধন সেই মনঃপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে পুনরায় সচেতন হইয়া এই কথা বলিলেন যে, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত আপনি অদ্য আমার যে প্রিয়কার্য্য করিলেন, ভীষ্ম, কর্ণ এবং আপনার পিতাও তাহা করিতে পারেন নাই। সেই ক্ষুদ্র সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন শিখণ্ডীর সহিত হত হইয়াছে—তখন আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান জ্ঞান করি। আপনারা কল্যাণ লাভ করুন, স্বর্গে পুনরায় আমার সহিত আপনাদিগের মিলন হইবে। সেই বীরবর মহামনা কুরুরাজ এইরূপ বলিয়া সুহৃদ্গণকে দুঃখ দান করত প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি পবিত্র স্বর্গধাম আক্রমণ করিলে তদীয় শরীর ক্ষিতিতলে প্রবেশ করিল।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অগ্রে সমরে গমন করত পশ্চাৎ শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এইরূপে নিধন লাভ করিলেন। কৃপ-প্রভৃতি মহারথগণ তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া এবং তাঁহাকে আ-

লিঙ্গন করিয়া পুনঃপুন দর্শন করত নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন। আমি দ্রোণ-পুত্রের এইরূপ করুণ-বাক্য শ্রবণে শোকার্ত্ত হইয়া প্রত্যুষকালে নগরে আগমন করিলাম। মহারাজ! আপনারই কুমন্ত্রণাতে এইরূপে কুরু পাণ্ডব সেনার ঘোরতর ভয়ঙ্কর ক্ষয় হইল। আপনকার পুত্র স্বর্গগত হইলে আমি অতিশয় শোকার্ত্ত হইলাম; তৎকালেই আমার সেই ঋষিদত্ত দিব্য-দর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে পুত্রের নিধন বিবরণ শ্রবণ করিয়া তৎকালে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তাকুল হইয়াছিলেন।

সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধন প্রাণ-ত্যাগে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ ঐষিকপর্ব্বারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রজনী অতীত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজের নিকটে, সৌপ্তিককালে যে বিধ্বংস ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সারথি কহিলেন, মহারাজ! রাত্রিকালে স্বীয় শিবিরে প্রমত্ত ও বিশ্বস্ত-রূপে নিদ্রিত দ্রৌপদী-তনয়গণ দ্রুপদাত্মজগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। নৃশংস কৃতবর্ম্মা, গৌতম কৃপাচার্য্য এবং পাপাত্মা অশ্বত্থামা রজনীযোগে আপনাদিগের শিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য নিহত করিয়াছে, ইহারা প্রাস, শক্তি ও পরশু-দ্বারা সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে ছেদন করিয়া আপনকার সৈন্য নিঃশেষ করিয়াছে। হে মহারাজ! পরশু-দ্বারা ছিদ্যমান মহাবনের ন্যায় আপনকার সৈন্যগণের সেই মহান্ শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে আমিই মাত্র অবশিষ্ট আছি। হে ধর্ম্মাত্মন্! অন্য ব্যক্তির নিগ্রহে আসক্ত কৃতবর্ম্মা হইতে আমি কোন প্রকারে মুক্ত হইয়াছি।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে পুত্র-শোকে ব্যাকুল হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। তিনি পতিত হইবামাত্র সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে ধারণ করিলেন। কুন্তী-নন্দন ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া শোক-বিহ্বল-বচনে 'শত্রুগণকে জয় করিয়া পরে পরাজিত হইলাম' এই বলিয়া আর্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! বস্তুর গতি দিব্য-চক্ষু ব্যক্তিরও দুর্জ্ঞেয়. কেহ কেহ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও শত্রু জয় করে; কিন্তু, আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়াও পরাজিত হইলাম। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বয়স্য, সুহৃৎ, বন্ধু ও অমাত্যগণকে হত করিয়া জয়ী হইয়াও আমরা পরাজিত হইলাম! কখন অনিষ্ট বিষয় ইষ্ট-সদৃশ, কখন বা অনর্থ বিষয় ইষ্টের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; আমাদিগের অজয়ের ন্যায় এই জয়, জয় নহে, ইহাকে পরাজয়ই বলিতে হয়। দুর্ম্মতি লোক আপনের ন্যায় যে বিষয় জয় করিয়া পশ্চাত্তাপ করে, শত্রু-কর্ত্তৃক বিজিত সেই জন কেমন করিয়া আপন বিজয় জ্ঞান করিতে পারে? যাহাদিগের জন্য সুহৃদ্ বধ দ্বারা বিজয়-সম্বন্ধে পাপ হয়, সেই নির্জ্জিত ও অপ্রমত্ত শত্রুগণ-কর্ত্তৃক জয়চিহ্নধারি পুরুষেরা বিজিত হইল। কর্ণি ও নালীক অস্ত্র যাহার দন্ত, খড়্গ যাহার জিহ্বা, ধনুই যাহার ব্যাদিত বদন, জ্যাতল-শব্দ যাহার নিনাদ, সমরে অপরাঙ্মুখ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ সেই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণের নিকট হইতে যাহারা মুক্ত হইয়াছিল, আমার অসান্নিধ্য-বশত তাহারা এক্ষণে হত হইল। রথরূপ হ্রদ-সমন্বিত, শরবর্ষণরূপ তরঙ্গ-মালা-বিরাজিত, রত্ন-ব্যাপ্ত বাহন-বাজিযুক্ত, শক্তি ও ঋষ্টিরূপ মীনসংযুক্ত, ধ্বজযুক্ত হস্তিরূপ কুম্ভীর-সমন্বিত, শরাসনরূপ আবর্ত্ত-বিশিষ্ট, মহাবাণরূপ ফেণ-সম্বলিত, সংগ্রাম-চন্দ্রোদয়ে বেগধারি বেলা-সদৃশ, জ্যাতল ও নেমিঘোষ-সমন্বিত দ্রোণ-স্বরূপ সাগরে যে সমস্ত রাজপুত্রেরা বহুবিধ শস্ত্র-স্বরূপ নৌকা-দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা আমার অসা-

ন্নিধ্য-বশত নিহত হইলেন। এই জীবলোকে মানবগণের প্রমাদ হইতে শ্রেষ্ঠতর বধ আর কিছুই নাই। অর্থ সকল প্রমত্ত মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে এবং অনর্থ সকল তাদৃশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ধ্বজাগ্র সকল যাহার ধূমকেতু-স্বরূপ, যাহার শর সমুদয় জ্বালা-সদৃশ, যাহার ক্রোধ মহাসমীর-সম্মিত, মহাধনু জ্যাতল ও নেমিনাদ-সমন্বিত, কবচ ও বিবিধ শস্ত্র-সমূহ যাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহাসেনা-রূপ তৃণকাষ্ঠ-সকলের দাবানল-কল্প ভীষ্মময় অগ্নিদাহকে যাঁহারা মহাসমরে সহ্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা আমার অসান্নিধ্য-বশত নিহত হইলেন। প্রমত্ত ব্যক্তি কখন বিদ্যা, তপস্যা, সম্পত্তি ও বিপুল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, প্রমাদ-বিহীন ইন্দ্র সমস্ত শত্রু নিহত করিয়া সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। দেখ, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বণিক্‌গণ যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অনাদর করত কুনদীতে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ ইন্দ্র-তুল্য রাজ-পুত্র ও রাজপৌত্রগণ প্রমাদ-বশত অবশিষ্ট শত্রু অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যে সমস্ত শয়ান পুরুষেরা অমর্ষিত শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সংশয় নাই; এক্ষণে কৃষ্ণার জন্য এই শোক উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই পতিব্রতা সম্প্রতি কিরূপে শোক-সাগরে প্রবেশ করিবেন? তিনি ভ্রাতা, পুত্র এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চাল-রাজকে নিহত শ্রবণ করত অচেতন ও পতিত হইয়া শোক-দুর্ব্বল-দেহে ধরাতলে শয়ন করিবেন। সুখ-শালিনা দ্রৌপদী পুত্র-ক্ষয় ও ভ্রাতৃবধে কাতরা হইয়া হুতাশন-দ্বারা দহ্যমানার ন্যায় সেই শোকজ দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কি করিবেন?

রাজা আর্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করত নকুলকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মন্দভাগিনী রাজ-পুত্রীকে মাতৃপক্ষের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর।" মাদ্রী-নন্দন নকুল ধর্ম্মপ্রতিম রাজার সেই বাক্য ধর্ম্মত স্বীকার করিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক যে স্থানে পাঞ্চাল-রাজের পত্নীগণ অবস্থিত ছিলেন, অবিলম্বে দেবীর সেই আলয়ে গমন করিলেন। শোক-পীড়িত যুধিষ্ঠির মাদ্রী-তনয়কে প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত সুহৃদ্‌গণের সহিত পুনঃপুন রোদন করত ভূতগণ-দ্বারা পরিকীর্ণ পুত্রদিগের যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলকর সমরস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুত্র, সখা ও সুহৃৎ সকল রুধি-রার্দ্রগাত্রে ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে; তাহা-দিগের শরীর সকল বিভিন্ন এবং মস্তক সমুদয় প্রহৃত হইয়াছে। কৌরবাগ্রগণ্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধি-ষ্ঠির তাহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে অচেতন হইয়া স্বগণ-সহ ধরাতলে পতিত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরানুতাপে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা যুধি-ষ্ঠির সমরে পুত্র, পৌত্র ও সখা সকলকে নিহত দেখিয়া মহাদুঃখে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। অনন্তর, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজন সকলকে স্মরণ করত সেই মহাত্মার মহাশোক প্রাদুর্ভূত হইল। সুহৃদ্গণ তৎকালে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অশ্রু-পূর্ণ-নয়ন কম্পমান ও চেতন-শূন্য নরপতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সেই প্রভাতকালে নকুল শোকার্ত্ত দ্রৌপদীর সহিত আদিত্য-সম উজ্জ্বল রথ-দ্বারা আগমন করিলেন। তিনি শিবিরের সন্নিহিত উপপ্লব্য নামক স্থানে গমন করিয়া তৎকালে পুত্রগণের বিনাশ রূপ একান্ত অপ্রিয় বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। শোকার্ত্তা কৃষ্ণা বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া কম্পমানা কদলীর ন্যায় রাজার নিকটে আসিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই প্রফুল্ল পদ্ম-পলাশ-নয়নার বদন রাহুগ্রস্ত অংশুমালীর ন্যায় সহসা শোককর্ষিত হইল। অনন্তর, ক্রোধ-সম্পন্ন সত্য-

বিক্রম বৃকোদর তাঁহাকে পতিত দেখিয়া উল্লম্ফন-পূর্ব্বক বাহু-দ্বয়-দ্বারা ধারণ করিলেন।

ভাবিনী কৃষ্ণা রোদন করত ভীমসেন-কর্ত্তৃক সম্যক্ আশ্বাসিত হইয়া ভ্রাতার সহিত বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি শূর সন্তান সকলকে ক্ষত্রধর্ম্ম-দ্বারা নিপাতিত শ্রবণ করত ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত এই অখিল ভূমণ্ডল ভোগ করিবেন; আপনি ভাগ্যক্রমে কুশলে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে করস্থ করত মত্ত-মাতঙ্গ-বিক্রম সুভদ্রা-সুতকে আর স্মরণ করিবেন না; উপপ্লব্য নগরে আমার সহিত শূর সন্তান সকলকে ক্ষত্রধর্ম্ম-দ্বারা নিহত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আর স্মরণ করিবেন না। মহারাজ! হুতাশন যেমন আপন আশ্রয়কে তাপিত করে, সেইরূপ পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা সুপ্ত সন্তান সকলকে নিহত করিয়াছে—শ্রবণ করিয়া অবধি শোকানল আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। অদ্য যদি সমরে আপনি বিক্রম-পূর্ব্বক সেই সহায়-সম্পন্ন পাপকারী অশ্বত্থামার জীবন হরণ না করেন, তবে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সকলেই ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, এরূপ না হইলে দ্রোণ-নন্দন পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে না।

যজ্ঞসেন-নন্দিনী দুঃখিনী দ্রৌপদী এইরূপ বলিয়া পরিশেষে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপবেশন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির চারুদর্শনা প্রিয় মহিষী দ্রৌপদীকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, হে শুভে! হে ধর্ম্মজ্ঞে! তোমার ভ্রাতা ও পুত্রেরা ধর্ম্মত ধর্ম্ম-সঙ্গত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নহে। হে কল্যাণি! সেই দ্রোণ-তনয় এস্থান হইতে বহু দূরে দুর্গম বনে গমন করিয়াছেন। হে শোভনে! সমরে তাহার নিপাতের বিষয় তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ-পুত্রের মস্তকে এক স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, সেই পাপাত্মাকে সমরে নিহত করিয়া সেই মণি আনয়ন করিলে আমি তাহা দেখিতে পাইব এবং তাহা আপনকার মস্তকে রাখিয়া জীবিত থাকিব, ইহাই আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

চারুদর্শনা দ্রৌপদী রাজাকে এইরূপ কহিয়া ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া এই কথা বলিলেন, নাথ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করত আমাকে রক্ষা কর, ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, তেমনি তুমি সেই পাপকর্ম্মাকে সংহার কর। ইহলোকে বিক্রম বিষয়ে তোমার তুল্য কোন পুরুষ নাই, তাহা সর্ব্বলোকেই বিখ্যাত আছে। বারণাবত নগরে মহাবিপদ-কালে তুমিই পার্থগণের আশ্রয় হইয়াছিলে; সেইরূপ হিড়িম্ব রাক্ষসের দর্শনের সময় তুমিই সকলের গতি হইয়াছিলে। ইন্দ্র যেমন নহুষ রাজার উৎপাত হইতে ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি বিরাট নগরে আমি কীচক-কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইলে তুমি আমাকে সেই ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। হে শত্রুঘাতিন্ পার্থ! পূর্ব্বে যেমন তুমি এই সকল মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, সেইরূপ এক্ষণে অশ্বত্থামাকে নিহত করিয়া সুখী হও।

কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীর বহুবিধ দুঃখ-সমন্বিত বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনোহর গুণযুক্ত শর সহ বিচিত্র শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কাঞ্চন-বিচিত্রিত মহারথে আরোহণ করিলেন এবং নকুলকে সারথি করিয়া দ্রোণ-পুত্রের বধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি সশর শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। হে নরবর! সেই বাতবেগী শীঘ্রগামী হরিদ্বর্ণ হয়গণ চালিত হইয়া বেগ-বশত সত্বর গমন করিল। বীর্য্যবান্ ভীমসেন স্বীয় শিবির হইতে দ্রোণ-পুত্রের রথের গমন-চিহ্ন গ্রহণ করত অবিলম্বে বেগভরে গমন করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার বধার্থ ভীমসেন গমনে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন গমন করিলে যদুশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পাণ্ডব ! আপনার ভ্রাতা পুত্র-শোক-পরায়ণ হইয়া সমরে দ্রোণ-তনয়কে হনন করিতে ইচ্ছা করত একাকীই ধাবিত হইয়াছেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভীম আপনার সকল ভ্রাতা হইতে প্রিয়, অতএব আপনি তাঁহাকে এই ক্লেশসাধ্য-কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া কেন সাহায্য করিতে বিরত রহিয়াছেন ? পরপুরঞ্জয় দ্রোণ নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, 'ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারে' সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরের কেতু-স্বরূপ মহাত্মা মহাভাগ আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া ধনঞ্জয়কে সেই অস্ত্র সম্প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উক্ত অস্ত্র প্রার্থনা করায় তিনি হৃষ্ট-চিত্ত না হইয়া তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, মহাত্মা দ্রোণ নিজপুত্রের চপলতার বিষয় জানিতেন সুতরাং সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ আচার্য্য স্বীয় সুতকে এইরূপে শাসন করিলেন যে, বৎস ! তুমি সমরে নিতান্ত আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও কখন মানবগণের প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না, আচার্য্য দ্রোণ পুত্রকে এই কথা বলিয়া পরে কহিয়াছিলেন যে, তুমি কদাচ সাধুগণের পথে অবস্থিত হইতে পারিবে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই দুষ্টাত্মা পিতার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে সমস্ত কল্যাণে নিরাশ হইয়া শোক বশত মহী-মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তৎকালে আপনি বনবাসী ছিলেন, সুতরাং সে দ্বারকায় আসিয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া বাস করে। কোন সময়ে সে সমুদ্র-তীরে দ্বারকাতে বাস করত একাকী আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, যে 'হে কৃষ্ণ ! ভারতাচার্য্য সত্য-পরাক্রম আমার পিতা উগ্র তপস্যা করত অগস্ত্যের নিকট হইতে দেবগন্ধর্ব্ব-পূজিত ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হে দাশার্হ ! সেই অস্ত্র আমার পিতার নিকটে যেরূপে ছিল, এক্ষণে তাহা আমার নিকটে সেই রূপেই আছে, হে যদুবর ! তুমি আমার নিকট হইতে সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমরে শত্রুঘাতি চক্র অস্ত্র আমাকে প্রদান কর' হে মহারাজ ! সে কৃতাঞ্জলি হইয়া যত্ন-সহকারে আমার নিকট অস্ত্র প্রার্থনা করিলে, আমি প্রীত হইয়া বলিলাম যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব, পক্ষী ও উরগ প্রভৃতি সকলে মিলিত হইলেও আমার বীর্য্যের শতাংশের সমান নহে ; এই ধনু, এই শক্তি, এই চক্র এবং এই গদা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে আমার নিকট হইতে তুমি যে যে অস্ত্র ইচ্ছা কর আমি তাহাই তোমাকে দান করিব। তুমি সমরে যে অস্ত্র উদ্ধার ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে তুমি আমাকে যে অস্ত্র দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা না দিয়াও আমার অস্ত্র গ্রহণ কর। সেই মহাভাগ তখন আমার সহিত স্পর্দ্ধা করত আমার নিকট হইতে সুন্দর নাভিযুক্ত সহস্র অর-সমন্বিত বজ্রনাভ লৌহময় চক্র প্রার্থনা করিল। অনন্তর, 'চক্র গ্রহণ কর' আমি এই কথা বলিলে, সে উৎপতিত হইয়া বামহস্ত-দ্বারা চক্র ধারণ করিল, কিন্তু তাহা স্বস্থান হইতে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর, দক্ষিণহস্ত-দ্বারা তাহা ধারণ করিতে উপক্রম করিল, তথাপি সর্ব্ব-প্রযত্ন ও সমস্ত বল-দ্বারা চক্র ধারণ-পূর্ব্বক যখন তাহা উদ্যত বা চালিত করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইল না—তখন দ্রোণতনয় অতিশয় দুর্ম্মনা হইল এবং যত্ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত রহিল।

আমি অশ্বত্থামাকে তাদৃশ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত ও উদ্বিগ্ন-চিত্ত দেখিয়া আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলাম যে, যে গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ দেবদেবেশ শিতিকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে যাঁহা হইতে অন্য কোন পুরুষ

আমার প্রিয়তর নাই, অন্যকি যাঁহাকে আমার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত অদেয় নহে, হে ব্রহ্মন্! সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা সুহৃৎ পার্থও তুমি আমাকে যে কথা বলিতেছ তাহা পূর্ব্বে কখন বলেন নাই। দ্বাদশবার্ষিক সুমহৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে আগমন করত তপস্যা-দ্বারা যাঁহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সমান-ব্রতচারিণী রুক্মিণীতে যিনি জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই সনৎ-কুমার-সদৃশ তেজস্বী মদীয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই অপ্রতিম সুমহৎ দিব্য চক্র প্রার্থনা করেন নাই, রে মূঢ়! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মহাবল রাম, গদ এবং শাম্বও কখন তাহা প্রার্থনা করেন নাই, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে দ্বারকাবাসি বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয় অন্যান্য মহারথেরাও কখন তাহা প্রার্থনা করেন নাই, তুমি ভরত[illegible]গণের আচার্য্যের পুত্র, সমস্ত যাদবগণের মান্য, হে রথিবর! তুমি এই চক্র-দ্বারা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? দ্রোণ-নন্দন আমা-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রত্যুত্তর বচনে বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমি আপনাকে পূজা করিয়া আপনারই সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং সেই কারণেই দেব ও দানবগণের পূজিত চক্র আপনা হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে বিভো! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি সকলের অজেয় হইব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। হে কেশব! আমি আপনা হইতে দুর্লভ কামনা প্রাপ্ত না হইয়াই স্বচ্ছন্দে প্রতিগমন করি। হে গোবিন্দ! আপনি ইহাই বলুন। এই ভয়ানকের ভয়ানক চক্র যাহা আপনি ধারণ করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে অন্য কেহ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' দ্রোণ-নন্দন আমাকে এই কথামাত্র কহিয়া যুগ্ম অশ্ব, ধন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালে প্রস্থান করিয়াছিল। সে দুরাত্মা, ক্রোধন, চপল এবং ক্রূর, সে ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগ জানে, অতএব তাহা হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা উচিত।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যোদ্ধৃবর যদুনন্দন এইরূপ বলিয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্রযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথে হেমমালাধারি কাম্বোজ দেশীয় তুরঙ্গগণ যোজিত ছিল; শৈব্য ও সুগ্রীব নামক অশ্ব-দ্বয় সেই আদিত্যোদয় সমান বর্ণ রথবরের দক্ষিণ ও বামভাগের ভার বহন করিতে লাগিল, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক বাহ-দ্বয় সেই রথের পার্শ্বদেশের ভারবাহী হইল। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত রত্ন ও ধাতু-বিভূষিত দিব্য ধ্বজযষ্টি রথে উচ্ছ্রিত মায়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভামণ্ডল-মণ্ডিত ও রশ্মিবান্ বিনতানন্দন সেই ধ্বজে অবস্থিত ছিলেন, তাহাতে সেই সত্যবানের কেতু ভুজগারির ন্যায় বিলোকিত হইল। সর্ব্বধনুর্দ্ধরের কেতু হৃষীকেশ, সত্যকর্ম্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জ্জুন সেই রথে আরোহণ করিলেন। অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় দেবরাজের উভয় পার্শ্বে যেরূপ শোভা পান, মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন রথস্থ দাশার্হের উভয় পার্শ্বে সেইরূপ শোভিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করাইয়া বেগযুক্ত অশ্বগণকে প্রতোদ-দ্বারা চালিত করিলেন; অশ্বগণ যদুবর ও পাণ্ডুসুত-দ্বয়-কর্ত্তৃক অধিরূঢ় সেই উৎকৃষ্ট রথ গ্রহণ করত সহসা উৎপতিত হইল। উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় শীঘ্রগামি অশ্বগণ কৃষ্ণকে বহন করিতে থাকিলে মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নরবরেরা বেগভরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের অনুধাবন করত গমন করিলেন; কিন্তু সেই মহারথেরা মিলিত হইয়াও বিপক্ষ-বিনাশার্থ সমুদ্যত ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তী-তনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীমান্ দৃঢ়ধন্বি-

গণ দেখিতে দেখিতেই তিনি হয় সমুদয়-দ্বারা অতিশয় বেগবান্ হইয়া ভাগীরথী-তীরে যেখানে মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুত্র-হন্তা অশ্বত্থামা আছে, পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। গমন করিয়া দেখিলেন, জল-সমীপে মহাত্মা যশস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঋষিগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে সেই ক্রূরকর্ম্মা ঘৃতাক্ত কুশচীরধারী ধূলিধ্বস্ত অশ্বত্থামা আসীন আছে; কুন্তীতনয় মহাবাহু ভীমসেন তাহাকে দেখিবামাত্র শর সহ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং 'থাক্, থাক্,' এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা গৃহীত-শরাসন ভীমসেনকে এবং তাঁহার পশ্চাৎ জনার্দ্দনের রথে উপবিষ্ট ভ্রাতৃ-দ্বয়কে দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্ত হইলেন এবং এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও বিবেচনা করিলেন। অদীনচিত্ত অশ্বত্থামা তখন সেই পরম দিব্য অস্ত্র চিন্তা করত বামহস্ত-দ্বারা ঈষিকাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই আপদ্‌কাল উপস্থিত দেখিয়া দিব্য অস্ত্র প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত দিব্য আয়ুধধারি শূর সকলকে ক্ষমা না করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে নৃপবর! প্রতাপবান্ দ্রোণ-পুত্র নিদারুণ কথা বলিয়া সর্ব্বলোকের মোহের জন্য সেই অস্ত্র মোচন করিলেন। অনন্তর, সেই ঈষিকাতে কালান্তক-যমোপম অগ্নি যেন লোকত্রয় দগ্ধ করিবে বলিয়া উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মশির অস্ত্রত্যাগে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ ইঙ্গিত-দ্বারা অগ্রেই অশ্বত্থামার সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! দ্রোণের উপদিষ্ট যে দিব্য অস্ত্র তোমার অন্তঃকরণে বিরাজ করিতেছে, সম্প্রতি তাহা প্রয়োগ করিবার সময়। হে ভারত! তুমি ভ্রাতৃগণের ও আপনার পরিত্রাণের জন্য সমরে বিপক্ষের অস্ত্র-নিবারণ কারণ আপন অস্ত্র পরিত্যাগ কর। পর-বীরহন্তা পাণ্ডব কেশব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শর-সহ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ করিলেন; প্রথমত আচার্য্য-পুত্রের পরে আপনার এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল হউক্, শত্রুতাপন অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া দেবতা ও গুরুগণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রণাম করত এই অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারিত হউক্, এই অভিপ্রায়ে মহাদেবকে ধ্যান করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই জ্বালাযুক্ত অস্ত্র প্রলয়কালের অনলের ন্যায় সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেইরূপ তিগ্মতেজা দ্রোণ-পুত্রের মহাজ্বালা-যুক্ত ও তেজোমণ্ডল সংবৃত সেই অস্ত্র প্রজ্বলিত হইল; অনেকানেক নির্ঘাত এবং সহস্র সহস্র উল্কা পতিত হইতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের মহাভয় জন্মিল। জ্বালামালা-সমাকুল নভোমণ্ডল অতিশয় শব্দযুক্ত হইল, পর্ব্বত বন ও বৃক্ষের সহিত সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। সেই দুই অস্ত্রের তেজে লোক সকল তাপিত হইল। তখন সর্ব্বভূতাত্মা নারদ এবং ভারতগণের পিতামহ ব্যাসদেব এই মহর্ষি-দ্বয় উভয়ে বীর অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে শান্ত করিবার জন্য এক কালে সেই তেজো-দ্বয়-মধ্যে আপনাদিগকে দর্শন দিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বভূত-হিতৈষী পরমতেজস্বী সেই মুনিদ্বয় দীপ্ত অস্ত্র-দ্বয়-মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। প্রাণিগণের অধৃষ্য দেব দানব-পূজিত যশস্বী ঋষিবরদ্বয় লোক সকলের হিত কামনায় অস্ত্রতেজ শান্ত করিবার জন্য সেই অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ঋষিরা বলিলেন, নানাশস্ত্রজ্ঞ মহারথগণ পূর্ব্বে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যলোকে কখন কোন প্রকারে এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই; এই বীরদ্বয় এ কি মহানিষ্টকর সাহস প্রকাশ করিয়াছে!

অর্জ্জুনাস্ত্র ত্যাগে চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরবর! ধনঞ্জয় সেই অগ্নিসম তেজস্বী ঋষিদ্বয়কে দেখিবামাত্র সত্বর হইয়া সেই দিব্য শর সংহার করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘ অস্ত্র-দ্বারা অস্ত্র শান্ত হউক্’ এই অভিপ্রায়ে আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, সম্প্রতি এই পরম অস্ত্র সংহৃত হইলে পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা আমাদিগকে এবং লোক সকলকে অস্ত্রতেজ-দ্বারা নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, অতএব আমাদিগের এবং সমস্ত লোকের যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে হিত হয়, আপনারা তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া পুনরায় অস্ত্র সংহার করিলেন; সমরে সেই অস্ত্রের সংহার করা দেবগণেরও দুষ্কর, সংগ্রামে পরিত্যক্ত সেই পরম অস্ত্রের পুনর্ব্বার সংগ্রহে পাণ্ডব ভিন্ন অন্যের কথা দূরে থাকুক্, সাক্ষাৎ শতক্রতুও সমর্থ নহেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রত ব্যতীত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সংহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করে নাই, সে এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই অস্ত্র সংহারকর্ত্তার মস্তক ছেদন করে। ব্রহ্মচারী-ব্রতনিষ্ঠ অর্জ্জুন সেই দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াও কখন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সত্যব্রতধর শূর ব্রহ্মচারী এবং গুরু আজ্ঞানুবর্ত্তী এই কারণেই সেই অস্ত্র পুনর্ব্বার সংহার করিলেন।

অনন্তর, অশ্বত্থামা ঋষিদিগকে অগ্রভাগে অবস্থিত দেখিয়া নিজ তেজোবলে সেই ঘোরতর অস্ত্রকে পুনর্ব্বার সংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। হে মহারাজ! দ্রোণ-তনয় সমরে সেই পরম অস্ত্রের প্রতিসংহারে অশক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বৈপায়নকে বলিলেন, মুনে! আমি ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্রাণ প্রার্থনায় এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্ হে ভগবন্! এই ভীমসেন সমরে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনকে মিথ্যা আচার-দ্বারা হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া অধর্ম্ম করিয়াছেন, এই জন্য আমি অস্ত্র মোচন করিয়াছি; আমি জিতেন্দ্রিয় নহি, অতএব এক্ষণে পুনরায় ইহার সংহার করিতে উৎসাহ করি না। মুনে! আমি পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ এই বহ্নি-তেজঃসম্পন্ন দুরাসদ দিব্য অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং পাণ্ডবগণের বিনাশার্থে প্রেরিত এই অস্ত্র অদ্য তাহাদিগকে প্রাণ-বিযুক্ত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবদিগের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সমরে অস্ত্র পরিত্যাগ করত এই পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছি।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! বিদ্বান্ পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয় যে ব্রহ্মশির অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা রোষ-বশত অথবা তোমার বিনাশের নিমিত্ত নহে, সমরে তোমার অস্ত্রকে শান্ত করিবার জন্যই অর্জ্জুন এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতিসংহার করিলেন, মহাবাহু ধনঞ্জয় তোমার পিতার উপদেশ-বশত এই দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন নাই। যে ব্যক্তি ঈদৃশ ধৈর্য্যশালী, সাধু, সমস্ত অস্ত্রবিৎ এবং সৎস্বভাব, তুমি ভ্রাতা ও বন্ধুগণ-সহ তাহার বধ কামনা করিতেছ কেন? যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্র পরম অস্ত্র-দ্বারা বাধিত হয়, পর্জ্জন্যমেঘ সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বর্ষণ করে না। এই জন্য মহাবাহু অর্জ্জুন সমর্থ হইয়াও প্রজাগণের হিত করিবার ইচ্ছা-হেতু তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। পাণ্ডবগণ, তুমি এবং রাজ্য সততই সম্যক্প্রকারে রক্ষণীয়, অতএব হে মহাবাহো! তুমি এই দিব্য অস্ত্র সংহার কর। তোমার রোষ না হউক্, পাণ্ডবগণ নিরাময় হউন্; রাজর্ষি পাণ্ডুনন্দন অধর্ম্মত জয় করিতে ইচ্ছা করেন না। তোমার মস্তকে যে মণি আছে, তাহা ইহাঁদিগকে দান কর, পাণ্ডবেরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ইহ-লোকে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎ সমুদয় হইতে আমার এই মণি উৎকৃষ্ট; যাহা মস্তকে বন্ধন করিয়া আমার শস্ত্র-ব্যাধি বা, ক্ষুধা জন্য ভয় নাই, এবং দেব, দানব, নাগ, রাক্ষস ও তস্করগণ হইতে কোন ভয় উৎপন্ন হয় নাই; যে মণির এরূপ বীর্য্য, তাহা কোন প্রকারে আমার ত্যাজ্য হইতে পারে না। কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, এক্ষণে তাহাই আমার কর্ত্তব্য; এই মণি এবং আমিও উপস্থিত আছি, পরন্তু এই উদ্যত অমোঘ ঐষিক অস্ত্র পাণ্ডবগণের গর্ব্ভে পতিত হইবে। ভগবন্! আমি এই উদ্যত অস্ত্রকে পুনরায় সংহার করিতে সমর্থ নহি, এজন্য এই অস্ত্রকে গর্ব্ভে পরিত্যাগ করিলাম। হে মহামুনে! আপনকার বাক্য প্রতিপালন করিব না, এরূপ নহে। ব্যাসদেব কহিলেন, হে অনঘ! তুমি অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না, গর্ব্ভে ইহা পরিত্যাগ করিয়া উপরত হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, অশ্বত্থামা দ্বৈপায়নের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমরে উদ্যত পরম অস্ত্র গর্ব্ভ উদ্দেশে মোচন করিলেন।

ব্রহ্মশির অস্ত্রের গর্ব্ভ প্রবেশে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হৃষীকেশ পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক গর্ব্ভ উদ্দেশে সেই অস্ত্র পরিত্যক্ত হইল জানিয়া হৃষ্ট হইয়া তখন দ্রোণ-নন্দনকে এই কথা বলিলেন, পূর্ব্বে বিরাটরাজের দুহিতা গাণ্ডীবধন্বার পুত্রবধূ উপপ্লব্য নগরে গমন করিলে কোন ব্রতবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "কুরুবংশীয়গণের ক্ষয় হইলে তোমার পুত্র জন্মিবে, অতএব এই গর্ব্ভস্থ বালকের নাম পরিক্ষিৎ হইবে" এক্ষণে সেই সাধুর বাক্য সত্য হইল; পরিক্ষিৎ, পাণ্ডবগণের বংশ-রক্ষাকর সন্তান হইবে। সাত্বত-প্রবর গোবিন্দ তৎকালে এইরূপ বলিতে থাকিলে, দ্রোণ-নন্দন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া এই উত্তর করিলেন যে, হে কেশব! তুমি পক্ষপাত-বশত যাহা কহিতেছ, তাহা নহে; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; তুমি যে গর্ব্ভ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমার পরিত্যক্ত অস্ত্র সেই বিরাট-দুহিতার গর্ব্ভেই পতিত হইবে।

ভগবান্ কহিলেন, সেই পরম অস্ত্রের পতন অব্যর্থ, অতএব তাহা অবশ্যই ঘটিবে; কিন্তু, সেই গর্ব্ভস্থ বালক মৃত হইয়াও জন্মগ্রহণ করিবে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। মনীষিগণ তোমাকে বারম্বার পাপকর্ম্মকারী বালপ্রাণহারী পাপাত্মা ও কাপুরুষ বলিয়া জানিবেন, সুতরাং তুমি এই পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিবে; তুমি কখন কাহারও সহিত কোনরূপ কথোপকথন করিতে না পাইয়া তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে; সহায়-শূন্য হইয়া নির্জ্জন-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে; রে ক্ষুদ্র! জন-সমাজ-মধ্যে তোমার বসতি হইবে না; রে পাপাত্মন্! তুমি পূয-শোণিত-গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি-সমন্বিত হইয়া দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করত বিচরণ করিবে। আর পরিক্ষিৎ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া শূরত্ব ও বেদব্রত লাভ করত শারদ্বত কৃপের নিকটে সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করিবে; সেই ধর্ম্মাত্মা ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ব্রতে স্থিরতর থাকিয়া, পরম অস্ত্র সকল বিদিত হইয়া ষষ্টি বৎসর কাল এই ভূমণ্ডল পালন করিবেন। রে দুর্ম্মতে! অতঃপর তোমার সাক্ষাতেই মহাবাহু কুরুরাজ পরিক্ষিৎ নৃপতি হইবেন। রে নরাধম! আমার সত্য ও তপস্যার বল বিলোকন কর, আমি সেই শস্ত্রাগ্নি তেজে দগ্ধ গর্ব্ভস্থ বালককে জীবিত করিব।

ব্যাসদেব কহিলেন, তুমি আমাদিগকে অনাদর করিয়া যখন এই দারুণ কর্ম্ম করিলে, ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন তোমার চরিত্র এইরূপ এবং তুমি যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ, তখন দেবকী-নন্দন তোমাকে যে উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, তাহাই ঘটিবে, সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি এবং এই পুরুষোত্তম সত্যবাদী হউন্, আমি ইহলোকে পুরুষগণের মধ্যে আপনারই সহিত অবস্থিতি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণ-তনয় মহানুভব পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাদিগের সকলের সাক্ষাতেই বন গমন করিলেন। হত-বৈর পাণ্ডবেরাও গোবিন্দকে এবং মহামুনি দ্বৈপায়ন ও নারদকে পুরঃসর করিয়া দ্রোণ-পুত্রের সহজ মণি গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর হইয়া মরণার্থ কৃতনিশ্চয়া মনস্বিনী দ্রৌপদীর নিকটে ধাবিত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই নরবরেরা কৃষ্ণের সহিত বায়ুসম-বেগ-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট অশ্বগণদ্বারা পুনরায় শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। শোকপীড়িত মহারথ পাণ্ডবগণ কেশব-সহ সত্বর হইয়া উভয় রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক শোকার্ত্তা দ্রৌপদীকে মলিন-বর্ণা দেখিলেন এবং সেই দুঃখ-শোকসমন্বিতা নিরানন্দা কৃষ্ণার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর, রাজার আজ্ঞানুসারে মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীকে সেই দিব্য মণি প্রদান করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! এই তোমার মণি, তোমার সেই পুত্রহন্তা পরাজিত হইয়াছে; ওঠ! শোক পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ কর। হে অসিতেক্ষণে! হে ভীরু! শান্তির জন্য বাসুদেবের গমনকালে তুমি তাঁহাকে বলিয়াছিলে, "রাজা যখন শান্তি ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি বুঝিলাম, আমার পতি, পুত্র এবং ভ্রাতা কেহই নাই; হে গোবিন্দ! তুমিও আমার কেহই নহ।" তুমি পুরুষোত্তমকে এই সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুরূপ যে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে তোমার স্মরণ করা উচিত। আমাদিগের রাজ্যের বিরোধী পাপ দুর্য্যোধন হত হইয়াছে; দুঃশাসন জীবিত থাকিতেই আমি তাহার রুধির পান করিয়াছি; বৈর-বিষয়ে অনৃণ হইয়াছি; লোকের নিকট নিন্দনীয়ও হই নাই; দ্রোণ-পুত্রকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র এই গৌরব-বশত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হে দেবি! তাহার যশ নষ্ট হইয়াছে, শরীর-মাত্র অবশিষ্ট আছে, সে মণি হইতে বিযোজিত এবং তাহার অস্ত্র ভ্রংশিত হইয়াছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, গুরুপুত্র আমার গুরু, অতএব তাঁহার নিকট আমি কেবল অঋণী হইয়াছি। হে ভারত! মহারাজ এক্ষণে এই মণি নিজ মস্তকে বন্ধন করুন। অনন্তর, রাজা তৎকালে দ্রৌপদীর বচনানুসারে সেই মণি গ্রহণ করত তাহা গুরুর উপভুক্ত বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। রাজা সেই দিব্য মণি মস্তকে ধারণ করত চন্দ্র-সমন্বিত উদয়-শৈলের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর, পুত্র-শোকার্ত্তা মনস্বিনী কৃষ্ণা উত্থিতা হইলেন, পরে ধর্ম্মরাজ, মহাবাহু কৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী-সান্ত্বনে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৌপ্তিকে সেই তিন জন রথি-কর্ত্তৃক সমস্ত সৈন্য হত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির শোক প্রকাশ করত দাশার্হকে এই কথা বলিলেন। কৃষ্ণ! পাপাত্মা পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রাশয় অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক আমার মহারথ পুত্রগণ কেন নিহত হইল এবং কৃতাস্ত্র, বিক্রমশালী, শত সহস্র ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ দ্রুপদরাজের পুত্রগণ দ্রোণ-নন্দনকর্ত্তৃক কি কারণে নিপাতিত হইলেন? মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সমরে যাহাকে প্রাধান্য প্রদান করেন নাই, সে রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে কিপ্রকারে নিহত করিল? গুরুপুত্র এমন কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা একাকী আমাদিগের সকলকে বধ করিলেন?

ভগবান্ কহিলেন, দ্রোণ-নন্দন অবশ্যই দেবদেব অব্যয় মহেশ্বরের শরণাগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই একাকী অনেক ব্যক্তিকে বধ করিয়াছেন; মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অমর বর প্রদান করিয়া থাকিবেন এবং এরূপ বীর্য্য দিয়া থাকিবেন,

যাহাতে তিনি ইন্দ্রকেও অবসন্ন করিতে সমর্থ হয়েন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি মহাদেবকে এবং তাঁহার যে সমস্ত বিবিধ পুরাণ কর্ম্ম আছে, তাহাও যথার্থরূপে জানি। হে ভারত! ইনিই প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত-স্বরূপ; ইহাঁর কর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পিতামহ প্রথমত প্রজা সৃজনে ইচ্ছা করিয়া এই মহাদেবকে দর্শন করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি জীবগণকে সৃষ্টি কর, বিলম্ব করিও না।" মহাদেব তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া জীবগণের দোষ দর্শন করিলেন, পরে সেই মহাতপা জল-মধ্যে মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। পিতামহ বহুকাল তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে সর্ব্বভূতের সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন রজোগুণময় চতুর্ম্মুখদেবকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। তিনি মহাদেবকে জল মধ্যে সুপ্ত দেখিয়া পিতামহকে কহিলেন "যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তবে আমি প্রজা সৃষ্টি করিব। পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, "তোমা ভিন্ন অগ্রজন্মা পুরুষ আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র স্থাণু আছেন, তিনিও জল-মধ্যে মগ্ন রহিয়াছেন, অতএব তুমি বিশ্বস্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য কর।" চতুর্ম্মুখ, পিতামহের আদেশক্রমে ভূত-সকলের এবং দক্ষপ্রভৃতি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন; যাঁহাদিগের দ্বারা এই সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূত-সমূহের প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্রজাগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রজাপতিকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করত সহসা ধাবমান হইল। তিনি ভক্ষ্যমাণ হইয়া পরিত্রাণার্থ পিতামহের নিকটে গমন করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! ইহাদিগ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আপনি ইহাদিগের বৃত্তি বিধান করুন। অনন্তর, পিতামহ তাহাদিগের ভক্ষণ জন্য ওষধি ও স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদয় এবং বলবান্ জীবগণের জন্য দুর্ব্বল জন্তুদিগকে অন্ন বিধান করিয়া দিলেন। সৃষ্ট প্রজাগণের জন্য এইরূপ অন্ন বিহিত হইলে তাহারা যথা-স্থানে গমন করিল।

হে মহারাজ। অনন্তর, তাহারা নিজ নিজ যোনিতে প্রীতিমান্ থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জীব সমুদয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং লোক-গুরু পিতামহ তুষ্ট হইলে সেই অগ্রজন্মা দেবদেব জল হইতে উত্থিত হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ রুদ্র বিবিধরূপ সৃষ্ট প্রজাগণকে নিজ তেজে বর্দ্ধিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রসব-সামর্থ্যস্বরূপ নিজ লিঙ্গকে পৃথিবীতে পাতিত করিলেন। শিবলিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তৎকালে অব্যয় ব্রহ্মা বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, হে শর্ব্ব! তুমি জল-মধ্যে বহুকাল অবস্থান করিয়া কি করিলে এবং কি নিমিত্ত এই লিঙ্গ উৎপাদন করিয়া ভূমিতে প্রবেশিত করিলে? লোকগুরু রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, এই সমস্ত প্রজা অন্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই লিঙ্গ লইয়া আমি কি করিব? হে ব্রহ্মন্! আমার তপস্যা-দ্বারা প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, ওষধি সকলের পরিবর্ত্তন-ক্রমে প্রজাগণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ অন্ন হইতে রেত এবং রেত হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়া অবসানে অন্নে পরিণত হইতেছে, মহাতপা মহাদেব ক্রোধের সহিত এইরূপ বলিয়া বিমনা হইয়া তপস্যা করিবার জন্য মুঞ্জবান পর্ব্বতের শিখরে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-সংবাদে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

ভগবান্ কহিলেন, ঈশ্বরের তিরোধানানন্তর, দেবযুগ অতীত হইলে সত্যযুগে দেবগণ বেদ-প্রমাণানুসারে যথাবিধি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করত তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের কারণ ঘৃতাদি ভাগার্হ দেবতাসকল ও যজ্ঞিয় দ্রব্য সমুদয় আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত দেবতারা রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না, এ জন্য সেই ফলদাতার

ভাগ কল্পনা করেন নাই ; দেবগণ যজ্ঞস্থলে স্থাণুর ভাগ কল্পনা না করিলে কৃত্তিবাসা ইচ্ছা-পূর্ব্বক যজ্ঞনাশক ধনু সৃষ্টি করিলেন ; সমস্ত লোক আমাকে সাধু বলিয়া জানুক, এই বাসনা-স্বরূপ লোক-যজ্ঞ, গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার-স্বরূপ ক্রিয়াযজ্ঞ, পত্নী-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি-রূপ গৃহযজ্ঞ, আত্মতর্পণ-স্বরূপ পঞ্চভূতময় যজ্ঞ এবং অতিথি-তর্পণ-রূপ নৃযজ্ঞ, এই পঞ্চবিধ সনাতন যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ-দ্বারা কপর্দ্দী ধনু বিধান করিলেন। তাঁহার ধনু পঞ্চ হস্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইল। হে ভারত ! বষট্-কার সেই ধনুকের জ্যা হইল ; আর্থিত্ব, সমর্থত্ব, দ্বন্দ্ব-শূন্যত্ব ও শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি, এই চারি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ সেই ধনুকের দৃঢ়তা বিধান করিল।

অনন্তর, দেবগণ যে স্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। সেই অব্যয় ব্রহ্মচারীকে ধনু-র্দ্ধারী দেখিয়া পৃথিবী দেবী ব্যথিতা হইলেন, পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বায়ু বহিল না, অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না, আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্র সকল উদ্বিগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইল, আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আকুল ও আবৃত রহিল। তৎকালে দেবগণ অভিভূত হইয়া কোন বিষয় জানিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগের সঙ্কল্পিত যজ্ঞ প্রকাশিত হইল না, বরঞ্চ তাঁহারা ত্রাসিত হইলেন। অনন্তর, মহাদেব ভয়ঙ্কর শর-দ্বারা যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে অগ্নিরূপী যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিলেন। মহারাজ! তিনি সেইরূপে রুদ্র-কর্ত্তৃক অনুগম্যমান ও স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়া বিরাজিত হইলেন। যজ্ঞ অপক্রান্ত হইলে দেবগণেরচৈতন্য প্রকাশ পাইল না, সুরগণ সংজ্ঞা-হীন হইলে কোন বিষয়ই বিজ্ঞাত হইল না।

অনন্তর, ত্রিলোচন ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুষ্কোটি-দ্বারা সবিতার বাহু-দ্বয়, ভগের নয়ন-যুগল এবং পূষার দন্ত সকল আহত করিলেন। তৎকালে দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সকল সর্ব্ব দিকে ধাবিত হইল ; কেহ কেহ সেই স্থানেই ঘূর্ণিত হইয়া গতাসুর ন্যায় রহিলেন। সেই নীলকণ্ঠ অবলীলাক্রমে তৎসমুদয়কে বিদ্রাবিত করত ধনুষ্কোটি স্তব্ধ করিয়া সুরগণকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, দেবগণের উক্ত-বাক্য তাঁহার ধনু-গুণ ছেদন করিল। মহারাজ! গুণ সহসা বিচ্ছিন্ন হইলেও ধনু শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর, দেববর ধনুঃ শূন্য হইলে দেবতারা যজ্ঞের সহিত তাঁহার শরণাগত হইলেন। তাঁহারা শরণা-পন্ন হইলে মহাদেব দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করি-লেন, ভগবান্ নিজ ক্রোধ জলাশয়ে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেন ; তদীয় ক্রোধ অগ্নিরূপে অনবরত সমস্ত জল শোষণ করিতে লাগিল। হে পাণ্ডব ! তিনি প্রসন্ন হইয়া ভগের নয়ন-দ্বয়, সবিতার বাহু-যুগল, পূষার দন্ত সকল এবং সমস্ত যজ্ঞফল পুনরায় প্রদান করিলেন। অনন্তর, সমস্ত জগৎ পুনরায় সুস্থ হইল ; দেবতারা মহাদেবের জন্য সমস্ত যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত জগৎ অস্বস্থ হইয়াছিল, তিনি প্রসন্ন হইলে পুনরায় সমু-দয় স্বস্থ হইল। সেই বীর্য্যবান্ মহাদেব এই অশ্ব-ত্থামার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য আপন-কার মহারথ পুত্রগণ-সানুচর পাঞ্চালসকল ও অন্যান্য অনেকানেক শূরেরা নিহত হইয়াছেন ; অতএব এ বিষয় আপনি মনেও আলোচনা করি-বেন না, ইহা অশ্বত্থামার কৃত নহে, মহাদেবেরই অনুগ্রহ এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরসংবাদে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮

সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষিকপ্রকরণ ও সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

ীল শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাদি মহামহাশ্বর মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা মুদ্রিত

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের একাদশ অংশ স্ত্রীপর্ব্ব গান্ধারী-প্রভৃতি বীর-জননীগণের বিলাপ-বচনে পরিপূর্ণ, জলপ্রাদানিক ও শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত, ইহাতে সমরে নিহত নৃপতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সদ্গতি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা সংশোধিত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল মুদ্রাঙ্কন-কালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণতত্ত্ব-বাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন; মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না; ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন ইতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

অথ জলপ্রদান প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া, পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্যগণ নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? এবং মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র কুরুরাজ তথা কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি তিন জন মহারথই বা কি করিলেন? পরস্পর শাপ-জনিত অশ্বত্থামার কৃত কর্ম্ম শ্রুত হইল, অতঃপর সঞ্জয় যাহা কহিয়াছিলেন সেই বৃত্তান্ত বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত পুত্র হত হইলে ছিন্নশাখ বৃক্ষ-সদৃশ পুত্রশোক-সন্তপ্ত চিন্তাপরিপ্লুত ধ্যান ধারণ-বশত মৌনব্রত দীন-চিত্ত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় এই কথা বলিলেন যে, মহারাজ! কেন শোক করিতেছেন? শোক করিলে কোন আনুকূল্য হইবে না, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হওয়ায় সম্প্রতি এই বসুমতী জনশূন্য হইয়াছে। নানা দেশীয় নরাধিপগণ নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়া আপনকার পুত্রের সহিত সকলেই নিধন লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে পিতৃগণ পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি সুহৃৎ ও গুরুগণের প্রেতকার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিতে আদেশ প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে নিতান্ত পীড়িত দুর্দ্ধর্ষ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার পুত্র, অমাত্য ও সমস্ত সুহৃৎজন হত হওয়াতে এক্ষণে আমি এই পৃথিবী-মধ্যে বিচরণ করত অবশ্যই দুঃখ অনুভব করিব। আমি বন্ধু-বিহীন হইয়াছি, অতএব জরাজীর্ণ ছিন্ন-পক্ষ পক্ষীর ন্যায় আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন আছে? আমার রাজ্য হৃত, বন্ধু হত এবং চক্ষু নষ্ট হইয়াছে সুতরাং আমি ক্ষীণ-রশ্মি অংশুমালীর ন্যায় আর প্রকাশ পাইব না। আমি সুহৃৎ-সকলের বাক্য শ্রবণ করি নাই, পরশুরামের কথা প্রতিপালন করি নাই, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্য রক্ষা করি নাই, সভা-মধ্যে কৃষ্ণ আমার শ্রেয়স্কর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ! বৈরভাবে প্রয়োজন নাই, আপন পুত্রকে নিবারণ করুন' আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সেই বাক্য প্রতিপালন না করিয়া নিরতিশয় পরিতপ্ত হইতেছি, বৃষভের ন্যায় নিনাদকারী দুর্য্যোধনের জন্য আমি ভীষ্মদেবের ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করি নাই, দুঃশাসনের বধ, কর্ণের বিপর্য্যয় এবং দ্রোণরূপ সূর্য্যের গ্রহণ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

হে সঞ্জয়! আমি মোহাভিভূত হইয়া এক্ষণে যাহার এই ফল ভোগ করিতেছি, পূর্ব্বে এমন কোন পাপাচরণ করিয়াছিলাম, তাহা ত স্মরণ হয় না,

তবে পূর্ব্বজন্মে আমি অবশ্যই কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিয়া থাকিব, যদ্দ্বারা বিধাতা আমাকে দুঃখযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার বয়সের পরিণাম হইয়াছে, সমস্ত বন্ধু ক্ষয় হইয়াছে, এক্ষণে দৈব-যোগে সুহৃৎ ও মিত্রগণের বিনাশ উপস্থিত হইল; অতএব ভূমণ্ডলে আমা হইতে নিতান্ত দুঃখিত পুরুষ অন্য আর কে আছে? সুতরাং পাণ্ডবেরা অদ্যই আমাকে ব্রহ্মলোকের বিবৃত দীর্ঘ-পথে ব্রত-ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত অবলোকন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা এইরূপে বহু শোক প্রকাশ করত বিলাপ করিতে থাকিলে সঞ্জয় যা-হাতে তাঁহার শোক বিনাশ হয় তাদৃশ বাক্যে বলি-লেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, হে নৃপ-সত্তম! সৃঞ্জয় পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পূর্ব্বে মুনিগণ যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি বৃদ্ধগণ হইতে সেই সমস্ত বেদ-নিশ্চয় এবং বিবিধ শাস্ত্র ও আগম শ্রবণ করিয়াছেন। আপনার পুত্র যৌবনজন্য দর্প অবলম্বন করিলেন, আপনি যেমন হিতবাদি সুহৃদ্গণের বাক্য অবধারণ করেন নাই, সেইরূপ লুব্ধ ও ফলাভিলাষী হইয়া নিজ স্বার্থের বিষয়ও কিছু চিন্তা করেন নাই, কেবল নিজ-বুদ্ধি-প্রভাবে একধার অসি-দ্বারা তাবৎ চেষ্টা করিয়াছেন। সুচ-রিত-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই সতত সেবা করিত তথাচ দুঃশাসন যাহার মন্ত্রী, দুরাত্মা কর্ণ, দুষ্ট-স্বভাব শকুনি, দুর্ম্মতি চিত্রসেন, এবং যে, সমস্ত জগৎকে শল্যপ্রায় করিয়াছিল, সেই শল্য যাহার মন্ত্রণা পাত্র, হে মহারাজ! আপনকার সেই পুত্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, শরদ্বানের পুত্র কৃপ, মহাবাহু কৃষ্ণ, ধীমান্ নারদ, অমিততেজস্বি ব্যাসদেব, তথা অন্যান্য ঋষিগণের বাক্য প্রতিপা-লন করেন নাই। আপনার বীর্য্যবান্ পুত্র দুর্য্যো-ধন অল্পবুদ্ধি, অহঙ্কারী, নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী, ক্রূর, দুর্ম্মর্ষণ ও সতত অসন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি শা-স্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, নিয়ত সত্যরত অতএব আপনার ন্যায় ঈদৃশ বুদ্ধিমান্ সাধুব্যক্তিগণ কখন মুগ্ধ হয়েন না। ক্ষত্রিয়গণ কোন ধর্ম্মকে সৎকার করেন নাই, নিয়তই যুদ্ধ কামনা করিতেন, সুতরাং সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে শত্রুদিগের যশ বর্দ্ধিত হইল।

আপনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, ক্ষম-তাসত্ত্বেও কিছু বলেন নাই এবং উভয়পক্ষের ভার তুল্য-রূপে ধারণ করেন নাই। প্রথমত মনুষ্যের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত, যদ্দ্বারা প্রয়ো-জনীয় বিষয় অতীত না হয় এবং পশ্চাত্তাপ-যুক্ত হইতে না হয়, সেই রূপেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! আপনি পুত্রস্নেহ-বশত তাঁহার প্রিয়-কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া এই পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনার শোক করা উচিত নহে। যে পুরুষ কেবল মধু দর্শন করিয়া উচ্চ স্থান হইতে পতন-সম্ভাবনা দেখে না, সে যেমন মধুলোভে প্রপাত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোক করিয়া থাকে, আপনিও তদ্রূপ শোক করিতেছেন। শোক করিয়া অর্থ প্রাপ্তি হয় না, শোক করিয়া কোন ফল লাভও হয় না, শোককারীব্যক্তি প্রিয়বস্তু এবং পরম পদ মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন-পূর্ব্বক বস্ত্র-দ্বারা পরিবেষ্টন করত যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা দহ্যমান হইয়া মনস্তাপ ভোগ করে, সে পণ্ডিত নহে। আপনি পুত্রের সহিত বাক্যরূপ বায়ু-দ্বারা পাণ্ডব-স্বরূপ পাবক সন্ধুক্ষিত ও প্রজ্বলিত করিয়া লোভরূপ আজ্য সেচন করিয়াছেন, সেই সমিদ্ধ অনলে শলভের ন্যায় আপনকার পুত্রেরা পতিত হইয়াছেন, সেই শরাগ্নি-সন্দগ্ধ সন্তান সকলের জন্য শোক প্রকাশ করা আপনার উচিত হয় না। মহা-রাজ! আপনি অশ্রুপাত বশত যে মলিন বদন ধা-রণ করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্ট নহে, পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রশংসা করেন না। পাণ্ডবেরা বিস্ফুলি-ঙ্গের ন্যায় এই সমস্ত মানবকে দগ্ধ করিতেছেন, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন এবং নিজবুদ্ধি-

প্রভাবে আপনার-দ্বারা আপনাকে ধারণ করুন।

হে শত্রুতাপন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইলে বিদুর পুনরায় বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। অনন্তর, বিদুর অমৃতময় বাক্য-দ্বারা বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্লাদিত করত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

বিদুর কহিলেন, হে লোকেশ্বর মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, কেন শয়ান রহিয়াছেন? আপনাকে আপনিই ধারণ করুন, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। বহু সমবায় হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং জীবিত থাকিলেই মরণ হইয়া থাকে। হে ভারতক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যম যখন শূর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন, তখন সেই সকল ক্ষত্রিয়েরা কি যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন? মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে। মহারাজ! কাল আগত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে ভারত! জীব-সকলের অগ্রে অভাব থাকে, মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য সদ্ভাব হয়, নিধনে পুনরায় অভাব হইয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিবার প্রয়োজন কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হইতে পারে না, শোক করত মৃত হইতেও সমর্থ হয় না, লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন? হে কুরুসত্তম! কাল সমস্ত প্রাণীকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৃণের অগ্রভাগ-সকল যেমন বায়ু-বশত নত হয়, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক-যোগে সকলেই কালের নিকটে গমন করিতে থাকিলে যাহার কাল অগ্রে গত হয় তাহার বিষয়ে পরিদেবনা কি? মহারাজ! শাস্ত্র যদি প্রমাণ হয়, তবে আপনকার পুত্রেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই সমস্ত যুদ্ধহত পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নহে; তাঁহারা সকলে স্বাধ্যায়বন্ত, সকলেই চরিতব্রত এবং সকলেই সমরে সম্মুখীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিয়া প্রয়োজন কি? তাঁহারা পূর্ব্বে অদৃষ্ট থাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য দর্শনপথে আসিয়াছিলেন, পরে দর্শনপথের অগোচর হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার নহেন, আপনিও তাঁহাদিগের নহেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কেন? সমরে [illegible] ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে, যেব্যক্তি-দ্বারা হত হয় তিনিও যশোলাভ করেন, আমাদিগের এই উভয় বিষয়েই বহু গুণ আছে, যুদ্ধে কোন প্রকারে নিষ্ফলতা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের জন্য কামপ্রদ লোক সকল সৃষ্টি করিবেন, তাঁহারা ইন্দ্রের অতিথি হইবেন। সমরে হত শূরগণ যেরূপে স্বর্গে গমন করেন, নীতিজ্ঞ যজ্ঞযাজি-ব্যক্তি-সকল তপস্যা ও তত্ত্ববিদ্যা-দ্বারা তাদৃশরূপে সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা শূর-সকলের শরীর-স্বরূপ হুতাশনে শরাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই তেজস্বিগণ পরস্পর নিজ শরীরে হূয়মান বাণ সকল সহ্য করিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনাকে কহিতেছি, ইহাই স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। সেই মহাত্মারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রত, শূর ও সমর-শোভাকর, তাঁহারা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা বিহিত হয় না। হে নরবর! আপনি আপনা-দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না।

এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

এই সংসারে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা, উৎপন্ন হইয়া এইরূপ দুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহারাই বা কাহার, আমরাই বা কাহার। এই সংসারে সহস্র সহস্র শোকের বিষয় এবং শত শত ভয়ের বিষয় বিদ্যমান আছে, মূঢ়-ব্যক্তিরাই তাহাতে আবিষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। হে কুরুসত্তম! কালের নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই, কাল কাহারও বিষয়ে উদাসীন থাকেন না, তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন। কালই জীবগণকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, কালই প্রজা সকলকে সংহার করিতেছেন, সকলে সুপ্ত হইলে কালই জাগরিত থাকেন, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। রূপ, যৌবন, জীবিত, দ্রব্য-সঞ্চয়, আরোগ্য এবং প্রিয় সহবাস এই সকলই অনিত্য, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমুদয়ে আসক্ত হয়েন না। আর সাধারণের সম্বন্ধে যে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনি একাকী কেন শোক প্রকাশ করেন? আত্মীয় স্বজনের বিনাশেই শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, নিয়ত শোক চিন্তা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না; পরাক্রম থাকিলে শোক না করিয়াও তাহার প্রতীকার করা যায়, দুঃখের চিন্তা না করাই তাহার প্রতীকারের উপায়, সতত শোক চিন্তা করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না, বরঞ্চ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনিষ্ট সংঘটন এবং প্রিয় বস্তুর বিঘটন-নিবন্ধন অল্পবুদ্ধি মানবেরা দুঃখযুক্ত হয়। মহারাজ! আপনি যে জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধি, ধর্ম্ম বা সুখ কিছুই নাই। মানবগণ বিশেষ বিশেষ ধনস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যার্থ হইতে বিচলিত হয় না—এমন নহে, তাহারা ত্রিবর্গ হইতেও বিচ্যুত হইয়া থাকে। অসন্তুষ্ট মনুষ্যেরা বিশেষরূপে মুগ্ধ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা মানস দুঃখ এবং ঔষধ-দ্বারা দৈহিক দুঃখ বিনষ্ট করিবে, জ্ঞানের এই সামর্থ্যকে বালকের সহিত সমতা করিবেনা। মনুষ্য শয়ান হইলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তাহার সহিত শয়ন করে, অবস্থান করিলে তাহার সহিত অবস্থিত হয়, গমন করিলে তাহার অনুধাবন করিয়া থাকে, মনুষ্য যে যে অবস্থায় যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সেই অবস্থায় সেই সেই ফল ভোগ করেন। যিনি যে শরীর-দ্বারা যে কর্ম্ম করেন, তিনি সেই শরীর-দ্বারা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের সাক্ষী। মনুষ্য শুভকর্ম্ম-দ্বারা সুখ ও পাপকর্ম্ম-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কৃতকর্ম্মের ফল সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অকৃতকর্ম্মের ফল কুত্রাপি ভুক্ত হয় না; আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মূলঘাতি জ্ঞান-বিরুদ্ধ বহু পাপকর কর্ম্মে সংসক্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার মনোহর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার এই শোক বিনষ্ট হইল, পুনরায় তোমার তত্ত্বকথাসকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিতেরা অনিষ্ট সংসর্গ এবং ইষ্টবর্জ্জন হেতু কি প্রকারে মানস দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন?

বিদুর কহিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি যে যে মানসিক সুখ বা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি সেই সেই সুখ দুঃখ হইতে নিয়মিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সমুদয় যাহা চিন্তা করা যায়, তৎতাবৎই অনিত্য, লোক সকল কদলীতরুর ন্যায় অসার। প্রাজ্ঞ, মূঢ়, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলেই প্রেতভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিজ্বর হওত নিদ্রিত হয়েন। মাংসশূন্য অস্থি বহুল স্নায়ুনিবন্ধন গাত্র-দ্বারা অপর লোকে

কিরূপ বিশেষ দর্শন করিয়া থাকে যাহার-দ্বারা কুল, রূপ-প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারে? বিসম্বাদিত বুদ্ধিমন্ত মানবেরা কি জন্য পরস্পর এইরূপ কামনা করে। পণ্ডিতেরা মনুষ্য-দেহ সকলকে গৃহের ন্যায় বলিয়া থাকেন, কাল-সহকারে তাহারা এক মাত্র শাশ্বত পুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকে। পুরুষ যেমন জীর্ণ বা অজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করত অন্য বস্ত্র অভিলাষ করে, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও সেইরূপ।

হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! ইহ লোকে সুখ ও দুঃখ জীবগণের প্রযত্ন সাধ্য, এই কারণে তাহারা স্বকৃত-কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভারত! কর্ম্ম-দ্বারাই স্বর্গ, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মনুষ্য অবশই হউক বা স্ববশই হউক, কর্ম্ম হইতেই সুখ দুঃখের ভার বহন করিয়া থাকে। মৃণ্ময় ভাণ্ড চক্রে আরূঢ় অথবা কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণ কিম্বা কৃতমাত্র অথবা সূত্র-দ্বারা ছিন্ন কি চক্র হইতে অবরোপ্যমাণ বা অবতীর্ণ অথবা আর্দ্র, শুষ্ক, পচ্যমান, অবতার্য্যমান অথবা পাক হইতে উদ্ধৃত কিম্বা পরিভুজ্যমান হইয়া যেমন বিনষ্ট হয়, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও তদ্রূপ; মনুষ্য, গর্ব্ভস্থ বা প্রসূত অথবা এক দিবস বয়স্ক, অর্দ্ধমাস, মাস, সংবৎসর বা বৎসরদ্বয় গত, কিম্বা যৌবনস্থ বা মধ্যাবস্থ অথবা বৃদ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়। জীবগণ পূর্ব্ব-কর্ম্মফল-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, নাও করে, অতএব লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে তখন আপনি আর কিজন্য অনুতাপ করিতেছেন? হে নরাধিপ! জীব যেমন ক্রীড়ার কারণ জলমধ্যে সন্তরণ করত কখন উন্মগ্ন কখন বা নিমগ্ন হয়, তেমনি অল্পবুদ্ধি মানবগণ সংসার গহনে প্রকাশ ও বিলয়-বিষয়ে কর্ম্মভোগ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে। যাঁহারা প্রজ্ঞাবন্ত, সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারানুগত এবং জীবগণের সমাগম জানেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! সংসার গহনের দুজ্ঞেয় ভাব কি প্রকারে বিজ্ঞেয় হয়, ইহাই আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তাহা বর্ণন কর।

বিদুর বলিলেন, জীবগণের জন্ম হইতে সমুদয় ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, জীব প্রথমত জরায়ু-শয্যায় বাস করে, কিয়ৎকালের পর পঞ্চম মাস অতীত হইলে তথায় সুচারুরূপে বাস কল্পনা করিয়া থাকে, অনন্তর, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ গর্ব্ভরূপে জন্মগ্রহণ করে। তৎকালে জীব মাংসশোণিত-লিপ্ত অপবিত্র গর্ব্ভ-মধ্যে বাস করিয়া থাকে; অনন্তর, ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া বায়ুবেগ-দ্বারা যোনিদ্বারে আগমন করত বহুতর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে প্রাক্তন-কর্ম্ম-সমন্বিত হইয়া যোনি-পীড়ন বশত গর্ব্ভ হইতে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইয়া সাংসারিক অন্য উপদ্রব সকল দর্শন করে, কুক্কুরগণ যেমন আমিষের নিকটে আগমন করে, সেইরূপ, গ্রহগণ সেই জীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, কালক্রমে ব্যাধি সকল স্বকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা বধ্যমান সেই জীবন্ত জীবের সন্নিহিত হয়। হে মহারাজ! জীব ইন্দ্রিয়পাশ-দ্বারা বদ্ধ ও বিষয়াস্বাদসুখ-দ্বারা আবৃত হইলে বিবিধ বাসন সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, জীব ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়াসঙ্গ-দ্বারা বারম্বার বাধিত হইয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, তৎকালে সে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করত তাহার ফল জানিতে পারে না। যাঁহারা ধ্যান ধারণা-বিষয়ে সম্যক্ নিষ্ঠা-সম্পন্ন, তাঁহারা সৎ ও অসৎকার্য্যকে সৎ ও অসৎরূপেই রক্ষা করিয়া থাকেন। পরিশেষে যে যম-লোকে যাইতে হইবে, জীব তাহা তখন জানিতে পারে না। অনন্তর, কালক্রমে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। জীব পুনরায় আপনা-দ্বারা আপনি বধ্যমান হইয়া বাক্যহীনের অবস্থা এবং প্রথমাবস্থায় যে ইষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা উপেক্ষা করে। কি আশ্চর্য্য! লোক অবমানিত

লোভ-দ্বারা বশীকৃত এবং ক্রোধ, লোভ ও ভয়-দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। জীব দুষ্কুলীন-লোক-সকলকে কুৎসা করত স্বয়ং কৌলীন্যগর্ব্বে অন্ধ হয় এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দরিদ্রদিগকে নিন্দা করে, অপর ব্যক্তিগণকে মূর্খ বলিয়া থাকে, কিন্তু আপনার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে না, অন্যব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, অথচ আপনাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করে না। যখন বুদ্ধিমন্ত কি মূর্খ, ধনবন্ত কি নির্দ্ধন, কুলীন কি অকুলীন, মানী কি অমানী সকলেই শ্মশানে গিয়া বিজ্বর হইয়া নিদ্রা যায় তখন অপর জনগণ নির্ম্মাংস অস্থিভূয়িষ্ঠ এবং স্নায়ুনিবন্ধন দেহ-নিবহ-দ্বারা তাহাদিগের কি প্রকার বিশেষ অবলোকন করিবে ? যাহা-দ্বারা কুল, রূপ প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারা যায়, যখন সকলেই সমভাবে ধরাতলে শয়িত হইয়া নিদ্রা যায়, তখন দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ কিজন্য ইহলোকে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে. যিনি এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রুতি শ্রবণ করিয়া অস্থির জীবলোকে ধর্ম্ম পালন করত আজন্ম হইতে ধর্ম্ম পথে অবস্থিতি করেন, তিনিই পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে মহারাজ ! যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিদিত হইয়া তত্ত্ব পথের অনুবর্ত্তন করেন তাঁহার পক্ষে সমস্ত পথ মুক্ত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিস্তার-ক্রমে কথিত এই দুর্জ্জেয় ধর্ম্মের বিষয় যখন আমার বুদ্ধির অনুগত হইতেছে তখন তুমি আমার বুদ্ধিকে প্রশংসা কর। বিদুর বলিলেন, আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া মহর্ষিগণ যে জন্য সংসারকে গহন বলেন এক্ষণে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিব। মহৎ সংসারে বর্ত্তমান কোন ব্রাহ্মণ ক্রব্যাদ্গণ-সঙ্কুল দুর্গম-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই কানন সিংহ ব্যাঘ্র গজ ও ভল্লুক প্রভৃতির চীৎকার ধ্বনি-দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত এবং অতি ঘোরতর, যদ্দর্শনে সমস্ত জীব ত্রাসিত হয়েন, সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের মন অতিশয় উদ্বিগ্ন এবং লোম-সকল কণ্টকিত হইল, তিনি ইতস্তত ধাবমান হইয়া কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব ইহা ভাবিয়া সকল দিক্ নিরীক্ষণ করত সেই বনে গমন করিতে লাগিলেন, ভয়-পীড়িত হইয়া হিংস্র-জন্তুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করত ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে যাইতে পারিলেন না এবং তাহাদিগ হইতে বিমুক্ত হইতেও সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর, তিনি অতিশয় ঘোররূপা এক কামিনী-কর্ত্তৃক বাহুদ্বয়-দ্বারা পরিব্যাপ্ত চতুর্দ্দিকে বাগুরাবৃত এক ঘোরতর বন দেখিতে পাইলেন। সেই মহা-বন শৈলের ন্যায় সমুন্নত গগণস্পর্শী পঞ্চশীর্ষ নাগ-গণ-দ্বারা আকীর্ণ, সেই বন-মধ্যে তৃণচ্ছন্ন দৃঢ় লতা দ্বারা পরিবৃত এক কূপ ছিল। ব্রাহ্মণ সেই লতা-সমূহ সঙ্কুল নিতান্ত গূঢ় সলিলাশয়ে পতিত ও বিলগ্ন হইলেন। পনস ফল যেমন বৃন্তে সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ, তিনি তথায় ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া লম্বমান রহিলেন। অনন্তর, সেই স্থানে পুনরায় তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল, তিনি কূপ-মধ্যে এক মহাবল-সম্পন্ন মহানাগ দর্শন করিলেন এবং কূপের মুখবন্ধন-পট্টের উপরি এক ষন্মুখ দ্বাদশ পদচারি কৃষ্ণবর্ণ মহাগজ দেখিতে পাইলেন, সেই গজ বল্লী ও বৃক্ষে সমাবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে ছিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই বৃক্ষের শাখাবলম্বি নানারূপ ঘোরতর ভয়াবহ মধুকর সকল প্রশাখা-সমুদয় অব-লম্বন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে নিবাস করিয়া মধু সঞ্চয় করত অবস্থিতি করিতেছে, যে মধুলোভে বালকেও আকৃষ্ট হয়, জীবগণের স্বাদনীয় সেই সমুদয় মধু ভ্রমরেরা ভূয়োভূয় প্রার্থনা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পুরুষ বহুধা ক্ষরিত সেই সমস্ত মধুধারা অবলম্বন করত সতত তাহা পান করিতে লাগিলেন। তিনি

সেই সংকটে পতিত হইয়া নিরন্তর মধু পান করিতে থাকিলে তাঁহার তৃষ্ণা শান্তি হইল না, বরঞ্চ তিনি অতৃপ্ত হইয়া নিয়ত তৎপানে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে তাঁহার জীবন ধারণে নির্ব্বেদ জন্মিল না, যে হেতু সেই মধুতেই মনুষ্যের জীবিতাশা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণ মূষিকগণ সেই বৃক্ষকে অনবরত কুট্টিত করে; সেই দুর্গম বন-মধ্যে প্রথমত ব্যালগণ হইতে দ্বিতীয়ত অতিশয় ঘোররূপা স্ত্রী হইতে তৃতীয়ত কূপের অধোভাগে নাগ হইতে এবং মুখবন্ধন পট্টে কুঞ্জর হইতে চতুর্থত বৃক্ষ প্রপাত হইতে পঞ্চমত মূষিকগণ হইতে ষষ্ঠত মধুলোভ-বশত মধুকর হইতে মহা-ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সংসার-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপে বাস করেন, তিনি জীবিতাশা-বিষয়ে কোন প্রকারেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে পঞ্চম অধ্যায়॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! কি আশ্চর্য্য! সেই ব্রাহ্মণের কি মহৎ দুঃখ, আর কত কষ্টেই বা বাস হইতেছে, তাঁহার তথায় কিজন্য অনুরাগ জন্মিল, কিজন্যই বা তুষ্টি হইল, সেই স্থান কোথায়? যথায় তিনি ধর্ম্মসঙ্কটে বর্ত্তমান রহিয়াছেন? সেই মানব কি কারণেই বা মহৎ ভয় হইতে বিমুক্ত রহিয়াছেন, এই সমুদয় সুন্দররূপে তুমি আমার নিকট বর্ণন কর, তাহা হইলে আমি তাঁহার উদ্ধার জন্য চেষ্টা করি, তাঁহার উদ্ধারের কারণ আমার অন্তঃকরণে মহতী কৃপা জন্মিয়াছে।

বিদুর বলিলেন, মহারাজ! মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ এই বিষয়টীকে উপমান-স্বরূপে উদাহরণ দিয়া থাকেন। মনুষ্য পরলোকে যে প্রকারে সুকৃত লাভ করে তাহা কহিতেছি, পূর্ব্বে দুর্গম বনের বিষয় যাহা কহিয়াছি তাহারই নাম মহাসংসার, দুর্গম বনই সংসার গহন বলিয়া উক্ত হয়, পূর্ব্বে যাহারা ব্যাল নামে উক্ত হইয়াছে, তাহারাই ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই বনে যে বৃহৎকায়া কামিনী অধিষ্ঠান করেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই বল ও রূপ-বিনাশিনী জরা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যে কূপ আছে, তাহাই জীবগণের দেহ। মহারাজ! সেই কূপের অধঃপ্রদেশে যে মহাসর্প আছেন, তিনিই দেহিগণের সর্ব্বহর ও সর্ব্বভূতের অন্তকর কাল। কূপ-মধ্যে সমুৎপন্ন বল্লী যাহাতে সেই মানব সংলগ্ন হইয়া লম্বমান রহিয়াছেন, তাহাই শরীরিগণের জীবিতাশা। কূপের মুখবন্ধন-স্থলে যে ষড়্‌বক্ত্র কুঞ্জর সেই বৃক্ষের নিকটে গমন করিতেছে, তাহাই সংবৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে, তাহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ পাদ দ্বাদশ মাস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে সমস্ত মূষিক ও পন্নগ সেই বৃক্ষকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকেই দিবা ও রাত্রি বলা যায়। সেই স্থলে যাহারা মধুকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবগণের সম্বন্ধে কাম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত মধু-ধারা বার বার মধু-নিস্রব ক্ষরণ করিতেছে তাহাকেই কাম রস জানিতে হইবে, তাহাতেই মানবগণ মগ্ন হইয়া থাকে। ধীরগণ এইরূপে সংসার-চক্রের পরিবর্ত্তন জ্ঞান করেন, যে জ্ঞান-দ্বারা তাঁহারা সংসার চক্রের পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে ষষ্ঠ অধ্যায়॥৬॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি তত্ত্বদর্শী, তুমি অতি আশ্চর্য্য উপাখ্যান কহিলে, তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমার হর্ষোদয় হইল।

বিদুর বলিলেন, রাজন্! আমি এই পথের বিস্তারিত বৃত্তান্ত পুনরায় কহিতেছি শ্রবণ করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণগণ সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন। হে ভারত! পুরুষ যেমন দীর্ঘ পথ অবলম্বন করত পরিশ্রম বশত শ্রান্ত হইয়া কোন কোন স্থানে বাস করে, সেইরূপ অবোধ ব্যক্তিগণ সং-

সারে পর্য্যায়ক্রমে গর্ত্ত-মধ্যে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা হইতে মুক্ত হয়েন, এই কারণে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে পথ বলিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে যে সংসার-গহন উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাকে বনরূপে নির্দ্দেশ করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোক-মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণের সম্বন্ধে ইহাই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত-স্বরূপ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে পতিত হইয়া নিন্দনীয় হয়েন না, মর্ত্ত্যগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকেই হিংস্রজন্তু বলিয়া থাকেন। হে ভারত! অল্পবুদ্ধি মানবেরা স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে সেই সমস্ত হিংস্র জন্তু-দ্বারা ক্লিশ্যমান ও বার্য্যমাণ হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না। হে মহারাজ! সেই সমস্ত ব্যাধিগণ পুরুষকে পরিত্যাগ করিলেও রূপবিনাশিনী জরা পরে সেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিরালম্ব মহাপঙ্কে মজ্জমান মানবকে আবরণ করে। সংবৎসর, মাস, পক্ষ, দিবা ও রাত্রি সকল ক্রমশ পুরুষের রূপ ও পরমায়ু গ্রাস করিয়া থাকে। এই সমস্তই কালের আধার, তাহা অবোধ লোকেরা জানিতে পারে না, তাহারা বলে, বিধাতা সমস্ত জীবের অদৃষ্টে কর্ম্মফল সকল লিখিত করিয়াছেন। যাহা হউক, জীবগণের শরীর রথ স্বরূপ, সত্বই সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং কর্ম্মবুদ্ধিই রশ্মিরূপে কথিত হয়। যেব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণের বেগের অনুধাবন করে, সেই ব্যক্তিই এই সংসার-চক্রে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আর যিনি বুদ্ধিরশ্মি-দ্বারা সেই সমস্ত হয়গণকে সংযত করেন, এবং সংযত হইয়াও নিবৃত্ত না হয়েন তিনি এই সংসার চক্রে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করত যাঁহারা মুগ্ধ না হয়েন, তাঁহারা আর সংসারে ভ্রমণ করেন না। মহারাজ! যাহারা সংসারে ভ্রমণ করে তাহাদিগের এই সকল দুঃখ উপস্থিত হয়, অতএব তাহার নিবৃত্তি জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন, ইহাতে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষা করিলে সেই দুঃখ শতশাখ হইয়া বিস্তৃত হয়।

হে মহারাজ! যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করেন, ক্রোধ ও লোভ-বিহীন হয়েন, যিনি সন্তুষ্ট ও সত্যবাদী, সেই মানবই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এই শরীরকেই পণ্ডিতেরা যমের রথ বলিয়া থাকেন, এই শরীর-দ্বারাই অবোধ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হয়, হে রাজন্! সেই রথ এই শরীর, যাহা আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভারত! রাজ্যনাশ, সুহৃৎ নাশ ও সুতনাশ-জনিত দুঃখ অতিশয় কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধুব্যক্তি পরম দুঃখ সকলের ঔষধ আচরণ করেন, তিনি সংযত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-স্বরূপ মহৌষধ লাভ করত দুঃখরূপ মহাব্যাধি বিনাশ করেন। স্থিররূপে সংযত আত্মা যেমন মানবকে দুঃখ-মুক্ত করেন, বিক্রম, অর্থ, মিত্র বা সুহৃজ্জন তদ্রূপে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ভারত! অতএব সর্ব্বভূতে সমান দয়া অবলম্বন করিয়া সাধু চরিত্র লাভ করুন। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটী ব্রহ্মের অশ্ব হয়, হে মহারাজ! যিনি শীলরশ্মি সংযুক্ত হইয়া মানস-রথে অবস্থিতি করেন, তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করেন, তিনি অনাময় বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন; মনুষ্য অভয়দান-দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও নিত্য নিত্য উপবাস দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হয়েন না। হে ভারত! জীবগণের মধ্যে আত্মার প্রিয়তর বস্তু কিছুই নিশ্চিত নাই, কিন্তু সর্ব্বভূতের অনিষ্ট করণই মরণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অতএব পণ্ডিতব্যক্তির সর্ব্বভূতে দয়া করা কর্ত্তব্য। বিবিধ মোহ-সমাবৃত ও বুদ্ধিজাল-দ্বারা সংবৃত অসূক্ষ্ম-দৃষ্টি মূঢ়েরা মোহ ও বুদ্ধিজাল-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ধীরেরা ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্রশোকে নিতান্ত-সন্তপ্ত কুরু-সত্তম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন, তাঁহাকে তাদৃশরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত দর্শন করত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ক্ষত্তা বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্য অন্য সুহৃৎ ও দ্বারপাল সকল যাহাদিগকে তিনি বান্ধব বলিয়া স্নেহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই সুখস্পর্শ শীতল জল সেচন ও যত্ন-সহকারে তালবৃন্ত বীজন করত তাঁহার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তাদৃশাবস্থ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বহুক্ষণ আশ্বাস প্রদান করিলে, দীর্ঘকালের পর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি সচেতন হইলে পর পুত্রশোক-নিমিত্ত মনঃপীড়ায় নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটে এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। হায়! মনুষ্যজন্মেই ধিক্ থাকুক্, যদিও মনুষ্যত্ব হয় তথাপি দারপরিগ্রহই নিন্দনীয়, যাহা হইতে মূল দুঃখ সকল মুহুর্মুহু সম্ভূত হইয়া থাকে। হে বিভো! পুত্রনাশ, অর্থনাশ, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের বিনাশ হইলে বিষাগ্নি-সদৃশ সুমহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা-দ্বারা গাত্র সকল দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং পুরুষ যদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া মরণকে বহুমান করে, আমি ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশত সেই দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! প্রাণ-পরিত্যাগ ব্যতীত যে দুঃখের অন্ত হইবে না, অদ্যই আমি তাহার শেষ করিব। ধৃতরাষ্ট্র ব্রহ্মজ্ঞতম মহাত্মা পিতাকে এই কথা বলিয়া মোহাভিভূত এবং অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর, হে শত্রুতাপন! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী এবং ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে কুশল, তোমার অবিদিত ও বেদিতব্য কিছুই নাই। মানবগণের অনিত্যতার বিষয় নিঃসংশয় তোমার অবিদিত নহে। হে ভারত! অনিত্য জীবলোকে অবস্থান যদি অস্থির হইল—তখন জীবনে বা মরণে কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? হে রাজেন্দ্র! তোমার প্রত্যক্ষেই এই বৈর-সমুদ্ভব হয়, তোমার পুত্রকে কারণ করিয়া কালবশত এই কাণ্ড ঘটিল। মহারাজ! কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, অতএব তদ্বিষয়ে পরমগতিপ্রাপ্ত শূরসকলের জন্য কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? হে মহাবাহু জননাথ! মহানুভাব বিদুর এই সকল ঘটনা হইবে জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে শান্তির জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু চিরকাল উদ্যোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি দৈবকৃত ঘটনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে। দেবতাদিগের যে কার্য্যের বিষয় আমি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমার নিকট কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে কথঞ্চিৎ তোমার অন্তঃকরণ স্থির হইবে।

পূর্ব্বে আমি অশ্রান্ত হইয়া সত্বরভাবে ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়াছিলাম, তথায় গিয়া দেখিলাম, তৎকালে সমস্ত দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি সকল সমবেত রহিয়াছেন, হে পৃথ্বীপাল! আমি তথায় দেবগণের সমীপে কার্য্যার্থ সমাগত পৃথিবীকেও দেখিতে পাইলাম, তিনি সমাগত সুরগণের সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ সকল! তদানীং ব্রহ্মার সদনে তোমরা যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, শীঘ্র তাহার সম্যক্ বিধান কর।" সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বিষ্ণু সুরসভা-মধ্যে পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন, যে, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন নামে যিনি বিখ্যাত আছেন তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধ করিবেন, তুমি সেই মহীপালের নিকটে গিয়া কৃতকৃত্যা হইবে, সমরদক্ষ ভূপালগণ তাঁহার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তর শস্ত্রনিকর-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিবেন, হে দেবি! সেই যুদ্ধের পর তোমার ভার লাঘব বিদিত হইবে, শোভনে! এক্ষণে তুমি স্বীয় স্থানে গমন করিয়া

লোক সকলকে ধারণ-কর ,” মহারাজ ! তোমার এই পুত্র লোক সংহার করিবার কারণ গান্ধারীর জঠরে কলির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি যেমন অমর্ষী.চপল, ক্রোধন এবং অপ্রসন্ন ; দৈবযোগে ইহাঁর ভ্রাতারাও তত্তুল্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁর মাতুল শকুনি ও পরম সখা কর্ণ প্রভৃতি নৃপগণ বিনাশের জন্যই এককালে ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা যাদৃশ হয়েন, তাঁহার পারিষদ লোক-সকলও তদ্রূপ হইয়া থাকে, প্রভু যদি ধার্ম্মিক হয়েন, তবে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া উঠে, প্রভুর দোষ ও গুণ-দ্বারা ভৃত্যবর্গ দোষ ও গুণ বিশিষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মহারাজ! তোমার তনয়গণ দুষ্ট রাজাকে আশ্রয় করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মহাবাহো! তত্ত্ববিৎ নারদ এই বিষয় জানিতেন, হে পৃথ্বীপাল ! তোমার পুত্রেরা আত্ম অপরাধ বশতই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব হে রাজেন্দ্র! তাহাদিগের জন্য শোক করিও না, শোকের প্রতি কোন কারণ নাই।

হে ভারত! পাণ্ডবেরা তোমার নিকট অল্পমাত্রও অপরাধ করে নাই, তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা ছিল, তাহারাই এই পৃথিবীকে ঘাতিত করিল। পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভা-মধ্যে নারদ তোমার হিতকর বিষয় কহিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন ‘ হে কুন্তী-তনয় ! পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর সঙ্গত হইয়া মিলিত হইবে না, অতএব তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আচরণ কর ’ পাণ্ডবেরা তৎকালে নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি তোমার নিকটে দেবগণেরও গোপনীয় সনাতন-বিষয় সমুদয় বর্ণন করিলাম। দৈবকৃত বিধি জ্ঞাত হইয়া এক্ষণে কি রূপে তোমার শোক নাশ হইবে, কি প্রকারে বা প্রাণ ধারণে দয়া হইবে এবং কিরূপেই বা পাণ্ডু-পুত্রগণের প্রতি স্নেহ জন্মিবে। হে মহাবাহো! এই বিষয় আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং ধর্ম্মরাজের উৎকৃষ্ট রাজসূয়-যজ্ঞকালে কহিয়াছিলাম। আমি এই গোপনীয় বিষয় বলিলে পর ধর্ম্মপুত্র কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব সমধিক বলবান্, হে রাজন্! স্থাবর ও জঙ্গম জীবের সহিত কৃতান্তের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা কোন প্রকারেই অতিক্রমণীয় নহে।

হে ভারত! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমান্ মানবগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া প্রাণিগণের গতি ও অগতির বিষয় জানিয়াও যখন মুগ্ধ হইতেছ তখন তোমাকে শোক-সন্তপ্ত ও মুহুর্ম্মুহু মুহ্যমান জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে রাজেন্দ্র! তিনি যখন ধীর এবং তির্য্যক্‌যোনি-গত জীবগণের প্রতিও কৃপালু, তখন তোমার প্রতি কেন কৃপা না করিবেন? হে ভারত! তুমি আমার নিয়োগ, দৈবের অনিবর্ত্তন এবং পাণ্ডবগণের কারুণ্য-বশত প্রাণধারণ কর। তুমি এইরূপে বর্ত্তমান থাকিলে লোকে তোমার কীর্ত্তি হইবে। হে তাত! তোমার সুমহান্ ধর্ম্মরূপ অর্থ আছে, চিরকাল তপস্যাও করিয়াছ, অতএব হে মহারাজ! জ্বলিত অনলের ন্যায় সমুৎপন্ন পুত্রশোককে প্রজ্ঞাবারি-দ্বারা সতত নির্ব্বাণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! আমি সুমহৎ শোকজাল-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছি, অতএব বারম্বার মুহ্যমান হইয়া আপনাকেই জানিতে সমর্থ নহি; আপনার এই দৈব-নিযোগ-জনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, শোক করিতে প্রবৃত্ত হইব না। হে রাজেন্দ্র! সত্যবতীসুত ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে অষ্টম অধ্যায়। ৮॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! ভগবান্ ব্যাস-

এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, কৌরব নারী-গণের সহিত গান্ধারীকে, বধূ কুন্তীকে এবং সেস্থানে অন্য অন্য যে সমস্ত যোষিৎ আছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস, ধর্ম্মাত্মা নরপতি ধর্ম্মবিত্তম বিদুরকে এই রূপ বলিয়া শোকোপহত-চিত্তে যানের নিকট গমন করিলেন।

পুত্র শোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য নারীগণের সহিত যেস্থানে রাজা ছিলেন তথায় যাইতে লাগিলেন। নিতান্ত শোক-সমন্বিত নারীগণ রাজার সন্নিহিত হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া গমন করত উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিদুর স্বয়ং সেই নারীগণ হইতে অধিক-তর আর্ত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই অশ্রুকণ্ঠী অবলাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, কৌরবগণের সমুদয় ভবনে রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইল, আবালবৃদ্ধসমন্বিত সমস্ত নগর শোকাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহা-দিগকে দেখিতে পান নাই, তৎকালে সেই বিধবা অবলাগণকে সাধারণ লোকে দর্শন করিল, নারীগণ মনোহর ভূষণ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বস্ত্র ধা-রণ করিয়া আলুলায়িত-কেশে অনাথিনীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যূথপতি হত হইলে হরিণীগণ যেমন গিরিগুহা হইতে নির্গত হয়, শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ গৃহ সকল হইতে তাঁহারা তদ্রূপ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্র-ধান প্রধান অঙ্গনাগণ অঙ্গণ মধ্যে বিচরণকারী অশ্বিনীগণের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বাহু-ধারণ-পূর্ব্বক পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার জন্য রোদন করত প্রলয়কালের লোকক্ষয় বিষয় যেন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে করিতে শো-কোপহত চিত্তে কর্ত্তব্য বিষয় বিদিত হইতে পারি-লেন না। যে সমস্ত যোষিদ্গণ পূর্ব্বে সখীগণের সন্নিধানেও লজ্জিত হইতেন, তাঁহারা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে একবস্ত্র ও নির্লজ্জ হইলেন। রাজন্! সেই শোক বিহ্বলা অবলারা গুরুতর শোক সময়ে পর-স্পর আশ্বাস প্রদান করত পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র সহস্র রোদনপরায়ণ রমণীগণ-দ্বারা পরিবৃত রাজা হীনবেশে রণস্থলে যাইবার উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইলেন। শিল্পকর বণিক্ বৈশ্য ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মোপজীবি পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই কুরুকুল সংক্ষয় কালে ক্রন্দনকারিণী আর্ত্তা কামিনীদিগের সুমহান্ রোদন ধ্বনি ত্রিভুবন ব্য-থিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দহ্যমান জীবগণের অভাবের ন্যায় কি এই সময় উপস্থিত হইল? জীবগণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবগণের ক্ষয় হইলে নিতান্ত অনুরক্ত পুরবাসি জনগণ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন বিষয়ক
দশম অধ্যায়॥ ১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা একক্রোশ পথ গমন করিয়া মহারথ সারদ্বত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। মহারথেরা প্রজ্ঞাচক্ষু রাজাকে রোদন করিতে দেখিবামাত্র অশ্রুকণ্ঠে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন, মহা-রাজ! আপনার পুত্র মহীপতি দুর্য্যোধন অনুচর-গণের সহিত অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে আমরা তিনজন রথি-মাত্র মুক্ত হইয়াছি, আপনকার আর আর সমস্ত সৈন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য রাজাকে এই রূপ বলিয়া পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে এই কথা বলিলেন,

দেব গমন করিলে পর মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা করা আপনার উচিত হইতেছে এবং মহাত্মা কৌরব-রাজ ধর্ম্মপুত্র তথা কৃপ-প্রভৃতি মহারথত্রয় কি করিলেন? অশ্বত্থামার কর্ম্ম শ্রুত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের পরস্পর শাপ প্রদানের বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছি, অতঃপর সঞ্জয় যে সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্য হত হইলে সঞ্জয় বুদ্ধিহীন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নানা জনপদেশ্বর রাজারা নানা দেশ হইতে আগমন করিয়া আপনকার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! সকলে আপনকার পুত্রের নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিলেও তিনি শত্রুভাবের অন্ত বিধান ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত নৃপকে নিহত করাইলেন, হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেত-কার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গতাসুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পৃথিবী-তলে পতিত হইলেন, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর মহীপতিকে মহীতলে শয়ান দেখিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ লোকেশ্বর মহারাজ! উত্থিত হউন্, কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? শোক করিবেন না, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি। হে ভারত! জীবগণ প্রথমত থাকে না, মধ্যে কিয়দ্দিনের জন্য জন্ম গ্রহণ করে, পরিশেষে তাহাদিগের নিধনবশত অভাব হইয়া থাকে, অতএব তদ্বিষয়ে বিলাপ কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হয় না এবং শোক করিয়াও মৃত হয় না, লোকে যখন এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক করিতেছেন, মহারাজ! মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত হয়, কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে, কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে কুরুসত্তম! কাল বিবিধ-ভূত-সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ু যেমন তৃণের অগ্রভাগ সকলকে কম্পিত করে, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক অভিপ্রায়ে গমন-শীল জীবগণের মধ্যে যাহার কাল অগ্রে যায় তাহার জন্য পরিদেবনা করিবার প্রয়োজন কি? মহারাজ! যুদ্ধে নিহত যে সমস্ত ব্যক্তিগণের জন্য আপনি শোক প্রকাশ করিতেছেন, সেই সমস্ত মহাত্মারা সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সকলেই অশোচ্য। শূরগণ সমরে শরীর পরিত্যাগ করত যে রূপে স্বর্গ গমন করেন ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা-দ্বারা তাদৃশ রূপে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা সকলেই বেদবিৎ, শূর ও ব্রতাচারী সকলেই সম্মুখযুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কি? সেই সমস্ত সৎ পুরুষেরা শূর সকলের শরীরে শরাহুতি প্রদান করিয়াছেন এবং হূয়মান শর-সমুদয় সহ্য করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য বিলাপ করা বিফল মাত্র। মহারাজ! স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ এই রূপ, তাহা আপনার নিকটে কহিলাম, ইহলোকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ হইতে অধিক আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত সভা-শোভাকর শূরবর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা কেহই শোচনীয় নহেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক হইতে বিরত হউন, এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে নবম অধ্যায়॥ ৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যান যোজনা কর'

দেবি! আপনকার পুত্রেরা অভীতভাবে যুদ্ধ করত অনেকানেক শত্রুগণকে নিহত করিয়া বীরোচিত কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক নিধন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শস্ত্র-নির্জ্জিত পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভাস্বর-দেহ অবলম্বন করত নিশ্চয়ই অমরের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন; শূরগণের মধ্যে যুদ্ধ করত কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই; শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ কেহ শত্রুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন করেন নাই। প্রাচীনেরা সমরে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে।

হে রাজ্ঞি! তাঁহাদিগের শত্রু পাণ্ডবেরা বর্দ্ধিত হয় নাই। ভীমসেন কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে আপনকার পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা-প্রভৃতি আমরা তিন জন যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমরা সুপ্তজন-সমন্বিত শিবির-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্রগণ এবং পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাতিত করিয়াছি। আমরা তিন জন আপনকার পুত্রদিগের শত্রুগণের তাদৃশ ক্ষয় সাধন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মহাধনুর্দ্ধর শূরবর পাণ্ডবেরা বৈর প্রতীকার করিবার বাসনায় অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবে। হে যশস্বিনি! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পদপ্রাপ্তির ইচ্ছায় শীঘ্রই আসিবে, তাহাদিগের তাদৃশ সংহার করিয়া আমরা এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করিতে উৎসাহ করি না; অতএব রাজ্ঞি! আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করুন, আপনি শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না। মহারাজ! আপনিও আজ্ঞা প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনি ক্ষাত্র-ধর্ম্মকে কেবল বিনাশাবসান দর্শন করুন।"

হে ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ভাগীরথীর নিকটে মহানুভাব মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক দর্শন করত অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তিন জন তিন দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা নিজ রাজ্যে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন। সেই বীর-ত্রয় এইরূপে মহানুভাব পাণ্ডবগণের নিকটে অপরাধ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যথা স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, মহারথ পাণ্ডবেরা দ্রোণ-পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য হত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ পিতা হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছেন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া সুত-শত-শোকাচ্ছন্ন শোচমান জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের নিকটে যাইতে লাগিলেন। মহানুভাব বীরবর কৃষ্ণ, যুযুধান ও যুযুৎসু তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোক-কৃশাঙ্গী নিতান্ত দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী, পাঞ্চাল-যোষিৎ ও আর আর যে সকল নারীগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির গঙ্গা-সমীপে নারীগণকে, দুঃখার্ত্ত কুররী-কুলের ন্যায়, রোদন করিতে দেখিলেন, অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দুঃখিত-স্বরে রোদনকারিণী সেই সমস্ত সহস্র সহস্র রমণী-দ্বারা

রাজা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপে আক্রোশ করিতেছেন যে, রাজা যখন পিতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র ও সখা সকলকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞতা, সত্য ও অনৃশংসতা কোথায়? হে মহাবাহো! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও জয়দ্রথকে হত করিয়া তোমার মন কি প্রকার হইয়াছে? হে ভারত! তুমি পিতা, ভ্রাতা, দুর্দ্ধর্ষ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর তনয়গণকে দর্শন না করিয়া রাজ্য লইয়া কি করিবে? মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুররীর ন্যায় আক্রোশকারিণী সেই সমস্ত কামিনীকে অতিক্রম করিয়া জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিজ নিজ নাম নিবেদন করিলেন। পুত্রবধ-জনিত শোকার্ত্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র তখন অপ্রীত হইয়াও পুত্রগণের অন্তকর পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন। হে ভারত! দুষ্ট-স্বভাব ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায় ভীমসেনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কোপানল শোক-সমীরণ-দ্বারা সমিদ্ধ হইয়া ভীমসেন-স্বরূপ গহন কানন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, বোধ হইল। কৃষ্ণ তখন ভীমের প্রতি তাঁহার অশুভ সংকল্প অবগত হইয়া কর-দ্বারা তাঁহাকে দূরে অপসারিত করত রাজার নিকটে লৌহময় ভীমমূর্ত্তি প্রদান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জনার্দ্দন পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব অবগত হইয়া লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর-যুগল-দ্বারা সেই লৌহময় ভীমসেনকে গ্রহণ করত তাহাকে প্রকৃত ভীমসেন জ্ঞান করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অযুত নাগসম বলশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র লৌহময় ভীমকে ভগ্ন করিয়া বক্ষঃস্থল মথিত হওয়ায় মুখ হইতে রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুষ্পিত শিখর পারিজাত তরুর ন্যায় রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন, পতিত হইবামাত্র বিদ্বান্ গবল্গণ-তনয় তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, 'মহারাজ! এরূপ করিবেন না,' শোক-সমন্বিত মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ করত 'হা ভীম! হা ভীম!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পুরুষ-প্রবর বাসুদেব ভীমসেনের বধ জন্য পীড়িত রাজাকে ক্রোধ-রহিত জ্ঞান করিয়া এই কথা বলিলেন যে, 'মহারাজ! আপনি শোক করিবেন না, ভীম হত হয় নাই, ভীমের আয়সী প্রতিমাকে আপনি নিপাতিত করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে ক্রোধের বশীভূত জানিয়া মৃত্যুর দন্তের অন্তর্গত কুন্তী-নন্দন ভীমসেনকে দূরে প্রেরণ করিয়াছি। হে নৃপবর! আপনার তুল্য বলবান্ কেহই নাই। হে মহাবাহো! আপনার বাহুগ্রহণ কে সহ্য করিতে পারে? যেমন অন্তকের নিকটে গিয়া কেহ জীবিত হইয়া বিমুক্ত হয় না, তেমনি আপনার বাহু-দ্বয়ের অন্তর্গত হইয়া কেহ জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না; অতএব আপনার পুত্র যে ভীমের লৌহময়ী প্রতিমা করিয়াছিলেন, আমি আপনকার নিকটে তাহাই অর্পণ করিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে পুত্র-শোকসন্তাপ-বশত আপনার মন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, এই জন্য আপনি ভীমসেনকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বৃকোদরকে বিনষ্ট করিতে আপনার সাধ্য নাই এবং আপনার পুত্রগণ কোন রূপেই জীবিত থাকিবার উপযুক্ত ছিলেন না; অতএব আমরা শান্তি কামনা করত যাহা করিয়াছিলাম, আপনি সেই সমস্ত বিষয়ে সম্মত হউন, শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে আয়স ভীমভঙ্গে
দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, পরিচারকগণ রাজাকে স্নান করাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপ-

স্থিত হইল। স্নান সমাপ্তি হইলে মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি সমস্ত বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ বিদ্বান্, মহাপ্রাজ্ঞ ও বলাবলে সমর্থ হইয়া আপনার অপরাধ-বিষয়ে কি কারণে ঈদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? মহারাজ! আমি সেই সময়েই আপনাকে যাহা বলিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় আপনাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। হে কৌরব! তৎকালে আমরা সকলে আপনাকে নিবারণ করিলেও আপনি পাণ্ডবগণকে বল ও শৌর্য্য বিষয়ে প্রবল জানিয়াও আমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিলেন না। যে রাজা স্থিরবুদ্ধি হইয়া স্বয়ং দেশ কালের বিভাগ ও দোষ সমুদয় দর্শন করেন, তিনিই পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হয়েন, আর যাহাকে শ্রেয়ো বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেও হিতাহিত গ্রহণ করে না, সে দুর্নীতি-বশম্বদ ও আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে; অতএব হে ভারত! হে রাজন্! আপনি নিজ দুশ্চরিত বিষয় অবলোকন করুন। আপনি দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া আপন স্বভাবকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই, আপনি আত্ম অপরাধ হেতু আপন্ন হইয়াছেন, অতএব ভীমকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন কেন? এক্ষণে স্বীয় দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করুন। যে ক্ষুদ্রাশয় স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক পাঞ্চালীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, ভীমসেন বৈর প্রতীকারে বাসনা করত তাহাকে নিহত করিয়াছেন। হে শত্রু-তাপন! পাণ্ডবগণকে নিরপরাধে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনার ও দুরাত্মা পুত্রের সেই ব্যতিক্রম অবলোকন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জননাথ! কৃষ্ণ এইরূপে সমস্ত সত্য বাক্য কহিলে মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকী-নন্দনকে বলিলেন, হে মহাবাহু ধর্ম্মাত্মন্ মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, পুত্র-স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম বলবান্ ভীমসেন ভাগ্যক্রমে তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার বাহুযুগলের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই। হে মাধব! এক্ষণে আমি অব্যগ্র ক্রোধ-হীন ও গত-জ্বর হইয়া মধ্যম পাণ্ডব বীর বৃকোদরকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি, পার্থিবেন্দ্রগণ হত ও শত পুত্র নিহত হওয়ায় পাণ্ডু-তনয় সকলে আমার সুখ ও সম্প্রীতি অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর, কুরুরাজ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও পুরুষপ্রবীর মাদ্রীসুত-দ্বয়ের গাত্র-স্পর্শ করিলেন, গাত্র স্পর্শ-পূর্ব্বক রোদন করত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহা-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র কোপ-বিমোচনে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কেশবের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে সকলেই গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। অনিন্দিতা পুত্র-শোকার্ত্তা গান্ধারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইলেন। সত্যবতী-পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার পাপ অভিপ্রায় বিদিত হইয়া প্রথমেই সতর্ক হইলেন। মনের ন্যায় বেগশালী মহর্ষি শুচি হইয়া পবিত্র-গন্ধযুক্ত গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়া গান্ধারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দিব্যচক্ষু ও অনুদ্ধতচিত্ত-দ্বারা তখন সমস্ত প্রাণীর অভিপ্রায় অবলোকন করত সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কল্যাণবক্তা মহাতপা ব্যাসদেব শাপের সময় অতি-বাহিত ও ক্ষমাকাল প্রকাশ করত সেই শোক সময়ে পুত্রবধূকে কহিলেন, 'গান্ধার-রাজ-তনয়ে! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ করিও না, শান্তি অবলম্বন কর এবং শাপ-বাক্য নিগ্রহ করত আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পুত্র সমরে বিজয় বাসনা করত

অষ্টাদশ দিবস ক্রমাগত তোমাকে কহিয়াছিল, "মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, এই সময় তুমি আমার জয় কামনা কর" হে গান্ধারি! জয়াভিলাষী পুত্র সময়ে সময়ে তোমার নিকট তাদৃশরূপে প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, 'যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়।' হে গান্ধারি! তুমি প্রাণিগণের হিত-সাধনে সতত অনুরাগবতী, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্মরণ করিতেছি, তোমার সেই অতীত বাক্যকে মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; তুমুল সংগ্রাম সময়ে রাজ্য পরম সংশয়ে আরূঢ় হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, অতএব নিশ্চয় বোধ হয়, তাহাদিগের পক্ষেই সমধিক ধর্ম্ম ছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এক্ষণে কি জন্য ক্ষমা করিতে বিরতা রহিয়াছ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয় হইয়া থাকে। হে সত্যবাদিনি মনস্বিনি গান্ধারি! তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও উক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধনা হইও না।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! আমি পাণ্ডবদিগকে অসূয়া বা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, পুত্র-শোক-বশত আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। পাণ্ডবগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কুন্তীর যেরূপ কর্ত্তব্য, আমারও তদ্রূপ; আমি তাহাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিব, কুরুরাজও তাহাদিগকে সেইরূপে রক্ষা করিবেন। দুর্য্যোধন এবং শকুনির অপরাধ জন্য কর্ণ ও দুঃশাসন-দ্বারা এই কুরুকুল ক্ষয় হইল; অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠির কখন অপরাধ করেন নাই। কৌরবেরা পরস্পর যুদ্ধ করত ছিদ্যমান হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহাতে আমার অপ্রীতি নাই, কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষে মহামনা ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং সে সময়ে বহুবিধরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে এবং শিক্ষাবিষয়ে প্রধান হইলেও তাহার নাভির অধোভাগে যে প্রহার করিয়াছে, তাহাই আমার ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ। শূরগণ প্রাণ রক্ষার জন্য মহানুভাব ধর্ম্মজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সমরে কি প্রকারে পরিত্যাগ করেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে গান্ধারী সান্ত্বনায়
চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তৎকালে গান্ধারীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া অনুনয়ের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন। 'আমি আত্মত্রাণ অভিলাষ করিয়া তৎকালে ত্রাস-বশত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা কিছু করিয়াছি, আপনকার তাহা ক্ষমা করা উচিত। আপনকার মহাবল পুত্র ধর্ম্ম অনুসারে পতিত হয়েন নাই, ধর্ম্মত তাঁহাকে নিহত করিতে কাহারও সামর্থ্য ছিল না; এই জন্য আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে তিনিও অধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মরাজকে জয় করিয়াছিলেন এবং সততই আমাদিগকে অবমানিত করিতেন, এই জন্যই আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। সৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট একমাত্র সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ-দ্বারা আমাকে হত করিয়া রাজ্যহরণ না করেন, এই ভাবিয়া আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকন্যা পাঞ্চালীকে আপনার পুত্র যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার বিদিত আছে? দুর্য্যোধনকে সংহার না করিয়া আমরা সসাগরা ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হইব না, এই জন্য আমি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আপনার পুত্র সভা-মধ্যে দ্রৌপদীকে যে নিজ বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ করা হইয়াছিল। মাতঃ! আপনকার সেই দুরাচার পুত্র তৎকালেই আমাদিগের বধ্যরূপে গণ্য হইয়াছিলেন, আমরা কেবল ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে এত কাল নিয়মে নিবদ্ধ

ছিলাম। রাজ্ঞি! আপনকার পুত্রই এই মহৎ বৈর উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং বহুকাল বনবাস করাইয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কারণেই আমি এইরূপ করিয়াছি। আমি সমরে দুর্য্যোধনকে হত করিয়া শত্রুতার পার প্রাপ্ত হইলাম, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, আমরাও অক্রোধ হইলাম।

গান্ধারী বলিলেন, বৎস! তুমি যখন আমার পুত্রকে প্রশংসা করিতেছ, তখন ইহা তাহার বধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। তুমি আমার নিকট যাহা কহিতেছ, সে এই সমুদয়ই করিয়াছিল; কিন্তু হে বৃকোদর! বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুল হতাশ্ব হইলে তুমি যে দুঃশাসনের শরীরের শোণিত পান করিয়াছ, তাহা সাধু-বিগর্হিত অসাধু-জন-সেবিত ঘোরতর ক্রূর কর্ম্ম করা হইয়াছে, অতএব তাহা কিছু যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! যখন অন্যের শোণিত পান করা বিহিত নহে, তখন আপনার রুধির কিরূপে পান করিব? আপনিও যে, ভ্রাতাও সে, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; রুধির আমার দন্ত এবং ওষ্ঠাধর অতিক্রম করে নাই, তজ্জন্য আপনি শোক করিবেন না, কর্ণ তদ্বিষয় বিশেষ জানিতেন, আমার হস্ত-দ্বয়ই রক্তাক্ত হইয়াছিল। সমরে বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুলকে হতাশ্ব দেখিয়া আমি হর্ষান্বিত ভ্রাতৃগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিলাম, দ্যূতক্রীড়া-কালে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিলে আমি ক্রোধবশত যাহা কহিয়াছিলাম, তাহা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। রাজ্ঞি! আমি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তার না পাইলে নিয়ত কাল ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, এই কারণেই সেই কার্য্য করিয়াছি। মাতঃ! এক্ষণে আমাকে দোষী বলিয়া শঙ্কা করা আপনার উচিত নহে; পূর্ব্বে আমরা যখন অনপরাধী ছিলাম তখন আপন পুত্রগণকে নিগ্রহ করেন নাই, এক্ষণে কেন আমাদিগকে দোষী করিতেছেন।

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি এই বৃদ্ধ-যুগলের শত পুত্র নিহত করত অপরাজিত রহিয়াছ; কিন্তু আমরা হৃতরাজ্য ও বৃদ্ধ, আমাদিগের যে সন্তান তোমাদিগের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, তাহাকে কেন অবশিষ্ট রাখিলে না? এই অন্ধদ্বয়ের একটিমাত্র যষ্টিকে কেন পরিত্যাগ করিলে না? তুমি আমার পুত্র সকলকে নিহত করিয়া যদি একটিকেও অবশিষ্ট রাখিতে তাহা হইলে আমার এই দুঃখ হইত না, তোমারও ধর্ম্ম আচরণ করা হইত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে পীড়িতা ক্রোধ-সমন্বিতা গান্ধারী ভীমসেনকে এইরূপ কহিয়া 'সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির কম্পমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির, আমি পৃথিবী-নাশের হেতু হইয়া শাপার্হ হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে শাপ প্রদান করুন। আমি মূঢ় ও বন্ধু-দ্রোহী, তাদৃশ সুহৃৎ সকলকে হত করিয়া আমার জীবন, ধন বা রাজ্যে প্রয়োজন নাই। রাজা নিকটস্থ ও ভীত হইয়া এইরূপ বলিলে গান্ধারী অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। নরপতি যুধিষ্ঠির অবনত-দেহে দেবীর চরণ-দ্বয়ে পতিত হইতে প্রবৃত্ত হইলে দীর্ঘদর্শিনী ধর্ম্মজ্ঞা গান্ধারী নেত্রনিবদ্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ-দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর, যে নৃপতি যুধিষ্ঠিরের নখর সকল রমণীয় ছিল, তিনি তখন কুনখী হইলেন। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বাসুদেবের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন। হে ভারত!

পাণ্ডবেরা এইরূপে ইতস্তত বিচলিত হইতে থাকিলে গান্ধারী ক্রোধ-হীনা হইয়া মাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই বিশাল-বক্ষস্থল পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া গান্ধারীর আদেশক্রমে বীর-জননী জননী কুন্তীর নিকটে গমন করিলেন। দেবী কুন্তী বহু কালের পর পুত্রগণকে দর্শন করত তাঁহাদিগের মনঃপীড়ায় পরিপ্লুত হইয়া বসনাঞ্চল-দ্বারা মুখ আবরণ-পূর্ব্বক অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুত্রগণের সহিত অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাদিগকে শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা বহু প্রকারে পরিক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি একে একে পুত্রগণ ও হত-পুত্রা দ্রৌপদীকে স্পর্শ করত দুঃখার্ত্ত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, তিনি পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনীকে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিলেন। দ্রৌপদী তখন রোদন করত বলিলেন, আর্য্যে! অভিমন্যু এবং আপনকার সেই সকল পৌত্রেরা কোথায় গেল? বহু দিন হইল তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াছিল, অদ্য আর আপনকার নিকট আগমন করিতেছে না। আমি পুত্র-হীনা হইলাম! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? হে মহারাজ! দ্রৌপদী এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে কুন্তী সেই বিশাল-নয়না বধূকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই শোকার্ত্তা রোদনপরায়ণা যাজ্ঞসেনীকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রগণকে পশ্চাৎ করত দুঃখিনী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী যশস্বিনী কুন্তীকে বধূর সহিত আর্ত্তভাবে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি এরূপ দুঃখার্ত্ত হইও না, আমাকেও দুঃখিত দেখিতেছ ত? আমার বোধ হয়, লোক-সকলের বিনাশের কারণ এই কালবিপর্য্যয় উদিত হইয়াছে; এই অবশ্যম্ভাবী লোমহর্ষণ জন-ক্ষয় স্বভাবত উপগত হইয়াছে। কৃষ্ণের অনুনয় অসিদ্ধ বিশেষত সেই অপরিহার্য্য বিষয় অতীত হইলে মহামতি বিদুর যে মহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে; অতএব তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না। যাহারা সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা শোচনীয় নহে; তুমিও যেমন আমিও তেমন, অতএব কে আমাকে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই প্রধান বংশ বিনাশিত হইল।

পৃথাপুত্রদর্শনে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারী এইরূপ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থান করত দিব্যচক্ষু-দ্বারা কৌরবগণের বধস্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। সমানব্রতচারিণী উগ্রতপস্যাশালিনী সতত সত্যবাদিনী পতিব্রতা, পুণ্যকর্ম্মামহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নের বরদানপ্রভাবে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যবল-সমন্বিতা সেই মহাভাগা বিবিধ বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বুদ্ধিমতী নিকটস্থ বস্তু যেরূপ দর্শন করেন, সেইরূপ দূর হইতেই নরবীরগণের লোমহর্ষণ অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করিলেন। সেই রণস্থল চতুর্দ্দিকে অস্থি ও কেশ সমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত, শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত বহু সহস্র মৃত শরীর-দ্বারা আকীর্ণ, অশ্ব, গজ ও রথি-যোদ্ধাদিগের রুধিরাবিল শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহ-হীন মস্তক-সমূহ-দ্বারা আবৃত; অশ্ব, গজ, নর ও নারীগণের চীৎকার-শব্দে সর্ব্বদিকে পরিবৃত; শৃগাল, বৃক, কাক, কঙ্ক ও দ্রোণকাকগণ-দ্বারা নিষেবিত; নরখাদক রাক্ষসগণের আমোদ-জনন; কুরর পক্ষিকুল-দ্বারা সমাকুল; অশিব-সূচক শিবা-সমূহদ্বারা নিনাদিত এবং গৃধ্রনিবহ-দ্বারা নিষেবিত ছিল।

অনন্তর, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে বাসুদেবকে এবং যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সেই সমস্ত পাণ্ডবগণ হতবন্ধু নরপতিকে পুরস্কৃত করিয়া কুরুনারী সকলকে লইয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন।

পতিহীনা কুরু-কামিনীরা কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতা সকল নিহত হইয়া রহিয়াছেন; মাংসাশি শৃগাল, কাক, দ্রোণকাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস ও বিবিধ নিশাচরগণ তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। নারীগণ তখন রুদ্রের ক্রীড়াভূমি-সন্নিভ সেই সমরস্থল দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে মহামূল্য যান-সকল হইতে নিপতিত হইলেন। দুঃখার্ত্ত কুরু-নারীগণ যাহা কখনও দর্শন করেন নাই, তাহা প্রত্যক্ষ করত কেহ কেহ কাহারও গাত্রে অপরে ভূতলে পতিত হইলেন;, কেহ কেহ এরূপ শ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের চেতনামাত্র ছিল না। পাঞ্চাল ও কুরু-নারীগণের সেই দর্শন মহৎ দুঃখ-জনক হইয়াছিল।

অনন্তর, দুঃখোপহত-চিত্ত যোষিদ্গণ-দ্বারা সর্ব্বদিকে অনুনাদিত অতি উগ্র রণস্থল এবং কৌরবদিগের নিধন দর্শন করিয়া দুঃখ-বশত ধর্ম্মজ্ঞা সুবল-নন্দিনী গান্ধারী পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মাধব! আমার এই বিধবা বধূগণ আলুলায়িত-কেশে কুররী-কুলের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে দর্শন কর; ইহারা এই স্থলে সমাগত হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে স্মরণ করত যূথে যূথে পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের নিকট ধাবিত হইতেছে। হে মহাবাহো! যে স্থল জ্বলন্ত অনল-তুল্য ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য-প্রভৃতি পুরুষ-প্রবর-দ্বারা শোভিত ছিল, তাহাই এক্ষণে হত-পুত্রা বীর-জননী ও হত-বীরা বীর-পত্নীগণ-দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ইহার কোন স্থান মহানুভাব যোদ্ধাদিগের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর ও বহুবিধ মাল্য-সমূহ-দ্বারা অলঙ্কৃত; কোন স্থল বীর-বাহু-বিমুক্ত শক্তি, পরিঘ, বিবিধ তীক্ষ্ণ খড়্গ ও শর-সহ শরাসন-সমূহ-দ্বারা সমাকীর্ণ; কোন স্থল মিলিতভাবে অবস্থিত ক্রীড়াকারী ও শয়ান বিবিধ মাংসাশি-সমূহ-দ্বারা সমাবৃত। হে বিভো! হে বীর! এই রণক্ষেত্র তুমি বিশেষরূপে দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! আমি ইহা অবলোকন করত শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। হে মধুসূদন! পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে আমি বিবেচনা করিতেছি যেন পঞ্চ ভূতেরই বিনাশ হইয়াছে। সহস্র সহস্র উগ্রতর সুপর্ণ ও গৃধ্র সকল সেই সমস্ত রক্তসিক্ত বীর-পুরুষদিগকে আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহাদিগের কবচ ভেদ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছে। জয়দ্রথ, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অভিমন্যুর যে বিনাশ হইবে ইহা কে চিন্তা করিতে পারিত? হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি সেই সমস্ত অবধ্যকল্প বীরগণকে গৃধ্র, কঙ্ক, কাক, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষণীয় হইতে দেখিয়া অবসন্ন হইতেছি। দুর্য্যোধনের বশীভূত অমর্ষ-সম্পন্ন এই সমস্ত পুরুষ-প্রবরকে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পাবকের ন্যায় অবলোকন কর। যাঁহারা কোমল ও নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত তাঁহারাই এক্ষণে বিপন্ন হইয়া অনাবৃত বসুধাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা নিয়ত যথাকালে স্তুতিকারি বন্দিগণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেন, তাঁহারা এখন শিবাগণের ঘোরতর বিবিধ অশুভ রব শ্রবণ করিতেছেন, যে সমস্ত যশস্বি বীর-পুরুষেরা পূর্ব্বে অগুরুচন্দন-চর্চ্চিত-শরীরে বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন। এই সমস্ত গৃধ্র গোমায়ু বায়স ও ঘোররূপা শিবাসকল পুনঃপুন নিনাদ করত তাঁহাদিগের আভরণ সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধাভিমানি বীরেরা জীবিত জনের ন্যায় প্রীত হইয়া শাণিত বাণ খড়্গ ও নির্ম্মল গদা সকল ধারণ করিয়া আছে; অনেকানেক সুরূপ ও সুন্দর-বর্ণ বৃষভ-সম বীরেরা হরিদ্বর্ণ মাল্য ধারণ করত ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক সংঘট্টিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। কোন কোন দীর্ঘবাহু শূরেরা দয়িতা রমণীর ন্যায় গদা আলিঙ্গন করত বিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে জনার্দ্দন! অপরে কবচ ও বিমল আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া আছে—বলিয়া ক্রব্যাদগণ

তাহাদিগকে জীবিত বোধে আক্রমণ করিতেছে না, অন্য অন্য মহানুভবগণ ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বর্ণময়ী বিচিত্র মালা সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত সহস্র সহস্র শৃগাল নিহত-মহাত্মগণের কণ্ঠমধ্যগত হার সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ যাহাদিগকে সতত রজনীশেষে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ-দ্বারা আনন্দিত করিত, এক্ষণে এই সমুদয় দুঃখ শোকসমাকুল অঙ্গনাগণ তাহাদিগের জন্য দীনভাবে বিলাপ করিতেছে। হে কেশব! উত্তমা স্ত্রীগণের মনোহর মুখ-সকল পরিশুষ্ক হওয়ায় রক্তোৎপল বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। এই সমস্ত কুরুনারীগণ রোদন হইতে উপরত হইয়া শোকসংচ্ছন্নচিত্তে চিন্তা করত দুঃখিত-ভাবে নিজ নিজ নিহত পতি পুত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। কুরুনারীগণের এই সমস্ত সুবর্ণ-সন্নিভ আদিত্যবর্ণ বদন সকল রোষ ও রোদন-বশত রক্তবর্ণ হইয়াছে, ইহাদিগের অসম্পূর্ণ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যোষিদ্গণ পরস্পরের ক্রন্দন-ধ্বনি অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে না। এই সমস্ত যোষাগণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনঃপুন বিলাপ করিয়া বিশেষরূপে স্পন্দমান হইয়া দুঃখবশত জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। অনেকে আত্মীয়গণের মৃত-শরীর দর্শন করিয়া চীৎকার ও বিলাপ করিতেছে, অনেকানেক কোমলপাণি কমিনীরা মস্তকে করাঘাত করিতেছে। পরস্পর সংসক্ত স্তূপাকারে পতিত হস্ত মস্তক-প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-দ্বারা আকীর্ণ মেদিনীতল শোভা পাইতেছে, নারীগণ ঘোরতর ক্রব্যাদগণের আনন্দবর্দ্ধন শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহহীন শিরঃসমুদয় দর্শন করিয়া বহুক্ষণ মোহাভিভূত রহিয়াছে। কোন কোন কামিনী নিজ নিজ পতি পুত্রাদির মস্তক শরীরের সহিত সংযোজিত করত দর্শন করিতে করিতে অচেতন হইয়া তাহা প্রকৃত না হওয়ায় অপরের দেহ হইল জানিয়া ‘ইহা ইহার নহে’ বলিয়া দুঃখিত হইতেছে। অপরে অন্য অন্য ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ বাহু, উরু, চরণ ও শিখাশূন্য শিরঃসমুদয় সন্ধান করত অসুখিত হইয়া পুনঃপুন মূর্চ্ছিত হইতেছে। কোন কোন ভরতযোষিৎ পশুপক্ষিগণ-কর্ত্তৃক উৎকর্ত্তন-পূর্ব্বক ভক্ষিত মস্তক-সমস্ত দর্শন করিয়া নিজ পতিদিগকে জানিতে সমর্থ হইতেছে না। হে মধুসূদন! অপরে পতি পুত্র পিতা ও ভ্রাতা-প্রভৃতিকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিতেছে। মাংসশোণিত-কর্দ্দমশালিনী পৃথিবী খড়্গ-সমন্বিত বাহু ও সকুণ্ডলমস্তক-সমস্ত-দ্বারা অগম্য হইয়াছে। যে সমস্ত অনিন্দিত নারীগণ পূর্ব্বে কখন দুঃখ ভোগ করে নাই, তাহারা এক্ষণে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণ দ্বারা পরিকীর্ণ ধরাতলে দুঃখের সহিত শয়ন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের সুকেশী পুত্রবধূগণকে অশ্বিনী-যূথের ন্যায় দর্শন কর। হে কেশব! ইহা হইতে আমার আর অধিকতর দুঃখ কি আছে যে, এই সমস্ত নারীগণ বহুরূপ রূপ ধারণ করিতেছে। হে কেশব! আমি যখন পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত দেখিতেছি, তখন অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপ করিয়াছিলাম। দুঃখার্ত্তা গান্ধারী এইরূপ বিলাপ করত হত পুত্র দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন।

স্ত্রীগণের যুদ্ধভূমি দর্শনে ষোড়শ অধ্যায়॥১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন। অনন্তর, গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দর্শন করত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বন মধ্যে বিচ্ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, তিনি কিয়ৎকালের পর সংজ্ঞালাভ-পূর্ব্বক পুনঃ পুন ক্রন্দন করত রক্তসিক্ত শয়ান সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি শোকার্ত্তা ও ব্যাকুল-চিত্তা হইয়া ‘হা পুত্র হা পুত্র!’ বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শোক-তাপিত হইয়া তাঁহার হারনিষ্ক-

নিষেবিত গূঢ়জত্রু-যুক্ত বিপুল বক্ষঃস্থল নেত্রনির্গত বারি-দ্বারা সেচন করত সন্নিহিত হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন, হে বিভু বৃষ্ণি-নন্দন! জ্ঞাতিগণের ক্ষয়কর এই সমর উপস্থিত হইলে এই নৃপসত্তম কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ‘ এই জ্ঞাতিক্ষয়কর সংগ্রামে আমার জয় হউক, জননি! আপনি এই কথা বলুন।’ দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে আমি পূর্ব্বেই নিজ বিপদ্ উপস্থিত হইবে জানিয়া বলিয়াছিলাম, হে নরবর ! যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। হে পুত্র ! তুমি যখন যুদ্ধ করত মুগ্ধ হওনা তখন অবশ্যই অমরের ন্যায় শস্ত্রজিত-লোক-সকল প্রাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছিলাম বলিয়া ইহার জন্য শোক করিতেছি না, এক্ষণে হতবান্ধব শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্তই শোক প্রকাশ করিতেছি। হে মাধব! আমার অমর্ষণ যোদ্ধৃবর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সন্তান বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখ। যে শত্রুতাপন মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগামী ছিল, এক্ষণে সেই দুর্য্যোধন ধূলিরাশির উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর।

বীর দুর্য্যোধন অবশ্যই সুলভ গতি লাভ করিয়াছে; যেহেতু সে বীর-সেবিত শয়নে অভিমুখ হইয়া শয়ান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিত, সম্প্রতি বীর-শয্যায় প্রসুপ্ত সেই বীরকে অশিব-সূচক শিবা সকল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে মনীষিগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিতেন, এক্ষণে সেই ধরাতলস্থ নিহত পুত্রকে গৃধ্রগণ উপাসনা করিতেছে। পূর্ব্বে রমণীগণ যাহাকে রমণীয় ব্যজন-দ্বারা বীজন করিত এক্ষণে পক্ষিগণ পক্ষরূপ ব্যজন-দ্বারা তাহাকে উপবীজিত করিতেছে। এই সত্যবিক্রম বলবান্ মহাবাহু সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত গজেন্দ্রের ন্যায় সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ ! ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত রুধিরসিক্ত ভরতকুল-নন্দন দুর্য্যোধন গদা আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছে দর্শন কর।

হে কেশব! পূর্ব্বে যে মহাবাহু সমরে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সে দুর্নীতিবশত নিধন প্রাপ্ত হইল। সিংহ-কর্ত্তৃক নিপাতিত শার্দ্দূল-সম এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ দুর্য্যোধন ভীম সেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; এই মন্দভাগ্য মূর্খ বালক বিদুর এবং পিতাকে অবমান করিয়া বৃদ্ধজনের অবমান জন্য মৃত্যুর বশীভূত হইল। ত্রয়োদশ বৎসর পৃথিবী যাহার হস্তে থাকিয়া নিঃসপত্ন হইয়াছিল, আমার সেই মহীপাল পুত্র নিহত হইয়া মহীতলে শয়ন করিয়াছে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন কৃষ্ণ ! এই পৃথিবী, গো, অশ্ব, মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্য্যোধনের শাসনে ছিল, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল দেখিতে পাইলাম না। হে মহাবাহু মাধব! এক্ষণে আমি সেই গো-অশ্বহস্তিহীনা পৃথিবীকে অন্য-কর্ত্তৃক শাসিত দেখিতেছি, তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? দেখ, এই সকল রমণী যে, রণে হত শূর সকলকে সেবা করিতেছে, ইহা আমার সুতনাশ হইতেও অতিশয় ক্লেশকর।

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণবেদী-সদৃশী সুমধ্যমা দুর্য্যোধনের সুন্দর-ক্রোড়গামিনী আলুলায়িত-কেশা লক্ষ্মণের জননীকে নিরীক্ষণ কর। মহাবাহু দুর্য্যোধন জীবিত-সত্ত্বে এই মনস্বিনী অবশ্যই তাহার ভুজ-যুগল অবলম্বন করত ক্রীড়া করিয়া থাকিবে। পুত্রের সহিত পুত্রকে সমরে নিহত দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, এই অনিন্দিতা বামোরু বনিতা রুধিরসিক্ত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে এবং করতল-দ্বারা দুর্য্যোধনের অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছে। এই মনস্বিনী পতি ও পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ এবং পুত্রকে পুনঃ পুন নিরীক্ষণ করত শোভা পাইতেছে, হে মাধব! এই বিশাল-নয়না নিজ শিরে করাঘাত করিয়া বীরবর কুরুরাজের

বক্ষঃস্থলে পতিত হইতেছে। পুণ্ডরীক-সম-প্রভা এই তপস্বিনী পতি ও পুত্রের পুণ্ডরীক-তুল্য-মুখমণ্ডল মার্জ্জন করত পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। যদি আগম ও শ্রুতি সকল বর্ত্তমান থাকে তবে অবশ্যই এই নরপতি নিজ বাহুবলে উপার্জ্জিত লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন দর্শনে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ আমার শ্রম-জয়ী শতপুত্রের মধ্যে অধিকাংশকেই সমরে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা নিহত করিয়াছে, অদ্য আমার ইহাই অধিকতর দুঃখকর যে, এই সকল পুত্র-হীনা বধূরা মুক্তকেশী হইয়া রণস্থলে ধাবিত হইতেছে। যাহারা বিভূষিত চরণ-দ্বারা প্রাসাদতলে বিচরণ করিত এখন তাহারা আপদাপন্ন হইয়া রুধিরার্দ্র-ধরাতল স্পর্শ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে এবং কেহ কেহ শোকার্ত্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, কেহ বা উন্মত্তার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এই মুষ্টিমিত-মধ্যমা অনিন্দনীয়া অবলা ঘোর বিপদ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াও পতিত হয় নাই। হে মহাবাহো! এই রাজকন্যা রাজমহিষী লক্ষ্মণের মাতাকে দেখিয়া আমার মন শান্ত হইতেছে না। ইহারা কেহ কেহ ভ্রাতা সকলকে কেহ কেহ পতিগণকে কেহ কেহ পুত্র সমুদয়কে নিহত দেখিয়া তাহাদিগের বাহু সমুদায় গ্রহণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে।

হে বিজয়িন্! এই দারুণ বিপদ-কালে স্বজনহীনা মধ্যমা ও বৃদ্ধা নারীগণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ কর। হে মহাবল! শ্রম ও মোহে পীড়িতা অবলারা রথনীড় ও হত গজ-বাজিগণের দেহ সমুদয় অবলম্বন করত অবস্থান করিতেছে অবলোকন কর। হে কৃষ্ণ! অন্য অবলা নিজ বন্ধুর দেহ হইতে অপহৃত সুচারু-কুণ্ডল-মণ্ডিত সমুন্নত-নাসিকা-যুক্ত মুখমণ্ডল গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতেছে দর্শন কর। হে নিষ্পাপ! এই অনিন্দনীয় নারীগণ এবং অল্পবুদ্ধি আমি পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করিয়াছিলাম বোধ হয়, তাহা অল্প নহে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন জনার্দ্দন! যদিও ধর্ম্মরাজ আমাদিগের সমুদয় বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ-সাধন করিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের নাশ হয় নাই। হে মাধব! এই দেখ নবযৌবনা সুচারু কুচ ও উদর-শোভিতা সৎকুলজাতা লজ্জাবতী কৃষ্ণবর্ণ পদ্মচক্ষু ও কেশশালিনী হংসের ন্যায় গদ্গদভাষিণী কামিনীরা শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া সারসীর ন্যায় ধ্বনি করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! সূর্য্যদেব এই যোষিদ্গণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় প্রকাশমান অনিন্দিত মুখমণ্ডল সকল তাপিত করিতেছেন।

হে বাসুদেব! আমার মত্তমাতঙ্গ-তুল্য দর্পশালি ঈর্ষা-সমন্বিত পুত্রগণের পরিজনদিগকে এক্ষণে সাধারণ জনগণ দর্শন করিতেছে। হে গোবিন্দ! আমার পুত্রগণের শতচন্দ্রশোভিত চর্ম্ম, আদিত্য-সন্নিভ ধ্বজ, সুবর্ণময় বর্ম্ম, কাঞ্চন-নির্ম্মিত নিষ্ক এবং এই শীর্ষত্রাণ সমুদয় ধরাতলে যেন সম্যক্ হুত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পতিত রহিয়াছে অবলোকন কর।

সমরে শত্রুঘাতি শূর ভীমসেন যাহার সর্ব্বশরীরের শোণিত পান করিয়া নিপাত করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসন শয়ান রহিয়াছে। হে মাধব! ভীম দ্রৌপদীর বাক্য ও দ্যূতক্রীড়ার ক্লেশ-সকল স্মরণ করিয়া গদা-দ্বারা আমার পুত্রের যে অবস্থা করিয়াছে তাহা দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! এই দুঃশাসনই ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সভা-মধ্যে দ্যূত-নির্জ্জিতা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, 'পাঞ্চালি! তুমি আমাদিগের দাস-ভার্য্যা অতএব সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুনের সহিত শীঘ্র আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর' হে কৃষ্ণ! তাহার এই কথার পর সেই সময় আমি রাজা দুর্য্যোধনকে

বলিয়াছিলাম যে, 'বৎস! তুমি মৃত্যুপাশ-দ্বারা আবদ্ধ শকুনিকে পরিত্যাগ কর, এই কলহ-প্রিয় মাতুলকে অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞান কর, হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিস্থাপন কর, রে দুর্ব্বুদ্ধে! উল্কা-দ্বারা কুঞ্জরকে পীড়িত করার ন্যায় তুমি তীক্ষ্ণতর বাক্য-রূপ নারাচ-দ্বারা অমর্ষণ ভীমসেনকে যে পীড়িত করিতেছ তাহা বুঝিতে পার না?' আমি এই সকল কথা বলিলেও দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণকে মনে মনে ক্রুদ্ধ জানিয়াও তাহাদের প্রতি বাক্য-স্বরূপ শল্য নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহা-গজ যেমন সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ ভীম-সেন-কর্ত্তৃক নিহত এই দুঃশাসন বিপুল-ভুজযুগল প্রসারণ করত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। অমর্ষণ ভীমসেন সমরে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যে দুঃ-শাসনের শোণিত পান করিয়াছে তাহা অতি ভয়-ঙ্কর কর্ম্ম।

গান্ধারীবিলাপে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! আমার প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত ও শতধাকৃত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। হে মধুসূদন! বিকর্ণ গজ-মধ্যে হত হইয়া নীলবর্ণ মেঘে পরিবেষ্টিত শরৎকালের শশধরের ন্যায় শয়ন করি-য়া আছে। ইহার এই তলত্র-যুক্ত হস্ত শরাসন ধারণ-বশত অতিশয় কিণাঙ্কিত হওয়ায় ভক্ষণার্থি গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক অতি কষ্টে ছিন্ন হইতেছে। হে মাধব! ইহার এই দুঃখিনী ভার্য্যা আমিষাভি-লাষি গৃধ্রগণকে নিরন্তর নিবারণ করিতেছে, কিন্তু সমর্থ হইতেছে না। হে পুরুষোত্তম মাধব! দেব-তুল্য যুবা শূর বিকর্ণ সুখভোগে উপযুক্ত হইয়া চির-কাল সুখে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে; সমরে কর্ণি, নালীক ও না-রাচ-দ্বারা ইহার মর্ম্ম ভেদ হইলেও এই ভরত-সত্তম এখনও শ্রীহীন হয় নাই। সংগ্রামশূর ভীম-সেন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে বলিয়া সমরে এই অরিকুল-হন্তা দুর্ম্মুখকে নিহত করায় এ, এক্ষণে অভিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বৎস কৃষ্ণ! ইহার এই মুখমণ্ডল শ্বাপদগণ-কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-ভক্ষিত হওয়ায় সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হে কৃষ্ণ! আমার যে সন্তান সমরে অতিশয় শূর ছিল, তাহার মুখের অবস্থা অবলোকন কর; সে কেন অমিত্রগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধূলিরাশি গ্রাস করিতেছে? হে প্রিয়দর্শন! সমরে যাহার সম্মুখ-বর্ত্তী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সুরলোক-বিজয়ী দুর্ম্মুখ কেন শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল!

হে মধুসূদন! ধনুর্দ্ধরগণের উপমান-স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নিহত চিত্রসেন ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে দেখ। বিচিত্র মাল্য ও আভরণ-ভূষিত এই বীরকে শোকাক্রান্ত যুবতিগণ রোদন করত ক্রব্যাদ্-সমূহের সহিত উপাসনা করিতেছে। হে কৃষ্ণ! স্ত্রীগণের রোদন-ধ্বনি এবং শ্বাপদ সকলের বিচিত্র গর্জ্জন আ-মার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

হে মাধব! দেব-তুল্য যুবা এই বিবিংশতি সতত উত্তমাস্ত্রীগণ-দ্বারা সেবিত হইত, এক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ধূলিরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শর-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা সমরে হত বীর বিবিংশতিকে বিংশতির অধিক গৃধ্রগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই বীর সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! বিবিংশতির ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূসমন্বিত সুধাকর সম অতীব শুভ্র বদন অবলোকন কর।

পূর্ব্বে ক্রীড়াকারি গন্ধর্ব্ব-সম যাহাকে সহস্র সহস্র দেবকন্যা সদৃশ অপ্সরোগণ উপাসনা করিত, যে বীর সেনা-সকলের হন্তা, শূর, সমর-শোভাকর ও শত্রু-সকলের উন্মূলন-কারী সেই দুঃসহকে কে

সহ্য করিতে পারিত? স্বীয় শরীর হইতে সমুৎপন্ন প্রফুল্ল কর্ণিকার-তরুনিকর-দ্বারা আবৃত শৈল যেমন শোভা পায়, শরসমূহ দ্বারা সমাবৃত দুঃসহের শরীর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। শ্বেত-পর্ব্বত যেমন পাবক-দ্বারা শোভা পায় দুঃসহ গতপ্রাণ হইয়াও স্বর্ণময়ী মালা ও দীপ্তিশালী কবচ-দ্বারা সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে।

গান্ধারীবিলাপে একোনবিংশতি অধ্যায়॥ ১৯॥

গান্ধারী কহিলেন, হে কেশব! লোকে উন্মত্ত-সিংহসম যে অভিমন্যুকে বল ও শৌর্য্য-বিষয়ে তোমার ও তাহার পিতার অর্দ্ধাধিক গুণে বিভূষিত বলিত, যে একাকী আমার পুত্রের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সে অন্যের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল। হে কৃষ্ণ! সেই অপরিমিত তেজস্বী অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু হত হইলেও তাহার উজ্জ্বল প্রভা শান্ত হয় নাই দেখিতেছি। এই অনিন্দনীয়া বালিকা বিরাট-দুহিতা ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ দুঃখিতা হইয়া বীর পতিকে দর্শন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাট-নন্দিনী পতির নিকটে উপবিষ্ট হইয়া কোমল করতলদ্বারা পতির অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছে। এই কমনীয় রূপবতী ভাবিনী মনস্বিনী সেই সুভদ্রা-সুতের সুন্দর গ্রীবা-সমন্বিত প্রফুল্ল কমলাকার মুখমণ্ডল আঘ্রাণ করত আলিঙ্গন করিতেছে। হে বীর! পূর্ব্বে এই বালা মধুমদে মূর্চ্ছিতা হইয়া ইহার নিকট লজ্জিতা হইত, এক্ষণে ইহার রক্তসিক্ত সুবর্ণ-পরিষ্কৃত কবচ বিমোচন করত সর্ব্ব শরীর নিরীক্ষণ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অবলা নিজ পতিকে নিরীক্ষণ করত তোমাকে বলিতেছে 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই তোমার সদৃশ পুণ্ডরীক-নয়ন নিপাতিত হইয়াছেন, হে নিষ্পাপ! যিনি বল, বীর্য্য, রূপ ও তেজে তোমার তুল্য ছিলেন, তিনিই এখন নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিতান্ত সুকুমার বলিয়া সতত রাঙ্কব ও অজিন-মধ্যে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহার শরীর ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তোমার পরিতাপ হইতেছে না?"

"হে নাথ! তোমার যে ভুজ-দ্বয় মাতঙ্গ-ভুজ-সদৃশ, জ্যাক্ষেপ-দ্বারা যাহার ত্বক্ কঠিন হইয়াছিল, সেই কাঞ্চনবর্ম্ম-বিভূষিত বিপুল ভুজযুগল নিক্ষেপ করিয়া তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি বহুবিধ ব্যায়াম করিয়া যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছ. আমি শোকার্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছি. আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, এক্ষণে আমি তোমার কোন অপরাধ স্মরণ না করিলেও তুমি কেন আমার সহিত আলাপ করিতে বিরত রহিয়াছ। আর্য্য! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা এই সমস্ত দেব-তুল্য পিতৃগণ এবং এই দুঃখার্ত্তা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?"

দুঃখিনী উত্তরা প্রিয়তমের শোণিতলিপ্ত কেশ-সমুদয় কর-দ্বারা সংযত করিয়া ক্রোড়-মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল অর্পণ করত জীবন্তের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "নাথ! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধারীর পুত্র, তুমি রণ-মধ্যে অবস্থিত হইলে এই সকল মহারথেরা কি-প্রকারে তোমাকে নিহত করিলেন? যাহারা তোমাকে ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছে সেই সমস্ত ক্রূর-কর্ম্মকারী কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্ থাকুক্। তুমি একাকী অথচ বালক, আমার দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাহারা নিহত করিয়াছে সেই সমস্ত রথিগণের মন তখন কিরূপ হইয়াছিল? হে বীর! তুমি নাথবান্ হইয়া অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে তাদৃশ নিধন প্রাপ্ত হইলে? সেই পুরুষ-প্রবর বীর-পিতা বীর পাণ্ডুকুল-ধুরন্ধর তোমাকে সমরে বহুরথি-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া কিপ্রকারে

জীবন ধারণ করিবেন? হে কমল-লোচন! বিপুল রাজ্য লাভ বা, শত্রুগণের পরাভব তোমা-ব্যতিরেকে পাণ্ডবদিগের প্রীতি বিধান করিবে না। হে নাথ! আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রজিত-লোকে অনুগমন করিব, তুমি তথায় আমাকে প্রতিপালন করিও। কাল আগত না হইলে কোনব্যক্তি মৃত্যুবশীভূত হয় না, যেহেতু এই দুর্ভগা তোমাকে সমরে হত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে নরবর! তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়া সুমধুর সস্মিতবচনে এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে সম্ভাষণ করিবে? আমার বোধ হয় তুমি স্বর্গে সৌন্দর্য্য ও সস্মিত-বচনে অপ্সরোগণের মন মথন করিবে। হে নাথ! তুমি পুণ্যবলে উপার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্তি-পূর্ব্বক অপ্সরাদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া বিহার করত যথাকালে আমার সুকৃত সকল স্মরণ করিও। হে বীর! ইহলোকে এই ছয় মাস মাত্র আমার সহিত তোমার সহবাস বিহিত হইয়াছিল, সপ্তম মাসে তুমি নিধন লাভ করিলে।”

বিফল-সংকল্পা দুঃখিতা উত্তরা এই সকল বিলাপ-বাক্য বলিতে থাকিলে মৎস্যরাজের কুলকামিনী-গণ তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উত্তরাকে অভিমন্যুর নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বিরাটরাজকে নিহত দর্শনে স্বয়ং নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! দ্রোণাচার্য্যের শর-দ্বারা নিহত রক্ত-সিক্ত-কলেবরে শয়ান বিরাটরাজের নিকটে এই সমস্ত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ চীৎকার করিতেছে, —অসিত-নয়না অবলারা অবশ ও আতুর হইয়া বিরাটের নিকটে বিহগগণের চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন না। হে মাধব! দেখ, এই সমস্ত আতপতাপিতা আয়াস ও শ্রম-বশত বিবর্ণ-বদনা যোষিৎদিগের শরীর দগ্ধ হইতেছে, এই সমরভূমির অগ্রভাগে উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ, লক্ষ্মণ ও সুদর্শন এই কয়েক জন বালক নিহত হইয়াছে অবলোকন কর।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী বাক্যে বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

গান্ধারী কহিলেন, এই প্রজ্বলিত অনল তুল্য মহাধনুর্দ্ধর মহাবল সূর্য্য-তনয় সমরে ধনঞ্জয়ের তেজঃপ্রভাবে প্রশান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছে। দেখ, বৈকর্ত্তন কর্ণ বহু অতিরথকে নিহত করিয়া এক্ষণে শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত-শরীরে ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। এই অমর্ষশালী দীর্ঘ রোষ-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর শূরবর মহারথ সমরে গাণ্ডীবধারি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ যেমন যূথপতিকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের ত্রাস-বশত যাহাকে অগ্রসর করত যুদ্ধ করিত, সিংহ-কর্ত্তৃক শার্দ্দূল এবং মত্ত মাতঙ্গ-কর্ত্তৃক নিহত মাতঙ্গের ন্যায়, সেই কর্ণ এখন সমরে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। হে নরবর! এই আলুলায়িত-কেশা অবলারা রোদন করত সমাগত হইয়া সমরে নিহত শূরবরকে সেবা করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহাকে চিন্তা করত নিদ্রা লাভ করেন নাই, ইন্দ্রের ন্যায় যিনি সমরে শত্রুগণের অনাক্রমণীয়, প্রলয়-কালের অনলের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থৈর্য্যশালী হে মাধব! সেই বীরবর কর্ণ দুর্য্যোধনের রক্ষক হইয়া বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ! দেখ, কর্ণের পত্নী বৃষসেনের জননী করুণ-স্বরে বিলাপ ও রোদন করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে কর্ণ! এই পৃথিবী যখন তোমার রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার আচার্য্যের শাপ প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই কারণ-বশতই যুদ্ধ স্থলে বিপক্ষগণের মধ্যে ধনঞ্জয় শর-দ্বারা তোমার

মস্তক হরণ করিয়াছে। হা ধিক্! হা ধিক্! এই নিতান্ত দুঃখিতা সুষেণ-মাতা রোদন করত সুবর্ণ-নিষ্ক-বিভূষিত মহাবাহু মহাসত্ত্ব কর্ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গত-চেতন হইয়া পতিত হইয়াছেন। নর-শরীর-ভক্ষক শ্বাপদগণ এই মহাত্মার শরীর অল্পাব-শেষ করিয়াছে; অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ইহার দর্শন আমাদিগের প্রীতিকর নহে। সেই ভূতলে পতিতা দুঃখিতা সুষেণ-মাতা পুনরায় উত্থিতা হইয়া পতির মুখ আঘ্রাণ করত পুত্র বধ জনিত শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া পুনঃ-পুন রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মধুসূদন! শূরবর অবন্তি-রাজ যাঁহার বহু বান্ধব বর্ত্তমান ছিল, ভীমসেন তাঁহাকে নিপাতিত করায় এক্ষণে বন্ধু-হীনের ন্যায় তাঁহাকে গৃধ্র ও গোমায়ুগণ ভক্ষণ করিতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি সমরে শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়াছিল, এক্ষণে সে রুধিরাক্ত-কলেবরে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শৃগাল, গৃধ্র-প্রভৃতি নানাবিধ মাংসাশি জীবগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় বিলোকন কর। নারীগণ মিলিত হইয়া রোদন করত বীর-শয্যায় শয়ান ক্রন্দনকারি বীরবর অবন্তিরাজের সেবা করিতেছে।

হে কৃষ্ণ! মহাধনুর্দ্ধর মনস্বী প্রতীপ-নন্দন বাহ্লিক ভল্ল-দ্বারা নিহত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছেন দর্শন কর। ইনি নিদ্রিত হইলেও পৌর্ণ-মাসী তিথিতে সমুদিত সুধাকরের ন্যায় ইহাঁর মুখ-বর্ণ অতীব শোভিত রহিয়াছে।

ইন্দ্র-পুত্র অর্জ্জুন সুত-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সমরে জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। মহাত্মা দ্রোণ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া যাহাকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে ইচ্ছা-করিয়া সেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন অবলো-কন কর। হে জনার্দ্দন! যে জয়দ্রথ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের ভর্ত্তা, নিয়ত দর্পপূর্ণ ও প্রশস্তচিত্ত, গৃধ্র ও শৃগাল সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। অচ্যুত! অনুরক্ত ভার্য্যাগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও চীৎকারকারিণী শিবা সকল নিকটস্থ নিম্ন গহনে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত কাম্বোজ ও যবন নারীরা সেই মহাবাহুকে রক্ষা করত সেবা করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করি-য়াছিল, তখনই সে পাণ্ডবদিগের বধ্য হয়; কিন্তু পাণ্ডুনন্দনগণ তৎকালে দুঃশলার দুঃখ হইবে বিবে-চনা করিয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তাহারা কেন দুঃশলার সম্মান রক্ষা করিতে বিরত হইল? এই সে আমার বালিকা দুহিতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করত আত্ম-বিনাশে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! বালিকা কন্যা ও বধূগণ বিধবা হইল, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কি হইবে! হায়! হায়! ধিক্! ধিক্! দুঃশলা স্বামীর মস্তক ধারণ না করিয়া ভয় ও শোক-রহিতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেছে, অব-লোকন কর। আমার পুত্রদিগের হিংসাকারি পা-ণ্ডবগণকে যে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে বিপুল সৈন্যকুল সংহার করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল। এই চন্দ্রাননা নারীরা সেই মত্ত মাতঙ্গ-সম পরম দুর্জ্জয় বীরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করি-তেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে দ্বাবিংশতি অধ্যায়॥ ২২॥

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল এই শল্য সমরে সাধুতম ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক হত

হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই মহারথ মদ্ররাজ এই নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। যিনি যুদ্ধে কর্ণের সারথি-কার্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রগণের জয়ের জন্য তাঁহার তেজোবধ করিয়াছিলেন, হায়! সেই শল্যের পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য পদ্ম-পলাশ-লোচন নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল কাকগণ দংশন করিতেছে; এই সুবর্ণ-বর্ণ শল্যের তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবতী জিহ্বা আস্য হইতে বিনিঃসৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে। সভা-শোভাকর মদ্র-রাজ শল্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার কুল-কামিনীগণ রোদন করত চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম-বসনা ক্ষত্রিয়-ললনারা ক্রন্দন করত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে সকৃৎপ্রসূতাকরিণীগণ যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ নরবর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূরতর মদ্ররাজ শল্যকে নিপতিত দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রথিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতা শূরবর শল্য শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর।

এই শৈলবাসী গজাঙ্কুশ-ধর প্রতাপবান্ রাজা ভগদত্ত নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিলেও যাঁহার মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা শিরোরুহ সমুদয় সুশোভিত করত বিরাজিত হইতেছে। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি ইহাঁর সহিত পার্থের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। এই মহাবাহু কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরম সংশয়ে আরোহণ করাইয়া পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। ইহ-লোকে শৌর্য্য ও বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই; সমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই ভীমরূপ ভগ-দত্ত এই নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! যুগান্তকালে কালক্রমে অম্বর হইতে পতিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্কর-সম তেজস্বী শান্তনু-নন্দন শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে কেশব! এই বীর্য্যবান্ নরসূর্য্য শস্ত্রতাপ-দ্বারা সমরে শত্রু সকলকে তাপিত করিয়া সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের ন্যায় অস্ত গমন করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দেবাপির তুল্য, সেই বীর শর-শয্যাগত হইয়া শূর-সেবিত বীর-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন দর্শন কর। ভগবান্ স্কন্দ শরবণে প্রবেশ-পূর্ব্বক যেমন শয়ান ছিলেন, সেইরূপ এই বীর গাঙ্গেয় কর্ণিনালীক ও নারাচ-নিকর-দ্বারা উত্তম শয্যা আ-স্তরণ করত ধনঞ্জয়-দত্ত বাণ-ত্রয় মাত্র উৎকৃষ্ট উপ-ধান অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! এই মহাযশস্বী উর্দ্ধরেতা শান্তনু-নন্দন পিতার শাসন প্রতিপালন করত নিরুপম ছিলেন, এক্ষণে রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হায়! এই ধর্ম্মাত্মা মানব হইয়াও অমরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, বোধ হয় ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানবলে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সমরে যাঁহার সদৃশ কৃতী, বিদ্বান্ ও পরাক্রমী কেহই নাই, সেই শান্তনু-তনয় ভীষ্মদেব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া সম্প্রতি শয়ান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী শূরবর স্বয়ং সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপন মৃত্যুর উপায় বলিয়াছিলেন। প্রণষ্ট কুরু-বংশ যৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমুদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্মদেব কুরুগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। হে মাধব! নরবর দেব-সদৃশ দেবব্রত স্বর্গগত হইলে কৌরবগণ কাহাকে আর ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, সাত্যকির শিক্ষক এবং কৌরবগণের অস্ত্রগুরু সেই দ্বিজসত্তম দ্রোণ পতিত

রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে মাধব! দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহাবীর্য্য ভৃগুনন্দন যেমন চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ, দ্রোণও তদ্রূপ। যাঁহার প্রসাদে ধনঞ্জয় দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন, অস্ত্র সকল ইহাঁকে রক্ষা করে নাই। যাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, সেই শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা পরিক্ষত হইয়াছেন। শত্রু সৈন্য দগ্ধ করিবার কালে যাঁহার গতি অগ্নির ন্যায় হইত, তিনি নিহত হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! দ্রোণ নিহত হইলেও তাঁহার ধনুর্মুষ্টি দৃষ্ট হইতেছে। আদি-কালে প্রজাপতি হইতে বেদ সকল যেমন বিচলিত হয় নাই, তেমনি যে শূর হইতে চতুর্ব্বেদ ও সমস্ত অস্ত্র অপগত হয় নাই, তাঁহার এই বন্দনীয় বন্দি-গণ বন্দিত ও শিষ্য-সমূহ-কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পবিত্র চরণ-দ্বয় গোমায়ুগণ আকর্ষণ করিতেছে। হে মধু-সূদন! দ্রোণ-পত্নী দুঃখে হতচেতন হইয়া দীন ভাবে দ্রুপদ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিহত নিজ পতির অনু-গামিনী হইয়াছেন। দেখ, সেই সতী পতিতা পী-ড়িতা মুক্তকেশী ও অধোমুখী হইয়া শস্ত্রধর-প্রবর হত পতি দ্রোণাচার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। হে কেশব! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে বাণ-দ্বারা যাঁহার তনুত্রাণ ভেদ করিয়াছে, জটিল ব্রহ্মচারিগণ সেই দ্রোণা-চার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। যশস্বিনী সুকুমারী আতুরা কৃপী কৃপণ-ভাবে সমরে হত পতির প্রেত-কৃত্য করিতে যত্নবতী হইতেছেন। সামগ ব্রহ্মচারি-গণ যথা-বিধানে অগ্নি আহরণ-পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বা-লিত করিয়া তাহাতে দ্রোণকে আধান করত সাম-ত্রয় গান করিতেছেন। হে মাধব! এই জটিল ব্রহ্ম-চারিগণ ধনুঃ, শক্তি ও রথনীড়-দ্বারা চিতা সজ্জা করিতেছেন এবং ইহাঁরা অন্যান্য বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা ভূরিতেজা দ্রোণকে সমাধান-পূর্ব্বক দহন করত সাম গান ও রোদন করিতেছেন। অগ্নি-মধ্যে অগ্নি সমর্পণের ন্যায় হুতাশনে দ্রোণকে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অপরে অন্ত্যকালীন সাম-ত্রয় গান করিতে-ছেন। দ্রোণ-শিষ্য দ্বিজগণ তৎপত্নীকে পুরস্কৃত ও চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করি-তেছেন!

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥ ২৩॥

গান্ধারী বলিলেন, হে মাধব! এই দেখ, অতি নিকটে যুযুধান-কর্ত্তৃক নিহত সোমদত্তের পুত্রকে বহু বিহগগণ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে জনার্দ্দন! সোমদত্ত পুত্র-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া যেন মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে নিন্দা করিতেছেন দেখা যাইতেছে! এই অনিন্দনীয়া ভূরিশ্রবার মাতা একান্ত দুঃখিতা হইয়াও স্বামি সোমদত্তকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, ' মহারাজ! দৈবক্রমে প্র-লয়-স্বরূপ কৌরবগণের ঘোরতর ক্রন্দন-সমন্বিত এই দারুণ ভরতকুল-ক্ষয় তোমাকে দেখিতে হইল না। দৈবক্রমে অদ্য তোমাকে অনেক যজ্ঞযাজি ভূরি-সহস্র-দাতা বীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত দর্শন করিতে হইল না? মহারাজ! সাগরে সারসীদিগের চীৎকারের ন্যায় বধূগণের ঘোরতর বহু বিলাপ-বাক্য তোমাকে শ্রবণ করিতে হইল না? তো-মার বধূরা বিধবা ও পুত্র হীনা হওয়ায় একবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক আলুলায়িত-কেশে ধাবমান হই-তেছে। হায়! সেই নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু হইয়া নিপাতিত হওয়ায় শ্বাপদ-গণ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে, দৈবক্রমে ইহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সংগ্রামে শল ও ভূরি-শ্রবা নিহত হওয়ায় এক্ষণে বধূগণ যে বিধবা হই-য়াছে, দৈবক্রমে তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সেই যূপকেতু মহাত্মা সোমদত্ত-সুতের সেই কাঞ্চন ছত্র রথের নিকটে বিকীর্ণ রহিয়াছে, দৈব-বশত তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। ভূরি-

শ্রবার এই কৃষ্ণ-নয়না ভার্য্যারা সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত পতিকে পরিবেষ্টন করত শোক প্রকাশ করিতেছে।'

হে কেশব! ইহারা ভর্ত্তার শোকে ত্রাস্ত আক্রান্ত হইয়া বহুল বিলাপ করত দুঃখিত ভাবে তোমার অগ্রভাগে অভিমুখ হইয়া পতিত হইতেছে। বীভৎসু এই বীভৎস কর্ম্ম কিরূপে করিলেন? এই যাজ্ঞিক শূরবর প্রমাদগ্রস্ত হইলে কিরূপে তাঁহার বাহু চ্ছেদন করিলেন? সাত্যকি তাঁহাহইতেও অধিকতর পাপকর কর্ম্ম করিয়াছে, যেহেতু এই প্রশংসিত-স্বভাব শূরবর প্রায়োপবেশন করিলেও ইহাঁকে প্রহার করিয়াছিল। 'হে ধার্ম্মিক! তুমি একাকী দুইজন-দ্বারা অধর্ম্মত হত হইয়া শয়ান রহিয়াছ' হে মাধব! ভূরিশ্রবার বনিতাগণ এই কথা বলিয়া রোদন করিতেছে। যূপধ্বজের এই ক্ষীণমধ্যা বনিতা নিজক্রোড়ে ভর্ত্তার ভুজ রক্ষা করত কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন যে, 'এই কর আমার কাঞ্চীদাম আকর্ষণ, পীনস্তন বিমর্দ্দন, নাভি, ঊরু ও জঘনস্পর্শ এবং বসনগ্রন্থি-বিমোচন করিত! এই কর সেই বৈরিদিগের বিনাশ-কর, মিত্রগণের অভয়প্রদ, গো সহস্র প্রদাতা এবং ক্ষত্রিয়গণের অন্তকর। এই বীর সমরে অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকিলে বাসুদেবের সাক্ষাতে অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন ইহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন।' হে জনার্দ্দন! স্বয়ং কিরীটধারী বা তুমি সভা-মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের এই মহৎ কর্ম্ম কিরূপে ব্যক্ত করিবে? এই বরাঙ্গনা এইরূপে নিন্দা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছে, সপত্নীগণ স্বীয় বধূর ন্যায় ইহার সহিত শোক প্রকাশ করিতেছে।

সত্যবিক্রম বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি হেম-দণ্ড-মণ্ডিত ব্যজন-দ্বয়-দ্বারা উপবীজিত হইতেন, তিনিই এক্ষণে শয়ান থাকিয়া পক্ষিগণের পক্ষ-দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন, যিনি মায়াবলে শত সহস্রবিধ রূপ প্রকাশ করিতেন, পাণ্ডবগণের তেজঃ-প্রভাবে সেই মায়াবির মায়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যিনি বৈরিপরাভব-করণে নিপুণ হইয়া সভা-মধ্যে মায়া-দ্বারা বিপুল রাজ্য সহ যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নিজ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। হে কৃষ্ণ! যিনি আমার পুত্রগণের বিনাশের নিমিত্ত কৈতব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শকুনিকে শকুন্তগণ সর্ব্বদিকে সেবা করিতেছে। ইনি আমার পুত্রগণের এবং স্বগণ সহ আপনার বধের জন্য পাণ্ডবগণের সহিত এই মহৎ বৈর আরম্ভ করিয়াছিলেন। হে বিভো! আমার পুত্রগণ যেমন শস্ত্র দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছিল, সেইরূপ এই দুর্বুদ্ধিও শস্ত্রনিকর-দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছে। হে মধুসূদন! তথাপি এই কপটাচার আমার সরল-স্বভাব সন্তানগণকে ভ্রাতৃগণের সহিত কেন বিবোধিত করিল না।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীবাক্যে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ এই দুরাক্রমণীয় বৃষস্কন্ধ কাম্বোজ-রাজ যিনি কাম্বোজ দেশীয় উত্তম আস্তরণে নিয়ত শয়ন করিতেন তিনিই এক্ষণে হত হইয়া ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তসিক্ত দর্শনে দয়িতা অতি দুঃখিতা হইয়া কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যাহাদিগের মধ্যগত হইলে রতি আমাকে পরিত্যাগ করিত না এই সেই সুন্দরতল ও অঙ্গুলি সমন্বিত-পরিঘ-তুল্য বাহুদ্বয়। হে জননাথ! আমি অনাথার ন্যায় বন্ধুহীনা ও কম্পমানা হইয়া তোমাব্যতিরেকে এখন কোন্ গতি অবলম্বন করিব?" হে মধুসূদন! বিবুধগণের মালার ন্যায় আতপক্লান্ত কামিনীগণের শ্রী হীন হয় নাই। দেখ, যাঁহার ভুজদ্বয় প্রদীপ্ত অঙ্গদযুগল-দ্বারা প্রতিবদ্ধ রহিয়াছে সেই শূরবর কলিঙ্গরাজ

শয়ান রহিয়াছেন। হে জনার্দ্দন! দেখ, মগধদেশীয় কামিনীরা মগধ দেশের অধিপতি জয়ৎসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! এই আয়ত-নয়না সুস্বরা সুন্দরীগণের শ্রবণ-মনোহর স্বর যেন আমার মন মোহিত করিতেছে। শোকাক্রান্ত মগধ-বনিতাগণ যাহারা সুন্দর-শয্যায় শয়ন করিত তাহারা এখন সমস্ত আভরণ বিকিরণ করত ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

এই সমুদয় রমণীগণ কোশল দেশের অধিপতি নিজপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলকে পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ইহারা পুনঃ পুন মূর্চ্ছিত ও অমুত্থিত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অর্পিত ইহার গাত্রস্থিত বাণ সকল উদ্ধার করিতেছে। হে মাধব! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী-নারীগণের পরিশ্রম-বশত মুখ-মণ্ডল সকল আতপতাপিত সরসীরুহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের শূর ও শিশুসন্তান সকল মনোহর কবচ ও হেমমালা ধারণ করত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শলভগণ যেমন অনলে দগ্ধ হয় সেইরূপ যাঁহার রথ অগ্নিগৃহ, শরাসন কিরণ, শর, শক্তি ও গদাই ইন্ধন সেই দ্রোণানলে ইহারা দগ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত রুচির কবচধারী কেকয় বংশীয় শূরবর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া সকলেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই তপ্তকাঞ্চন-কবচধারি তালধ্বজ রথচারি বীরগণ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রভাপটল-দ্বারা মহীতল উদ্ভাসিত করিতেছে।

হে মাধব! অরণ্য-মধ্যে প্রবল সিংহ যেমন বলবান্ মাতঙ্গকে হত করে সেইরূপ সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত ও পাতিত দ্রুপদরাজকে দর্শন কর। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! পাঞ্চালরাজের বিমল পাণ্ডুর আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের শোভা পাইতেছে। এই সমুদয় নিতান্ত দুঃখিত ভার্য্যা ও পুত্রবধূগণ মনঃপীড়ায় দগ্ধ হইয়া পাঞ্চালরাজ বৃদ্ধ দ্রুপদের দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে।

চেদিকুলের মঙ্গল-কারিণী কামিনীগণ হৃত-চিত্ত হইয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত শূরবর মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে হরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধবি মর্দ্দে দ্রোণের অস্ত্র অভিহত করিয়া বাতভগ্ন-বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

এই চেদিপতি শূরবর মহারথ ধৃষ্টকেতু সমরে সহস্র শত্রু নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং হত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে হৃষীকেশ! রমণীগণ বিহগকুল-কর্ত্তৃক বিচ্ছিদ্যমান সেই চারুকুণ্ডল ও সুকেশ-সমন্বিত চেদিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই বরাঙ্গনাগণ সত্যবিক্রম বীরবর শয়ান শিশুপাল-সুত চেদিপতিকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছে। হে হৃষীকেশ! ইহাঁর মনোহর কুণ্ডল ও শোভন চিকুর-সমন্বিত পুত্র সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক শরনিকর-দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দর্শন কর। হে মধুসূদন! এই বীর বিপক্ষগণের সহিত যুধ্যমান সমরস্থ পিতাকে এক্ষণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে নাই। এইরূপ আমার পৌত্র পরবীরহন্তা লক্ষ্মণও পিতা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিয়াছিল।

হে কেশব! বসন্তকালে পুষ্পিত শালবৃক্ষ-যুগল যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া পতিত হয়, তেমনি এই কাঞ্চন-কবচ খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী ঋষভ-সম-নেত্র বিমল-মাল্যবন্ত অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ রণস্থলে পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে দর্শন কর। হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বৈকর্ত্তন কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, মহারথ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ এবং শূরবর কৃতবর্ম্মা হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন ইহাঁরা সকলেই অবধ্য। যে সকল নরশ্রেষ্ঠগণ শস্ত্রবলে দেবতাদিগকেও আহত করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর। হে মাধব! যখন আমার শূরবর প্রধান ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তখন নিশ্চয় বোধ হয় দৈবের অধিকতর ভার আর কিছুই

নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি যখন অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যনগরে গিয়াছিলে তখনই আমার বলবন্ত সন্তান সকল নিহত হইয়াছে। তৎকালে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'নিজপুত্ত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রকাশ করিও না।' বৎস জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ দর্শন কি মিথ্যা হইতে পারে? অচিরকাল-মধ্যেই আমার পুত্ত্রগণ ভস্মীভূত হইল!!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! গান্ধারী এই-রূপ বলিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকে মূর্চ্ছিত ও দুঃখে হতচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, পুত্ত্রশোক-পরিপ্লুতা বিকলেন্দ্রিয়া গান্ধারী কোপপূর্ণ-শরীরে দোষ-দর্শন-হেতু কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দগ্ধ হইল. অতএব হে জনার্দ্দন! যখন তাহারা বিনষ্ট হয় তখন তুমি কি-জন্য তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে? হে মহাবাহু মধুসূদন! তুমি বিপুল বলে অধিষ্ঠান করত বহু ভৃত্য-সমন্বিত ও সমর্থ হইয়াও উভয়-পক্ষের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যখন কৌরবগণের বিনাশ-বিষয় উপেক্ষা করিয়াছ তখন অবশ্যই তাহার ফল লাভ কর। হে চক্রগদাধর! আমি পতিশুশ্রূষা-দ্বারা যেকিছু তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছি সেই দুষ্প্রাপ্য তপোবল-দ্বারা তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি। হে গোবিন্দ! যে হেতু কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিগণ পরস্পর নিধন লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলে সেই কারণে তুমিও আপন জ্ঞাতিগণের বধ-সাধন করিবে। হে মধুসূদন! ষট্‌ত্রিংশ বৎসর উপস্থিত হইলে তুমিও হত-জ্ঞাতি হতামাত্য হত-পুত্ত্র ও বনচর হইয়া কুৎসিত উপায়-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। কুরুনারী-গণের ন্যায় তোমারও রমণীগণ সুতহীন এবং জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীন হইয়া পরিতাপ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামনা বাসুদেব এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দেবী গান্ধারীকে বলিলেন, সুব্রতে! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশকর্ত্তা ইহলোকে আমি ভিন্ন অন্য কেহই নাই, ইহা আমি জানি, অতএব যাহা ঘটিবে তদ্বিষয়ে অভিশম্পাত প্রদান-দ্বারা তুমি নিজ তপস্যা ক্ষয় কেন করিলে? যাদবগণ অন্য কি দেব দানবগণেরও অবধ্য, অতএব তাহারা পরস্পরকৃত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ ত্রস্তচিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং জীবনধারণে নিরাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীশাপ দানে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ শ্রাদ্ধপর্ব্ব।

ভগবান্ কহিলেন, হে গান্ধাররাজ-নন্দিনি! গাত্রোত্থান কর, শোকে মনোনিবেশ করিও না, তোমারই অপরাধে অনেকে নিধন লাভ করিয়াছেন। যখন তুমি ঈর্ষান্বিত নিতান্ত অভিমানী নিষ্ঠুর বৈরপ্রিয় বৃদ্ধগণের শাসন অতিক্রম-কারী দুরাত্মা পুত্ত্র দুর্য্যোধনকে পুরস্কার করিয়া দুরাচারকে সদাচার জ্ঞান করিয়াছ, তখন আমাতে আত্মকৃত দোষ অর্পণ করিতে কেন ইচ্ছা কর? যে ব্যক্তি মৃত বা অনুদ্দিষ্ট জনের জন্য অনুশোচনা করে, সে দুঃখ-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দুইটি অনর্থ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণী তপোনিষ্ঠ সন্তান হইবে বলিয়া গর্ব্ভ ধারণ করেন, গোজাতি হলভার-বহন যোগ্য বৎস হইবে বলিয়া গর্ব্ভ ধারণ করিয়া থাকে, অশ্বিনী ধাবমান সন্তানের জন্য গর্ব্ভভার বহন করে, শূদ্রা দাস সন্তান এবং বৈশ্যা পশু-পালনক্ষম পুত্ত্রের জন্য গর্ব্ভিণী হয়, আর তোমার মত রাজকন্যা বধের যোগ্য পুত্ত্র জন্য গর্ব্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাকুল-চিত্তা গান্ধারী বাসুদেবের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌন-

ভাবে রহিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অবোধ-জনিত মোহ নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তুমি তাহাদিগের পরিমাণ অবগত আছ, যাহারা হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিমাণ যদি জানিয়া থাক তবে আমার নিকট প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই সংগ্রামে যাহারা হত হইয়াছেন তাহাদিগের পরিমাণ ষট্ষষ্ট কোটি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র, যে সমস্ত বীর অলক্ষ্য থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র এবং অন্যান্য সৈন্যগণের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চসপ্ততি সহস্র মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! সেই সমস্ত সৎপুরুষেরা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি স্থির করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহারা এই মহা সমরে হর্ষান্বিত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই সমস্ত সত্যবিক্রম বীরেরা ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! যাহারা মরিতে হইবে বলিয়া অপ্রসন্ন মনে যুদ্ধ করত সমরে হত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বগণের সমভাবে বাস করিতেছে। যাহারা বহুল সংগ্রাম করিয়া প্রার্থিত হইয়াও পরাঙ্মুখ হইয়াছিল পরিশেষে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা গুহ্যকদিগের লোকে গমন করিয়াছে। যে সকল মহাত্মারা অস্ত্রহীন হওয়ায় বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান ও হীয়মান হইয়াও অকার্য্য-প্রবৃত্তি-বিষয়ে নিষেধ করত সমরে শত্রুগণের অভিমুখে শাণিত-শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ছিদ্যমান ও হত হইয়াছেন, সেই সমস্ত ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ তেজস্বি বীরগণ ব্রহ্ম-সদনে গমন করিয়াছেন। মহারাজ! সেই সমরে যে কোন রূপে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা উত্তর কুরু-দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞানবলে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এইরূপ দর্শন করিতেছ, তাহা যদি আমার শ্রোতব্য বিবেচিত হয়, তবে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পূর্ব্বে আপনকার আদেশানুসারে যৎকালে আমি বন-মধ্যে বিচরণ করি, তদানীং তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ-বশত দেবর্ষি লোমশকে দর্শন করত তাঁহা হইতে এই অনুস্মৃতি-রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, আর পূর্ব্বে জ্ঞান-যোগবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভারত! এই অনাথ জনের যে সমস্ত পুত্র পৌত্রগণ সমরে নিহত হইয়াছে এবং যুদ্ধ-হত বীরগণের মধ্যে যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান আছে, যাহাদিগের দাহকর্ত্তা নাই এবং যাহারা আহিতাগ্নি নহে, তাহাদিগের দেহ সকল কি বিধি-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছ? হে তাত! কার্য্য বহুল, অতএব আমরাই বা কাহার কার্য্য সাধন করিব? হে যুধিষ্ঠির! সুপর্ণ জাতীয় বিহগ ও গৃধ্রগণ যাহাদিগকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতেছে, অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের কি শুভ লোকে গতি হইবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সূত সঞ্জয়, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, কুরুনন্দন যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি ভৃত্য ও সূতগণকে আদেশ করিলেন যে, আপনারা এই সকলের প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে প্রবৃত্ত হউন; কোন দেহ যেন অনাথের ন্যায় বিনষ্ট না হয়। মহারাজ! ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা, ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ, দারুহরিদ্রা-প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, তৈল, ঘৃত, মহামূল্য পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠ সঞ্চয়, রথ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় সেই স্থানে আহরণ করিয়া যত্ন-সহকারে চিতা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অব্যগ্রভাবে বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা প্রধান অনুসারে সকলের দেহ দাহন

করাইতে লাগিলেন। হে ভারত! শতাধিক ভ্রাতার সহিত রাজা দুর্য্যোধন, শল্যরাজ, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-নন্দন, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, শতাধিক সৃঞ্জয়গণ, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, বিক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশল দেশীয় নৃপগণ, দ্রৌপদীর পুত্র সকল, সুবল-নন্দন শকুনি, অচল, বৃষক, নরপতি ভগদত্ত, পুত্র-সহ অমর্ষণ সূর্য্য-সুত কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয়গণ, মহারথ ত্রিগর্ত্ত-সমুদয়, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ এবং অন্যান্য শত সহস্র পার্থিবগণকে ঘৃতধারা-সমন্বিত প্রদীপ্ত পাবক-দ্বারা দগ্ধ করাইয়াছিলেন। কোন কোন মহাত্মাদিগের বৃষোৎসর্গ-প্রভৃতি পিতৃ-মেধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাঁহারা সামগান ও অপরে অনুশোচনা করিয়াছিলেন; সাম গান ও ঋক্ মন্ত্রের নিনাদে এবং নারীগণের রোদন ধ্বনি-দ্বারা রজনীতে সর্ব্বভূতের মোহ জন্মিয়াছিল। সেই ধূম-বিহীন অগ্নি-সকল দীপ্যমান ও প্রদীপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে অল্প মেঘ সমাবৃত গ্রহগণের ন্যায় বিলোকিত হইয়াছিল। আর সেই সময়ে যে সমস্ত অনাথ জনগণ নানাদেশ হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রাশি করিয়া কাষ্ঠ সঞ্চয়-দ্বারা চিতা নির্ম্মাণানন্তর বিদুর ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে প্রচুর স্নেহসহকারে মন্ত্রোচ্চারণ করাইয়া সকলকে দাহ করাইয়াছিলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পুরস্কৃত করত গঙ্গার অভিমুখীন হইয়া গমন করিলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে যুদ্ধমৃতগণের ঊর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে ষড়্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা পুণ্যশীল জন-সেবিত তট-সমন্বিত দেব-যজনু-কার্য্যোচিত পবিত্র জল-সম্পন্ন মহাবেগবতী গঙ্গা-তরঙ্গিনীর তীরে নীত হইয়া উত্তরীয় বসন উষ্ণীশ কটিবন্ধন ও ভূষণ সমুদয় মোচন-পূর্ব্বক পিতা ভ্রাতা পুত্র পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের তর্পণ করিলেন। নিতান্ত দুঃখিত কুরু-নারীগণ রোদন করত পতিগণের উদক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞগণ সুহৃৎ সকলকেও সলিলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। বীর-পত্নীগণ বীর সকলের উদক ক্রিয়া করিতে থাকিলে গঙ্গার অবতরণ পথ সুন্দর ও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইল। বীর-পত্নীগণ-কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ মহা-সাগর-সদৃশ সেই গঙ্গাতীর নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর, শোকাকুলা কুন্তী সহসা রোদন করত মন্দ মন্দ বচনে পুত্রগণকে কহিলেন, যে বীর লক্ষণ-সম্পন্ন রথ-যূথপতি শূরবর মহাধনুর্দ্ধর সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হে পাণ্ডবগণ! যাঁহাকে তোমরা রাধা-গর্ভ-সম্ভূত সূত-পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক; যিনি সেনানী-মধ্যে প্রভু হইয়া সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন; তোমরা সানুচর-সত্ত্বেও পূর্ব্বে যিনি তোমাদিগের সকলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিলেন; যিনি দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যের উৎকর্ষ-সাধন করত শোভিত হইতেন; পৃথিবীতে বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই, যে শূর সতত ধরাতলে প্রাণপণে যশঃ সঞ্চয় করিতেন, তোমরা সেই সত্যসন্ধ শূর সংগ্রামে স্থির তর অক্লিষ্টকর্ম্মা ভ্রাতার উদক ক্রিয়া কর। সেই কুণ্ডল ও কবচধারী দিবাকর-সম প্রভাশালী শূর তোমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা তিনি ভাস্কর হইতে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ জননীর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। অনন্তর, সেই নরবর কুন্তীনন্দন বীর যুধিষ্ঠির পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জননীকে বলিলেন, শর-নিকর

েহার তরঙ্গ, ধ্বজই যাহার আবর্ত্ত, মহাভুজ যাহার মহাগ্রহ, তলশব্দই যাহার নাদ-স্বরূপ, সেই মহাহ্রদ-স্বরূপ মহারথ যাঁহার বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইলে ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কেহ স্থিরতর থাকিতে পারে না, আপনার সেই দেব-তুল্য পুত্র পূর্ব্বে কিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুপ্রতাপে আমরা সর্ব্বতোভাবে তাপিত হইয়াছিলাম, বস্ত্র-দ্বারা অগ্নিকে আচ্ছাদনের ন্যায় আপনি কেন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেমন ধনঞ্জয়ের বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলাম, তেমনি কৌরবগণ যাঁহার বাহুবলের নিয়ত উপাসনা করিত, যিনি প্রবল বল-বশত সকল ভূপালের বল-স্বরূপ ছিলেন, যে কুন্তীকুমার কর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি রথিগণের মধ্যে রথী বলিয়া গৃহীত হইত না, সেই সর্ব্ব শস্ত্রধারিপ্রবর আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, পূর্ব্বে আপনি সেই অদ্ভুত-বিক্রম রূপকে কিরূপে প্রসব করিয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! আপনি এই গূঢ় বিষয় গোপন করাতেই আমরা হত হইলাম; কর্ণের নিধন-নিবন্ধন আমরা সবান্ধবে পীড়িত হইলাম। অভিমন্যুর বিনাশ, দ্রৌপদীর পুত্রগণের বধ, পাঞ্চাল সকলের নাশ ও কৌরবদিগের নিপাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছে, কর্ণের নিধন-নিবন্ধন দুঃখ তাহা হইতে শত গুণ হইয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে; আমি কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করত যেন অগ্নিতে অর্পিত হইয়া দগ্ধ হইতেছি। ইহ লোক বা স্বর্গলোক-স্থিত কোন বস্তুই অপ্রাপ্য নহে, কৌরবগণের অন্তকর এইরূপ ঘোরতর সমর যেন আর না হয়। ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া এইরূপ বহুল বিলাপ ও রোদন করত কর্ণে[illegible] ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর, সেই সমস্ত রমণীগণ উ[illegible] কালে জল-সমীপে অবস্থিত থাকি[illegible] রোদন করিয়া উঠিল। প[illegible] কুরুপতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ[illegible] [illegible]-বতী পত্নীগণকে আনয়[illegible] [illegible]াত্মা তাঁহাদিগের সহিত [illegible] সমাধা করিয়া বা[illegible]ল-[illegible] [illegible]তে উত্তীর্ণ হইলেন।

[illegible] গ্রন্থ কথনে [illegible]য় ॥ ২৭ ॥

[illegible] সমাপ্ত।

[illegible]পর্ব্ব সম্পূর্ণ।